সাধারণ জ্ঞান (বাংলাদেশ বিষয়াবলি)

বাংলাদেশ ১ম অধ্যায়

বাংলাদেশ পরিচিতি

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় নাম - গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ (The People's Republic of Bangladesh)।
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয় - ২৬ মার্চ ১৯৭১।
- বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানা - উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয় ও আসাম, পূর্বে ভারতের আসাম, ত্রিপুরা ও মিজোরাম এবং মিয়ানমারের আরাকান/রাখাইন এবং চিন রাজ্য, পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।
- বাংলাদেশের বর্তমান মোট জনসংখ্যা - ১৭ কোটি ১০ লাখ (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪)।
- জনসংখ্যার ঘনত্ব - প্রতিবর্গ কিলোমিটারে ১১৭১ জন (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪)।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার - ১.৩৩% (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪)।
- প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল - ৭২.৩ বছর (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪)।
- বর্তমান মাথাপিছু আয় - ২৭৮৪ মার্কিন ডলার (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪)।
- বাংলাদেশের শিক্ষার হার - ৭৭.৯% (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪)।
- বাংলাদেশে সর্বোচ্চ দারিদ্র্যের হার - বিভাগ: বরিশাল, জেলা: মাদারীপুর (বিবিএস)।
- বাংলাদেশে সর্বনিম্ন দারিদ্র্যের হার - বিভাগ: চট্টগ্রাম, জেলা: নোয়াখালী (বিবিএস)।
- গ্রিনিচ মান সময়ের সাথে বাংলাদেশের স্থানীয় সময়ের পার্থক্য - GMT +6/+৬ ঘণ্টা।
- বাংলাদেশে বিরাজমান - ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু (বাংলাদেশের আবহাওয়া অনেকটা সমভাবাপন্ন)।
- বাংলাদেশের রাজধানীর নাম - ঢাকা (বাণিজ্যিক রাজধানী- চট্টগ্রাম)।
- বাংলাদেশের বেশিরভাগ মুসলমান - সুন্নি মুসলিম।
- সরকার পদ্ধতি - সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা। মন্ত্রিপরিষদ সরকার ব্যবস্থা।
- আইনসভার নাম - জাতীয় সংসদ (House of the Nation)।
- প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় - ৭ মার্চ ১৯৭৩।
- বাংলাদেশে ইউনিয়ন সংখ্যা - ৪৫৮৪টি (সূত্র : জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২)।
- বাংলাদেশের বিভাগের সংখ্যা - ৮টি এবং জেলার সংখ্যা ৬৪টি।
- বাংলাদেশে উপজেলার সংখ্যা- ৪৯৫টি (সর্বশেষ কক্সবাজারের ঈদগাঁও, মাদারীপুরের ডাসার এবং সুনামগঞ্জের মধ্যনগর)।
- মোট সিটি কর্পোরেশন - ১২টি।
- বাংলাদেশের পৌরসভার সংখ্যা- ৩৩১ টি।
- বাংলাদেশে রেলওয়ে থানা - ২৪টি।
- বাংলাদেশের পুলিশ থানা- ৬৫২টি।
- নৌ থানা - ১৪টি।
- বাংলাদেশে হাইওয়ে থানা - ৩৬টি।
- বাংলাদেশে গ্রাম - ৯০,০৪৯টি
- প্রধান রপ্তানি পণ্য বা দ্রব্য - তৈরী পোশাক, পাট, চা, চামড়াজাত দ্রব্য, হিমায়িত চিংড়ি, ওষুধ ইত্যাদি।
- প্রধান আমদানি দ্রব্য - খাদ্যসামগ্রী, অপরিশোধিত তেল, শিল্পের কাঁচামাল, ভোজ্য তেল, লোহা ইত্যাদি।
- প্রথম স্যাটেলাইট - বাংলাদেশ স্যাটেলাইট-১।
- প্রথম সার্চ ইঞ্জিন - পিপীলিকা।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. বাংলাদেশের সর্ব উত্তরে জেলা-
Ⓐ তেতুঁলিয়া Ⓑ দিনাজপুর Ⓒ পঞ্চগড় Ⓓ ঠাকুরগাঁও **Ans C**

02. বাংলাদেশ একটি-
Ⓐ গণপ্রজাতন্ত্রী Ⓑ প্রজাতন্ত্র Ⓒ ইসলামি প্রজাতন্ত্র Ⓓ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র **Ans A**

03. কোন জেলা রৌমারি ও বড়াইবাড়ি সীমান্তে অবস্থিত?
Ⓐ নীলফামারী Ⓑ কুড়িগ্রাম Ⓒ দিনাজপুর Ⓓ বগুড়া **Ans B**

04. ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় কোন রাজ্যটি বাংলাদেশের সীমান্তে অবস্থিত নয়?
Ⓐ মেঘালয় Ⓑ আসাম Ⓒ ত্রিপুরা Ⓓ মনিপুর **Ans D**

05. বিলোনিয়া সীমান্ত কোন জেলার অন্তর্গত?
Ⓐ সাতক্ষীরা Ⓑ যশোর Ⓒ ফেনী Ⓓ সিলেট **Ans C**

06. বাংলাদেশের সর্ব পশ্চিমে অবস্থিত জেলা-
Ⓐ ঠাকুরগাঁও Ⓑ পঞ্চগড় Ⓒ নবাবগঞ্জ Ⓓ সাতক্ষীরা **Ans C**

07. বাংলাদেশের উপর দিয়ে কোন রেখা অতিক্রম করেছে?
Ⓐ মকরক্রান্তিরেখা Ⓑ ৯০° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা Ⓒ বিষুব রেখা Ⓓ কোনটিই নয় **Ans B**

08. বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতের রাজ্য কয়টি
Ⓐ ৭টি Ⓑ ৬টি Ⓒ ৪টি Ⓓ ৫টি **Ans D**

09. গ্রিনিচ মান সময় অপেক্ষা বাংলাদেশ কত ঘণ্টা আগে?
Ⓐ ৬ ঘণ্টা Ⓑ ৫ ঘণ্টা Ⓒ ৪ ঘণ্টা Ⓓ ২ ঘণ্টা **Ans A**

10. বাংলাদেশের স্থল সীমা কত?
Ⓐ ৪,৪২৭ কি.মি. Ⓑ ৫,০০০ কি.মি. Ⓒ ৫,০২৭ কি.মি. Ⓓ ৪,২০০ কি.মি. **Ans A**

11. বাংলাদেশের সবচেয়ে উত্তরের জেলা কোনটি?
Ⓐ পঞ্চগড় Ⓑ কুড়িগ্রাম Ⓒ শেরপুর Ⓓ দিনাজপুর **Ans A**

12. কোথায় বাংলাদেশের সাথে ভারত ও মায়ানমারের সীমান্ত পরস্পরকে ছুঁয়েছে?
Ⓐ বান্দরবান Ⓑ খাগড়াছড়ি Ⓒ রাঙামাটি Ⓓ চট্টগ্রাম **Ans C**

13. নিচের কোন ভূমিরূপটি বাংলাদেশে পাওয়া যায় না?
Ⓐ মালভূমি Ⓑ প্লাবন ভূমি Ⓒ পাহাড় Ⓓ দ্বীপ **Ans A**

15. দহগ্রাম ছিটমহল কোন জেলার অন্তর্গত?
Ⓐ লালমনিরহাট Ⓑ রংপুর Ⓒ কুষ্টিয়া Ⓓ কুড়িগ্রাম **Ans A**

16. ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত কত কিলোমিটার?
Ⓐ ৫০১৪ Ⓑ ৪১৫৬ Ⓒ ১৩২৫১ Ⓓ ৮১২২ **Ans B**

17. কোনটি বাংলাদেশকে অতিক্রম করে?
Ⓐ বিষুবরেখা Ⓑ কর্কটক্রান্তি Ⓒ মকরক্রান্তি Ⓓ ৩৮তম সমাক্ষরেখা **Ans B**

18. সিলেট জেলার উত্তরে ভারতীয় কোন রাজ্য অবস্থিত?
Ⓐ মেঘালয় Ⓑ আসাম Ⓒ নাগাল্যান্ড Ⓓ মনিপুর **Ans A**

19. বাংলাদেশের স্থল সীমার দৈর্ঘ্য কত কিলোমিটার?
Ⓐ ৫১১১ Ⓑ ৪৪২৭ Ⓒ ২৯৮০ Ⓓ ৮২৫০ **Ans B**

20. ভারতের ভেতর বাংলাদেশের কতগুলো ছিটমহল আছে?
Ⓐ ৫১টি Ⓑ ৯টি Ⓒ ১৪টি Ⓓ ৮০টি **Ans A**

21. কয়টি দেশের সাথে বাংলাদেশের সীমানা রয়েছে?
Ⓐ ৪টি Ⓑ ৩টি Ⓒ ২টি Ⓓ ১টি **Ans C**

CamScanner

বাংলাদেশ ২য় অধ্যায়

বাংলাদেশের ভূমিরূপ ও ভৌগোলিক পরিক্রমা

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

বাংলাদেশের মৃত্তিকা

- মাটির প্রধান উপাদান - ৪টি। যথা- খনিজ পদার্থ, জৈব পদার্থ, পানি ও বায়ু।
- ভূ-ত্বকের সবচেয়ে ওপরের স্তর - মাটি।
- কৃষিকাজের সবচেয়ে উপযোগী মাটি - দো-আঁশ মাটি।
- বাংলাদেশে পিট মাটি দেখতে পাওয়া যায় - ফরিদপুরে।
- পচা মাটিতে উৎপন্ন হয় - মিথেন গ্যাস।
- বাংলাদেশ মৃত্তিকা গবেষণা ইনস্টিটিউট - ঢাকায় অবস্থিত।
- হিউমাস - এক প্রকার জৈব সার যা মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
- হিউমাসের রং - গাঢ় কালো থেকে বাদামি বর্ণের।
- 'হোয়াইট ক্লে'- নেত্রকোনার বিজয়পুরে প্রাপ্ত সাদা রঙের এক ধরনের উৎকৃষ্ট মাটি।
- বাংলাদেশের মৃত্তিকা উৎপত্তি হয়েছে - টারশিয়ারি যুগের শিলা, প্লাইস্টোসিন যুগের পলল এবং সাম্প্রতিককালের অবক্ষেপ থেকে।
- প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক গঠনের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের মাটিকে ভাগ করা যায় - পাঁচ ভাগে। যথা- ১. পাললিক, ২. পাহাড়িয়া, ৩. লোহিত/ল্যাটেসেলিক, ৪. লবণাক্ত মাটি এবং ৫. কোষ মাটি।
- পাললিক মাটি পাওয়া যায় - পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র নদীসমূহের শাখা ও প্রশাখা দ্বারা বাহিত পলি গঠিত সমভূমিতে।
- পাহাড়ি মাটি দেখতে পাওয়া যায় - সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে।
- পাহাড়ি মাটির রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য - অম্লতা।

পাহাড়-পর্বত

- বাংলাদেশের বৃহত্তম পাহাড় - ময়মনসিংহে অবস্থিত গারো পাহাড়।
- ইউরেনিয়ামের সন্ধান পাওয়া গেছে - মৌলভীবাজারের কুলাউড়া পাহাড়ে।
- হিন্দুদের তীর্থস্থানের জন্য বিখ্যাত - চন্দ্রনাথের পাহাড় (সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম)।
- দেশের সর্বোচ্চ পর্যটন কেন্দ্র - নীলগিরি পর্যটন কেন্দ্র (থানচি, বান্দরবান)।
- জৈয়ন্তিকা পাহাড় অবস্থিত - সিলেট জেলায়।
- বারিক্কা টিলা অবস্থিত - সুনামগঞ্জে।

বাংলাদেশের দ্বীপ

- পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ - বাংলাদেশ।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম ব-দ্বীপ - সুন্দরবন।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম দ্বীপ/একমাত্র দ্বীপ জেলা - ভোলা (দ্বীপের রানি নামে খ্যাত)।
- বাংলাদেশে বাতিঘরের জন্য বিখ্যাত - কুতুবদিয়া দ্বীপ।
- বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের স্থান ও দ্বীপ - ছেঁড়াদ্বীপ। আয়তন ৩ বর্গকিলোমিটার।
- বাংলাদেশে সক্রিয় ব-দ্বীপ আছে - নোয়াখালীর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে।
- শাহবাজপুর দ্বীপ বর্তমানে - ভোলা নামে পরিচিত।
- বাংলাদেশের সক্রিয় ব-দ্বীপ অঞ্চল - বৃহত্তর ফরিদপুর ও বরিশাল অঞ্চল।
- 'অ্যালিফ্যান্ট পয়েন্ট' অবস্থিত - কক্সবাজার জেলায়।
- 'হিরণ পয়েন্ট' ও 'টাইগার পয়েন্ট' অবস্থিত - সুন্দরবনের দক্ষিণে।
- বঙ্গবন্ধু দ্বীপ অবস্থিত - সুন্দরবনের দক্ষিণে মোংলা উপজেলার দুবলার চর থেকে ১০ কিলোমিটার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত।

বাংলাদেশের চর

- চর - সাধারণত নদীর গতিপ্রবাহে অথবা মোহনায় পলি সঞ্চয়নের ফলে গড়ে ওঠা ভূ-ভাগকে চর বলে। চর সাগর, মহাসাগর, হ্রদ অথবা নদীর দ্বারা বেষ্টিত ভূখণ্ড।
- বাংলাদেশে চরের সংখ্যা বেশি - যমুনা নদীতে।
- 'দুবলার চর' বিখ্যাত - মৎস্য আহরণ, শুঁটকি উৎপাদন ও উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনীর জন্য।
- 'নির্মল চর' - রাজশাহী জেলায় বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে ছোট এক টুকরো জমি। জমিটির দৈর্ঘ্য ৩,০০০ ফুট এবং প্রস্থ ২০০ ফুট।

বাংলাদেশের বিল

- বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বিল ও মিঠাপানির মাছের প্রধান উৎস - চলন বিল।
- চলন বিলের অবস্থান - পাবনা, নাটোর ও সিরাজগঞ্জ।
- বাংলাদেশের পশ্চিমা বাহিনীর নদী বলা হয় - ডাকাতিয়া বিলকে।
- বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী বিল - তামাবিল।
- তামাবিল অবস্থিত - সিলেট জেলায়।
- তামাবিল বিখ্যাত - ভারত থেকে কয়লা আমদানি করার জন্য।
- বাংলাদেশের যে বিল দৃশ্যত বিল নয় - তামাবিল।
- বাংলাদেশে বিলের সংখ্যা - এক হাজারেরও বেশি।
- আড়িয়াল বিল অবস্থিত - মুন্সিগঞ্জ জেলায় পদ্মা ও ধলেশ্বরী নদীর মাঝখানে।

বাংলাদেশের হাওড়-বাঁওড়

- বিশাল জলাধারের নাম - হাওড়।
- বাংলাদেশে হাওড় সংখ্যা বেশি পরিলক্ষিত হয় - সিলেট অঞ্চলে।
- দেশে হাওড় আছে - ৭টি জেলায়।
- দেশে মোট হাওড়ের সংখ্যা - ৩৭৩টি। এর মধ্যে সিলেটে ১০৫, কিশোরগঞ্জে ৯৭, সুনামগঞ্জে ৯৫, নেত্রকোনায় ৫২, হবিগঞ্জে ১৪, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৭ এবং মৌলভীবাজারে ৩টি।
- সবচেয়ে ছোট হাওড় - বুরবুক হাওড় (সিলেট)।
- টাঙ্গুয়ার হাওড় অবস্থিত - সুনামগঞ্জে।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম বাঁওড় - পোড়াপাড়া বাঁওড় (মহেশপুর, ঝিনাইদহ)।

বাংলাদেশের লেক/হ্রদ

- হ্রদ বা লেক - প্রাকৃতিক কারণে যদি বিস্তীর্ণ পানিরাশি ভূ-ভাগে আবদ্ধ হয়ে একটা স্থায়ী জলাশয় সৃষ্টি করে তাহলে সেই জলাশয়কে হ্রদ বা লেক বলে।
- লেক এর জেলা হিসেবে পরিচিত - রাঙামাটি।
- বগা লেক অবস্থিত - বান্দরবান। বাংলাদেশের একমাত্র প্রাকৃতিক লেক।
- ১৯২৪ সালে চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে নির্মিত কৃত্রিম লেক - 'ফয়েজ লেক'।
- কাপ্তাই হ্রদ অবস্থিত - রাঙামাটি জেলায়।
- জাফলং লেক অবস্থিত - সিলেটে।
- ক্রিসেন্ট লেক অবস্থিত - ঢাকায় (জাতীয় সংসদ ভবনের পাশে)।
- মাধবপুর হ্রদ অবস্থিত - মৌলভীবাজারে।
- ধানমন্ডি লেক অবস্থিত - ঢাকার ধানমন্ডিতে।
- প্রান্তিক লেক অবস্থিত - বান্দরবান।
- মহামায়া লেক অবস্থিত - চট্টগ্রাম।

বঙ্গোপসাগর

- বঙ্গোপসাগরের অবস্থান – ভারত মহাসাগরের উত্তর অংশে।
- ইংরেজিতে ছোট উপসাগর এবং বড় উপসাগরকে বলা হয় – ছোট উপসাগর Bay এবং বড় উপসাগর Gulf.
- পৃথিবীর সবচেয়ে বড় Bay – বঙ্গোপসাগর।
- বঙ্গোপসাগরের ভৌগোলিক অবস্থান - পশ্চিম দিকে ভারত ও শ্রীলঙ্কা, উত্তরে বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, পূর্বে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং দক্ষিণে মিয়ানমার, সুমাত্রা ও ভারত মহাসাগর।
- বঙ্গোপসাগরের ভৌগোলিক আয়তন - সর্বমোট প্রায় ২২ লক্ষ বর্গকিলোমিটার।

বাংলাদেশের সমুদ্র সৈকত

- বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত - কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত, বাংলাদেশ।
- কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের দৈর্ঘ্য - ১২০ কিলোমিটার।
- 'সাগর কন্যা' বলা হয় - কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতকে (পটুয়াখালী জেলা)।
- কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতের দৈর্ঘ্য - ১৮ কিলোমিটার।
- সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দেখা যায় - কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত থেকে।
- 'পর্যটন হলিডে হোমস' অবস্থিত - কুয়াকাটায়।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

■ বাংলাদেশের পর্যটন রাজধানী - কক্সবাজার।

সমুদ্র সৈকতের নাম	অবস্থান
টেকনাফ, হিমছড়ি, ইনানি	কক্সবাজার
কটকা	সুন্দরবন
পতেঙ্গা, পার্কি ও গুলিয়াখালি	চট্টগ্রাম

বাংলাদেশের ইকো ও সাফারি পার্ক

- ইকো ও সাফারি পার্ক - জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে প্রাণিকুলের অভয়ারণ্য গড়ে তোলা পার্ক সাফারি পার্ক এবং চিত্তবিনোদনের জন্য নির্মিত পার্ক ইকোপার্ক।
- বাংলাদেশের প্রথম ইকোপার্ক অবস্থিত - চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের চন্দ্রনাথের পাহাড়ে। ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠিত। এটি এশিয়ার বৃহত্তম ইকোপার্ক।
- বাংলাদেশের প্রথম এভিয়ারি পার্ক বা পক্ষীশালা - শেখ রাসেল এভিয়ারি অ্যান্ড রিক্রিয়েশন পার্ক। এটি চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ার নিশ্চিন্তপুর বন বিভাগে তৈরি করা হয়েছে।
- বাংলাদেশের দ্বিতীয় ইকোপার্ক অবস্থিত - মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলার মাধবকুণ্ডের মুরাইছড়িতে।
- বাংলাদেশের ১৬তম ইকোপার্ক - মিঠাপুকুর ইকোপার্ক।
- বাংলাদেশের প্রথম সাফারি পার্ক - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক (২০০১)। সাফারি পার্কটি কক্সবাজারের চকোরিয়া উপজেলার ডুলাহাজরায় অবস্থিত।
- বাংলাদেশের দ্বিতীয় সাফারি পার্ক - দ্বিতীয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক (গাজীপুরের কালিয়াকৈর)।
- বাংলাদেশের প্রথম ভ্রাম্যমাণ শিশু পার্কের নাম - আনন্দঘূর্ণী।

বাংলাদেশের ঝরণা

- বাংলাদেশের একমাত্র গরম পানির ঝরনা অবস্থিত - চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের চন্দ্রনাথ পাহাড়ে।
- বাংলাদেশের শীতল পানির ঝরনা অবস্থিত - হিমছড়ি পাহাড়, কক্সবাজার।
- চিতা ঝরনা অবস্থিত - মৌলভীবাজার জেলায়।
- শুভলং ঝরনা অবস্থিত - রাঙামাটি জেলায়।
- জাদিপাই, নাফাখুম ও ঋজুক ঝরনা অবস্থিত - বান্দরবানে।

বাংলাদেশের জলপ্রপাত

- জলপ্রপাত - জলপ্রপাত হলো একটি নির্দিষ্ট উচ্চতা থেকে প্রাকৃতিকভাবে বহমান জলের পতন। সাধারণত প্রাকৃতিকভাবে খাড়া বা লম্বভাবে পতিত জলরাশিকে জলপ্রপাত বলা হয়।
- মাধবকুণ্ড জলপ্রপাতটি অবস্থিত - বড়লেখা, মৌলভীবাজারে।
- মাধবকুণ্ড জলপ্রপাতের উৎপত্তিস্থল - বড়লেখা উপজেলার পাথারিয়া পাহাড় থেকে।
- হামহাম জলপ্রপাত অবস্থিত - মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার রাজকান্দি বনাঞ্চলে। এই জলপ্রপাতটি ২০১০ সালে পর্যটন গাইড শ্যামল দেববর্মার সাথে দুর্গম জঙ্গলে ঘেরা একদল পর্যটক আবিষ্কার করেন।
- বাকলাই জলপ্রপাতটি অবস্থিত - বান্দরবানে।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. কোন রেখাটি বাংলাদেশকে অতিক্রম করে?
Ⓐ বিষুব রেখা Ⓑ কর্কট ক্রান্তি Ⓒ মকর ক্রান্তি Ⓓ ৩৮° সমাক্ষরেখা **Ans B**

02. হিউমাস কী?
Ⓐ জলবায়ু Ⓑ ভূমির উপরিভাগ Ⓒ মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিকারী উপাদান Ⓓ দূষণ **Ans C**

03. বাংলাদেশের বৃহত্তম দ্বীপ কোনটি?
Ⓐ ভোলা Ⓑ সন্দীপ Ⓒ মহেশখালী Ⓓ সেন্টমার্টিন **Ans A**

04. চলনবিল কোথায়?
Ⓐ রাজশাহী Ⓑ নওগাঁ Ⓒ পাবনা ও নাটোর Ⓓ নাটোর ও নওগাঁ **Ans C**

05. বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণের দ্বীপ কোনটি?
Ⓐ সন্দীপ Ⓑ নিঝুমদ্বীপ Ⓒ সেন্টমার্টিন Ⓓ দক্ষিণ তালপট্টি **Ans C**

06. বাংলাদেশের পাহাড়ী এলাকার গড় উচ্চতা কত ফুট?
Ⓐ ২০০০ Ⓑ ২০৫০ Ⓒ ৩০০০ Ⓓ ১৫০০ **Ans B**

07. সাজেক উপত্যকা কোথায় অবস্থিত?
Ⓐ খাগড়াছড়ি Ⓑ বান্দরবান Ⓒ রাঙ্গামাটি Ⓓ কক্সবাজার **Ans C**

08. বাংলাদেশের একমাত্র 'পাহাড়'-বিশিষ্ট দ্বীপ
Ⓐ পাহাড়পুর Ⓑ কুতুবদিয়া Ⓒ নিঝুমদ্বীপ Ⓓ মহেশখালি **Ans D**

09. পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটের পাহাড় কোন যুগে সৃষ্ট?
Ⓐ টারশিয়ারি যুগে Ⓑ প্লাইস্টোসিন যুগে Ⓒ সাম্প্রতিক যুগে Ⓓ জুরাসিক যুগে **Ans A**

10. মাধবকুণ্ড প্রাকৃতিক জলপ্রপাত কোন জেলায় অবস্থিত?
Ⓐ সুনামগঞ্জ Ⓑ সিলেট Ⓒ হবিগঞ্জ Ⓓ মৌলভীবাজার **Ans D**

11. দুবলার চর কোথায় অবস্থিত?
Ⓐ সেন্ট মার্টিন দ্বীপে Ⓑ সুন্দরবনের দক্ষিণ উপকূলে Ⓒ ভোলায় Ⓓ কক্সবাজার **Ans B**

12. আড়িয়াল বিল কোথায় অবস্থিত?
Ⓐ কুড়িগ্রাম Ⓑ নড়াইল Ⓒ নাটোর Ⓓ মুন্সিগঞ্জ **Ans D**

13. ছেড়াদিয়া বা সিরাদিয়া কোথায় অবস্থিত?
Ⓐ হাতিয়া Ⓑ নিঝুম দ্বীপে Ⓒ সেন্টমার্টিনস দ্বীপের দক্ষিণে Ⓓ সেন্টমার্টিনস দ্বীপের উত্তরে **Ans C**

14. সেন্টমার্টিন দ্বীপের স্থানীয় নাম কী?
Ⓐ নারিকেল মঞ্জিরা Ⓑ নারিকেল জিঞ্জিরা Ⓒ নারিকেল বাতাসা Ⓓ নারিকেল বাগান **Ans B**

15. বঙ্গোপসাগরের গড় গভীরতা কত ফুট?
Ⓐ ২,৬০০ Ⓑ ৮,৫০০ Ⓒ ৩,৬৭০ Ⓓ ৫,৫৩০ **Ans B**

16. 'মুরাইছড়া' ইকো-পার্ক কোথায়?
Ⓐ খাগড়াছড়ি Ⓑ নালিতাবাড়ি Ⓒ বড়লেখা Ⓓ কালিয়া **Ans C**

17. 'বগা লেক' নামে পরিচিত লেকটি বাংলাদেশের কোন জেলায় অবস্থিত?
Ⓐ সুনামগঞ্জ Ⓑ বান্দরবান Ⓒ রাঙামাটি Ⓓ কিশোরগঞ্জ **Ans B**

18. 'Ninety East Ridge' বাংলাদেশের কোন অংশের সাথে সম্পর্কিত?
Ⓐ মধুপুর-বরেন্দ্র অঞ্চল Ⓑ জয়ন্তিয়া পাহাড় Ⓒ বঙ্গোপসাগর Ⓓ তিন বিঘা করিডোর **Ans C**

19. কাপ্তাই বাঁধের কারণে প্লাবিত পার্বত্য চট্টগ্রামের উপত্যকা এলাকার নাম কী?
Ⓐ কাপ্তাই ভ্যালি Ⓑ গ্রাউন্ড ডিলুজ Ⓒ চিটাগাং ট্র্যাক্ট Ⓓ ভেঙ্গি ভ্যালি **Ans D**

বাংলাদেশ ৩য় অধ্যায় প্রাচীন বাংলার ইতিহাস

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- 'ইতিহাসের জনক' বলে খ্যাত - হেরোডোটাস (গ্রিস)।
- 'ইতিহাস' শব্দের উৎপত্তি - গ্রিক শব্দ 'Historia' থেকে।
- সুপ্রাচীন বঙ্গদেশের সীমা উল্লেখ আছে - ড. নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' গ্রন্থে।
- বাংলা শব্দটির উৎপত্তি - 'বঙ্গ' শব্দ থেকে (বঙ্গ এই অঞ্চলে প্রাচীনকালে বসবাসকারী একটি জনগোষ্ঠীর নাম)।
- সর্বপ্রথম 'বঙ্গ' শব্দটি পাওয়া যায় - ৩০০০ বছর পূর্বের ঋগ্বেদের 'ঐতরেয় আরণ্যক' গ্রন্থে।
- সর্বপ্রথম দেশবাচক 'বাংলা' শব্দের ব্যবহার হয় - আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে।
- বাংলার আদিম অধিবাসী - কোল, ভিল, সাঁওতাল, মুন্ডা প্রভৃতি জাতি।
- প্রাচীন বাংলার আর্থসামাজিক ইতিহাস পাওয়া যায় - সংস্কৃত সাহিত্যের দুটি সংকলনে। এগুলো হলো বিদ্যাকর সংকলিত 'সুভাষিত-রত্নকোষ' এবং শ্রীধরদাস সংকলিত 'সদুক্তি-কর্ণামৃত'।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

- বাংলার বাইরে রচিত বাংলা সম্পর্কিত তথ্য সংবলিত ইতিহাস গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে - কাজী মিনহাজ-ই-সিরাজের 'তবকাত ই-নাসিরী', খাজা আবদুল মালিক ইসামীর 'ফুতুহ-উস-সালাতীন', জিয়াউদ্দিন বারানীর 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী' প্রভৃতি।
- বাংলার আদি জনগোষ্ঠীর ভাষা ছিল - অস্ট্রিক।
- উপমহাদেশের নাম সর্বপ্রথম 'ইন্ডিয়া' দেন - গ্রিকগণ।
- নৃতাত্ত্বিকভাবে বাংলাদেশের মানুষ প্রধানত যে নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত - আদি অস্ট্রেলীয়।
- প্রাচীন সাহিত্যে যারা 'নিষাদ' নামে পরিচিত ছিল - অস্ট্রেলয়েড বা আদি অস্ট্রেলীয়।
- বাংলাদেশের প্রাচীন জাতি - দ্রাবিড়।
- সমগ্র বাঙালি জনগোষ্ঠীকে ভাগ করা যায় - ২ ভাগে - ১. প্রাক-আর্য বা অনার্য জনগোষ্ঠী ও ২. আর্য জনগোষ্ঠী।
- আর্যপূর্ব জনগোষ্ঠী মূলত বিভক্ত ছিল - ৪ ভাগে - ১. নেগ্রিটো ২. অস্ট্রিক ৩. দ্রাবিড় ও ৪. ভোটচীনীয়।
- নেগ্রিটোদের উৎখাত করে - অস্ট্রিক জাতি।
- বাঙালি জাতি গড়ে ওঠেছে - অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও আর্য জাতির সংমিশ্রণে।
- বর্তমানে বাঙালি জাতির পরিচয় - সংকর জাতি হিসেবে।
- আর্যদের আদী নিবাস - ইউরাল পর্বতের দক্ষিণ কিরগিজ তৃণভূমি অঞ্চলে।
- আর্যদের প্রভাব স্থাপনের পরে বঙ্গদেশে আগমন করে - মঙ্গোলীয় বা ভোটচীনীয় জাতি।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. প্রাচীন বাংলায় নিম্নের কোন অঞ্চল বাংলাদেশের পূর্বাংশে অবস্থিত ছিল?
Ⓐ হরিকেল Ⓑ সমতট Ⓒ বরেন্দ্র Ⓓ রাঢ় **Ans Ⓐ**

02. ঢাকা প্রাচীন বাংলার কোন জনপদের অন্তর্গত?
Ⓐ বঙ্গ Ⓑ রাঢ় Ⓒ বরেন্দ্র Ⓓ হরিকেল **Ans Ⓐ**

03. বর্তমান বাংলাদেশের কোন অংশকে 'সমতট' বলা হতো?
Ⓐ কুমিল্লা ও নোয়াখালী Ⓑ রাজশাহী ও বগুড়া Ⓒ চট্টগ্রাম Ⓓ দিনাজপুর ও রংপুর **Ans Ⓐ**

04. বাংলাদেশের একটি প্রাচীন জনপদ-
Ⓐ সোনারগাঁও Ⓑ হরিকেল Ⓒ ভুলুয়া Ⓓ পঞ্চগড় **Ans Ⓑ**

05. নিচের যেটি বাংলার প্রাচীন জনপদ-
Ⓐ চন্দ্রদ্বীপ Ⓑ ময়নামতি Ⓒ হরিকেল Ⓓ পাটালীপুত্র **Ans Ⓒ**

06. কোনটি প্রাচীনতম?
Ⓐ মহাস্থান ব্রাহ্মীলিপি Ⓑ চর্যাপদ Ⓒ রামচরিতম Ⓓ গীতগোবিন্দ **Ans Ⓐ**

07. বাংলার প্রাচীনতম বন্দরের নাম কী?
Ⓐ তাম্রলিপি Ⓑ চন্দ্রকেতুগড় Ⓒ গঙ্গারিডাই Ⓓ সমন্দর **Ans Ⓓ**

08. বাংলার প্রাচীন নগর 'কর্ণসুবর্ণ'-এর অবস্থান ছিল -
Ⓐ কুমিল্লায় Ⓑ মুর্শিদাবাদে Ⓒ বগুড়ায় Ⓓ রাজশাহীতে **Ans Ⓑ**

বাংলাদেশ ৪র্থ অধ্যায় — প্রাচীন ভারতের সাম্রাজ্য

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা - চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। ৩২১ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে চন্দ্রগুপ্ত এই সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন।
- প্রাচীন ভারতের সর্বপ্রথম ভারতীয় সম্রাট- চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য।
- 'মুদ্রারাক্ষস' - বিশাখা দত্ত রচিত একটি নাটক যেখানে চন্দ্রগুপ্তের সাথে মগধের রাজা নন্দের যুদ্ধকাহিনি বিবৃত রয়েছে।
- চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য জন্মগ্রহণ করেন - পাটালিপুত্র নগরে।
- চন্দ্রগুপ্তের রাজদরবারে সেলিউকাসের পাঠানো রাষ্ট্রদূতের নাম ছিল - মেগাস্থিনিস।
- মেগাস্থিনিস তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থার বর্ণনা দেন - ইন্ডিকা নামক গ্রন্থে।
- কৌটিল্য/চাণক্য বা বিষ্ণুগুপ্ত রচিত গ্রন্থের নাম - অর্থশাস্ত্র।
- কৌটিল্য/চাণক্য ছিলেন- চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী ও রাজ উপদেষ্টা।
- অর্থশাস্ত্র হলো - রাজনীতি, অর্থনীতি ও কূটনীতিবিষয়ক গ্রন্থ।
- ভারতীয় উপমহাদেশে ছয় বোর্ডের রূপকার ছিলেন - চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য।
- চন্দ্রগুপ্তের পর সিংহাসনে বসেন - বিন্দুসার (৩০০-২৭৩ খ্রিষ্টপূর্ব)।
- ইতিহাসে 'অমিত্রাঘাত' বা 'শত্রুহন্তা' নামে পরিচিত ছিলেন - বিন্দুসার।
- বিন্দুসারের পুত্রের নাম ছিল - সম্রাট অশোক।
- সম্রাট অশোক সিংহাসনে আরোহণ করেন ও শাসন করেন - ২৭২ থেকে ২৩২ খ্রিষ্টপূর্ব পর্যন্ত। মতান্তরে, ২৬৯-২৩২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ।
- ইতিহাসে 'চণ্ডাশোক' নামে পরিচিত ছিলেন - সম্রাট অশোক। উত্তরাধিকার যুদ্ধে তার ভ্রাতাদের নির্মমভাবে হত্যা করার জন্য এই উপাধি লাভ করেন।
- অশোকের শিলালিপি - তিন ভাগে বিভক্ত (পর্বতগাত্রে খোদিত শিলালিপি, স্তম্ভ শিলালিপি এবং গুহালিপি)।
- সম্রাট অশোক সিংহাসন লাভ করে গ্রহণ করেন - দেবানম্-পিয়া-পিয়াদশী/দেবতাদের প্রিয়-প্রিয়দর্শী উপাধি।
- কলিঙ্গ যুদ্ধ সংঘটিত হয় - ২৬০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে (মতান্তরে ২৬১ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে)।
- যে যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে সম্রাট অশোক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন - কলিঙ্গ যুদ্ধ।
- সম্রাট অশোকের প্রচেষ্টায় বৌদ্ধ ধর্ম - বিশ্ব ধর্মের মর্যাদা লাভ করে।
- বৌদ্ধ ধর্মের কনস্ট্যান্টাইন বলা হয় - মহামতী সম্রাট অশোককে।
- উপমহাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটে - সম্রাট অশোকের আমলে।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. 'মাৎস্যন্যায়' ধারণাটি কিসের সঙ্গে সম্পর্কিত?
Ⓐ মাছবাজার Ⓑ ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা Ⓒ মাছ ধরার নৌকা Ⓓ আইন-শৃঙ্খলাহীন অরাজক অবস্থা **Ans Ⓓ**

02. বাংলায় প্রথম বংশানুক্রমিক শাসন শুরু করেন-
Ⓐ শশাঙ্ক Ⓑ বখতিয়ার খিলজি Ⓒ বিজয় সেন Ⓓ গোপাল **Ans Ⓓ**

03. প্রাচীন বাংলার কোন এলাকা কর্ণসুবর্ণ নামে কথিত হত?
Ⓐ মুর্শিদাবাদ Ⓑ রাজশাহী Ⓒ চট্টগ্রাম Ⓓ মেদিনীপুর **Ans Ⓐ**

04. বঙ্গ ও গৌড় দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে কত শতকে?
Ⓐ ষষ্ঠ Ⓑ অষ্টম Ⓒ দশম Ⓓ একাদশ **Ans Ⓐ**

05. কোন বাঙালি ৭ম শতাব্দীতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বাধ্যক্ষের পদ অলংকৃত করেন?
Ⓐ শীলভদ্র Ⓑ অতীশ দীপংকর Ⓒ কাহ্নপা Ⓓ জীমূতবাহন **Ans Ⓐ**

06. চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন বাংলায় আসেন যার সময়ে-
Ⓐ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত Ⓑ আলাউদ্দিন হুসাইন শাহ্ Ⓒ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত Ⓓ হর্ষবর্ধন **Ans Ⓐ**

07. সম্রাট অশোক কোন বংশের শাসক ছিলেন?
Ⓐ গুপ্ত Ⓑ মৌর্য Ⓒ পাল Ⓓ পাঠান **Ans Ⓑ**

08. পাটালিপুত্র রাজধানী ছিল-
Ⓐ গুপ্তদের Ⓑ সেনদের Ⓒ পালদের Ⓓ মৌর্যদের **Ans Ⓓ**

বাংলাদেশ ৫ম অধ্যায় — মধ্যযুগে উপমহাদেশ/ বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- আরবদের সিন্ধু জয়ের সময় রাজা ছিলেন - দাহির।
- গজনীর শাসনকর্তা সুলতান মাহমুদ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন - ১০০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১০২৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট ১৭ বার।
- সুলতান মাহমুদ বাগদাদের খলিফা কর্তৃক গ্রহণ করেন - 'আমিন-উল-মিল্লাত' খেতাব।
- সুলতান মাহমুদের ভারত আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল - ধনসম্পদ লুণ্ঠন।
- সুলতান মাহমুদের রাজসভার কবি ছিলেন - ফেরদৌসি।

চিত্র : বখতিয়ার খলজি

- সুলতান মাহমুদ সোমনাথ মন্দির আক্রমণ করেন - ১০২৬ খ্রিষ্টাব্দে।
- সুলতান মাহমুদ গজনীতে যে বৃহৎ মসজিদ নির্মাণ করেন তার নাম - 'স্বর্গীয় বধূ'।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

- ফেরদৌসি রচিত গ্রন্থের নাম - শাহনামা।
- ইতিহাসে ময়েজউদ্দিন মুহাম্মদ বিন সাম পরিচিত ছিলেন - মুহম্মদ ঘুরী নামে।
- মুহম্মদ ঘুরী গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন - ১১৭৩ সালে।
- তরাইনের প্রথম যুদ্ধ ও দ্বিতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয় - যথাক্রমে ১১৯১ এবং ১১৯২ সালে।
- তরাইনের এই দুটি যুদ্ধ সংঘটিত হয় - মুহম্মদ ঘুরী এবং পৃথ্বীরাজ চৌহানের মধ্যে।
- প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটে - সেন বংশের শেষ রাজা লক্ষ্মণ সেনের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে।
- বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার সূচনা করেন/ প্রথম মুসলিম বিজেতা - ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি (লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করার মাধ্যমে)।
- বখতিয়ার খিলজি অধিবাসী ছিলেন - আফগানিস্তানের গরমশিরের।
- বখতিয়ার খিলজি ছিলেন - একজন তুর্কি বীর।
- ভারতের প্রথম মুসলিম রাজ্য স্থাপিত হয় - সিন্ধু ও মুলতানে।
- মুসলিম সেনাপতি বখতিয়ার খিলজি নদীয়া আক্রমণ করেন - ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে (ত্রয়োদশ শতকে)। তিনি বাংলার প্রথম মুসলিম বিজেতা।
- বখতিয়ার খিলজি নদীয়ায় প্রবেশ করেন - ১৭/১৮ জন সৈন্য নিয়ে।
- বখতিয়ার খিলজি বিহার জয় করেন - ১২০৩ খ্রিষ্টাব্দে।
- বখতিয়ার খিলজি যাকে পরাজিত করে বাংলা জয় করেন - লক্ষ্মণ সেনকে (১২০৪ সালে)।
- বখতিয়ার খিলজি তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন - দিনাজপুরের দেবকোটে।
- বখতিয়ার খিলজি মৃত্যুবরণ করেন - ১২০৬ সালে; দেবকোটে (আলী মর্দানের হাতে)।
- বাংলায় মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় - ত্রয়োদশ শতাব্দীতে।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. বাংলা নববর্ষ 'পহেলা বৈশাখ' চালু করেছিলেন-
Ⓐ লক্ষ্মণ সেন Ⓑ বিজয় সেন Ⓒ সম্রাট আকবর Ⓓ সম্রাট শাহজাহান Ans Ⓒ

02. পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ হয়-
Ⓐ ১৫২৬ সালে Ⓑ ১৫৫৬ সালে Ⓒ ১৭৬১ সালে Ⓓ ১৭৬৫ সালে Ans Ⓒ

03. সম্রাট শাহজাহান মুঘল বংশের কততম শাসক?
Ⓐ তৃতীয় Ⓑ চতুর্থ Ⓒ পঞ্চম Ⓓ ষষ্ঠ Ans Ⓒ

04. বুলবুল ই-হিন্দ কাকে বলে?
Ⓐ তানসেনকে Ⓑ আমীর খসরুকে Ⓒ আবুল ফজলকে Ⓓ গালিবকে Ans Ⓐ

05. যে বিদেশি রাজা ভারতের কোহিনূর মণি ও ময়ূর সিংহাসন লুট করেন-
Ⓐ আহমদ শাহ আবদালি Ⓑ নাদির শাহ Ⓒ দ্বিতীয় শাহ আব্বাস Ⓓ সুলতান মাহমুদ Ans Ⓑ

06. দিল্লির কোন সম্রাট বাংলা থেকে পর্তুগিজদের বিতাড়িত করেন?
Ⓐ শেরশাহ Ⓑ আকবর Ⓒ জাহাঙ্গীর Ⓓ আওরঙ্গজেব Ans Ⓐ

07. কোন সুলতানের রাজত্বকালে ইবনে বতুতা বাংলায় সফর করেন?
Ⓐ ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ্ Ⓑ শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্ Ⓒ আলাউদ্দীন হুসেন Ⓓ নুসরত শাহ Ans Ⓐ

08. বাংলার রাজধানী হিসেবে সোনারগাঁও এর পত্তন কে করেন?
Ⓐ সম্রাট আকবর Ⓑ ঈশা খাঁ Ⓒ সুবেদার ইসলাম খান Ⓓ শাহজাদা আজম Ans Ⓑ

09. বাংলা সনের প্রবর্তক কে?
Ⓐ সম্রাট অশোক Ⓑ সম্রাট আকবর Ⓒ আবুল ফজল Ⓓ লক্ষ্মণ সেন Ans Ⓑ

10. ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে?
Ⓐ বাবর Ⓑ আকবর Ⓒ সেলিম Ⓓ শেরশাহ Ans Ⓐ

11. কোন শতকে বাংলায় মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়?
Ⓐ একাদশ Ⓑ দ্বাদশ Ⓒ ত্রয়োদশ Ⓓ চতুর্দশ Ans Ⓒ

বাংলাদেশ ৬ষ্ঠ অধ্যায়

উপমহাদেশে ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনাপর্ব

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে প্রথম ভারতবর্ষে আসে - পর্তুগিজরা।
- বাংলায় ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে প্রথম সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করে - ফরাসিরা।
- ইউরোপ থেকে আফ্রিকার 'উত্তমাশা অন্তরীপ' হয়ে সমুদ্রপথে পূর্বদিকে আসার জলপথ আবিষ্কৃত হয় - ১৪৮৭ সালে (বার্থলোমিউ দিয়াজ কর্তৃক)।
- 'ভাস্কো-দা-গামা' ভারতবর্ষে প্রথম আসেন - ১৪৯৮ সালে (কালিকট বন্দরে)।
- পর্তুগিজরা বাংলায় ব্যবসা বাণিজ্য আরম্ভ করে - ১৫৮০ সাল থেকে।
- ভারতবর্ষে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আসা বণিকদের শাসন করেছিল - ইংরেজরা।
- ইংরেজরা প্রথম উপমহাদেশে কুঠি স্থাপন করে - সুরাটে (১৬১২ সালে)।
- মুঘল সম্রাটের সাথে ইংরেজদের সন্ধি হয় - ১৬৬০ সালে।
- বাংলায় ইংরেজদের সাথে মুঘলদের সংঘর্ষ বাঁধে - ১৬৮৬ সালে।
- বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব - নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা।
- সিরাজ-উদ-দৌলা বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন - ১৭৫৬ সালে।
- সিরাজ-উদ-দৌলা কলকাতার নাম পরিবর্তন করে রাখেন - আলীনগর।
- নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ দখল করেন - ১৭৫৬ সালের ২০ জুন।
- পলাশির যুদ্ধ সংঘটিত হয় - ২৩ জুন ১৭৫৭।
- বক্সারের যুদ্ধ সংঘটিত হয় - ১৭৬৪ সালে (ইংরেজ ও মীর কাশিমের মধ্যে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়)।
- বাংলায় 'বর্গী' নামে পরিচিত ছিল - মারাঠারা।
- ব্রিটিশ ভারতে দাস প্রথা বন্ধ করতে অবদান সবচেয়ে বেশি - লর্ড এডেনবরোর।
- ভারতে পর্তুগিজ শক্তির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন - আল বুকার্ক।
- ভারতে সর্বশেষ পর্তুগিজ ভাইসরয় - ফ্রান্সিসকো আলমিডা।
- অন্ধকূপ হত্যা কল্পকাহিনিটি রচিত হয় - ১৭৫৬ সালে (কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে)।
- ইংরেজরা কলকাতা অধিকার করে - ১৭৫৭ সালের ২ জানুয়ারি।
- ইংরেজ বণিকগণ বঙ্গদেশে বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন করেন - সম্রাট শাহজাহানের আমলে।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা কত সালে ভারতে পৌঁছান?
Ⓐ ১৪৫৩ Ⓑ ১৪৭৬ Ⓒ ১৪৯২ Ⓓ ১৪৯৮ Ans Ⓓ

02. বাংলায় ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে প্রথম কাদের আগমন ঘটে?
Ⓐ ওলন্দাজ Ⓑ ইংরেজ Ⓒ পর্তুগিজ Ⓓ ফরাসি Ans Ⓒ

03. সতীদাহ প্রথা বিলোপ করেন-
Ⓐ বিদ্যাসাগর Ⓑ রামমোহন Ⓒ বেন্টিংক Ⓓ হান্টার Ans Ⓒ

04. ফরায়েজী আন্দোলনের নেতা কে ছিলেন?
Ⓐ হাজী শরীয়তউল্লাহ Ⓑ সৈয়দ আহমদ শহীদ Ⓒ তিতুমীর Ⓓ ফকির মজনু শাহ Ans Ⓐ

05. ব্রিটিশ শাসনামলে কোন সালে ঢাকাকে প্রাদেশিক রাজধানী করা হয়?
Ⓐ ১৭৫৭ Ⓑ ১৯০৫ Ⓒ ১৮৫৭ Ⓓ ১৯১১ Ans Ⓑ

06. ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা হলেন-
Ⓐ রাজা রামমোহন রায় Ⓑ কেশবচন্দ্র সেন Ⓒ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর Ⓓ স্বামী বিবেকানন্দ Ans Ⓐ

07. ইলা মিত্র অংশগ্রহণ করেন-
Ⓐ ওয়াবাহী আন্দোলনে Ⓑ নীল বিদ্রোহে Ⓒ তেভাগা আন্দোলনে Ⓓ সিপাহী বিদ্রোহে Ans Ⓒ

08. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কখন প্রতিষ্ঠিত হয়?
Ⓐ ১৭৭০ Ⓑ ১৭৯৩ Ⓒ ১৮০০ Ⓓ ১৮১২ Ans Ⓒ

09. চন্দননগর (পশ্চিমবঙ্গ) একসময় --- এর উপনিবেশ ছিল।
Ⓐ হল্যান্ড Ⓑ ফ্রান্স Ⓒ ইংল্যান্ড Ⓓ পর্তুগাল Ans Ⓑ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

10. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কে প্রবর্তন করেন?
Ⓐ লর্ড বেন্টিক Ⓑ লর্ড কার্জন
Ⓒ লর্ড মাউন্ট ব্যাটন Ⓓ লর্ড কর্নওয়ালিস Ans Ⓓ

11. প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার সম্পৃক্ত ছিলেন ——।
Ⓐ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে Ⓑ তেভাগা আন্দোলনে
Ⓒ ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে Ⓓ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে Ans Ⓐ

12. ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে কোন সনে?
Ⓐ ১৮৩২ সালে Ⓑ ১৯৪৭ সালে
Ⓒ ১৮৫৮ সালে Ⓓ ১৯০৯ সালে Ans Ⓒ

13. কোন ইউরোপীয় সর্বপ্রথম সমুদ্রপথে ভারতে আগমন করেন?
Ⓐ ম্যাগিলান Ⓑ ড্রেক
Ⓒ লিভিংস্টোন Ⓓ ভাস্কো দা গামা Ans Ⓓ

14. ঢাকা সর্ব প্রথম কবে রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে?
Ⓐ ১৯০৫ Ⓑ ১৮০০ Ⓒ ১৭৯৭ Ⓓ ১৬১০ Ans Ⓓ

15. বাংলাদেশের ফরায়েজী আন্দোলনের সূচনাকারী কে?
Ⓐ তিতুমীর Ⓑ মুহম্মদ মহসীন
Ⓒ দানেশ Ⓓ শরীয়ত উল্লাহ Ans Ⓓ

16. ব্রিটিশ ভারতে সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজির প্রবর্তন হয়-
Ⓐ ১৭৬৫ Ⓑ ১৮৫৮ Ⓒ ১৮৩৫ Ⓓ ১৯৩৫ Ans Ⓒ

17. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কোন সালে প্রবর্তিত হয়?
Ⓐ ১৭৯৩ Ⓑ ১৮৫০ Ⓒ ১৮৭৩ Ⓓ ১৮৯৬ Ans Ⓐ

18. সুবাদার ইসলাম খান ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করে কবে?
Ⓐ ১৬১০ Ⓑ ১৬৫০ Ⓒ ১৭০৩ Ⓓ ১৭২০ Ans Ⓐ

19. বাংলায় ব্রিটিশবিরোধী প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন -
Ⓐ সিপাহি বিদ্রোহ Ⓑ ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ
Ⓒ নীল বিদ্রোহ Ⓓ ফরায়েজী আন্দোলন Ans Ⓑ

বাংলাদেশ ৭ম অধ্যায়

ব্রিটিশ শাসনামলে উপমহাদেশের রাজনৈতিক বিবর্তন

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন

- ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৮৭৬ সালে (সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি প্রতিষ্ঠা করেন)।
- যে আইনের মাধমে ভারতীয় বিচারকদের ইউরোপীয়দের বিচার করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল - ইলবার্ট বিলের মাধ্যমে।

কংগ্রেস

- ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় - ২৮ ডিসেম্বর ১৮৮৫।
- কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা - অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ সিভিলিয়ান অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম।
- কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসে - ২৮-৩১ ডিসেম্বর ১৮৮৫, মুম্বাইয়ে (সভাপতিত্ব করেন বাঙালি ব্যারিস্টার উমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়/ব্যানার্জি)।
- কংগ্রেস যে নীতিতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন করেছিল - অখণ্ড ভারত নীতি।

বঙ্গভঙ্গ

- বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিকে ভেঙে দুইটি আলাদা প্রদেশ সৃষ্টি করা হয় - ১৬ অক্টোবর ১৯০৫।
- বঙ্গভঙ্গের ফলে ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও আসামকে নিয়ে সৃষ্টি করা প্রদেশ - পূর্ববঙ্গ ও আসাম।
- 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশের রাজধানী করা হয় – ঢাকাকে।
- পশ্চিম বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে সৃষ্টি করা হয় - বাংলা প্রদেশ। এই প্রদেশের রাজধানী কলকাতা।
- বঙ্গভঙ্গ করেন – লর্ড কার্জন।
- বঙ্গভঙ্গ রদে 'রাখীবন্ধন' অনুষ্ঠান পরিকল্পনার পরামর্শ দেন – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে - সন্ধ্যা, নবশক্তি, যুগান্তর পত্রিকা।
- 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় – মুসলিম।
- বঙ্গভঙ্গের ফলে সৃষ্ট বাংলার গভর্নর হন - স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার।
- উপমহাদেশের নারীরা সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে - স্বদেশি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে।
- বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে গড়ে ওঠে - স্বদেশি আন্দোলন (১৯০৬ সালে)।

মুসলিম লীগ

- মুসলিম লীগ গঠিত হয় – ৩০ ডিসেম্বর ১৯০৬।
- মুসলিম লীগের প্রকৃত নাম – নিখিল ভারত মুসলিম লীগ।
- মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা – নবাব সলিমুল্লাহ।
- মুসলিম লীগের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন – নবাব ভিখার-উল-মুলক।
- মুসলিম লীগ গঠিত হয় – ঢাকায়।
- সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের প্রথম সভাপতি ছিলেন - আগা খান।

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড

- জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল - পাঞ্জাবের অমৃতসরে (১৩ এপ্রিল ১৯১৯)।
- জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছিল - জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে।
- 'জালিয়ানওয়ালাবাগ' হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

খিলাফত আন্দোলন

- খিলাফত আন্দোলনের সময়সীমা - ১৯১৯ থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত। এটি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রভাবে উদ্ভূত একটি প্যান ইসলামি আন্দোলন।
- তুরস্কের সমর্থনে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে শুরু হয়েছিল - খিলাফত আন্দোলন।
- মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন - খিলাফত আন্দোলন।
- খিলাফত আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন - মাওলানা মোহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী ও মাওলানা আবুল কালাম আজাদ।
- 'খিলাফত দিবস' পালিত হয় - ১৭ অক্টোবর।

অসহযোগ আন্দোলন

- অহিংসা ও অসহযোগ আন্দোলনের জনক - মহাত্মা গান্ধী (প্রকৃত নাম-মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী)।
- দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনা করেন - মহাত্মা গান্ধী।
- ভারতের রাজনীতিতে গান্ধী প্রবেশ করেন - ১৯১৭ সালে।
- অসহযোগ আন্দোলনের সময়কাল ছিল - ১৯২০ থেকে ১৯২২ সাল।
- অসহযোগ আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল - অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে জনসাধারণের অধিকার আদায় করা।
- অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করে দেন - মহাত্মা গান্ধী।
- বিশ্ব অহিংসা দিবস - ২ অক্টোবর (মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন)।

তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ/পঞ্চাশের মন্বন্তর

- পঞ্চাশের মন্বন্তর নামে পরিচিত - ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ।
- পঞ্চাশের এই মন্বন্তর সংঘটিত হয় বাংলা - ১৩৫০ সালে।
- ১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষে মৃতের সংখ্যা ছিল - ৩৫ থেকে ৩৮ লক্ষ লোক।
- পঞ্চাশের মন্বন্তরের অন্যতম কারণ ছিল - দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং তার ফলশ্রুতিতে চাল আমদানি বন্ধ।
- পঞ্চাশের মন্বন্তর নিয়ে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের বিখ্যাত চিত্রকর্ম - ম্যাডোনা-৪৩।

ভারত বিভাগপূর্ব রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়েছিল - কিংস ফোর্ডকে হত্যার প্রচেষ্টার জন্য(১৯০৮ সালে)।
- ১৯০৯ সালের ভারত সংস্কার আইন পরিচিত ছিল - মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন নামে। এই আইন দ্বারা মুসলমানদের পৃথক প্রতিনিধিত্বের অধিকার স্বীকৃত হয়।
- বাংলায় সশস্ত্র আন্দোলনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা - চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন (১৯৩০ সালে)।

CS CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

- গোল টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় - লন্ডনে (১৯৩১)।
- নিখিল ভারত মুসলিম কনফেডারেশন গঠনের প্রস্তাব করেন - নবাব সলিমুল্লাহ (১৯০৬ সালে)।
- হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় - লক্ষ্মৌ চুক্তির মাধ্যমে।
- লক্ষ্মৌ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় - ১৯১৬ সালে।
- লক্ষ্মৌ চুক্তিতে মুসলমানদের পক্ষে স্বাক্ষর করেন - এ কে ফজলুল হক।
- ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন পরিচিত ছিল - মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইন নামে।
- ব্রিটিশ সরকার রাওলাট আইন পাশ করে - ১৯১৯ সালে। এই আইনের প্রতিবাদে ভারতের সর্বস্তরের জনগণ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।
- চট্টগ্রাম পাহাড়তলী রেলওয়ে ক্লাব আক্রমণ হয়েছিল - প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের নেতৃত্বে।
- সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয় - ১৯৩০ সালে (১৯২৭ সালে গঠিত এই কমিশনের সদস্য ছিলেন ৮ জন)।
- ভারতবর্ষে শিক্ষায় ইংরেজি চালু হয় - ১৯৩৫ সালে।
- ভারত শাসন আইন পাশ হয় - ১৯৩৫ সালে।
- ভারত শাসন আইনের মুখ্য উদ্দেশ্য - প্রদেশগুলোকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান।
- ব্রিটিশ ভারতে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় - ১৯৩৭ সালে।
- ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে ফজলুল হকের নির্বাচনি প্রতীক ছিল - হুক্কা।
- ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় - কৃষক প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগের মধ্যে।
- ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের প্রাপ্ত আসন সংখ্যা - ৪০টি।
- অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন - এ কে ফজলুল হক।
- এ কে ফজলুল হক নেতা ছিলেন - কৃষক প্রজা পার্টির।
- কৃষক প্রজা পার্টির মূল দাবি ছিল - বিনা-ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথার অবসান।
- এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার সদস্য সদস্য ছিল - ১১ জন (৬ জন মুসলিম ও ৫ জন হিন্দু)।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী–
Ⓐ খাজা নাজিমুদ্দিন Ⓑ এ.কে.ফজলুল হক
Ⓒ মোহাম্মদ আলী Ⓓ হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী **Ans B**

02. অবিভক্ত বাংলার সর্বশেষ গভর্নর ছিলেন-
Ⓐ স্যার জন হার্বার্ট Ⓑ এণ্ডারসন
Ⓒ স্যার এফ বারোজ Ⓓ আর জি কেসি **Ans C**

03. ইংরেজি কোন সনের দুর্ভিক্ষ 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামে পরিচিত?
Ⓐ ১৭৭০ সনের Ⓑ ১৮৬৬ সনের
Ⓒ ১৮৯৯ সনের Ⓓ ১৯৪৩ সনের **Ans D**

04. বঙ্গভঙ্গ কোন সনে রদ করা হয়?
Ⓐ ১৯০৫ সালে Ⓑ ১৯০৬ সালে Ⓒ ১৯১১ সালে Ⓓ ১৯১৯ সালে **Ans C**

05. বঙ্গভঙ্গের বছর কোনটি?
Ⓐ ১৯১২ Ⓑ ১৯০৫ Ⓒ ১৯০৬ Ⓓ ১৯৩৫ **Ans B**

06. ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময় ভাইসরয় কে ছিলেন?
Ⓐ লর্ড ক্লাইভ Ⓑ লর্ড কর্ণওয়ালিশ
Ⓒ লর্ড কার্জন Ⓓ লর্ড মাউন্টব্যাটেন **Ans C**

07. অবিভক্ত বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?
Ⓐ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী Ⓑ এ. কে. ফজলুল হক
Ⓒ বিধান চন্দ্র রায় Ⓓ খাজা নাজিমউদ্দিন **Ans B**

08. অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন-
Ⓐ এ কে ফজলুল হক Ⓑ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
Ⓒ আবুল হাশিম Ⓓ খাজা নাজিমুদ্দিন **Ans B**

09. অবিভক্ত বাংলার দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী-
Ⓐ আবুল হাসেম Ⓑ এ.কে. ফজলুল হক
Ⓒ শহীদ সোহরাওয়ার্দী Ⓓ খাজা নাজিমুদ্দীন **Ans D**

বাংলাদেশ ৮ম অধ্যায় পাকিস্তান আমল (১৯৪৭-১৯৭১)

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক শাসন

- ❖ আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয় - ২৩ জুন ১৯৪৯ (ঢাকার রোজগার্ডেনে এক রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলনে)।
- ❖ আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক – মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও শামসুল হক।
- ❖ পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট - ইস্কান্দার মির্জা।
- ❖ পাকিস্তান শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন - চৌধুরী রহমত আলী।
- খাজা নাজিমউদ্দীনের পর পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী – নূরুল আমীন (১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮-৩ এপ্রিল ১৯৫৪ পর্যন্ত)।
- যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতাসীন থাকাকালীন পূর্ব বঙ্গের গভর্নর ছিলেন – চৌধুরী খলিকুজ্জামান।
- পাকিস্তানের শেষ গভর্নর জেনারেল – কেন্দ্রীয় দেশরক্ষা সচিব ইস্কান্দার মির্জা।
- এ কে ফজলুল হকের পর পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হন – আবু হোসেন সরকার।
- আইয়ুব খানের সহচর ও পূর্ব পাকিস্তানের দীর্ঘকালীন গভর্নর ছিলেন – মোনায়েম খান।
- পূর্ব বাংলার প্রথম চিফ সেক্রেটারি ছিলেন – আজিজ আহমদ।

গণপরিষদ ও শাসনতন্ত্র

- পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে – করাচিতে (২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮)।
- পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলা ভাষা সংক্রান্ত সংশোধনী প্রস্তাব আনেন – ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
- পাকিস্তান গণপরিষদ বাতিল করা হয় – ২৪ অক্টোবর ১৯৫৪।
- গণপরিষদ বাতিল করার সময় গণপরিষদের সভাপতি ছিলেন – তমিজউদ্দীন খান।
- মুসলিম লীগ ও যুক্তফ্রন্ট কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করে– ১১ আগস্ট ১৯৫৫।
- সাংবিধানিকভাবে পূর্ব বাংলার নাম পূর্ব পাকিস্তান করা হয় – ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ।
- ফজলুল হক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত হন – ১৯৫৬ সালে।
- ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে – ২১৪ নং অনুচ্ছেদে।
- দ্বিতীয় গণপরিষদের উল্লেখযোগ্য কাজ – পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন।
- পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় – ঢাকায়।
- পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্রকে বাতিল করেন – ইস্কান্দার মির্জা (৭ অক্টোবর ১৯৫৮)।
- পাকিস্তানের দ্বিতীয় শাসনতন্ত্রের ঘোষণা দেন – প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান (মার্চ ১৯৬২)।
- পাকিস্তানের প্রথম রাজধানী ছিল – করাচি।
- গণপরিষদ বাতিল করেছিলেন – গোলাম মুহাম্মদ।
- পূর্ববঙ্গ জমিদারি দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন প্রণীত হয় – ১৯৫০ সালে।

ভাষা আন্দোলন

- তমদ্দুন মজলিস – একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান (প্রতিষ্ঠিত হয় ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭)।
- তমদ্দুন মজলিস গঠনে নেতৃত্ব দেন – ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক আবুল কাশেম।
- ভাষা আন্দোলনের মুখপত্র – সাপ্তাহিক সৈনিক (১৯৪৮ সালের ১৪ নভেম্বর অধ্যাপক আবুল কাশেমের প্রচেষ্টায়)।
- তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে ঢাকা কলেজে অনুষ্ঠিত 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয় – ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ (ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে)।
- ভাষা আন্দোলনের প্রথম পুস্তিকা 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' – অধ্যাপক আবুল কাসেম, কাজী মোতাহের হোসেন এবং আবুল মনসুর আহমদ।
- উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব প্রথম গৃহীত হয় – ১৯৪৭ এর ডিসেম্বরে করাচিতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে।
- পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি জানান – কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮)।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

- পূর্ব বাংলা সরকার বাংলা ভাষা সংস্কারের নামে 'পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি' গঠন করে – ৯ মার্চ ১৯৪৯, সভাপতি ছিলেন মাওলানা আকরাম খাঁ।
- 'উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' ঘোষণা দেন – মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (২১ মার্চ ১৯৪৮ ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে)।
- প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান 'উর্দু পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা হবে' ঘোষণা করেন – ১৯৫০ সালে।
- পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নাজিমউদ্দীন 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' ঘোষণা দেন – ২৬ জানুয়ারি ১৯৫২ (ঢাকায় এক জনসভায়)।
- ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ছিল – বৃহস্পতিবার।
- ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা সন – ৮ ফাল্গুন ১৩৫৮।
- তৎকালীন পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা ছিল – বাংলা (৫৬%), উর্দু ছিল ৩.২৭%।
- পাকিস্তান গণপরিষদ বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয় – ৯ মে ১৯৫৪।
- পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেয় – ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬।
- ভাষা আন্দোলনে সর্বকনিষ্ঠ শহিদ - কিশোর অহিউল্লাহ (বয়স ৮/৯ বছর)।
- প্রথম শহিদ মিনার আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয় – ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২। উচ্চতা ১২ ফুট ও নকশাকার বদরুল আলম।
- প্রথম তৈরি 'শহিদ মিনার' উন্মোচন করেন – শহিদ শফিউরের পিতা মাহবুবুর রহমান।
- প্রথম শহিদ মিনার পুলিশ ভেঙে দেয় – ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।
- শহিদ মিনার নিয়ে 'স্মৃতিস্তম্ভ' কবিতাটির রচয়িতা – আলাউদ্দিন আল আজাদ।
- 'কবর' নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় – ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩ (ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে)।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বাংলায় বক্তৃতা দেন – অধ্যাপক আবুল কাশেম।

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন

- যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয় – ৪ ডিসেম্বর ১৯৫৩।
- ১৯৫৪ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় – ৮- ১২ মার্চ ১৯৫৪।
- যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি ইশতাহার – ঐতিহাসিক ২১ দফা।
- যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি প্রতীক ছিল – নৌকা।
- যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে প্রধান বিরোধী দল – মুসলিম লীগ।
- যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটে – মুসলিম লীগের।
- যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন হয় – শেরে বাংলার নেতৃত্বে।
- যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয় - ৩ এপ্রিল ১৯৫৪।
- পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ফজলুল হক যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রীয় শাসন জারি করেন - ৩০ মে ১৯৫৪।
- ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে পরিলক্ষিত হয় – মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণির প্রভাব।
- যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন - শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক।
- বর্ধমান হাউজকে বাংলা একাডেমি করার প্রস্তাব অনুমোদন করে – যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা।
- যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভায় কৃষি, বন, সমবায় ও পল্লি উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন - শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৫৬ সালের সংবিধান

- গণপরিষদে 'পাকিস্তান শাসনতন্ত্র বিল' উত্থাপিত হয় – ৮ জানুয়ারি ১৯৫৬ (তৎকালীন আইনমন্ত্রী আই আই চন্দ্রীগড় কর্তৃক)।
- পাকিস্তান শাসনতন্ত্র বিলটি গণপরিষদে পাশ হয় – ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬।
- পাকিস্তানের প্রথম এ শাসনতন্ত্রটির নাম – ইসলামি প্রজাতন্ত্র সংবিধান।
- ইসলামি প্রজাতন্ত্র সংবিধান কার্যকর হয় – ২৩ মার্চ ১৯৫৬।
- ইসলামি প্রজাতন্ত্র সংবিধান বাতিল হয় – ৭ অক্টোবর ১৯৫৮।
- পূর্ব বাংলার নাম পূর্ব পাকিস্তান হয় - ১৯৫৬ সালে।
- পাকিস্তান 'ইসলামি প্রজাতন্ত্র' নাম ধারণ করে - ১৯৫৬ সালে।

ছয় দফা আন্দোলন (১৯৬৬)

- ছয় দফা রচিত – ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে।
- ছয় দফার নায়ক – বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
- আনুষ্ঠানিকভাবে ছয় দফা উত্থাপিত হয় - ২৩ মার্চ ১৯৬৬।
- ছয় দফা দাবিকে শেখ মুজিবুর রহমান অভিহিত করেছেন - 'আমাদের বাঁচার দাবি' বলে।
- বাঙালির মুক্তির সনদ/ 'ম্যাগনাকার্টা' – ৬ দফা।
- ছয় দফা দিবস পালিত হয় – ৭ জুন।
- ছয় দফা অন্দোলনে প্রথম শহিদ হন - শ্রমিক নেতা মনু মিয়া।
- লাহোরে অনুষ্ঠিত 'সর্বদলীয় জাতীয় সংহতি সম্মেলনে' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা পেশ করেন – ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি।
- ঐতিহাসিক ছয় দফায় প্রতিফলিত হয় – জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা।

একনজরে ছয় দফা:

১.	লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করে পাকিস্তানকে একটি ফেডারেশন রূপে গড়িতে হইবে।
২.	প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক সম্পর্ক থাকিবে ফেডারেল সরকারের হাতে। অন্য সকল বিষয়ে প্রাদেশিক সরকারের হাতে পূর্ণ ক্ষমতা থাকিবে।
৩.	দুই অঞ্চলের জন্য দুটি পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা থাকিবে অথবা "পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে পারিবে না" শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান সাপেক্ষে দুই অঞ্চলে একই মুদ্রা থাকিবে।
৪.	সকল প্রকার কর ধার্য করিবার ক্ষমতা থাকিবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে এবং সেই করের নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিলে জমা দিতে হইবে।
৫.	প্রদেশগুলো নিজেদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার মালিক হইবে এবং নির্ধারিত অংশ কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা দিবে।
৬.	প্রদেশগুলোকে আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য আধাসামরিক বাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হইবে।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা (১৯৬৮)

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয় – ৩ জানুয়ারি ১৯৬৮।
- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামি ছিলেন – বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি ছিল – বঙ্গবন্ধুসহ ৩৫ জন।
- অভিযোগ আনা হয় - পাকিস্তান দণ্ডবিধি-১২১-ক ও ১৩১ ধারায়।
- মামলার শুনানি শুরু হয় – ১৯ জুন ১৯৬৮, কুর্মিটোলা ক্যানটনমেন্টে।
- সাক্ষীর সংখ্যা ছিল – সরকারের পক্ষে ১১ জন, রাজসাক্ষীসহ ২২৭ জন।
- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বিচারের জন্য গঠিত বিশেষ আদালতের নেতৃত্ব দেন - পাকিস্তানের সাবেক প্রধান বিচারপতি এস এ রহমান। অপর দুজন বিচারপতি হলেন মজিবুর রহমান খান ও মকসুদুল হাকিম (বাঙালি)।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আইনজীবী ছিলেন – ব্রিটেনের এমপি স্যার টমাস উইলিয়াম।
- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার (১৭ নং ও অন্যতম) আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হককে হত্যা করা হয় – ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯।
- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করা হয় – ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান জহুরুল হক হলের পূর্বনাম ছিল – ইকবাল হল।

'৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান

- গণঅভ্যুত্থান দিবস – ২৪ জানুয়ারি।
- ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি পুলিশের গুলিতে নিহত হন – ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ছাত্র আসাদ।
- বর্তমান আসাদ গেটের পূর্ব নাম – আইয়ুব গেট।
- ১৯৬৯ সালের ২৪ জানুয়ারি পুলিশের গুলিতে নিহত হন – ঢাকার বকশিবাজারের নবকুমার ইনস্টিটিউটের ছাত্র মতিউর রহমান।
- ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের সময় পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃত্ব দেন - জুলফিকার আলী ভুট্টো।
- সর্বদলীয় 'ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ' গঠন – ৪ জানুয়ারি ১৯৬৯।
- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ড. শামসুজ্জোহাকে হত্যা করা হয় – ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ (স্বাধীনতাপূর্ব প্রথম শহিদ বুদ্ধিজীবী)।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

- ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান হয় – ৬ দফা, ৮ দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে।
- শেখ মুজিবসহ জেলে আটক রাজবন্দিরা মুক্তি লাভ করেন - ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯।
- ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান পদত্যাগ করেন – ২৫ মার্চ ১৯৬৯।
- আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় আসেন – ২৫ মার্চ ১৯৬৯।
- পাকিস্তানে দ্বিতীয়বার সামরিক শাসন জারি হয় – ২৫ মার্চ ১৯৬৯ (আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান কর্তৃক)।
- শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানকে 'বাংলাদেশ' নামকরণ করেন – ৫ ডিসেম্বর ১৯৬৯।

'৭০-এর সাধারণ নির্বাচন

- ১৯৭০ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় - সতেরো দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে (৬ দফা + ১১ দফা)।
- ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় – ৭ ডিসেম্বর।
- পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের মোট আসন ছিল – ৩১৩টি (এর মধ্যে সংরক্ষিত ছিল ১৩টি)।
- পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের আসন ছিল – ১৬৯টি (এর মধ্যে সংরক্ষিত ৭টি)।
- পশ্চিম পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের আসন ছিল - ১৪৪টি (এর মধ্যে ৬টি সংরক্ষিত)।
- জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ লাভ করে - ১৬৭টি আসন।
- পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় – ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭০।
- পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে আসন সংখ্যা ছিল – ৩১০টি (সংরক্ষিত আসন ১০টি)।
- পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক নির্বাচনে আওয়ামী লীগ লাভ করে - ২৯৮টি আসন (সংরক্ষিত ১০টি আসনসহ)
- যে দুটি আসনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করতে পারেনি – পার্বত্য রাঙামাটির চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় জয় এবং ময়মনসিংহের নুরুল ইসলাম।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. কাগমারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়-
Ⓐ ১৯৫৪ সালে Ⓑ ১৯৫৬ সালে Ⓒ ১৯৫৭ সালে Ⓓ ১৯৬১ সালে **Ans C**

02. কোন সালে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের একটি রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়?
Ⓐ ১৯৫২ Ⓑ ১৯৫৩ Ⓒ ১৯৫৬ Ⓓ ১৯৬১ **Ans C**

03. ছয়-দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন–
Ⓐ মওলানা ভাসানী Ⓑ কমরেড মুজাফ্‌ফর আহমদ
Ⓒ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান Ⓓ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি **Ans C**

04. ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের পর পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন-
Ⓐ এইচ এস সোহারাওয়ার্দী Ⓑ মওলানা ভাসানী
Ⓒ নুরুল আমিন Ⓓ এ কে ফজলুল হক **Ans D**

05. ছয় দফা দাবি উত্থাপন করা হয়-
Ⓐ ঢাকায় Ⓑ লাহোরে Ⓒ করাচীতে Ⓓ চট্টগ্রাম **Ans B**

06. প্রাক্তন পাকিস্তানকে বিদায় জানাতে "আসসালামুআলাইকুম" জানিয়েছিলেন কে?
Ⓐ মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী Ⓑ হোসেন শহীদ সোহারাওয়ার্দী
Ⓒ শেখ মুজিবুর রহমান
Ⓓ শের-এ বাংলা এ.কে. ফজলুল হক **Ans A**

07. কোন রাষ্ট্রটি 'বাংলা'কে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিয়েছে?
Ⓐ রুয়ান্ডা Ⓑ ইরিত্রিয়া
Ⓒ সিয়েরা লিয়ন Ⓓ লাইবেরিয়া **Ans C**

08. "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো..." গানটির সুরকার-
Ⓐ আবদুল লতিফ Ⓑ আবদুল আহাদ
Ⓒ আলতাফ মাহমুদ Ⓓ আবদুল গাফফার চৌধুরী **Ans C**

09. ১৯৫৪ সালের পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্ত ফ্রন্টভুক্ত রাজনৈতিক দল নয়-
Ⓐ আওয়ামী লীগ Ⓑ কৃষক প্রজা পার্টি
Ⓒ নেজামে ইসলাম Ⓓ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি **Ans D**

10. কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে?
Ⓐ ইউনেস্কো Ⓑ ইউনিসেফ Ⓒ ইউ এন Ⓓ ইউএনডিপি **Ans A**

11. কোন বছর যুক্তফ্রন্ট প্রাদেশিক নির্বাচনে জয়লাভ করে?
Ⓐ ১৯৫২ সালে Ⓑ ১৯৫৪ সালে
Ⓒ ১৯৫৬ সালে Ⓓ ১৯৫৮ সালে **Ans B**

12. আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কে ছিলেন?
Ⓐ শেখ মুজিবুর রহমান Ⓑ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী
Ⓒ শামসুল হক Ⓓ আবুল হাসিম **Ans C**

13. কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে?
Ⓐ ইউনেস্কো Ⓑ ইউনিসেফ
Ⓒ ইউনেপ Ⓓ ইউএনডিপি **Ans A**

14. কোন সনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা স্বীকৃতি পায়?
Ⓐ ১৯৪৮ সালে Ⓑ ১৯৫২ সালে
Ⓒ ১৯৫৪ সালে Ⓓ ১৯৫৬ সালে **Ans D**

15. আওয়ামী লীগের প্রথম সভাপতি কে ছিলেন?
Ⓐ শেখ মুজিবুর রহমান Ⓑ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
Ⓒ মালানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী Ⓓ স্যার সলিমুল্লাহ **Ans C**

16. ২১ দফা কর্মসূচির প্রথম দফাটি কী ছিল?
Ⓐ স্বায়ত্তশাসন Ⓑ রাজনীতি করার অধিকার
Ⓒ রাষ্ট্রভাষা বাংলা Ⓓ পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ **Ans C**

বাংলাদেশ ৯ম অধ্যায় — বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা অর্জন

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

স্বাধীনতার ঘোষণা

- চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করেন - ২৬ মার্চ ১৯৭১, (আওয়ামী লীগ নেতা এম.এ হান্নান)।
- আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করেন - মেজর জিয়াউর রহমান (বঙ্গবন্ধুর পক্ষে ২৭ মার্চ ১৯৭১ কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে)।
- ২৬ মার্চকে 'জাতীয় দিবস বা স্বাধীনতা দিবস' ঘোষণা করা হয় - ১৯৮০ সালে।
- বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে ঐ রাতে রাখা হয় - আদমজি ক্যান্টনমেন্ট স্কুলে।

স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র

- 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতারকেন্দ্র' স্থাপন করা হয় - ২৬ মার্চ ১৯৭১
- 'স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র' বন্ধ হয়ে যায় - ৩০ মার্চ ১৯৭১।
- পরবর্তীতে ২৫ মে ১৯৭১ স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের দ্বিতীয় পর্যায়ের সম্প্রচার শুরু হয় - কলকাতার বালিগঞ্জ থেকে।
- কলকাতায় স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের পরিচালক ছিলেন - শামসুল হুদা চৌধুরী।
- স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের প্রচারিত প্রধান দুটি অনুষ্ঠান ছিল - 'চরমপত্র' এবং 'জল্লাদের দরবার'। এই দুটির পাঠক ছিলেন এম আর আখতার মুকুল।
- 'স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র' আহ্বায়ক কমিটির সভাপতি ছিলেন - কামাল লোহানী

মুজিবনগর সরকার/প্রবাসী সরকার

- মুজিবনগরে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছিল - ১০ এপ্রিল ১৯৭১, বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীন সরকার গঠনের মাধ্যমে। এই দিন বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয়।
- মুজিবনগর সরকার/প্রবাসী সরকার শপথ নেয় - ১৭ এপ্রিল ১৯৭১।
- বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের রাজধানী এবং এর পুরাতন নাম ছিল - মেহেরপুরের মুজিবনগর। এর পুরাতন নাম ছিল ভবের পাড়া বৈদ্যনাথতলা। বৈদ্যনাথতলার নাম মুজিবনগর রাখেন তাজউদ্দীন আহমদ।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

- **মুজিবনগর পূর্বে ছিল** - কুষ্টিয়ার অধীনে।
- **অস্থায়ী সরকারের সদস্য সংখ্যা ছিল** - ৬ জন।
- **মুজিবনগর অস্থায়ী সরকারের শপথ বাক্য পাঠ করান** - অধ্যাপক ইউসুফ আলী।
- **শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন** - জনাব আব্দুল মান্নান, এমএনএ।
- **মুজিবনগর অস্থায়ী সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন** - শেখ মুজিবুর রহমান।
- **মুজিবনগর অস্থায়ী সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে গার্ড অব অনারে নেতৃত্ব দেন** - ঝিনাইদহের তৎকালীন সাব ডিভিশন পুলিশ অফিসার মাহবুব উদ্দিন বীর বিক্রম।
- **মুক্তিযুদ্ধের সময় অস্থায়ী সরকারের সচিবালয় ছিল** - ৮ নং থিয়েটার রোড, কলকাতা।
- **মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রণালয়/বিভাগ ছিল** - ১২টি।
- **মুজিবনগর সরকারের সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি** - মওলানা ভাসানী।
- **মুজিবনগর সরকারের সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়** - ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।
- **মুজিবনগর সরকারের সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল** - ৮জন।
- **জেনারেল ওসমানী সেনাপ্রধান হিসেবে নিযুক্ত হন** - ১৭ এপ্রিল ১৯৭১।

মুক্তিযুদ্ধে রণাঙ্গনের সেক্টর

- **মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে ভাগ করা হয়েছিল** - ১১টি সেক্টরে (এছাড়াও সাবসেক্টর ছিল ৬৪টি)।
- **নৌ-বাহিনীর অধীনে ছিল** - ১০ নং সেক্টর।
- **নিয়মিত সেক্টর কমান্ডার ছিল না** - ১০ নং সেক্টরে (মুক্তিযুদ্ধের ব্যতিক্রমধর্মী সেক্টর বলা হয়)।
- **মুক্তিযুদ্ধের সময় ১নং সেক্টরের অধীনে ছিল** - চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম।
- **মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা ছিল** - ২ নং সেক্টরের অধীন।
- **মুক্তিযুদ্ধের সময় সুন্দরবন ছিল** - ৯ নং সেক্টরে।
- **মুক্তিযুদ্ধের ব্রাদার্স প্লাটুন বলা হয়** - ১১ নং সেক্টরকে।

বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড

- **বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের প্রধান পরিকল্পনাকারী ছিলেন** - মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী।
- **বুদ্ধিজীবীদের তালিকা প্রস্তুতে সহযোগিতা এবং হত্যাকাণ্ড বাস্তবায়নের পেছনে ছিল** - জামায়াতে ইসলামি কর্তৃক গঠিত কুখ্যাত আল বদর বাহিনী।
- **বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়** - রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে।
- **একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি** - ১৯৯২ সালের ১৯ জানুয়ারি ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন জাহানারা ইমাম। কমিটির উদ্দেশ্য '৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা।

পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণ ও চূড়ান্ত বিজয়

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- **পাকিস্তানের আত্মসমর্পণ দলিলে যৌথবাহিনী ও পাকিস্তানের পক্ষে স্বাক্ষর করেন**- যৌথবাহিনীর পক্ষে জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা এবং পাকিস্তানের পক্ষে আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজী (এ.কে নিয়াজী)।
- **পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের সময়**- বিকাল ৪টা ৩১ মিনিট (রেসকোর্স ময়দানে)।
- **আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন** - এয়ার কমোডর আব্দুল করিম (এ.কে) খন্দকার।
- **পাকিস্তানের আত্মসমর্পণ দলিল তৈরি করেন** - লে. জেনারেল রাফায়েল জ্যাকব (পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের চিফ অব স্টাফ)।
- **যৌথবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে** - ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈন্য।
- **নিহত মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানে 'জাতীয় শোক দিবস' পালিত হয়** - ১৬ জানুয়ারি ১৯৭২।
- **'অপারেশন ক্লোজডোর'** - ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পর সকল প্রকার অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের জন্য পরিচালিত বিশেষ অভিযান।

মুক্তিযুদ্ধে বিদেশিদের অবদান

- **মুক্তিযুদ্ধের সময় যে দুটি দেশ বিরোধিতা করেছিল** – চীন ও যুক্তরাষ্ট্র।
- **মুক্তিযুদ্ধের সময় যে দুটি দেশ বাংলাদেশকে সাহায্য করেছিল** – ভারত ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন।
- **মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে যুক্তরাষ্ট্র যে নৌবহর প্রেরণা করেছিল** – সপ্তম নৌবহর।
- **সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছিল** – ভিয়েতনামের টংকিং উপসাগর থেকে।

মুক্তিযুদ্ধে অবদানের খেতাব

- **সাতজন বীরশ্রেষ্ঠের নামে সাতটি পুকুর খনন করা হয়েছে** - সুন্দরবনে।
- **সাহিত্যিক হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য 'বীরপ্রতীক' খেতাব লাভ করেন** - আব্দুস সাত্তার।
- **মুক্তিযুদ্ধে প্রথম বীরউত্তম খেতাবপ্রাপ্ত ব্যক্তি** - লে. কর্নেল আবদুর রব (চিফ অব স্টাফ)।
- **মুক্তিযুদ্ধে প্রথম বীরবিক্রম খেতাবপ্রাপ্ত ব্যক্তি** - মেজর খন্দকার নাজমুল হুদা।
- **মুক্তিযুদ্ধে প্রথম বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত ব্যক্তি** - মোহাম্মদ আবদুল মতিন।
- **বাংলাদেশের সর্বকনিষ্ঠ খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার নাম** - শহীদুল ইসলাম লালু। মাত্র ১২ বছর বয়সে তিনি 'বীরপ্রতীক' উপাধিতে ভূষিত হন।
- **মুক্তিযুদ্ধে খেতাবপ্রাপ্ত একমাত্র বিদেশি নাগরিক** - ডব্লিউ এস ওডারল্যান্ড।
- **মুক্তিযুদ্ধে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী থেকে একমাত্র খেতাবপ্রাপ্ত (বীরবিক্রম) মুক্তিযোদ্ধা** - ইউ কে চিং মার্মা (৬নং সেক্টর)।
- **বর্তমানে বীরউত্তম খেতাবপ্রাপ্ত মোট সদস্য** - ৬৭ জন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে রক্ষা করতে গিয়ে জীবন উৎসর্গ করা তার সামরিক সচিব ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জামিল উদ্দিনকে ২০১০ সালে মরণোত্তর 'বীর উত্তম' খেতাব দেওয়া হয়। তবে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় এখনো গেজেট প্রকাশ করে নি।
- **৭ জন বীরশ্রেষ্ঠের মধ্যে ছিলেন** - সেনাবাহিনীর ৩ জন, ইপিআর-এর ২ জন, নৌবাহিনীর ১ জন এবং বিমানবাহিনীর ১ জন।
- **বর্তমানে বীরঙ্গনা খেতাবপ্রাপ্ত নারী মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা** - ৪৪৮ জন।
- **জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যা মামলায় দণ্ডিত ৪ খুনির মুক্তিযুদ্ধে পাওয়া রাষ্ট্রীয় খেতাব হাইকোর্ট স্থগিতের নির্দেশ প্রদান করে** - ১৫ ডিসেম্বর ২০২০।
- **মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় দণ্ডিত ৪ খুনির খেতাব বাতিল করে গেজেট প্রকাশ করে** - ৬ জুন ২০২১।

একনজরে খেতাবপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের বর্তমান পদমান ও সংখ্যা

পদমান	খেতাবের নাম	বর্তমান সংখ্যা	পূর্বের সংখ্যা
প্রথম	বীরশ্রেষ্ঠ	০৭ জন	০৭ জন
দ্বিতীয়	বীরউত্তম	৬৭ জন	৬৮ জন
তৃতীয়	বীরবিক্রম	১৭৪ জন	১৭৫ জন
চতুর্থ	বীরপ্রতীক	৪২৪ জন	৪২৬ জন
সর্বমোট		৬৭২ জন	৬৭৬ জন

মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী রাজনৈতিক অবস্থা (বঙ্গবন্ধু হত্যা ও সামরিক শাসন)

- **স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন** - ১২ জানুয়ারি ১৯৭২।
- **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আদেশে বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান কার্যকর হয়** - ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২।
- **শেখ মুজিবের নেতৃত্বে 'বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)' গঠিত হয়** - ২৪ জানুয়ারি ১৯৭৫।
- **বাকশাল-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়** - সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা।
- **একদলীয় শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটে** - বাকশালের মাধ্যমে।
- **সংসদে দাঁড়িয়ে শেখ মুজিব দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দেন** - ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫।
- **জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়** - ১৫ আগস্ট ১৯৭৫।
- **প্রথম হত্যা করা হয়** - শেখ কামালকে। হত্যাকারী মেজর বজলুল হুদা।
- **বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন** - খন্দকার মোশতাক আহমেদ।
- **খালেদ মোশাররফ সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেন** - ৩ নভেম্বর ১৯৭৫।
- **জাতীয় চার নেতাদের (তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এম মনসুর আলী ও এএইচএম কামারুজ্জামান) জেলহাজতে হত্যা করা হয়** - ৩ নভেম্বর ১৯৭৫।
- **কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে পাল্টা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে** - ৭ নভেম্বর ১৯৭৫।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

কর্নেল তাহেরের সামরিক অভ্যুত্থানের পর দেশের সামরিক শাসক হন - মেজর জিয়াউর রহমান।
কর্নেল তাহেরকে সামরিক আদালতে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয় - ২১ জুলাই ১৯৭৬।
মেজর জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হন - ৩ জুন ১৯৭৮।
মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে 'বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)' প্রতিষ্ঠিত হয় - ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮।
প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে নিহত হন - ৩০ মে ১৯৮১।

১৯৯০-এর গণঅভ্যুত্থান এবং গণতন্ত্রের মুক্তি

এরশাদ সরকারের পদত্যাগ এবং নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচনের দাবিতে ঢাকা অবরোধ কর্মসূচি পালিত হয়- ১০ নভেম্বর ১৯৮৭।
'গণতন্ত্র মুক্তিপাক, স্বৈরাচার নিপাত যাক' শ্লোগান লিখে পুলিশের গুলিতে নিহত হন- নূর হোসেন।
এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের নেতা ড. শামসুল আলম মিলন নিহত হন- ২৭ নভেম্বর ১৯৯০।
স্বৈরাচার এরশাদ সরকারের পতন ঘটে- ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. মুক্তিযুদ্ধের উপর রচিত কবিতা 'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড'-এর রচয়িতা কে?
Ⓐ খলিল জিবরান Ⓑ রবার্ট ফ্রস্ট
Ⓒ ওয়াল্ট হোয়াইটম্যান Ⓓ অ্যালেন গিন্সবার্গ Ans Ⓓ

02. 'বীরপ্রতীক' খেতাবপ্রাপ্ত একমাত্র বিদেশি মুক্তিযোদ্ধা-
Ⓐ ডব্লিউ এ.এস ওডারল্যান্ড Ⓑ মার্ক টালি
Ⓒ আঁদ্রে মারলো Ⓓ এডওয়ার্ড কেনেডি Ans Ⓐ

03. যে আরব দেশ সর্বপ্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল-
Ⓐ সৌদি আরব Ⓑ সিরিয়া Ⓒ জর্ডান Ⓓ ইরাক Ans Ⓓ

04. কোনটি স্ক্যান্ডিনেভিয়ান রাষ্ট্র নয়?
Ⓐ নরওয়ে Ⓑ সুইডেন Ⓒ ডেনমার্ক Ⓓ পোল্যান্ড Ans Ⓓ

05. মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের জন্য কতজন নারীকে 'বীর প্রতীক' উপাধিতে ভূষিত করা হয়?
Ⓐ দুই জন Ⓑ তিন জন Ⓒ চার জন Ⓓ পাঁচ জন Ans Ⓐ

06. মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজশাহী কোন সেক্টরের অধীন ছিল?
Ⓐ সেক্টর-৩ Ⓑ সেক্টর-৫ Ⓒ সেক্টর-৭ Ⓓ সেক্টর-৯ Ans Ⓒ

07. মুজিবনগর সরকারের অর্থমন্ত্রী ছিলেন
Ⓐ অধ্যাপক ইউসুফ আলী Ⓑ কামারুজ্জামান
Ⓒ তাজউদ্দীন আহমদ Ⓓ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী Ans Ⓓ

08. বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম আরব দেশ-
Ⓐ ইরাক Ⓑ সৌদি আরব
Ⓒ কুয়েত Ⓓ সংযুক্ত আরব আমিরাত Ans Ⓐ

09. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য 'বীর প্রতীক' খেতাবপ্রাপ্ত একমাত্র বিদেশি নাগরিক-
Ⓐ সাইমন ড্রিং Ⓑ উইলিয়াম ডালরিম্পল
Ⓒ ডব্লিউ এ এস ওডারল্যান্ড Ⓓ আর্চার ব-ড Ans Ⓒ

10. মুক্তিযুদ্ধের সময় 'মুজিবনগর' কোন সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিল?
Ⓐ ২ নং সেক্টর Ⓑ ৮ নং সেক্টর
Ⓒ ১০ নং সেক্টর Ⓓ ১১ নং সেক্টর Ans Ⓑ

11. বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম ইউরোপীয় রাষ্ট্র-
Ⓐ জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র Ⓑ পূর্ব জার্মানি
Ⓒ ইতালি Ⓓ ফ্রান্স Ans Ⓑ

12. বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন-
Ⓐ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান Ⓑ তাজউদ্দীন আহমদ
Ⓒ ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী Ⓓ এ এইচ এম কামারুজ্জামান Ans Ⓑ

13. ১৯৭১ সালে অনুষ্ঠিত 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' এর প্রধান শিল্পী-
Ⓐ রুনা লায়লা Ⓑ বাপ্পী লাহিড়ী
Ⓒ মার্ক এন্থনী Ⓓ জর্জ হ্যারিসন Ans Ⓓ

14. মুক্তিযুদ্ধে কোন সেক্টর কেবল নৌ কমান্ডো দ্বারা গঠিত হয়েছিল?
Ⓐ ১১নং সেক্টর Ⓑ ১ নং সেক্টর
Ⓒ ১০ নং সেক্টর Ⓓ ৯ নং সেক্টর Ans Ⓒ

15. 'দ্য ক্রুয়েল বার্থ অব বাংলাদেশ' গ্রন্থের রচয়িতা-
Ⓐ সায়মন ড্রিং Ⓑ আর্চার কে ব্লাড
Ⓒ এ্যান্থনি মাসকারেনহাস Ⓓ এ্যালেন গিন্সবার্গ Ans Ⓑ

16. এঁদের মধ্যে কে বীরশ্রেষ্ঠ?
Ⓐ কামালউদ্দীন Ⓑ মুন্সী আঃ রহীম
Ⓒ নুরুল ইসলাম Ⓓ মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর Ans Ⓓ

17. ১৯৭১ সালের কত তারিখে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়?
Ⓐ ৮ এপ্রিল Ⓑ ১০ এপ্রিল
Ⓒ ১১ এপ্রিল Ⓓ ১৭ এপ্রিল Ans Ⓑ

18. মুক্তিযুদ্ধে 'বীর প্রতীক' খেতাব প্রাপ্ত নারী মুক্তিযোদ্ধা কে?
Ⓐ বেগম সুফিয়া কামাল Ⓑ ডাঃ সিতারা বেগম
Ⓒ আঞ্জুমান আরা Ⓓ ডাঃ নীলিমা ইব্রাহিম Ans Ⓑ

19. বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম দেশ-
Ⓐ ভারত Ⓑ নেপাল
Ⓒ সোভিয়েত ইউনিয়ন Ⓓ ভুটান Ans Ⓓ

বাংলাদেশ ১০তম অধ্যায় — সংক্ষেপে বাংলাদেশের বিভাগ ও জেলা পরিচিতি

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- মাঠ পর্যায়ে প্রশাসন ব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তর - বিভাগ।
- বাংলাদেশে প্রশাসনিক বিভাগ সৃষ্টি করা হয় - ১৮২৯ সালে।
- বাংলাদেশে বর্তমানে বিভাগ রয়েছে - ৮টি।
- বাংলাদেশের সর্বশেষ বিভাগ - ময়মনসিংহ বিভাগ।
- বিভাগীয় প্রধানকে বলা হয় - বিভাগীয় কমিশনার।
- বর্তমানে আয়তনে বৃহত্তম বিভাগ - চট্টগ্রাম বিভাগ।
- আয়তনে ক্ষুদ্রতম বিভাগ - ময়মনসিংহ বিভাগ।
- জনসংখ্যায় বৃহত্তম বিভাগ - ঢাকা বিভাগ।
- জনসংখ্যায় ক্ষুদ্রতম বিভাগ - বরিশাল বিভাগ।
- আয়তনে বৃহত্তম জেলা - রাঙামাটি।
- আয়তনে ক্ষুদ্রতম জেলা - নারায়ণগঞ্জ।
- জনসংখ্যায় বৃহত্তম জেলা - ঢাকা।
- জনসংখ্যায় ক্ষুদ্রতম জেলা - বান্দরবান।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. ঢাকা বিভাগে কয়টি জেলা রয়েছে?
Ⓐ ১৫ Ⓑ ১৩
Ⓒ ১২ Ⓓ ১৪ Ans Ⓑ

02. আয়তনে কোনটি বড় বিভাগ?
Ⓐ ঢাকা Ⓑ রাজশাহী
Ⓒ চট্টগ্রাম Ⓓ বরিশাল Ans Ⓒ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

03. বাংলাদেশের জেলাভিত্তিক সবচেয়ে ছোট প্রশাসনিক বিভাগ-
Ⓐ ময়মনসিংহ বিভাগ Ⓑ বরিশাল বিভাগ
Ⓒ রাজশাহী বিভাগ Ⓓ খুলনা বিভাগ Ans Ⓐ

04. সম্প্রতি ঘোষিত বাংলাদেশের সর্বশেষ পৌরসভা-
Ⓐ সোনারগাঁও Ⓑ রামগঞ্জ
Ⓒ শ্যামনগর Ⓓ মীরসরাই Ans Ⓒ

05. টেকনাফ ও তেঁতুলিয়া কোন দুটি জেলায় অবস্থিত?
Ⓐ বান্দরবান ও নীলফামারী Ⓑ কক্সবাজার ও দিনাজপুর
Ⓒ চট্টগ্রাম ও কুড়িগ্রাম Ⓓ কক্সবাজার ও পঞ্চগড় Ans Ⓓ

06. ঢাকা পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয় কোন সনে?
Ⓐ ১৯০৫ সালে Ⓑ ১৯৪৭ সালে
Ⓒ ১৮৬৪ সালে Ⓓ ১৯৭২ সালে Ans Ⓒ

07. বাংলাদেশের কয়টি প্রশাসনিক বিভাগ রয়েছে?
Ⓐ ৪টি Ⓑ ৫টি
Ⓒ ৬টি Ⓓ ৮টি Ans Ⓓ

08. বাংলাদেশে কয়টি জেলা আছে?
Ⓐ ১৯ Ⓑ ৬০
Ⓒ ৬৪ Ⓓ ৬৮ Ans Ⓒ

বাংলাদেশ ১১তম অধ্যায় — বাংলাদেশের জাতীয় বিষয়াবলি

Part 1 — গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন দিবস - ২ মার্চ।
- বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার অনুপাত - ১০ : ৬ / ৫ : ৩ (৪ ভাগ গাঢ় সবুজ ও এর মাঝে ১ ভাগ লাল বৃত্ত)।
- জাতীয় পতাকার সবুজ আয়তক্ষেত্র - বাংলাদেশের সবুজ প্রকৃতির প্রতীক।
- জাতীয় পতাকার লালবৃত্ত - মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের রক্তের প্রতীক।
- জাতীয় পতাকার কথা বর্ণিত রয়েছে - বাংলাদেশের সংবিধানের ৪ নং অনুচ্ছেদে।
- বাংলাদেশের প্রথম পতাকা উত্তোলন করা হয় - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় এক ছাত্রসভায়, ২ মার্চ ১৯৭১। আ স ম আব্দুর রব কর্তৃক।
- বাংলাদেশের পতাকা জাতীয় সংগীত গাওয়ার সাথে সাথে প্রথম উত্তোলন করা হয় - ৩ মার্চ ১৯৭১ পল্টন ময়দানে বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে শাহজাহান সিরাজ কর্তৃক।
- জাতীয় পতাকা সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তোলিত হয় - ২৩ মার্চ ১৯৭১।
- বাংলাদেশের বাইরে সর্বপ্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে - ১৮ এপ্রিল ১৯৭১; কলকাতাস্থ ডেপুটি হাইকমিশনের প্রধান জনাব এম. হোসেন আলী।
- মানচিত্রখচিত বাংলাদেশের প্রথম পতাকার ডিজাইনার - শিব নারায়ণ দাস।
- শিব নারায়ণ দাস মানচিত্রখচিত পতাকার নকশা করেন - ৬ জুন ১৯৭০ (জহুরুল হক হলের ১১৮ নং কক্ষে)।
- জাতীয় পতাকা থেকে মানচিত্র বাদ দেওয়া সংক্রান্ত অধ্যাদেশ জারি হয় - ৪ জানুয়ারি ১৯৭২।
- বাংলাদেশের বর্তমান জাতীয় পতাকা গৃহীত হয় - ১৭ জানুয়ারি ১৯৭২।
- বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার মিল রয়েছে - জাপান ও পালাউ-এর জাতীয় পতাকার সাথে।
- সংবিধানে জাতীয় প্রতীক সম্পর্কে বর্ণনা হয়েছে - ৪ (৩) নং অনুচ্ছেদে।
- জাতীয় প্রতীক মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে - ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২।
- জাতীয় সংগীত সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় - বঙ্গদর্শন পত্রিকায় (১৩১২ বাংলা ও ইংরেজি ১৯০৫ সালে প্রকাশিত হয়)।
- 'আমার সোনার বাংলা' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের - স্বরবিতান-৪৬ এর গীতবিতান কাব্যের অন্তর্ভুক্ত।
- বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের সুরকার ও গীতিকার - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- আমার সোনার বাংলা রচিত হয় - বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষাপটে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বঙ্গকে একত্র করার উদ্দেশ্যে। ১৯০৫ সালে এটি রচিত হয়।
- গানটিতে বিশেষভাবে প্রাধান্য পায় - বাংলার প্রকৃতির কথা।
- জাতীয় সংগীতের কথা সংবিধানে বর্ণিত আছে - ৪(১) নং অনুচ্ছেদে।
- 'আমার সোনার বাংলা' কবিতার চরণ - ২৫টি (জাতীয় সংগীত হিসেবে গৃহীত হয়েছে ১০ লাইন)।
- প্রথম ১০ লাইন - কণ্ঠ সংগীত।
- প্রথম ৪ লাইন - যন্ত্র সংগীত (রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে প্রথম চার চরণ বাজানো হয়)।
- 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে ঘোষণা করা হয় - ৩ মার্চ ১৯৭১ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইশতাহারে পল্টন ময়দানে।
- 'আমার সোনার বাংলা' গানটি জাতীয় সংগীত হিসেবে গৃহীত হয় - ১৩ জানুয়ারি ১৯৭২।
- আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় সংগীত গাওয়া হয় - ৭ মার্চ ১৯৭১।
- বাংলাদেশের রণসংগীত "চল্ চল্ চল্" - কাজী নজরুল ইসলামের সন্ধ্যা কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।
- বাংলাদেশ রণসংগীতের গীতিকার ও সুরকার - জাতীয় ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম।
- বাংলাদেশের রণসংগীতটি প্রথম প্রকাশিত হয় - শিখা পত্রিকায় (ইংরেজি ১৯২৮ খ্রি. বাংলা ১৩৩৫)।
- যেকোনো অনুষ্ঠানে রণসংগীত বাজানো হয় - ২১ লাইন।
- প্রথম প্রকাশের সময় বাংলাদেশ রণসংগীতের নাম ছিল - নতুন গান।
- বাংলাদেশ ক্রীড়া সংগীতের রচয়িতা - সেলিমা রহমান।
- বাংলাদেশ ক্রীড়া সংগীতের সুরকার - খন্দকার নূরুল আলম।
- বাংলাদেশ ক্রীড়া সংগীত - ১০ লাইন বিশিষ্ট।

Part 2 — গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. স্বাধীনতার পর প্রকাশিত প্রথম স্মারক ডাকটিকেটে কিসের ছবি ছিল?
Ⓐ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার Ⓑ দোয়েল পাখি
Ⓒ শাপলা ফুল Ⓓ ষাট গম্বুজ মসজিদ Ans Ⓐ

02. বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীকে নিচের যেগুলো রয়েছে-
Ⓐ ধান, পান, শাপলা Ⓑ ধান, পাট, শাপলা
Ⓒ ধান, পান, পাট Ⓓ পাট, পান, শাপলা Ans Ⓑ

03. নিচের কোনটি বাংলাদেশের 'জাতীয় জরুরি সেবা' প্রদান করে থাকে?
Ⓐ ৯১১ Ⓑ ২২২
Ⓒ ৯৯৯ Ⓓ ১১১ Ans Ⓒ

04. সাভারে জাতীয় স্মৃতি সৌধের স্থপতি কে?
Ⓐ সৈয়দ মাইনুল হোসেন Ⓑ এফ আর খান
Ⓒ নিতুন কুণ্ডু Ⓓ হামিদুর রহমান Ans Ⓐ

05. বাংলাদেশে 'কৃষি দিবস' পালিত হয় যে তারিখে-
Ⓐ ১লা আষাঢ় Ⓑ ১লা বৈশাখ
Ⓒ ১লা অগ্রহায়ণ Ⓓ ১লা পৌষ Ans Ⓒ

06. বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের ইংরেজি অনুবাদক কে?
Ⓐ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর Ⓑ সৈয়দ আলী আহসান
Ⓒ কবীর চৌধুরী Ⓓ হাসান হাফিজুর রহমান Ans Ⓑ

07. বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মনোগ্রামের ডিজাইনার কে?
Ⓐ কাজী খসরু Ⓑ কামরুল হাসান
Ⓒ স্বপন কুমার Ⓓ এ.এন.এ. সাহা Ans Ⓓ

08. বাংলাদেশের 'জাতীয় সংগীত' গানটি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কোন কাব্য থেকে নেয়া হয়েছে?
Ⓐ সোনার তরী Ⓑ চৈতালী
Ⓒ বঙ্গমাতা Ⓓ কোনোটিই না Ans Ⓓ

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বাংলাদেশ
১২তম অধ্যায়

বাংলাদেশের জনসংখ্যা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও নৃ-গোষ্ঠী

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে - অষ্টম।
- জনসংখ্যায় এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান - পঞ্চম।
- জনসংখ্যায় মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান - চতুর্থ।
- জনসংখ্যায় বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় - তৃতীয়।
- জনসংখ্যায় সার্কভুক্ত দেশে বাংলাদেশের অবস্থান - তৃতীয়।
- উপমহাদেশের প্রথম আদমশুমারি হয় - ১৮৭২ সালে।
- বাংলাদেশে এযাবৎ জনশুমারি হয় - ৬টি। যথা- ১৯৭৪, ১৯৮১, ১৯৯১, ২০০১, ২০১১ এবং ২০২২ সালে।
- বাংলাদেশে ৬ষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনা হয় - ২০২২ সালে (প্রতি দশ বছর পরপর জনশুমারি অনুষ্ঠিত হয়)।
- বাংলাদেশে প্রথম আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয় - ১৯৭৪ সালে।
- বাংলায় প্রথম দশ বছরভিত্তিক আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয় - ১৮৭২ সালে।
- মেটাসিটি - ২ কোটি বা ২০ মিলিয়নের অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত মেট্রোপলিটন এলাকা।
- মেগাসিটি - যেখানকার মোট জনসংখ্যা এক কোটি বা তার ওপরে।
- ঢাকা বর্তমান বিশ্বের - নবম মেগাসিটি।
- জনসংখ্যার আধিক্য রোধকল্পে বাংলাদেশে জাতীয় জনসংখ্যা নীতি প্রণীত হয় - ১৯৭৬ সালে।
- বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের বয়সসীমা - ৭ থেকে ১৬ বছর।
- বাংলাদেশের নাগরিকদের ভোটার হওয়ার জন্য সর্বনিম্ন বয়স - ১৮ বছর।
- ম্যালথাসের মতে জনসংখ্যা বাড়ে - জ্যামিতিক হারে, যেমন- ১,২,৪,৮,১৬।
- জনসংখ্যাবিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান National Institute of Population Research and Training (NIPORT)-এর অবস্থান - আজিমপুর, ঢাকা (১৯৭৭)।
- বাংলাদেশে সবচেয়ে কম দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে - নারায়ণগঞ্জ জেলার লোক।
- বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে - কুড়িগ্রাম জেলার লোক।
- পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের প্রধান উৎসব - বৈসাবি।
- পাঙন উপজাতিদের ধর্ম - ইসলাম।
- রাখাইনরা সবচেয়ে বেশি বাস করে - পটুয়াখালীতে।
- বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত প্রথম উপজাতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র - উপজাতীয় সাংস্কৃতিক একাডেমি; বিরিশিরি।
- বিরিশিরি- ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় নেত্রকোণা জেলায়। এটি সোমেশ্বরী নদীর তীরে অবস্থিত।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলায় বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংখ্যা - ১১টি। [সূত্র : বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, ৮ম শ্রেণি]
- বাংলাদেশে সবচেয়ে শিক্ষিত এবং বৃহত্তম ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী - চাকমা।
- মণিপুরিদের পূর্বপুরুষের নাম - মাইতে।
- মণিপুরি নৃত্য - সিলেট অঞ্চলের।
- বাংলাদেশে বাস করে না - মাউরি, মুর (মুসলিম উপজাতি), জুলু, নিগ্রো, দ্রাবিড়, নাগা, পিগমি, কুলু, কুর্দি, আফ্রিদি, টোডা, শেরপা প্রভৃতি উপজাতি।
- ব্রিটিশ বণিকদের বিরুদ্ধে নৃ-গোষ্ঠী নেতা বিদ্রোহ করেছিলেন - জোয়ান বক্স খাঁ।
- উপজাতিদের জীবনধারা নিয়ে সর্বাধিক বই লেখেন - আবদুস সাত্তার; আরণ্য জনপদে ও আরণ্য সংস্কৃতি।
- জুম চাষের বিকল্প পদ্ধতি - সল্ট।
- সাঁওতাল বিদ্রোহ সংঘটিত হয় - ১৮৫৫-৫৬ সালে (ভারতের পশ্চিমবঙ্গের ভগনাডিহি গ্রামে সাঁওতাল বীর সিধু-কানুর নেতৃত্বে)।
- আরাং চ্যাং বা রাজ উৎসব - খুমিদের সবচেয়ে বড় উৎসব।
- শান্তিবাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা - মানবেন্দ্র লারমা।
- দেশের একমাত্র উপজাতি খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা - ইউ কে চিং মারমা। বীর বিক্রম উপাধিতে ভূষিত।
- পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্কেল ৩টি - চাকমা, মং, বোমাং সার্কেল।
- ICDDR,B হাসপাতাল অবস্থিত - ঢাকার মহাখালীতে (এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬০ সালে)।
- কলেরা রিসার্চ ল্যাব কলেরায় আক্রান্ত শিশুদের জন্য 'ঢাকা হাসপাতাল' প্রতিষ্ঠা করে - ১৯৬২ সালে।
- ICDDR,B-এর পূর্ণরূপ - International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh.
- খাবার স্যালাইন আবিষ্কার করে - কলেরা হাসপাতাল (ICDDR,B)।
- বেবি জিঙ্ক ট্যাবলেট আবিষ্কার করে - ICDDR,B।
- দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় ডায়াবিটিস হাসপাতাল - বারডেম।
- BIRDEM এর পূর্ণরূপ - Bangladesh Institute of Research and Rehabilitation in Diabetes, Endocrine and Metabolic Disorders.
- বারডেম প্রতিষ্ঠা করেন - জাতীয় অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইব্রাহীম (১৯৮০ সালে)।
- বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি গ্রহণ করে - ১৯৭৬ সালে।
- বাংলাদেশ সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট - আইইডিসিআর।
- আইইডিসিআর অবস্থিত- মহাখালীতে।
- স্পিরুলিনা - এক প্রকার শৈবাল জাতীয় খাদ্য (আবিষ্কারক ড. ফ্লোরা মজিদ)।
- বাংলাদেশে ওষুধ শিল্পের জন্য পৃথক শিল্প পার্ক নির্মিত হচ্ছে - মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়ায়।
- প্রথম আর্সেনিক ধরা পড়ে - ১৯৯৩ সালে (চাঁপাইনবাবগঞ্জে)।
- বর্তমানে সর্বাধিক আর্সেনিক আক্রান্ত জেলা - চাঁদপুর।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালিত হয় - ৭ এপ্রিল।
- ডেঙ্গু জীবাণুবাহী মশার নাম - অ্যাডিস ইজিপটি।
- ম্যালেরিয়া জীবাণুবাহী মশার নাম - অ্যানোফিলিস মশা।
- গোদ রোগের জীবাণুবাহী মশার নাম - কিউলেক্স মশা।
- জীবন তরী - একটি ভাসমান হাসপাতাল।
- দেশে প্রথম টিকাদান কর্মসূচি চালু হয় - ৭ এপ্রিল ১৯৭৯।
- বাংলাদেশ সরকার সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই) গ্রহণ করে - ১৯৮৫ সালে।
- শিক্ষার জন্য সাংবিধানিক অঙ্গীকার বাংলাদেশের সংবিধানের - ১৭ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে।
- বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হয় - ১৯৯০ সালে।
- বাংলাদেশে প্রথম বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয় - ১ জানুয়ারি ১৯৯২।
- দেশে প্রাথমিক শিক্ষার বয়সসীমা - ৬ - ১১+ বছর।
- বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সারাদেশে চালু হয় - ১ জানুয়ারি ১৯৯৩।
- বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয় - ১৯৭২ সালে (ড. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন)।
- বাংলাদেশের প্রথম নিরক্ষরমুক্ত জেলা - মাগুরা।
- বাংলাদেশের সর্বশেষ নিরক্ষরমুক্ত জেলা - সিরাজগঞ্জ।
- দেশের নিরক্ষরমুক্ত জেলা - ৭টি। যথা- মাগুরা, জয়পুরহাট, রাজশাহী, লালমনিরহাট, চুয়াডাঙ্গা, গাজীপুর ও সিরাজগঞ্জ।
- বাংলাদেশের প্রথম নিরক্ষরমুক্ত গ্রাম - কেষ্টপুর, ঠাকুরগাঁও।
- মাধ্যমিক শ্রেণির ফল প্রকাশের জন্য গ্রেডিং পদ্ধতির অবলম্বন করা হয় - ২০০১ সাল থেকে।
- উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির ফল প্রকাশের জন্য গ্রেডিং পদ্ধতির অবলম্বন করা হয় - ২০০৩ সাল থেকে।
- বাংলাদেশে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৯২ সালে।
- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গঠিত হয় - ২ জানুয়ারি ২০০৩।
- দেশের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় - জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি দান করেন - নবাব স্যার সলিমুল্লাহ।
- বাংলাদেশ নগর গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।
- সমুদ্র বিদ্যা ইনস্টিটিউট - চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত।
- কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতির প্রবর্তক - জার্মানির ফ্রোয়েবল।
- স্যাটেলাইট স্কুল - সবার জন্য শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে পাঠদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়।
- আনন্দ স্কুল - বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ঝরে পড়া বা শ্রমজীবী শিশুদের জন্য একজন শিক্ষক দিয়ে পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়।
- বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি অবস্থিত - চট্টগ্রামের ভাটিয়ারিতে (১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত)।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

- বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি অবস্থিত - চট্টগ্রামের জলদিয়াতে (১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত)।
- বাংলাদেশের নেভাল একাডেমি অবস্থিত - পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম (১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত)।
- বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি অবস্থিত - সারদা, রাজশাহী (১৯১২ সালে প্রতিষ্ঠিত)।
- বাংলাদেশ এয়ারফোর্স একাডেমি প্রতিষ্ঠা হয় - ১৯৭৪ সালে।
- প্রাচ্যের অক্সফোর্ড হিসেবে খ্যাত - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য নাথান কমিশন গঠিত হয় - ১৯১২ সালের ২৭ মে (কমিশনের সদস্য ছিল ১৩ জন। এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন রবার্ট নাথান) [সূত্র: বাংলাপিডিয়া]।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট পাশ হয় - ১৩ মার্চ ১৯২০।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে - ১ জুলাই ১৯২১ (১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পালিত হয়)।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত - ৬০০ একর জমির ওপর (প্রতিষ্ঠাকালীন) বর্তমান আয়তন ২৫৮ একর।
- একসময় সংসদ কার্যক্রম চলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের - জগন্নাথ হলে।
- মুক্তি ও গণতন্ত্র তোরণ অবস্থিত - নীলক্ষেতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ মুখে।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শোক দিবস পালিত হয় - ১৫ অক্টোবর
- বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদ - ১৩টি।
- প্রতিষ্ঠাকালীন সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগ ছিল - ১২টি (বর্তমানে ৮৩টি)।
- বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট - ১৩টি।
- বঙ্গবন্ধু ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের - আইন বিভাগের ছাত্র।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয় - ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯২৩।
- প্রথম ভিসি- পি জে হার্টগ।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম বাঙালি এবং মুসলমান ভিসি - স্যার এ.এফ রহমান।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে প্রথম ভিসি হওয়ার গৌরব অর্জন করেন - ড. সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী (৬ষ্ঠ ভিসি)।
- ভাষা আন্দোলনের সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ছিলেন - সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী।
- মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ছিলেন - বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভিসি - অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান (৩০তম)।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রো-ভিসি পদ সৃষ্টি করা হয় - ১৯৭৬ সালে।
- প্রথম নারী প্রো-ভিসি- অধ্যাপক নাসরিন আহমাদ।
- প্রথম মহিলা শিক্ষক- করুণাকণা গুপ্ত (ইতিহাস বিভাগ)।
- প্রথম ডক্টর অব লিটারেচার ডিগ্রি লাভকারী- হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
- প্রথম ডক্টর অব লজ ডিগ্রি লাভকারী- লর্ড ডানডাস।
- প্রথম মুসলিম ছাত্রী- ফজিলাতুন্নেসা জোহা।
- প্রথম চ্যান্সেলর- লর্ড ডানডাস।
- প্রথম প্রো-ভিসি- প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবির।
- ডাকসু প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯২৩ সালে।
- প্রথম মহিলা ডিন- বেগম আজিজুন্নেসা।
- প্রথম ডাকসু নির্বাচন- ১৯২৪ সাল।
- প্রথম ছাত্রী- লীলা নাগ।
- ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজের বর্তমান নাম- ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. বাংলাদেশের পঞ্চম আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়-
Ⓐ ১৫-১৯শে মার্চ ২০১১ Ⓑ ১-১৫ই ডিসেম্বর ২০১১
Ⓒ ১৬-২০শে মার্চ ২০১২ Ⓓ ১৭-২১শে মার্চ ২০১২ Ans A

02. বাংলাদেশের স্থানীয় জনগোষ্ঠী নয়-
Ⓐ গারো Ⓑ মণিপুরী
Ⓒ রোহিঙ্গা Ⓓ সাঁওতাল Ans C

03. বাংলাদেশে জাতীয় শিশু নীতি অনুযায়ী শিশুর বয়স-
Ⓐ ০ থেকে ৮ বছর Ⓑ ১ থেকে ১০ বছর
Ⓒ জন্ম থেকে ১৮ বছর Ⓓ ১ থেকে ১২ বছর Ans C

04. বাংলাদেশে প্রথম শিক্ষা কমিশন কবে গঠিত হয়?
Ⓐ ১৯৭৫ Ⓒ ১৯৭৪
Ⓒ ১৯৭৩ Ⓓ ১৯৭২ Ans D

05. প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষানীতির সভাপতি
Ⓐ মনিরুজ্জামান মিয়া Ⓑ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
Ⓒ কবীর চৌধুরী Ⓓ নুরুল ইসলাম নাহিদ Ans C

06. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী-
Ⓐ লীলা নাগ Ⓐ ইলা মিত্র
Ⓒ সুলতা ঘোষ Ⓓ ফজিলাতুন্নেসা Ans A

07. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য গঠিত কমিশনের নাম-
Ⓐ মরিস জোন্স কমিশন Ⓑ স্যার এ এফ রহমান কমিশন
Ⓒ সলিমুল্লাহ কমিশন Ⓓ নাথান কমিশন Ans D

08. বাংলাদেশে প্রথম কোন কোম্পানি আইএসও ৯০০১ সার্টিফিকেট লাভ করেছে?
Ⓐ এসিআই Ⓑ ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেড
Ⓒ প্রাণ গ্রুপ Ⓓ স্কয়ার ফার্মাসিউটিকেলস্ লিঃ Ans A

09. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হল কোন বছর নির্মিত হয়?
Ⓐ ১৯২১ Ⓑ ১৯২৫
Ⓒ ১৯২৭ Ⓓ ১৯২৯ Ans A

10. বাংলাদেশের কোন উপজাতির পরিবার ব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক?
Ⓐ গারো Ⓑ মারমা
Ⓒ সাঁওতাল Ⓓ খাসিয়া Ans B,C

11. বাংলাদেশে প্রথম মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়-
Ⓐ ১৯৮৫ সালে Ⓑ ১৯৮৬ সালে
Ⓒ ১৯৯৫ সালে Ⓓ ১৯৯৬ সালে Ans B

12. স্যার পি জে হার্টজ ইন্টারন্যাশনাল হল অবস্থিত-
Ⓐ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে Ⓑ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়েস
Ⓒ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে Ⓓ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে Ans D

13. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন-
Ⓐ জগদীশচন্দ্র বসু Ⓑ আনন্দমোহন বসু
Ⓒ বুদ্ধদেব বসু Ⓓ সত্যেন্দ্রনাথ বসু Ans D

14. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন প্রাক্তন উপাচার্য ভারতের এক প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির ভাই?
Ⓐ ড. মাহমুদ হোসেন Ⓑ স্যার এ এফ রহমান
Ⓒ ড. আর সি মজুমদার Ⓓ বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী Ans A

15. কোন আদিবাসী সম্প্রদায় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বাইরে বসবাস করে?
Ⓐ চাকমা Ⓑ হাজং
Ⓒ ত্রিপুরা Ⓓ মারমা Ans B

16. আর্সেনিক দূরীকরণ সনো ফিল্টারের উদ্ভাবক
Ⓐ মোস্তফা জব্বার Ⓑ অধ্যাপক আবদুস সালাম
Ⓒ অধ্যাপক আবুল হুসসাম Ⓓ অধ্যাপক আবদুল গনি Ans C

17. বাংলাদেশের প্রথম উপজাতীয় কালচারাল একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়-
Ⓐ রাঙামাটিতে Ⓑ নেত্রকোনায়
Ⓒ যশোরে Ⓓ রংপুরে Ans B

18. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য-
Ⓐ স্যার এএফ রহমান Ⓑ পি জে হার্টস
Ⓒ উইলিয়াম জোনস Ⓓ জিএইচ ল্যাংলি Ans B

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বাংলাদেশ ১৩তম অধ্যায়

বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- সড়ক ও জনপথ (সওজ) -এর বর্তমান নাম - সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ।
- বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণে নিয়োজিত সরকারি সংস্থার নাম - বিআরটিসি (বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন)। বিআরটিসি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬১ সালে।
- পানাম সেতু অবস্থিত - নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ের পঙ্খী খালের ওপর (১৭ শতকে মোগল আমলে নির্মিত)।
- ঢাকা-কলকাতা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বাস চলাচল শুরু হয় - ৯ জুলাই ১৯৯৯; (সৌহার্দ্য ও শ্যামলী পরিবহণ)।
- বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, নেপাল যানবাহন চলাচল চুক্তি (Bangladesh, Bhutan, India, Nepal (BBIN) Motor Vehicles Agreement (MVA) স্বাক্ষরিত হয়- ১৫ জুন ২০১৫।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু সড়ক - বান্দরবানে নির্মিত থানচি-আলীকদম সড়ক (সমুদ্র সমতল থেকে ২৫০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত)।

যমুনা সেতু

- বাংলাদেশের ২য় দীর্ঘতম সড়ক সেতু - যমুনা বহুমুখী সেতু।
- যমুনা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় - ১০ এপ্রিল ১৯৯৪।
- যমুনা সেতুর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে - ৪.৮ কিলোমিটার ও ১৮.৫০ মিটার।

পদ্মা সেতু

- পদ্মা সেতু - দেশের সবচেয়ে বড় সেতু।
- পদ্মা সেতুতে অর্থায়ন করেছে - বাংলাদেশ সরকার।
- এ সেতু - দ্বিতল বিশিষ্ট (ওপরে সড়ক ও নিচে রেল)
- সেতুটি নির্মিত হয়েছে - শরীয়তপুরের জাজিরা ও মুন্সিগঞ্জের মাওয়া পয়েন্টে।
- পদ্মা সেতু নির্মাণের দায়িত্ব লাভ করে- চীনের মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি।
- পদ্মা সেতু নির্মাণে নদী শাসনের কাজ করেছে - চীনের সিনোহাইড্রো কর্পোরেশন।
- পদ্মা সেতু আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয় - ২৫ জুন ২০২২।

গুরুত্বপূর্ণ আরও কয়েকটি সেতু

- হার্ডিঞ্জ ব্রিজ (দেশের একমাত্র একক বৃহত্তম রেল সেতু) অবস্থিত - পাবনা জেলায় পদ্মা নদীর ওপর। ১৯১৫ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ কর্তৃক নির্মিত (যুক্ত করেছে পাবনা ও কুষ্টিয়া জেলাকে)।
- ফকির মজনু শাহ্ সেতু অবস্থিত - গাজীপুরের কাপাসিয়ার শীতলক্ষ্যা নদীর ওপর।
- খান জাহান আলী সেতু অবস্থিত - খুলনার রূপসা নদীর ওপর; দৈর্ঘ্য ১.৩৬ কিলোমিটার।
- দ্বিতীয় পদ্মা সেতু নির্মিত হবে - পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া পয়েন্টে পদ্মা নদীর ওপর।
- লালন শাহ্ সেতুর অবস্থান - পদ্মা নদীর ওপর (পাবনা-কুষ্টিয়া)।
- কর্ণফুলি নদীর ওপর নির্মিত সেতুর নাম - শাহ আমানত সেতু।
- হার্ডিঞ্জ ব্রিজের দৈর্ঘ্য - ১.৮ কিলোমিটার বা ৫,৮৯৪ ফুট।

রেলপথ

- উপমহাদেশে সর্বপ্রথম রেলগাড়ি চালু করেন - লর্ড ডালহৌসি (১৮৫৩ সালে)।
- দেশে প্রথম রেললাইন স্থাপিত হয় - ১৮৬২ সালে (দর্শনা হতে কুষ্টিয়া পর্যন্ত)।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম রেলওয়ে স্টেশন - ঢাকার কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন (স্থপতি বব বুই)।
- রেলওয়ের সার্বিক সদর দপ্তর অবস্থিত - রমনা, ঢাকা।
- বাংলাদেশ রেলওয়ে বিভক্ত - পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চল।
- রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের সদর দপ্তর - চট্টগ্রাম।
- রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের সদর দপ্তর - রাজশাহী।
- বাংলাদেশে রেলপথ নেই - বরিশাল বিভাগে।
- সর্বশেষ রেলপথ সংযোজিত- কক্সবাজার জেলায়।
- বাংলাদেশে রেলওয়ের সর্ববৃহৎ কারখানা- সৈয়দপুর, নীলফামারী (১৮৭০)।
- বাংলাদেশে রেলপথ রয়েছে - ৪৮টি জেলায় (নেই ১৬টি জেলায়)।
- বাংলাদেশের দীর্ঘতম রেলরুট - ঢাকা থেকে পঞ্চগড় (৬৩৯ কিলোমিটার)।
- বাংলাদেশের দ্বিতীয় দীর্ঘতম রেলসেতু - ভৈরব ব্রিজ (১৯৩৭ সালে মেঘনা নদীর ওপর নির্মিত হয়)।
- বাংলাদেশে রেল পথ আছে - ৩ প্রকার; ব্রডগেজ, মিটার গেজ এবং ডুয়েল গেজ।
- বাংলাদেশে রেলওয়ে কারখানা আছে - ৬টি। সৈয়দপুরে ১টি, পাহাড়তলীতে ২টি, পার্বতীপুরে ২টি এবং ঢাকাতে ১টি।

মেট্রোরেল

- প্রকল্পের নাম: ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড।
- প্রকল্প অনুমোদন: ডিসেম্বর ২০২১।
- মোট দৈর্ঘ্য: ২১.২৬ কি.মি.(উত্তরা-কমলাপুর পর্যন্ত)।
- পূর্ব উত্তরা-মতিঝিল পর্যন্ত দৈর্ঘ্য: ২০.১০ কি.মি.।
- মোট স্টেশন: ১৭টি (কমলাপুর পর্যন্ত)।
- অর্থায়নকারী সংস্থা: জাইকা (ট্রেন তৈরি হয়: জাপানে)।
- উদ্বোধন করা হয়: ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ (সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত: ২৯ ডিসেম্বর ২০২২)।
- মেট্রোরেলে ১৬টি স্টেশন চালু হয়- ২০ জানুয়ারি ২০২৪।
- মেট্রোরেলের লোগোর ডিজাইনার: আলী আহসান নিশান।
- নারী চালক ও পরিচালক : মেট্রোরেলের প্রথম নারী চালক মরিয়ম আফিজা (পদের নাম : ট্রেন অপারেটর) এবং প্রথম নারী স্টেশন অপারেটর : আসমা আক্তার।
- তৃতীয় মেট্রোরেল (MRT Line-5) নির্মাণকাজের উদ্বোধন করা হয়- ৪ নভেম্বর ২০২৩।

নৌপথ

- নদীপথে ঢাকার সাথে সরাসরি সংযুক্ত নয় - রাঙামাটি জেলা।
- বাংলাদেশের প্রথম বাণিজ্য জাহাজ - বাংলার দূত।
- বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৬২ সালে।
- বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি অবস্থিত- জলদিয়া, চট্টগ্রাম।
- বাংলাদেশে নির্মিত বৃহত্তম জাহাজ - এনজিয়ান।
- দেশের প্রথম ইনল্যান্ড নৌ টার্মিনাল অবস্থিত - পানগাঁও, কেরানিগঞ্জ।

কর্ণফুলী টানেল

- কর্ণফুলী টানেল হলো- কর্ণফুলী নদীর নিচে অবস্থিত বাংলাদেশের দীর্ঘতম সুড়ঙ্গ পথ।
- 'কর্ণফুলী টানেল' উদ্বোধন করা হয়- ২৮ অক্টোবর ২০২৩।
- নদীর তলদেশ দিয়ে নির্মিত বাংলাদেশের প্রথম টানেল- কর্ণফুলী টানেল।
- দক্ষিণ এশিয়ায় নদী তলদেশের দীর্ঘতম সুড়ঙ্গপথ- কর্ণফুলী টানেল।
- কর্ণফুলী টানেলে নির্মাণ করা হয়েছে- কর্ণফুলী নদীতে।
- টানেলটি সংযুক্ত হয়েছে- পতেঙ্গা ৪১নং ওয়ার্ডের নেভাল একাডেমির বন্দর অঞ্চল থেকে চট্টগ্রামের আনোয়ারা পর্যন্ত।
- মূল টানেলের দৈর্ঘ্য- ৩.৩২ কিলোমিটার।

আকাশ পথ

- বাংলাদেশ বিমান সংস্থার নাম - বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড (গঠিত হয় ৪ জানুয়ারি ১৯৭২)।
- স্বাধীন বাংলাদেশে ' বেসামরিক সামরিক বিমান চলাচল অধিদপ্তর' কার্যক্রম শুরু করে - ডিসেম্বর ১৯৭১ (প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন)।
- বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ইংরেজি নাম - Ministry of Civil Aviation and Tourism.
- বাংলাদেশ বিমানের স্লোগান - Your home in the sky (আকাশে শান্তির নীড়)।
- বাংলাদেশ বিমানের প্রতীক - উদীয়মান সূর্যের মাঝে উড়ন্ত বলাকা।
- বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর - ৩টি (যথা- হযরত শাহজালাল (র.) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা। শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

এবং ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট। এছাড়া অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর রয়েছে ৮টি জেলায়)।

- **বাংলাদেশের প্রধান বিমানবন্দর-** হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (১৯৮০)।
- **হযরত শাহজালাল বিমানবন্দরের স্থপতি-** লারোস।
- **বাংলাদেশ বিমানের প্রথম আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চালু হয় -** ৪ মার্চ ১৯৭২ (ঢাকা-লন্ডন-ঢাকা রুটে)।
- **বাংলাদেশ বিমানের প্রথম অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট চালু হয় -** ৫ মার্চ ১৯৭২ (ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটে)।
- **সিলেট ওসমানী বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রূপান্তর করা হয় -** ১৫ মে ১৯৯৯।
- **চট্টগ্রাম বিমানবন্দর থেকে সরাসরি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চালু হয় -** ২৭ অক্টোবর ১৯৯৯।
- **বাংলাদেশে বেসরকারি খাতে হেলিকপ্টার চালানোর অনুমোদন দেয়া হয় -** ১৬ আগস্ট ১৯৯৩।
- **বিমানের সম্মুখভাগে বিমান চালকদের বসার স্থানকে বলা হয় -** ককপিট।
- **বাংলাদেশ বিমানের প্রথম মহিলা পাইলট -** কানিজ ফাতেমা রোকসানা।
- **বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর ট্রেনিং সেন্টার অবস্থিত -** যশোর।
- **বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর সদর দপ্তর অবস্থিত -** বলাকা ভবন, কুর্মিটোলা, ঢাকা।
- **বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের প্রতীক 'বলাকা'-এর ডিজাইনার -** কামরুল হাসান।
- **বাংলাদেশ বিমানের বহরে সংযোজিত হয়েছে -** ৬টি ড্রিমলাইনার। এর মধ্যে আকাশবীণা, হংসবলাকা, গাঙচিল ও রাজহংস বোয়িং ৭৮৭-৮ মডেলের এবং সোনারতরী ও অচিন পাখি বোয়িং ৭৮৭-৯ মডেলের।
- **বাংলাদেশ বিমান বহরে যুক্ত হওয়া সর্বশেষ বিমান -** ধ্রুবতারা, আকাশ তরী ও শ্বেত বলাকা (কানাডার তৈরি ড্যাশ ৮-৪০০ মডেলের)।
- **প্রথম বেসরকারি বিমান সংস্থা -** অ্যারো বেঙ্গল এয়ারলাইন্স (১৬ জুলাই ১৯৯৫)।
- **বর্তমানে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের আন্তর্জাতিক গন্তব্য/রুট -** ১৭টি - আবুধাবী, দুবাই, জেদ্দা, রিয়াদ, মদিনা, দাম্মাম, দোহা, কুয়েত, মাস্কট, কাঠমান্ডু, কলকাতা, দিল্লি, ব্যাংকক, কুয়ালালামপুর, সিঙ্গাপুর, লন্ডন ও ম্যানচেস্টার।
- **বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স বর্তমানে অভ্যন্তরীণ রুট চালু আছে -** ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, কক্সবাজার, যশোর, বরিশাল ও সৈয়দপুর।

বাংলাদেশের বন্দরসমূহ

- **বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ গঠিত হয় -** ১৪ জুন ২০০১।
- **বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের প্রধান দপ্তর অবস্থিত -** ঢাকায়।
- **বাংলাদেশে বর্তমানে স্থলবন্দরের সংখ্যা -** ২৫টি।
- **বাংলাদেশের বৃহত্তম স্থলবন্দর -** বেনাপোল স্থলবন্দর, যশোর (২০০২)।
- **বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম স্থলবন্দর -** হিলি, দিনাজপুর।
- **সর্বাধিক স্থলবন্দর-** সিলেট জেলায় (৩টি)।
- **মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের একমাত্র স্থলবন্দর-** টেকনাফ।
- **সর্বশেষ স্থলবন্দর (২৫তম) -** মুজিবনগর স্থলবন্দর, মেহেরপুর।
- **বাংলাদেশের সমুদ্রবন্দর -** ৩টি।
- **বাংলাদেশের ৩টি সমুদ্রবন্দর যথাক্রমে -** প্রথম চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর, দ্বিতীয় মোংলা সমুদ্রবন্দর (বাগেরহাট) এবং তৃতীয় পায়রা সমুদ্রবন্দর (পটুয়াখালী)।
- **চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর অবস্থিত -** কর্ণফুলি নদীর তীরে (২৫ এপ্রিল ১৮৮৭)।
- **মোংলা সমুদ্রবন্দর অবস্থিত -** পশুর নদীর তীরে (১ ডিসেম্বর ১৯৫০)।
- **পায়রা সমুদ্রবন্দর অবস্থিত -** রাবনাবাদ চ্যানেল সংলগ্ন আন্দারমানিক নদীতে (১৩ আগস্ট ২০১৬)।
- **স্বাধীন বাংলাদেশে নির্মিত প্রথম সমুদ্র বন্দর -** পায়রা সমুদ্রবন্দর।
- **বাংলাদেশের প্রবেশদ্বার -** চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর।
- **চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের মাধ্যমে -** ৯২% কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।
- **গভীর সমুদ্রবন্দর স্থাপন করা হচ্ছে -** কক্সবাজার জেলার মহেশখালীর মাতারবাড়িতে।
- **বাংলাদেশের বর্তমান নদীবন্দরের সংখ্যা -** ৫৪টি।
- **বাংলাদেশের প্রধান ও বৃহত্তম নদীবন্দর -** নারায়ণগঞ্জ (শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে অবস্থিত)।
- **বাংলাদেশের সর্বশেষ নদীবন্দর -** হাতিয়া নদীবন্দর (চট্টগ্রাম)।

বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা

- **বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন (টিএন্ডটি) আত্মপ্রকাশ করে -** ১৯৭১ সালে।
- **বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন (টিএন্ডটি) বোর্ডের সদর দপ্তর অবস্থিত -** ঢাকাতে।
- **বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ডের বর্তমান নাম -** *Bangladesh Telecommunication Company Ltd (BTCL).*
- **বাংলাদেশে সর্বপ্রথম কার্ডফোন ব্যবস্থা চালু হয় -** ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯২।
- **'ভি স্যাট' *Very Small Aperture Terminal (VSAT)* -** বহির্বিশ্বের সাথে ডেটা আদান-প্রদানের মাধ্যম।
- **বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবস্থা চালু হয় -** ৪ জুন ১৯৯৬।
- **বাংলাদেশের প্রথম সেল্যুলার ফোন -** সিটিসেল (১৯৯৩ সালে এটি প্রথম চালু হয়)।
- **বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ নেই -** ইসরায়েলের সাথে (ইসরায়েলের সাথে কোনো ধরনের যোগাযোগ নেই)।
- **বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) প্রতিষ্ঠিত হয় -** ১৬ এপ্রিল ২০০১।
- **বাংলাদেশে ওয়াইম্যাক্স প্রযুক্তি চালু হয় -** ২১ জুলাই ২০০৯।
- **প্রথম ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠা করা হয় -** রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলায়।
- **টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি বোর্ড গঠিত হয় -** ২০০১ সালে।
- **বাংলাদেশে প্রথম ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ চালু হয় -** ১৯৮১ সালে।
- **বাংলাদেশে প্রথম ডিজিটাল টেলিফোন চালু হয় -** ৪ জানুয়ারি ১৯৯০।
- **বিশ্বে প্রথম সেল ফোন চালু হয় -** নিউইয়র্কে।
- **টেলিফোন শিল্প সংস্থা প্রতিষ্ঠিত -** ১৯৬৭ সালে (এটি গাজীপুরের টঙ্গিতে অবস্থিত)।
- **বাংলাদেশের বর্তমান মোবাইল অপারেটর কোম্পানি -** ৪টি। যথা- গ্রামীণফোন, রবি, বাংলালিংক, টেলিটক।
- **একমাত্র সরকারি মোবাইল অপারেটর-** টেলিটক।
- **দেশের প্রথম একীভূত মোবাইল অপারেটর কোম্পানি -** রবি ও এয়ারটেল।
- **মোবাইল সেট চুরি বা ছিনতাই রোধে কার্যকর পদ্ধতি -** জিপিআরএস-এর মাধ্যমে International Mobile Station Equipment Identity (IMEI) ট্র্যাক করে।
- **বাংলাদেশে থ্রি-জি প্রযুক্তি চালু হয় -** ১৪ অক্টোবর ২০১২।
- **বাংলাদেশে ফোর-জি প্রযুক্তি চালু হয় -** ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৮।
- **বাংলাদেশ ফাইভ-জি প্রযুক্তি চালু করে -** ১২ ডিসেম্বর ২০২১।
- **বাংলাদেশের প্রথম সার্চ ইঞ্জিন-** পিপীলিকা ডটকম।
- **বাংলাদেশের দ্বিতীয় সার্চ ইঞ্জিন-** চরকি ডটকম।
- **বাংলাদেশের প্রথম বাংলা ব্রাউজার -** তর্জনী।

বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশন

- **১৯৩৯ সালে কার্যক্রম শুরু করার সময় বাংলাদেশ বেতারের নাম ছিল -** অল ইন্ডিয়া রেডিও।
- **বাংলাদেশ বেতার প্রথম উদ্‌বোধন করা হয়-** ১৬ ডিসেম্বর ১৯৩৯।
- **বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত প্রথম নাটক-** বুদ্ধদেব বসুর কাঠঠোকরা।
- **সর্বপ্রথম 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' স্থাপিত হয়েছিল -** চট্টগ্রামের কালুরঘাটে (২৬ মার্চ ১৯৭১)।
- **বর্তমান বাংলাদেশ বেতারের সদর দপ্তর অবস্থিত -** আগারগাঁও, ঢাকা।
- **বাংলাদেশের একমাত্র সরকারি কমিউনিটি রেডিও-** কৃষি রেডিও।
- **বাংলাদেশ বেতারের আঞ্চলিক কেন্দ্র -** ১২টি।
- **বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি FM রেডিও -** রেডিও Today (২০০৬)।
- **বাংলাদেশে প্রথম কমিউনিটি রেডিও চালু হয় -** রেডিও পদ্মা (২৭ মে ২০১১)।
- **জাতিসংঘে বাংলাদেশ রেডিও-এর কার্যক্রম শুরু হয় -** ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৩।
- **বাংলাদেশ টেলিভিশন চালু হয় -** ২৫ ডিসেম্বর ১৯৬৪ (প্রতিষ্ঠার সময় ডিআইটি/ বর্তমান রাজউক ভবনে ছিল)।
- **বাংলাদেশে রঙিন টেলিভিশন চালু হয় -** ১ ডিসেম্বর ১৯৮০।
- **বাংলাদেশে সরকারি টেলিভিশন চ্যানেল -** ৪টি।
- **বাংলাদেশে প্রথম বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল -** এটিএন বাংলা।
- **BTV World চালু হয় -** ১১ এপ্রিল ২০০৪।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

- বাংলাদেশ টেলিভিশন ভারতে সম্প্রচার শুরু করে- ২ সেপ্টেম্বর ২০১৯।
- বাংলাদেশ টেলিভিশন বিবিসি-এর অনুষ্ঠান সম্প্রচার কার্যক্রম শুরু করে - ১ এপ্রিল ১৯৯৩।
- বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল - ATN বাংলা (১৯৯৭ সালে)।
- বাংলাদেশে পূর্ণাঙ্গ টেলিভিশন কেন্দ্র - ২টি। যথা- ঢাকা ও চট্টগ্রাম টেলিভিশন কেন্দ্র।
- বাংলাদেশে ডিশ অ্যান্টেনা চালু হয় - ১৯৯২।

বাংলাদেশের ডাক ব্যবস্থা

- সর্বপ্রথম ডাকটিকিট চালু করে - ব্রিটেন (এই ডাকটিকিটের নাম ছিল পেনিব্ল্যাক। ১৮৪০ সালে স্যার রোনাল্ড হিল এটির উদ্ভাবন করেন)।
- বাংলাদেশ ডাক বিভাগের শ্লোগান - সেবাই আদর্শ।
- স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম ডাকঘর স্থাপন করা হয় - চুয়াডাঙ্গায় (১৪ এপ্রিল ১৯৭১, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ কর্তৃক)।
- বাংলাদেশ পোস্টাল একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৮৬ সালে, রাজশাহীতে।
- বাংলাদেশে পোস্টকোড চালু হয় - ১৯৮৬ সালে।
- প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে বাংলাদেশের ডাকটিকিটের ডিজাইন করেন - বিমান মল্লিক।
- 'ফিলাটেলি' - ডাকটিকিট সংগ্রহ ও অধ্যয়ন সম্পর্কিত বিদ্যা।

ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র

- ভূ-উপগ্রহ - আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগের মাধ্যম।
- বাংলাদেশের ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র রয়েছে - ৪টি।
- বাংলাদেশের ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রগুলি অবস্থিত - রাঙামাটির বেতবুনিয়া (১৯৭৫), গাজীপুরের তালিবাবাদ (১৯৮২), ঢাকার মহাখালী (১৯৯৫) এবং সিলেটে (১৯৯৭)।
- প্রথম ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র - বেতবুনিয়া, রাঙামাটি।

বাংলাদেশ স্যাটেলাইট-১

- 'বাংলাদেশ স্যাটেলাইট-১' বহনকারী রকেটের নাম - ফ্যালকন-৯।
- 'বাংলাদেশ স্যাটেলাইট-১' এর মেয়াদকাল - ১৫ বছর।
- 'বাংলাদেশ স্যাটেলাইট-১' নিজস্ব কক্ষপথে পৌঁছে - ২১ মে ২০১৮।
- মহাকাশে 'বাংলাদেশ স্যাটেলাইট-১' এর অবস্থান - ১১৯.১° পূর্ব দ্রাঘিমাংশে।
- 'বাংলাদেশ স্যাটেলাইট-১' মূল অবকাঠামো তৈরি করে - ফ্রান্সের মহাকাশ সংস্থা 'থ্যালেস অ্যালেনিয়া স্পেস'।
- বাংলাদেশ ১১৯.১° পূর্ব দ্রাঘিমাংশ কক্ষপথটি ক্রয় করে - রাশিয়ার ইন্টার স্পুটনিকের কাছ থেকে।
- 'বাংলাদেশ স্যাটেলাইট-১' এর ট্রান্সপন্ডার রয়েছে - ৪০টি (২৬টি কিউ-ব্যান্ড ও ১৪টি সি-ব্যান্ডের)।
- বাংলাদেশ ব্যবহার করবে - ২০টি ট্রান্সপন্ডার।
- বাংলাদেশের প্রথম ন্যানো স্যাটেলাইট- ব্র্যাক অন্বেষা।
- ন্যানো স্যাটেলাইট 'ব্র্যাক অন্বেষা' উৎক্ষেপণ করা হয়- কেনেডি স্পেস সেন্টার (৪ জুন ২০১৭)।
- ন্যানো স্যাটেলাইটটি তৈরি করেছেন- ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন শিক্ষার্থী।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. স্বাধীন বাংলাদেশে নির্মিত দেশের প্রথম সমুদ্র বন্দরের নাম কী?
Ⓐ পতেঙ্গা সমুদ্র বন্দর Ⓑ মংলা সমুদ্র বন্দর
Ⓒ কুয়াকাটা বন্দর Ⓓ পায়রা সমুদ্র বন্দর Ans D

02. দেশের দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল ল্যান্ডিং স্টেশনটি কোথায় হয়?
Ⓐ কুয়াকাটা Ⓑ কক্সবাজার Ⓒ সেন্টমার্টিন Ⓓ টাঙ্গাইল Ans A

03. বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় স্থলবন্দর কোনটি?
Ⓐ বেনাপোল Ⓑ হিলি Ⓒ আখাউড়া Ⓓ সোনা মসজিদ Ans A

04. পদ্মা সেতুর মূল কাঠামো নির্মাণের কার্যাদেশ পায় যে দেশের কোম্পানি-
Ⓐ রাশিয়া Ⓑ কানাডা Ⓒ জাপান Ⓓ চীন Ans D

05. পিনাক-৬ লঞ্চটি কবে ডুবেছে?
Ⓐ ২ আগস্ট ২০১৪ Ⓑ ৪ আগস্ট ২০১৪
Ⓒ ৬ আগস্ট ২০১৪ Ⓓ ৮ আগস্ট ২০১৪ Ans B

06. ২০তম দেশ হিসেবে রেলওয়ে খাতে বাংলাদেশ চুক্তি স্বাক্ষর করে-
Ⓐ নেটওয়ার্ক সিস্টেম ইন রেলওয়ে
Ⓑ ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্ক
Ⓒ কম্পিউটারাইজড টিকেট সিস্টেম ইন রেলওয়ে
Ⓓ ইম্প্রুভমেন্ট অব রেলওয়ে সার্ভিস Ans B

07. সাবমেরিন ক্যাবল প্রকল্পটি কোন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের অংশ?
Ⓐ অর্থ Ⓑ তথ্য প্রযুক্তি ও টেলিযোগাযোগ
Ⓒ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি Ⓓ পররাষ্ট্র Ans B

08. সম্প্রতি বাংলাদেশের কয়েকটি অঞ্চলে ডেম্যু (DEMU) রেল চালু হয়েছে। ডেম্যু শব্দের অর্থ কী?
Ⓐ ডিজেল ইলেকট্রিক এন্ড মেকানিক্যাল ইউনিট
Ⓑ ডিজেল ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট
Ⓒ ডিজিটাল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড মেকানিক্যাল ইউনিট
Ⓓ ডিজেল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড মেকানিক্যাল ইউনিট Ans B

09. অভ্র কী-বোর্ড তৈরি করেন-
Ⓐ মেহেদী হাসান Ⓑ মুহম্মদ জাফর ইকবাল
Ⓒ মাকসুদুল আলম Ⓓ বাংলাদেশ কম্পিউটার গবেষণা কেন্দ্র Ans A

10. 'সি-মি-উই-৪' সাবমেরিন ক্যাবল লাইনটির আনুমানিক দৈর্ঘ্য কত?
Ⓐ ২ হাজার কি.মি. Ⓑ ১২ হাজার কি.মি.
Ⓒ ২০ হাজার কি.মি. Ⓓ ৩০ হাজার কি.মি. Ans C

11. পদ্মা সেতুর দৈর্ঘ্য-
Ⓐ ৫.০৩ কি.মি Ⓑ ৬.৮০ কি.মি
Ⓒ ৪.৮০ কি.মি Ⓓ ৬.১৫ কি.মি Ans D

12. কর্ণফুলী নদীর উপর সেতুর নাম-
Ⓐ কর্ণফুলী সেতু Ⓑ শাহ আমানত সেতু
Ⓒ কিংস সেতু Ⓓ চট্টগ্রাম সেতু Ans B

13. বাংলাদেশে কয়টি ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র আছে?
Ⓐ ৪টি Ⓑ ২টি Ⓒ ৫টি Ⓓ ৩টি Ans A

বাংলাদেশ ১৪তম অধ্যায় — বাংলাদেশের নদ-নদী, বাঁধ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

নদ-নদী

- বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদীপ্রণালি - সুরমা-মেঘনা নদী প্রণালি (দৈর্ঘ্য ৬৬৯ কিলোমিটার)।
- বাংলাদেশের নদ-নদীর মোট দৈর্ঘ্য - ২৪,১৪০ কিলোমিটার (প্রায়)।
- বাংলাদেশে নদ-নদীর সংখ্যা - ১৪১৫টি (বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড)।
- 'প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র' বলা হয় - হালদা নদীকে।
- বাংলাদেশের জলসীমায় উৎপত্তি ও সমাপ্ত নদী - হালদা।
- চলন বিলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে - আত্রাই নদী।
- নদ-নদীর বিজ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনা - Potomology.
- দেশের দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদ - ধনু (৩০৩ কিলোমিটার)।
- সবচেয়ে বেশি নদী - সিলেট বিভাগে (১৫৭টি)।

আন্তঃসীমান্ত নদী

- ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে অভিন্ন নদী - যৌথ নদী কমিশনের তথ্য অনুসারে ৫৪টি।
- মিয়ানমার হতে বাংলাদেশে প্রবেশকারী নদী - ৩টি (নাফ, মাতামুহুরী ও সাঙ্গু)।
- বাংলাদেশ হতে ভারতে প্রবেশকারী নদী - ১টি (কুলিখ নদী)।
- মিয়ানমার-বাংলাদেশকে বিভক্তকারী নদী - নাফ নদী (দৈর্ঘ্য ৫৬ কিমি)।
- বাংলাদেশ, ভারত, ও চীনের তিব্বতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদী - ব্রহ্মপুত্র নদ।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

পদ্মা নদী

- **বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী-পদ্মা (৩৫১ কি.মি.)।**
- **পদ্মা নদীর ভারতীয় অংশের নাম** - গঙ্গা নদী।
- **গঙ্গা নদীর উৎপত্তি হয়েছে** - হিমালয় পর্বতের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে।
- **গঙ্গা নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করে** - পদ্মা নামে।
- **পদ্মা নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে** - চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ দিয়ে।
- **ফারাক্কা বাঁধ বাংলাদেশ থেকে** - ১৬.৫ কিলোমিটার/ ১১ মাইল দূরে অবস্থিত।
- **পদ্মা নদীর অপর নাম** - কীর্তিনাশা

ইছামতী নদী

- **বাংলাদেশের দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী - ইছামতী (৩৩৪ কি.মি.)।**
- **বিস্তৃত রয়েছে** - চুয়াডাঙ্গা, যশোর ঝিনাইদহ ও সাতক্ষীরাসহ চারটি উপজেলায়।
- **ইছামতী একটি** - আন্তঃসীমান্ত নদী।

মেঘনা নদী

- **বাংলাদেশের প্রশস্ততম নদী** - মেঘনা (২২১ কি.মি. দৈর্ঘ্য)।
- **বাংলাদেশের নাব্যতম নদী** - মেঘনা (২৭ মিটার)।
- **আসামের বরাক নদী নাগা ও মণিপুর অঞ্চল থেকে উৎপত্তি লাভ করে সুরমা ও কুশিয়ারা নামে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে** - সিলেট জেলা দিয়ে।

যমুনা নদী

- **১৭৮৭ সালে ভূমিকম্পের কারণে ব্রহ্মপুত্র নদের গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে যমুনা নাম ধারণ করে** - জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জে।
- **যমুনা নদীর পূর্বনাম** - জোনাই নদী।
- **অধিক চরবেষ্টিত নদী** - যমুনা নদী।
- **যমুনা নদীর উৎসমুখ** - ব্রহ্মপুত্র নদ।
- **যমুনা নদী পতিত হয়েছে** - রাজবাড়ির গোয়ালন্দ ও মানিকগঞ্জের শিবালয়ের পদ্মা নদীতে।

ব্রহ্মপুত্র নদ

- **বাংলাদেশের নদীগুলোর মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রমকারী নদী** - ব্রহ্মপুত্র নদ।
- **ব্রহ্মপুত্র নদের উৎপত্তি** - হিমালয় পর্বতের কৈলাশ শৃঙ্গের মানস সরোবর হ্রদ থেকে।
- **ব্রহ্মপুত্র নদের প্রধান শাখার নাম** - যমুনা।
- **ব্রহ্মপুত্র নদের প্রাচীন নাম** - লৌহিত্য।
- **ব্রহ্মপুত্র নদের বাংলাদেশে প্রবেশ মুখ** - কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারীতে।

বুড়িগঙ্গা নদী

- **বুড়িগঙ্গা নদী** - ধলেশ্বরী নদীর শাখা নদী।
- **ঢাকা শহর অবস্থিত** - বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে।
- **ঢাকা শহরকে বন্যার হাত থেকে বাঁচাতে বুড়িগঙ্গার তীরে বাকল্যান্ড বাঁধ দেওয়া হয়** - ১৮৬৪ সালে।
- **ঢাকার দুঃখ বলা হয়** - বুড়িগঙ্গা নদীকে।
- **বুড়িগঙ্গা নদীর পূর্বনাম** - দোলাই নদী।

কর্ণফুলি নদী

- **বাংলাদেশের একমাত্র খরস্রোতা নদী** - কর্ণফুলি।
- **কর্ণফুলি নদীর উৎপত্তি** - মিজোরামের লুসাই পাহাড় থেকে।
- **কর্ণফুলি নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে** - রাঙামাটি জেলা দিয়ে।
- **কর্ণফুলি নদী পতিত হয়েছে** - বঙ্গোপসাগরে।

দুঃখময় নদ-নদী	
বাংলার দুঃখ	দামোদার নদী
কুমিল্লার দুঃখ	গোমতী নদী
খাগড়াছড়ির দুঃখ	খরস্রোতা চেঙ্গী
চট্টগ্রামের দুঃখ	চাক্তাই খাল
ঢাকার দুঃখ	বুড়িগঙ্গা নদী

নদীবিষয়ক বিবিধ তথ্য

- **জোয়ার ভাটা হয় না** - গোমতী নদীতে।
- **'পশ্চিমাঞ্চলের লাইফ লাইন' বলা হয়** - গড়াই নদীকে।
- **বাংলাদেশের যে নদী দুইটির নামকরণ করা হয়েছে দুইজন ব্যক্তির নামানুসারে** - খুলনা জেলার রূপসা নদী; রূপলাল সাহার নামানুসারে এবং ঠাকুরগাঁওয়ের টাঙ্গন নদী; রাজা টঙ্গনাথের নামানুসারে।
- **নদীর নামানুসারে নামকরণকৃত জেলা** - ফেনী।
- **উত্তরাঞ্চলের লাইফলাইন বলা হয়** - তিস্তা নদীকে।
- **নদী সিকস্তি ও নদী পয়স্তি** - নদী সিকস্তি হলো নদীর ভাঙনে সর্বস্বান্ত জনগণ এবং নদী পয়স্তি হলো নদীর চর জাগলে যারা চাষাবাদ করতে যায়।
- **তিস্তা নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে** - নীলফামারী জেলার মধ্য দিয়ে।
- **মাওয়া/শিমুলিয়া ফেরিঘাট অবস্থিত** - মুন্সিগঞ্জ জেলায়।
- **দৌলতদিয়া ফেরিঘাট** - রাজবাড়ি জেলায় অবস্থিত।
- **পাটুরিয়া ও আরিচা ফেরিঘাট** - মানিকগঞ্জ জেলায় অবস্থিত।
- **জগন্নাথগঞ্জ ঘাট** - জামালপুর জেলার সরিষা বাড়িতে অবস্থিত।
- **বাংলার সুয়েজ খাল বলা হয়** - ঝালকাঠির গাবখান নদীকে।
- **পশ্চিমা বাহিনীর নদী বলা হয়** - বিল ডাকাতিয়াকে।

বিখ্যাত বাঁধ

- **বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সেচ প্রকল্প** - তিস্তা সেচ প্রকল্প।
- **তিস্তা সেচ প্রকল্প অবস্থিত** - লালমনিরহাট জেলায়
- **ঢাকা শহরকে রক্ষার জন্য বাকল্যান্ড বাঁধ দেওয়া হয়** - বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে (১৮৬৪)।
- **বাংলাদেশ বন্যা নিয়ন্ত্রণে ফ্লাড অ্যাকশন প্ল্যান (FAP) আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়** - ১৯৯০ সালে।
- **FAP -এর কার্যক্রম বন্ধ করে পানি উন্নয়ন বোর্ডের কাছে হস্তান্তর করা হয়** - ১ জানুয়ারি ১৯৯৬।
- **দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সেচ প্রকল্প** - গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প (অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল কুষ্টিয়া, যশোর ও খুলনা)। এটি দেশের প্রথম সেচ প্রকল্প।
- **টিপাইমুখ বাঁধ অবস্থিত** - ভারতের মণিপুর রাজ্যে।
- **ভারত টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ করছে** - বরাক নদীর ওপর। তুঁইভাঁই ও তুইরুয় নদীদ্বয়ের মিলিত স্রোতধারায় সৃষ্টি হয়েছে বরাক নদী। টিপাইমুখ বাঁধটি সিলেট জেলা থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ

- **'সাইক্লোন' শব্দটি এসেছে** - গ্রিক শব্দ 'কাইক্লস' থেকে। যার অর্থ সাপের কুণ্ডলী।
- **১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল উপকূলীয় অঞ্চলে আঘাত হানে** - ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়।
- **এ প্রলয়ংকরী ঝড়ের ত্রাণ তৎপরতার নাম ছিল** - অপারেশন মান্না।
- **এ ঘূর্ণিঝড়ের পর বাংলাদেশে আসা মার্কিন টাস্কফোর্সের নাম** - অপারেশন সি-অ্যাঞ্জেল।
- **ভারত মহাসাগরে ভয়াবহ সুনামি হয়** - ২০০৪ সালে।
- **সুনামি (TSUNAMI)** - জাপানি ভাষার শব্দ।
- **সুনামি অর্থ** - বন্দরের ঢেউ।
- **সিডরে আক্রান্ত সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা** - শরণখোলা, বাগেরহাট।
- **সিডর** - সিংহলি ভাষার শব্দ। যার অর্থ চোখ।
- **সিডরে আক্রান্ত এলাকায় পরিচালিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিযানের নাম** - অপারেশন সি অ্যাঞ্জেল-২।
- **ঘূর্ণিঝড়** - ইয়াস (২৬ মে ২০২১)। আম্পান নামটি থাইল্যান্ডের দেওয়া। আম্পান অর্থ শক্তিমান বা শক্তিশালী।
- **সিত্রাং ঘূর্ণিঝড়টি বাংলাদেশে আঘাত হানে** - ২৪ অক্টোবর ২০২২।
- **ভিয়েতনামিজ শব্দ সিত্রাং এর অর্থ** - পাতা। সিত্রাং নামটি প্রদান করে থাইল্যান্ড।
- **বাংলাদেশের সর্বশেষ আঘাত হানে** - ঘূর্ণিঝড় রেমাল (২৬ মে ২০২৪)।
- **মোখা শব্দটি** - ইয়েমেনি যার অর্থ কফি/কফি বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত বন্দরের নাম।
- **সিসমোগ্রাফ** - ভূমিকম্প পরিমাপ করার যন্ত্র।
- **রিখটার স্কেল** - ভূমিকম্পের মাত্রা/তীব্রতা পরিমাপের যন্ত্র।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

পরিবেশদূষণ ও বাংলাদেশ

- বাংলাদেশে প্রথম পরিবেশ নীতি ঘোষিত হয় - ১৯৯২ সালে।
- বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন জারি হয় - ১৯৯৫ সালে।
- বাংলাদেশ বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৮৯ সালে।
- বাংলাদেশে পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ করা হয় - ঢাকায় ১ জানুয়ারি ২০০২ এবং সারাদেশে ৩ মার্চ ২০০২।
- বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের নাম - বাপা (বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন)।
- পরিবেশ আন্দোলনের সূচনাকারী - হেনরি ডেভিড থ্যারো (ইংল্যান্ড)।
- সবুজ বিপ্লবের জনক - যুক্তরাষ্ট্রের নরম্যান বরল্যাগ (১৯৭০ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন)।
- SMOG হচ্ছে- দূষিত বাতাস।
- লা নিনা স্পেনীয় ভাষার শব্দ এবং এর দ্বারা বোঝায় - দুরন্ত বালিকা প্রকৃত অর্থে প্রবল বৃষ্টিপাত ও বন্যা।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদীর নাম কী?
Ⓐ যমুনা Ⓑ ইছামতী Ⓒ পদ্মা Ⓓ ব্রহ্মপুত্র **Ans Ⓒ**

02. যে-নদীর পূর্ব নাম *দোলাই*-
Ⓐ যমুনা Ⓑ পদ্মা Ⓒ বুড়িগঙ্গা Ⓓ সুরমা **Ans Ⓒ**

03. বাংলাদেশের কোন নদী থেকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মাছের রেণু পোনা সংগ্রহ করা হয়?
Ⓐ হালদা Ⓑ তিস্তা Ⓒ তিতাস Ⓓ করতোয়া **Ans Ⓐ**

04. 'সিডর' শব্দের অর্থ-
Ⓐ চোখ Ⓑ বন্যা Ⓒ ঝড় Ⓓ মুখ **Ans Ⓐ**

05. ফারাক্কা বাঁধ বাংলাদেশের সীমান্ত থেকে কত দূরে?
Ⓐ ১৬.৫ কিমি Ⓑ ২০.৫ কিমি Ⓒ ১৮ কিমি Ⓓ ১৯.৩ কিমি **Ans Ⓐ**

06. কর্ণফুলী নদীর উৎপত্তিস্থল-
Ⓐ তিব্বতের মানস সরোবর হ্রদ Ⓑ লামার মইভার পর্বত Ⓒ মিজোরামের লুসাই পাহাড়ের লংলেহ Ⓓ সিকিমের পার্বত্য অঞ্চল **Ans Ⓒ**

07. যে নদীটির উৎস ও সমাপ্তি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে-
Ⓐ মাতামুহুরী Ⓑ নাফ Ⓒ কর্ণফুলী Ⓓ সাঙ্গু **Ans Ⓓ**

08. 'সুনামি' শব্দটি যে ভাষা থেকে এসেছে-
Ⓐ বাহাসা ইন্দোনেশিয়া Ⓑ সিংহলি Ⓒ কোরীয় Ⓓ জাপানি **Ans Ⓓ**

09. বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীর নাম কী?
Ⓐ কর্ণফুলী Ⓑ সুরমা Ⓒ সাঙ্গু Ⓓ নাফ **Ans Ⓓ**

10. বাংলাদেশের কোথায় সুরমা ও কুশিয়ারা নদী মিলিত হয়ে মেঘনা নাম ধারণ করেছে?
Ⓐ ভৈরব Ⓑ চাঁদপুর Ⓒ দেওয়ানগঞ্জ Ⓓ আজমিরিগঞ্জ **Ans Ⓓ**

11. মহাস্থানগড় কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
Ⓐ পদ্মা Ⓑ ব্রহ্মপুত্র Ⓒ মহানন্দা Ⓓ করতোয়া **Ans Ⓓ**

12. বাংলাদেশের প্রশস্ততম নদী কোনটি?
Ⓐ মেঘনা Ⓑ পদ্মা Ⓒ যমুনা Ⓓ করতোয়া **Ans Ⓐ**

13. মাওয়া ফেরিঘাট কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
Ⓐ ভৈরব Ⓑ মেঘনা Ⓒ রূপসা Ⓓ পদ্মা **Ans Ⓓ**

14. বাংলাদেশে সর্বশেষ আঘাত হানা ঘূর্ণিঝড় কোনটি?
Ⓐ রেমাল Ⓑ সিত্রাং Ⓒ ইয়াস Ⓓ বিপর্যয় **Ans Ⓐ**

15. মাদারীপুর শহর কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
Ⓐ মধুমতি Ⓑ আড়িয়াল খাঁ Ⓒ পদ্মা Ⓓ কুমার **Ans Ⓑ**

16. চলন বিলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে কোন নদী?
Ⓐ আত্রাই Ⓑ বাঙালি Ⓒ মহানন্দা Ⓓ করতোয়া **Ans Ⓐ**

17. পদ্মা নদী কোন স্থানে মেঘনা নদীর সাথে মিশেছে?
Ⓐ গোয়ালন্দ Ⓑ চাঁদপুর Ⓒ ভৈরব Ⓓ নরসিংদী **Ans Ⓑ**

বাংলাদেশ ১৫তম অধ্যায় বাংলাদেশের বিভিন্ন সম্পদ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

বাংলাদেশের কৃষিজ সম্পদ

- বাংলাদেশের অর্থনীতি - প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কৃষি নির্ভর।
- বাংলাদেশে মোট জমির পরিমাণ - ১,৪৫,৭৭,৭৭১ হেক্টর (আবাদযোগ্য জমি ৮৭,৫১,৯৩৭ হেক্টর)।
- কৃষিকাজের জন্য উপযুক্ত মাটি - দোআশ মাটি।
- শীতকালীন শস্যকে বলা হয় - রবিশস্য।
- গ্রীষ্মকালীন শস্যকে বলা হয় - খরিপ শস্য।
- বাংলার শস্যভাণ্ডার নামে পরিচিত - বরিশাল জেলা।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম কৃষি উদ্যানটি অবস্থিত - কাশিমপুর, গাজীপুর।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম কৃষি খামার অবস্থিত - ঝিনাইদহের মহেশপুরের দত্তনগর (১৯৬২ সালে কার্যক্রম শুরু হয়)।
- বাংলাদেশে ফসল তোলার ঋতু - ৩টি। যথা- ভাদোই, হৈমন্তিক ও রবি।
- প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল - ৮০ ভাগ লোক।
- 'জুম' বলতে বোঝায় - এক ধরনের চাষাবাদ; পাহাড়ি এলাকায় বিশেষত পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় চাষ করা হয়। এটি স্থানান্তর চাষাবাদ (Shifting Cultivation) নামেও পরিচিত।
- বাংলাদেশের প্রথম ও দ্বিতীয় অর্থকরী ফসল - যথাক্রমে পাট ও চা।
- বাংলাদেশের প্রথম কৃষিমন্ত্রী - এ এইচ এম কামারুজ্জামান।
- কৃষি জমিতে চুন ব্যবহার করা হয় - মাটির অম্লতা হ্রাসের জন্য।
- IRDP বলতে বোঝায় - সমন্বিত পল্লি উন্নয়ন কর্মসূচি।
- কৃষি উন্নয়নে "রাষ্ট্রপতি পুরস্কার" প্রদান করা হয় - ১৯৭৩ সাল থেকে (১৯৯৭ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত এ পুরস্কারের নাম ছিল বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার)।
- ইউরিয়া তৈরিতে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় - মিথেন গ্যাস।
- বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সদর দপ্তর - রাজশাহী।
- জাতীয় বীজ পরীক্ষাগার অবস্থিত - গাজীপুর।
- বাংলাদেশের একমাত্র আঞ্চলিক বীজ পরীক্ষাগার অবস্থিত - ঈশ্বরদী, পাবনা।
- Bangladesh Agricultural Development Corporation (BADC) প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৬১ সালে, ঢাকায়।
- BADC-র কাজ - কৃষি উন্নয়ন। এটি গাজীপুরের জয়দেবপুরে অবস্থিত।
- বাংলাদেশে প্রথম নীল চাষ শুরু হয় - ১৭৭৭ সালে (ফরাসি বণিক লুই বন্ড আমেরিকা থেকে নীল এনে চাষ শুরু করেন)।
- বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য - ধান।
- ধান উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের স্থান - তৃতীয়।
- পাখি ছাড়া 'ময়না' - একটি উন্নত জাতের ধান।
- ধান - একবীজপত্রী উদ্ভিদ।
- বাংলাদেশে ধান প্রধানত - ৩ শ্রেণির। যথা- ১. আমন ২. আউশ ৩. বোরো।
- মঙ্গা এলাকার জন্য বিখ্যাত ধান - বিআর-৩৩।
- বন্যাপ্রবণ এলাকার জন্য উপযুক্ত ধান - ব্রি ধান-৪৬।
- 'নারিকা-১' হলো - খরা সহিষ্ণু ধান (আফ্রিকান ধান)।
- বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল (Cash Crop) - পাট (দ্বিতীয় চা)।
- বাংলাদেশের পাট বলয় বলা হয়- ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা জেলাকে।
- পাট চাষের জন্য সহায়ক - পলি দো-আঁশ যুক্ত মাটি।
- 'সোনালি আঁশ' বলা হয় - পাটকে।
- পাট উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে - দ্বিতীয় (উৎপাদনে প্রথম ভারত এবং রপ্তানিতে প্রথম বাংলাদেশ)।
- পাটের জিনরহস্য (Genome Sequence) উদ্‌ঘাটন করেন - ড. মাকসুদুল আলম।
- পাটকে ভাগ করা হয় - ৩ শ্রেণিতে। যথা- ১. হোয়াইট, ২. তোষা ও ৩. মেস্তা।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

- **উন্নত জাতের আঁশ পাওয়া যায়** - তোষা পাট গাছ থেকে।
- **বাংলাদেশে সর্বপ্রথম পাটকল স্থাপন করা হয়** - নারায়ণগঞ্জের আদমজী ১৯৫১ সালে।
- **আদমজি পাটকল বন্ধ হয়** - ৩০ জুন ২০০২।
- **জুটন আবিষ্কার করেন** - ড. মো. সিদ্দিকুল্লাহ। জুটনে পাটের ভাগ ৭০% এবং তুলা ৩০%।
- **ভারতবর্ষে চা শিল্পের ভিত্তি স্থাপন করেন** - রবার্ট ব্রুস (১৮৩৪ সালে)।
- **বাংলাদেশে সর্বপ্রথম চা বাগান প্রতিষ্ঠা করা হয়** - ১৮৪০ সালে (চট্টগ্রাম ক্লাব এলাকায়)।
- **বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রথম চা চাষ শুরু হয়** - ১৮৫৭ সালে (সিলেটের মালনিছড়ায়)।
- **সবচেয়ে বেশি চা বাগান রয়েছে** - মৌলভীবাজার জেলায়; ৯০টি (দ্বিতীয় হবিগঞ্জ জেলায় ২৫টি)।
- **চা উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান** - ১২ তম।
- **বাংলাদেশের দ্বিতীয় অর্থকরী ফসল** - চা।
- **বাংলাদেশে মোট চা বাগান** - ১৭০টি।
- **বাংলাদেশের অর্গানিক চা উৎপাদন শুরু হয়** - পঞ্চগড়ে (২০০১ সালে)।
- **চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি** - ১৭০ টাকা।
- **টি মিউজিয়াম/চা জাদুঘর অবস্থিত** - মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে (২০০৯ সালে)।
- **জাতীয় চা দিবস** - ৪ জুন।
- **দেশের প্রথম চা নিলাম কেন্দ্র অবস্থিত** - চট্টগ্রাম।
- **দেশের দ্বিতীয় চা নিলাম কেন্দ্র অবস্থিত** - শ্রীমঙ্গল।
- **বাংলায় আলু চাষের বিস্তার লাভ করে** - ওয়ারেন হেস্টিংসের উদ্যোগে।
- **বাংলাদেশে চাষকৃত আলু আনা হয়েছে** - নেদারল্যান্ডস থেকে।
- **বর্তমানে আলু উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান** - ৭ম।
- **বিশ্বের প্রধান কন্দাল ফসল** - আলু।
- **রেশম চাষ হয়** - রাজশাহীতে।
- **সিল্ক সিটি বলা হয়** - রাজশাহীকে।
- **রেশম চাষকে বলা হয়** - সেরিকালচার (Sericulture)।
- **সর্বপ্রথম রেশম উদ্ভাবিত হয়** - চীনে।
- **নতুন উদ্ভাবিত বারোমাসি আমের জাতের নাম** - গৌড়মতি (চাঁপাইনবাবগঞ্জে পাওয়া যায়)।
- **সার প্রধানত দুই প্রকার যথা** - জৈব সার ও অজৈব সার।
- **কৃষি জমির প্রাণ বলা হয়** - জৈব সারকে।
- **মাটিতে বারবার ফসল উৎপাদনের জন্য ঘাটতি পড়ে** - নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশ ও সালফারের।
- **স্বর্ণা সার** - এক প্রকার জৈব সার। বৈজ্ঞানিক নাম ফাইটা হরমোন ইনডিউ সার। ১৯৮৭ সালে এটি আবিষ্কার করেন ড. সৈয়দ আব্দুল খালেক।

বাংলাদেশের বনজ সম্পদ

- **বাংলাদেশের মোট বনভূমির পরিমাণ** - ২.৫২ মিলিয়ন হেক্টর বা ২৫ হাজার বর্গকিলোমিটার।
- **পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রয়োজন** - ২৫% বনভূমি।
- **সরকারি হিসেবে বাংলাদেশে বনভূমি রয়েছে** - মোট ভূমির ১৭.৬২% (প্রায়)।
- **FAO-এর মতে বাংলাদেশে বনভূমি রয়েছে** - মোট ভূমির ১৪.১% (প্রায়)।
- **বাংলাদেশের যে বিভাগে সবচেয়ে বেশি বনভূমি রয়েছে** - চট্টগ্রাম বিভাগ (মোট বনভূমির প্রায় ৪৩%)।
- **বিভাগ অনুসারে সবচেয়ে কম বনভূমি রয়েছে** - রংপুর বিভাগে।
- **বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় বনভূমি আছে** - ৩৬টি জেলায় (রাষ্ট্রীয় বনভূমি নেই ২৮টি জেলায়)।
- **বাংলাদেশ বন গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত** - চট্টগ্রাম।
- **বাংলাদেশের একক জেলাভিত্তিক সর্বাপেক্ষা বেশি বনভূমি অবস্থিত** - বাগেরহাট জেলায়। আয়তন ২,৭০৫.৯৫ বর্গকিলোমিটার।
- **উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী 'বনাঞ্চল' তৈরি করা হয়েছে** - ১০টি জেলায়।
- **'সূর্য কন্যা' বলা হয়** - তুলা গাছকে।
- **অঞ্চল হিসেবে বাংলাদেশের বৃহত্তম বনভূমি** - পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমি। এর আয়তন ১৪,১৫০ বর্গকিলোমিটার।
- **পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় প্রয়োজনীয় পরিমাণ বনভূমি আছে** - ৭টি জেলায়। যথা- বাগেরহাট, রাঙামাটি, সাতক্ষীরা, খুলনা, চট্টগ্রাম, বান্দরবান ও কক্সবাজার জেলায়।
- **পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক গাছ** - ইউক্যালিপটাস।
- **বাংলাদেশে সবচেয়ে উঁচু বৃক্ষের নাম** - বৈলাম। উচ্চতা প্রায় ২৪০ ফুট/৭৩.১৫ মিটার। বান্দরবানের গহীন অরণ্যে এ বৃক্ষ পাওয়া যায়।
- **ফরেস্ট একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়** - চট্টগ্রামে, ১৯৬৪ সালে।
- **দেশে বনজ সম্পদ উন্নয়ন ও সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য কাজ করে থাকে** - বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন সংস্থা।
- **দেশের একমাত্র সোয়াম্প (জলাভূমি) ফরেস্ট** - রাতারগুল ফরেস্ট (গোয়াইনঘাট, সিলেট)।
- **সুন্দরবন ছাড়া বাংলাদেশের অন্য টাইডাল/জোয়ার বিধৌত বন** - কক্সবাজারের সংরক্ষিত চকোরিয়া বনাঞ্চল।
- **সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম কার্যকর হয়** - ১৯৮১ সালে।
- **'জাতীয় বন নীতি' কার্যকর হয়** - ১৯৯৪ সালে (গৃহীত হয় ১৯৭২ সালে)।
- **বৃক্ষরোপণে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার** - প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার (১৯৯৩ সালে প্রবর্তিত)।
- **বাংলাদেশে জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান শুরু হয়** - ১৯৭২ সাল থেকে।
- **দেশব্যাপী জাতীয় বৃক্ষ মেলার প্রবর্তন করা হয়** - ১৯৯৪ সাল থেকে।
- **সিলেটের মণ্ড কারখানার কাঁচামাল** - নলখাগড়া।
- **বাংলাদেশের সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম সর্বপ্রথম শুরু হয়** - চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়ায়।
- **কর্ণফুলি পেপার মিলে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়** - পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বাঁশ।
- **পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ঘাস** - বাঁশ।
- **বাংলাদেশে পরিবেশ নীতি ঘোষিত হয়** - ১৯৯২ সালে।
- **বন সংরক্ষণ আইন প্রণীত হয়** - বন আইন ১৯৯০ সালে এবং বন আইন ২০০২।

সুন্দরবন

- **পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন** - সুন্দরবন।
- **'ম্যানগ্রোভ' গাছ বলতে বোঝায়** - লোনা পানি বা কাদার মধ্যে জেগে থাকা খুঁটির মতো এক ধরনের শ্বাস গ্রহণকারী শিকড়বিশিষ্ট গাছকে।
- **বাংলাদেশ তথা পৃথিবীর বৃহত্তম টাইডাল বন** - সুন্দরবন। পৃথিবীর বৃহত্তম টাইডাল বনভূমি।
- **সুন্দরবনের অপর নাম** - গরান বনভূমি/বাদাবন।
- **বাংলাদেশের জাতীয় এবং একক বৃহত্তম বনভূমি** - সুন্দরবন।
- **সুন্দরবনের মোট আয়তন** - প্রায় ১০,০০০ বর্গকিলোমিটার।
- **সুন্দরবন বাংলাদেশে পরিক্রম করেছে** - ৫টি জেলাকে। যথা- খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, পটুয়াখালী ও বরগুনা।
- **প্রাকৃতিক আশ্চর্যের তালিকায় সুন্দরবনের অবস্থান** - ১৪তম।
- **জীববৈচিত্র্যে ভরপুর সুন্দরবন প্রথম রামসার সাইট হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে** - ২১ মে ১৯৯২।
- **সুন্দরবন যে দুটি দেশে বিস্তৃত** - বাংলাদেশ ও ভারত।
- **সুন্দরবন বাংলাদেশে পড়েছে** - প্রায় ৬২ শতাংশ (৬০১৭ বর্গকিলোমিটার)।
- **সুন্দরবনের প্রধান বৃক্ষ** - সুন্দরী (এ গাছ ৪০-৬০ ফুট উঁচু হয়)।
- **সুন্দরবন দিবস** - ১৪ ফেব্রুয়ারি।
- **সুন্দরবনের পূর্বে এবং পশ্চিমে অবস্থিত** - পূর্বে বলেশ্বর নদী ও পশ্চিমে রায়মঙ্গল নদী।
- **সুন্দরবনের বাঘ গণনায় ব্যবহৃত পদ্ধতি** - পাগমার্ক পদ্ধতি; এছাড়াও রয়েছে ডিজিটাল ক্যামেরা পদ্ধতি।
- **সমগ্র সুন্দরবন এলাকাকে সংরক্ষিত বন হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়** - ১৮৭৮ সালে।
- **সবচেয়ে বেশি নদী প্রবাহিত হয়েছে** - সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে।
- **বাংলাদেশের যে বনাঞ্চলে প্রচুর গোলপাতা জন্মায়** - সুন্দরবন।
- **সুন্দরবনের মৌয়ালীদের পেশা** - মধু সংগ্রহ।
- **'সুন্দরবনের অভয়ারণ্য' বলা হয়** - হিরণ পয়েন্ট, কটকা ও আলকি দ্বীপকে।
- **সুন্দরবনের নামকরণ করা হয়েছে** - সুন্দরী বৃক্ষ থেকে।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বাংলাদেশের প্রাণিজ সম্পদ

- বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার অবস্থিত - সাভার, ঢাকা।
- বাংলাদেশে গো-চারণের জন্য বাথান রয়েছে - পাবনা-সিরাজগঞ্জে।
- **Black Bengal** - কালো জাতের ছাগল।
- বিশ্বে ব্ল্যাকবেঙ্গল ছাগলের চামড়া পরিচিত- কুষ্টিয়া গ্রেড নামে।
- রাজ কাকড়া - বাংলাদেশের একটি জীবন্ত জীবাশ্ম
- **Black Quarter** - গবাদিপশুর রোগ।
- 'গো বসন্ত' - গবাদিপশুর রোগ।
- সবচেয়ে বেশি দুগ্ধ প্রদানকারী গাভি - ফ্রিজিয়ান।
- ভারতের হরিয়ানা, লোহানি, পাকিস্তানের সিন্ধি, শাহীওয়াল এবং বিদেশি জারসি, ফ্রিজিয়ান, আয়েরশায়ার হচ্ছে - উন্নত জাতের গরু।
- ভারতের বিহার রাজ্যের যমুনা ছাগলের বংশধর বাংলাদেশে পরিচিত - রাম ছাগল নামে।
- কেন্দ্রীয় হাঁস প্রজনন কেন্দ্র বা খামার অবস্থিত- হাজিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ (১৯৮৬)।
- বাংলাদেশের গবাদি পশুর প্রথম ভ্রূণ বদল করা হয় - ৫ মে ১৯৯৫।
- 'ডাক প্লেগ' ও 'রোপা' - হাঁসের রোগ।
- 'পিপিআর' প্লেগ'- ছাগলের রোগ।
- বাংলাদেশে অতিথি পাখি আসে - সাইবেরিয়া থেকে।
- বাংলাদেশে বন্যপ্রাণি প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন করা হয় - কক্সবাজার জেলার ডুলাহাজরায়।
- বাংলাদেশে কুমির পাওয়া যায় - সুন্দরবনের নদীসমূহে।
- বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি কুমির প্রজনন কেন্দ্রটি অবস্থিত - ময়মনসিংহ জেলার ভালুকায়।
- হাঁস-মুরগির রোগ - রানীক্ষেত, বসন্ত, কলেরা, রক্ত আমাশয়, ডাকপ্লেগ, রোপা ইত্যাদি।
- গবাদিপশুর রোগ - গো-বসন্ত, ক্ষুরা, পীড়া, গলাফুলা, বসন্ত, যক্ষা, গোট প্লেগ ইত্যাদি।
- 'দুগ্ধরাণী' বলা হয় - সুইজারল্যান্ডের 'স্যানেন' ছাগলকে।
- বাংলাদেশের প্রথম গাধা প্রতিপালন কেন্দ্র অবস্থিত - রাঙামাটি জেলায়।
- দেশের একমাত্র সরকারি কুমির প্রজনন কেন্দ্র অবস্থিত - করমজল, সুন্দরবনে (২০০২)।
- বাংলাদেশের প্রথম প্রজাপতি পার্ক অবস্থিত - পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।
- ঘড়িয়াল দেখা যায় - পদ্মা নদীতে।
- **বনরুই** - এক ধরনের পিপীলিকাভুক চতুষ্পদ প্রাণী।

বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদ

- বাংলাদেশের জাতীয় মাছ - ইলিশ।
- ইলিশের জীবনরহস্য আবিষ্কার করা হয় - ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮।
- ইলিশের জিনোম সিকোয়েন্স আবিষ্কার করে - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিভাগ এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিশারিজ বায়োলজি বিভাগ।
- এ আবিষ্কারের নেতৃত্বে ছিলেন - অধ্যাপক হাসিনা খান ও তাঁর দল এবং অধ্যাপক ড. মো. সামছুল আলম ও তাঁর দল।
- বিশ্বের মোট ইলিশের বাংলাদেশে উৎপাদিত হয় - ৮৬ ভাগ (বিশ্বের মোট ১১টি দেশে ইলিশ উৎপাদিত হয়)।
- দেশে মোট উৎপাদিত মাছের - ১২.৪৫ ভাগ ইলিশ থেকে আসে।
- জিডিপিতে ইলিশের অবদান - ১%।
- জাটকা বলা হয় - ১০ ইঞ্চি বা ২৫ সে.মি. নিচে ইলিশের পোনাকে (পূর্বে ছিল ৯ ইঞ্চি বা ২৩ সে.মি.)।
- বর্তমান দেশে ইলিশের অভয়াশ্রম - ৬টি (চাঁদপুর, ভোলা, পটুয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, বরিশাল ও পটুয়াখালী।
- বর্তমানে ইলিশ উৎপাদনে শীর্ষ জেলা - ভোলা।
- বাংলাদেশের দ্বিতীয় ভৌগোলিক (GI) পণ্য - ইলিশ।
- বাংলাদেশের ৫৫তম ভৌগোলিক জিআই পণ্য- ঢাকাই ফুটি কার্পাস তুলার বীজ ও গাছ।
- চিংড়ি চাষের জন্য বাংলাদেশের 'কুয়েত সিটি' বলা হয় - খুলনা অঞ্চলকে।
- **White Gold** - চিংড়ি সম্পদ।
- বাংলাদেশে চিংড়ি চাষের জন্য বিখ্যাত স্থান - খুলনার পাইকগাছা।
- 'পিরানহা'- এক প্রকার রাক্ষুসে মাছ।
- বাংলাদেশ তথা এশিয়ার সর্ববৃহৎ প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র - হালদা নদী।
- বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত - হিমায়িত চিংড়ি।
- বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ যে প্রাণিজ আমিষ গ্রহণ করে তার প্রায় কত ভাগ মাছ থেকে আসে - ৬০ ভাগ।
- মাছের যে অংশটি নৌকার হালের মতো কাজ করে তাকে বলে - পুচ্ছ পাখনা।
- ব্যাপন প্রক্রিয়ায় মাছ শ্বসনকার্য সম্পন্ন করে - ফুলকার সাহায্যে।
- গলদা চিংড়ি ও বাগদা চিংড়ি চাষ করা হয় - যথাক্রমে স্বাদু পানিতে ও লোনা পানিতে।
- মুখে ডিম রেখে বাচ্চা ফুটায় - তেলাপিয়া মাছ।
- রেণু পোনা ছাড়া হয় - বর্ষাকালে।
- মেরিন ফিশারিজ একাডেমি অবস্থিত - চট্টগ্রাম।
- মাছ চাষ করার জন্য যে মাসকে বছরের প্রথম মাস ধরা হয় - ফাল্গুন মাস।
- সুন্দরবনের দক্ষিণে অবস্থিত 'দুবলার চর' বিখ্যাত - মাছ ও শুঁটকির জন্য।

বাংলাদেশের পানি সম্পদ

- World Health Organization (WHO)-এর মতে বাংলাদেশের পানিতে আর্সেনিকের গ্রহণযোগ্য মাত্রা - ০.০৫ মিলিগ্রাম/লিটার।
- বাংলাদেশে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ আর্সেনিকের মাত্রা - ১.০১ মিলিগ্রাম/ লিটার।
- বাংলাদেশে প্রথম আর্সেনিক ধরা পড়ে - ১৯৯৩ সালে চাঁপাইনবাবগঞ্জে।
- আর্সেনিক দূষণের প্রধান কারণ - ভূ -তাত্ত্বিক।
- বাংলাদেশে সর্বাধিক আর্সেনিক আক্রান্ত জেলা - চাঁদপুর।
- বাংলাদেশের সর্বপ্রথম আর্সেনিক ট্রিটম্যান্ট প্লান্ট স্থাপন করা হয় - গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া।
- বৃষ্টির পানিতে থাকে - ভিটামিন বি-১।
- আর্সেনিকের রাসায়নিক সংকেত - As.
- আর্সেনিকের পারমাণবিক ভর - ৩৩।
- বাংলাদেশের কয়টি জেলা আর্সেনিক আক্রান্ত - ৬১টি।
- মহাকর্ষীয় জল বলা হয় - মাটির নিচের পানিকে।
- পানির সংকেত - H_2O
- ভারী পানির সংকেত - D_2O
- WAPDA'র পূর্ণরূপ - Water and Power Development Authority.
- পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ইংরেজি নাম - Ministry of Water Resources.
- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (BAWDB) প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৫৯ সালে।
- BAWDB-এর পূর্ণরূপ - Bangladesh Water Development Board.
- বাংলাদেশের একমাত্র পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি অবস্থিত - কাপ্তাই, রাঙামাটি।
- কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি নির্মিত হয় - ১৯৬২ সালে।
- আর্সেনিক দূরীকরণে সনোফিল্টারের উদ্ভাবক - প্রফেসর আবুল হুসসাম।

বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ

- দেশের খনিজ সম্পদকে ভাগ করা যায় - ৩ শ্রেণিতে। যথা- ১. শক্তি সম্পদ ২. অধাতব খনিজ ৩. ধাতব খনিজ।
- বাংলাদেশে প্রাপ্ত অধাতব খনিজ - চুনাপাথর, কাচবালি, শ্বেতমৃত্তিকা, কঠিন শিলা, নুড়িপাথর।
- বাপেক্স, পেট্রোবাংলা কোম্পানি - বাংলাদেশের।
- পেট্রোবাংলা প্রতিষ্ঠিত হয় - ২৬ মার্চ ১৯৭২।
- BAPEX প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৮৯ সালে।
- বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ - প্রাকৃতিক গ্যাস।
- প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান - মিথেন (৯৫-৯৯)%।
- বাংলাদেশের সর্বশেষ (৩০তম) গ্যাসক্ষেত্র - জামালপুর-১, জামালপুর।
- বাংলাদেশের যে স্থানে প্রথম গ্যাসের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে - সিলেটের হরিপুরে। আবিষ্কার ১৯৫৫ সালে এবং উত্তোলন শুরু হয় ১৯৫৭ সালে।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

- বাংলাদেশের যে গ্যাসক্ষেত্র থেকে সবচেয়ে বেশি গ্যাস উত্তোলন করা হয় - তিতাস গ্যাসক্ষেত্র হতে। এটি দেশের সবচেয়ে বড় গ্যাসক্ষেত্র। তিতাস গ্যাসক্ষেত্রটি ১৯৬২ সালে আবিষ্কৃত হয়।
- ঢাকা শহরে গ্যাস সরবরাহ করা হয় - ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তিতাস গ্যাসক্ষেত্র হতে।
- বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলের গ্যাসক্ষেত্র ছিল - ২টি। যথা- সাঙ্গু ও কুতুবদিয়া গ্যাসক্ষেত্র।
- দেশের এলপিজি বোতলজাতকরণ ও বিতরণ প্লান্টের নাম - এলপি গ্যাস লিমিটেড।
- সাঙ্গু গ্যাস ফিল্ড থেকে গ্যাস উত্তোলন করে - কেয়ার্ন এনার্জি।
- বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত গ্যাস ব্লক - ২৬টি (১৫টি গভীর ও ১১টি অগভীর)।
- হরিপুর তেলক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয় - ১৯৮৬ সালে। তেল উত্তোলন শুরু হয় ১৯৮৭ সালে।
- বাংলাদেশে একমাত্র তেল শোধনাগার - ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেড (পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম)।
- বাংলাদেশে আবিষ্কৃত মোট কয়লাখনি - ৫টি। যথা- বড়পুকুরিয়া, ফুলবাড়ি, দিঘিনালা, খালাশপীর, জামালগঞ্জ।
- সবচেয়ে বেশি কয়লা পাওয়া যায় - দিনাজপুরের বড় পুকুরিয়ায়। প্রকল্পের কাজ শুরু হয় ১৯৯৪ সালে।
- দেশে প্রাপ্ত সবচেয়ে উন্নত মানের কয়লার নাম - বিটুমিনাস কয়লা।
- বড় পুকুরিয়া কয়লা খনি আবিষ্কৃত হয় - ১৯৮৫ সালে।
- বাংলাদেশে পারমাণবিক খনিজ পদার্থ পাওয়া যায় - কক্সবাজার সমুদ্র উপকূলের ইনানি নামক স্থানে।
- দেশে লোহার খনির সন্ধান পাওয়া যায়- দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর উপজেলার ইসবপুর গ্রামে।
- বাংলাদেশে গন্ধকের সন্ধান পাওয়া যায় - কুতুবদিয়ায়।
- Black Gold/কালো সোনা - কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে ও সেন্টমার্টিনে পাওয়া তেজস্ক্রিয় খনিজ পদার্থগুলোকে Black Gold বা কালো সোনা বলা হয়।

বাংলাদেশের শিল্প সম্পদ

- বাংলাদেশে পরিকল্পিতভাবে প্রথম গার্মেন্টস স্থাপিত হয় - চট্টগ্রামে। গার্মেন্টসটির নাম দেশ গার্মেন্টস।
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি পোশাক রপ্তানি করে - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।
- দেশের প্রথম রপ্তানিকারক গার্মেন্টস - রিয়াজ গার্মেন্টস (১৯৬০ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত)।
- রিয়াজ গার্মেন্টস কর্তৃক ১৯৭৮ সালে প্রথম তৈরি পোশাক রপ্তানি করা হয় - ফ্রান্সে।
- বাংলাদেশে সর্ববৃহৎ কাগজের কল ছিল - খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল।
- খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল স্থাপিত হয় - ১৯৫৯ সালে (বন্ধ করা হয় ৩০ নভেম্বর ২০০২)।
- কাগজ তৈরির প্রধান উপাদান - বাঁশ, বেত, কাঠ ও সবুজ পাট।
- কর্ণফুলি পেপার মিলস লি. অবস্থিত - চন্দ্রঘোনা, রাঙামাটি। এটি স্থাপিত হয় ১৯৫৩ সালে।
- কর্ণফুলি কাগজকলের প্রধান কাঁচামাল - বাঁশ।
- বাংলাদেশে সার কারখানা- ১৭টি
- বাংলাদেশে প্রথম সার কারখানা স্থাপিত হয় - ১৯৬১ সালে।
- বাংলাদেশে সর্ববৃহৎ সার কারখানা - যমুনা সার কারখানা, জামালপুর।
- যমুনা সার কারখানা চালু হয়- ২৬ ডিসেম্বর ১৯৯১ (নির্মাণে সহায়তা করেছে জাপান)।
- দেশের একমাত্র দানাদার ইউরিয়া প্রস্তুতকারী সার কারখানা - যমুনা সার কারখানা।
- যমুনা সার কারখানা বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু করে - ১ জুলাই ১৯৯২ থেকে।
- ইউরিয়া সারের কাঁচামাল - মিথেন গ্যাস।
- কাফকো (KAFCO) কারখানায় উৎপাদন শুরু হয় - ১৫ ডিসেম্বর ১৯৯৪।
- বাংলাদেশের জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত কারখানা অবস্থিত - খুলনা, মোংলা, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকা।
- বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত কারখানা - খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড।
- বাংলাদেশ প্রথম জাহাজ রপ্তানি করে - ১৫ মে ২০০৮ ডেনমার্কে। রপ্তানিকৃত জাহাজের নাম স্টেলা মেরিস।
- স্টেলা মেরিস জাহাজটি রপ্তানি করে - বাংলাদেশের আনন্দ শিপইয়ার্ড।
- বাংলাদেশ সর্বপ্রথম ইস্পাত রপ্তানি করে - পাকিস্তানে (১১ জুলাই ১৯৭৮)।
- বাংলাদেশ টেলিফোন শিল্প সংস্থা (টেশিস) অবস্থিত - টঙ্গি।
- ওসমানিয়া গ্লাস সিট ফ্যাক্টরি লিমিটেড প্রতিষ্ঠা লাভ করে - কালুরঘাট, চট্টগ্রাম ১৯৫৯ সালে।
- BCIC নিয়ন্ত্রিত ইনস্যুলেটর ও স্যানিটারি ফ্যাক্টরির নাম - বাংলাদেশ ইনস্যুলেটর ও স্যানিটারি ফ্যাক্টরি লিমিটেড। অবস্থিত মিরপুর, ঢাকা।
- বাংলাদেশ চামড়া শিল্প নগরী অবস্থিত - হেমায়েতপুর, ঢাকা।

বাংলাদেশের বিদ্যুৎ সম্পদ

- বিদ্যুৎ শক্তির উৎসকে ভাগ করা যায় - চার ভাগে। যথা- পানিবিদ্যুৎ, তাপবিদ্যুৎ, সৌরবিদ্যুৎ ও বায়ুবিদ্যুৎ।
- বাংলাদেশের বিদ্যুৎ শক্তির উৎস - প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেল, পানি, বায়ু, কয়লা, পারমাণবিক শক্তি ইত্যাদি।
- বাংলাদেশে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র - ১০টি।
- সবচেয়ে বড় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র - পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র (পটুয়াখালী)।
- বাংলাদেশে পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্র - ১টি (কাপ্তাই পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্র)। রাঙামাটি জেলায় অবস্থিত বিদ্যুৎকেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬২ সালে।
- 'বিজয়ের আলো' বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি অবস্থিত - সিরাজগঞ্জ জেলার বাঘাবাড়িতে। এটি মালয়েশিয়ার লাবুয়ান দ্বীপ থেকে ১৯৯৯ সালে আনা হয়েছে।
- দেশের প্রথম গ্যাস চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র - সিলেটের হরিপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্র।
- দেশের প্রথম সরকারি সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র - কাপ্তাই, রাঙামাটি।
- কয়লাচালিত প্রথম বিদ্যুৎকেন্দ্র অবস্থিত - দিনাজপুরের বড় পুকুরিয়ায়।
- বাংলাদেশের প্রথম বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্প - মুহুরী বিদ্যুৎ প্রকল্প, সোনাগাজী, ফেনী।
- বাংলাদেশের দ্বিতীয় বায়ু বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হয় - কক্সবাজারের সোনাদিয়ায়।
- ঢাকায় সর্বপ্রথম বৈদ্যুতিক বাতির প্রচলন শুরু হয় - ৭ ডিসেম্বর ১৯০১ (ঢাকার আহসান মঞ্জিলে)।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র - তিস্তা সোলার লিমিটেড, গাইবান্ধা।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. সেমুতাং গ্যাসক্ষেত্র অবস্থিত-
Ⓐ বান্দরবানে Ⓑ খাগড়াছড়িতে Ⓒ সুনামগঞ্জে Ⓓ রাঙামাটিতে **Ans B**

02. পাটের জীবন রহস্য উদ্ভাবনকারী দলের নেতা-
Ⓐ মোঃ জলিল Ⓑ কুদরত-ই-খুদা Ⓒ মাকসুদুল আলম Ⓓ নুরুল ইসলাম **Ans C**

03. নিম্নের কোন পণ্যটি বাংলাদেশের 'হোয়াইট গোল্ড' নামে পরিচিত?
Ⓐ পাট Ⓑ ধান Ⓒ চিনি Ⓓ চিংড়ি **Ans D**

04. যে সেক্টরে বাংলাদেশের সর্বাধিক জনশক্তি নিয়োজিত-
Ⓐ পোশাক শিল্প Ⓑ মৎস্য Ⓒ কৃষি Ⓓ পরিবহণ **Ans C**

05. যে সংস্থা গ্রাম বাংলায় বিদ্যুতায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত-
Ⓐ ডেসা Ⓑ আরইবি Ⓒ পিডিবি Ⓓ ওয়াপদা **Ans B**

06. বাংলাদেশে প্রথম গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়-
Ⓐ ১৯৫৫ সালে Ⓑ ১৯৫৬ সালে Ⓒ ১৯৫৭ সালে Ⓓ ১৯৫৮ সালে **Ans A**

07. ইতিহাসখ্যাত 'মসলিন' এর একটি ছোট টুকরো এখনও সংরক্ষিত আছে-
Ⓐ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে Ⓑ বরেন্দ্র জাদুঘরে Ⓒ লালবাগ দুর্গে Ⓓ জাতীয় জাদুঘরে **Ans D**

08. যে সালে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে কোটা ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটে-
Ⓐ ১৯৯৮ Ⓑ ২০০০ Ⓒ ২০০২ Ⓓ ২০০৪ **Ans D**

09. আদমজি পাটকল বন্ধ হয়-
Ⓐ ৩০ জুন ২০০২ Ⓑ ২৮ আগস্ট ২০০৩ Ⓒ ২৬ মার্চ ২০০২ Ⓓ ৩০ জুলাই ২০০২ **Ans A**

10. বাংলাদেশে অর্গানিক চা উৎপাদন শুরু হয়েছে-
Ⓐ পঞ্চগড়ে Ⓑ রাজশাহীতে Ⓒ মৌলভীবাজারে Ⓓ সিলেটে **Ans A**

11. বাংলাদেশের কোন গ্যাসক্ষেত্রে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে?
Ⓐ তিতাস Ⓑ বাখরাবাদ Ⓒ টেংরাটিলা Ⓓ মাগুরছড়া **Ans C**

12. কোন জেলা তুলা চাষের জন্য বেশি উপযোগী?
Ⓐ রাজশাহী Ⓑ ফরিদপুর Ⓒ রংপুর Ⓓ যশোর **Ans D**

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

13. BAPEX এর পুরো নাম-
Ⓐ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপোর্ট
Ⓑ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপোজার
Ⓒ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন
Ⓓ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপার্ট
Ans Ⓒ

14. রংপুরের লালপুরে কোন খনিজ সম্পদ পাওয়া যায়?
Ⓐ তেল Ⓑ কয়লা
Ⓒ গ্যাস Ⓓ চুনাপাথর
Ans Ⓓ

15. রবিশস্য বলতে কী বোঝায়?
Ⓐ গ্রীষ্মকালীন শস্য Ⓑ বসন্তকালীন শস্য
Ⓒ শীতকালীন শস্য Ⓓ বর্ষাকালীন শস্য
Ans Ⓒ

16. 'জুম' বলতে কী বোঝায়?
Ⓐ এক ধরনের চাষাবাদ Ⓑ এক ধরনের ফুল
Ⓒ গুচ্ছ গ্রাম Ⓓ একটি পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর নাম
Ans Ⓐ

17. কোন খাত থেকে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে?
Ⓐ চা Ⓑ চিংড়ি
Ⓒ চামড়া Ⓓ তৈরি পোশাক
Ans Ⓓ

18. বাংলাদেশের কোন জেলায় প্রথম সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হয়?
Ⓐ চট্টগ্রাম Ⓑ নরসিংদী
Ⓒ দিনাজপুর Ⓓ যশোর
Ans Ⓑ

19. বড়পুকুরিয়া কোন জেলায় অবস্থিত?
Ⓐ দিনাজপুর Ⓑ সিলেট Ⓒ গোপালগঞ্জ Ⓓ রংপুর
Ans Ⓐ

বাংলাদেশ ১৬তম অধ্যায়

বাংলাদেশের অর্থনীতি

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান খাত - কৃষি।
- বাংলাদেশে শ্রমশক্তির সবচেয়ে বেশি নিয়োজিত - কৃষি খাতে।
- বাংলাদেশে বর্তমানে প্রচলিত - মুক্তবাজার অর্থনীতি (মুক্তবাজার অর্থনীতি চালু হয় ১৯৯১ সালের ১ জুলাই)।
- বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের নিয়মিত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় - বাংলাদেশে।
- বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত - মিশ্র প্রকৃতির।
- মিশ্র অর্থনীতি বলতে বোঝায় - রাষ্ট্রায়ত্ত/সরকারি ও ব্যক্তি মালিকানাধীন খাতের পাশাপাশি অবস্থান।
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক সাহায্য লাভ করে - জাপান থেকে।
- Budget শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে - ফরাসি শব্দ Boudgette শব্দ থেকে।
- Budget শব্দের মূল অর্থ - ব্যাগ বা থলে।
- বাজেটের অংশ - ২টি (রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট)।
- বাংলাদেশে প্রথম বাজেট ঘোষণা করা হয় - ৩০ জুন ১৯৭২।
- ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে বাজেটের মোট আকার ছিল - ৭৮৬ কোটি টাকা।
- বাংলাদেশে প্রথম বাজেট ঘোষণা করেন - অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ।
- রাষ্ট্রপতি হিসেবে বাজেট পেশ করেছেন - রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান
- বাজেট প্রধানত - ২ প্রকার। যথা- সুষম বাজেট ও অসম বাজেট।
- উন্নয়নে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রবর্তক - সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন (প্রেসিডেন্ট জোসেফ স্ট্যালিন কর্তৃক)।
- বাংলাদেশে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে - পরিকল্পনা কমিশন (সদরদপ্তর- ঢাকার আগারগাঁওয়ে।)
- পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান - প্রধানমন্ত্রী।
- বাংলাদেশে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল - ১৯৭৩-১৯৭৮ সালের জন্য।
- বাংলাদেশে এ পর্যন্ত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে- ৮টি।
- বাংলাদেশে বর্তমানে চলমান ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদকাল - ২০২০-২০২৫ সাল পর্যন্ত।
- বাংলাদেশের রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে - Bangladesh Export Processing Zone Authority (BEPZA) (এটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন)।
- BEPZA প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৮০ সালে।
- EPZ-র পূর্ণরূপ - Export Processing Zone.
- বাংলাদেশের মোট EPZ - ১০টি।
- বাংলাদেশের সরকারি EPZ - ৮টি।
- বাংলাদেশের বেসরকারি EPZ - ২টি। যথা- REPZ এবং KEPZ
- কর বিভাগ অন্তর্ভুক্ত - অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন।
- বাংলাদেশ সরকারের আয়ের প্রধান উৎস - মূল্য সংযোজন কর (সংক্ষেপে মূসক/VAT)।
- VAT চালু হয় - ১ জুলাই ১৯৯১ থেকে (প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান কর্তৃক)।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. বাংলাদেশে প্রথম ভ্যাট চালু হয় -
Ⓐ ১৯৯৬ সালে Ⓑ ১৯৮৬ সালে
Ⓒ ১৯৯১ সালে Ⓓ ১৯৭৩ সালে
Ans Ⓒ

02. বাংলাদেশের প্রাইভেট সেক্টরে ব্যবসায়ীদের সর্বোচ্চ সংগঠন-
Ⓐ ডিসিসিআই Ⓑ এফবিসিসিআই
Ⓒ ডিএসই Ⓓ বিজিএমইএ
Ans Ⓑ

03. বাংলাদেশের উন্নয়ন ফোরামের সমন্বয়কারী সংস্থা কোনটি?
Ⓐ জাইকা Ⓑ ইউ এন ডি পি
Ⓒ বিশ্ব ব্যাংক Ⓓ আই এম এফ
Ans Ⓒ

04. বাংলাদেশের ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে বরাদ্দ-
Ⓐ ২৩৯১৬ কোটি Ⓑ ২০৩১৬ কোটি
Ⓒ ১৯২৭১ কোটি Ⓓ ১,১০,৬৫৭ কোটি
Ans Ⓓ

05. বাংলাদেশের জিডিপি-তে কৃষিখাতের অবদান-
Ⓐ ১৮% Ⓑ ১০%
Ⓒ ১৬% Ⓓ ১১.২০%
Ans Ⓓ

06. দেশের একমাত্র কৃষিভিত্তিক EPZ-
Ⓐ উত্তরা, নীলফামারী Ⓑ মেঘনা, মুন্সিগঞ্জ
Ⓒ আদমজী, নারায়ণগঞ্জ Ⓓ ঈশ্বরদী, পাবনা
Ans Ⓐ

07. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন সংক্রান্ত সর্বোচ্চ সংস্থা-
Ⓐ প্লানিং কমিশন Ⓑ অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
Ⓒ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
Ⓓ জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের নির্বাহী পরিষদ
Ans Ⓓ

08. ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (ADP) বরাদ্দ রাখা হয়েছে-
Ⓐ ৩৫,০০০ কোটি টাকা Ⓑ ৩৭,০০০ কোটি টাকা
Ⓒ ২,৩০,০০০ কোটি টাকা Ⓓ ৩৯,০০০ কোটি টাকা
Ans Ⓒ

09. মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হল-
Ⓐ সম্পত্তির রাষ্ট্রীয় মালিকানা Ⓑ সম্পত্তির ব্যক্তি মালিকানা
Ⓒ সম্পত্তির ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা
Ⓓ ব্যক্তিগত সম্পত্তির যৌথ মালিকানা
Ans Ⓒ

10. অর্থ সরবরাহ বেড়ে গেলে-
Ⓐ দেশের উন্নয়ন হয় Ⓑ শ্রমিকের মজুরি বাড়ানো যায়
Ⓒ মূল্যস্ফীতি হয় Ⓓ কর হ্রাস করা সম্ভব হয়
Ans Ⓒ

11. ইপিবি (EPB)এর পূর্ণরূপ কী?
Ⓐ এক্সপোর্ট প্রমোশন বোর্ড Ⓑ এক্সপোটিং প্রমোশন বোর্ড
Ⓒ এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরো Ⓓ এক্সপোটিং প্রমোশন ব্যুরো
Ans Ⓒ

12. বাংলাদেশে প্রথম বাজেট ঘোষণা করেন-
Ⓐ ক্যাপ্টেন মো: মনসুর আলী Ⓑ সৈয়দ নজরুল ইসলাম
Ⓒ আতাউর রহমান Ⓓ তাজউদ্দীন আহমদ
Ans Ⓓ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

বাংলাদেশ
১৭তম অধ্যায়

বাংলাদেশের ব্যাংক ও বিমা ব্যবস্থা

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক - বাংলাদেশ ব্যাংক।
- বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে - ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১। বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার ১৯৭২ অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে।
- বাংলাদেশ ব্যাংক-এর পূর্ব নাম - স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান (১৯৪৮)।
- বাংলাদেশ ব্যাংক ভবনের স্থপতি - শফিউল কাদের।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় - ঢাকার মতিঝিলে অবস্থিত।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান গভর্নর - আহসান এইচ মনসুর (১৩তম)।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম মহিলা ডেপুটি গভর্নর - নাজনীন সুলতানা।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম নারী পরিচালক - অধ্যাপিকা হান্নানা বেগম।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদের সদস্য - ৯ জন (১ জন চেয়ারম্যান এবং ৭ জন পরিচালক এবং ১ জন সচিবসহ সর্বশেষ ৯ জন)।
- বাংলাদেশ ব্যাংক তার কার্যক্রম পরিচালনা করে - ১৯৯১ সালের ব্যাংক আইন দ্বারা।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম মহিলা মহাব্যবস্থাপক - নাজনীন সুলতানা।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের মেয়াদকাল - ৪ বছর।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা - ১০টি (প্রধান কার্যালয় ব্যতীত)।
- টাকা জাদুঘর চালু হয় - ২০১৩ সালে (মিরপুরে অবস্থিত)।
- বাংলাদেশে তফশিলি ব্যাংকের সংখ্যা - ৬২টি। এর মধ্যে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সরকারি ব্যাংক ৬টি, বিশেষায়িত ব্যাংক ৩টি, বেসরকারি ব্যাংক ৪৩টি, বিদেশি বেসরকারি ব্যাংক ৯টি এবং নগদ ডিজিটাল ব্যাংক ১টি।
- বাংলাদেশে বর্তমানে ব্যাংক রেট - ৪%।
- বাংলাদেশের মুদ্রার নাম - টাকা (টাকার নামকরণ করেন মুশফেকুর সালেহীন)।
- উপমহাদেশে প্রথম মুদ্রা আইন পাশ হয় - ১৮৩৫ সালে।
- উপমহাদেশে প্রথম কাগুজে মুদ্রা চালু করেন - লর্ড ক্যানিং (১৮৫৭ সালে)।
- বাংলাদেশে সর্বপ্রথম বাজারে ছাড়া হয় - ১ ও ১০০ টাকার নোট (৪ মার্চ ১৯৭২)।
- বাংলাদেশে সরকারি নোট - ১, ২ ও ৫ টাকার নোট। সরকারি নোটে অর্থ সচিবের স্বাক্ষর থাকে।
- বাংলাদেশে প্রচলিত যেগুলো ব্যাংক নোট - ১০, ২০, ৫০, ১০০, ২০০, ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট (ব্যাংক নোটে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের স্বাক্ষর থাকে)।
- বাংলাদেশে প্রথম টাকা ও মুদ্রার নকশাকার - কে জি মুস্তফা।
- টাকা ছাপানোর জন্য বিশেষ ধরনের কাগজ আমদানি করা হয় - সুইজারল্যান্ড হতে।
- সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন থেকে প্রথম ছাপানো হয় - ১০ টাকার নোট।
- বাংলাদেশের ৫০০ টাকার নোট ছাপানো হয় - জার্মানি থেকে।
- 'সবার জন্য শিক্ষা' স্লোগানটি বাংলাদেশে প্রচলিত - দুই টাকার মুদ্রায়।
- বাংলাদেশে নোট চালু করার ক্ষমতা আছে একমাত্র - বাংলাদেশ ব্যাংকের।
- বাংলাদেশে বিমা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ - খুদা বক্স।
- বাংলাদেশে চালু বিদেশি বিমা কোম্পানি - ২টি। যথা - মেটলাইফ ও লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ।
- বর্তমানে দেশে বিমা প্রতিষ্ঠান রয়েছে - ৮১টি। এর মধ্যে ৭৯টি বেসরকারি ও ২টি রাষ্ট্রায়ত্ত।
- বাংলাদেশে রাষ্ট্রায়ত্ত বিমা দুইটি যথাক্রমে - জীবন বিমা কর্পোরেশন ও সাধারণ বিমা কর্পোরেশন।
- বাংলাদেশে বিমা সংস্থাগুলোকে জাতীয়করণ করা হয় - ১৯৭২ সালে।
- বিমা কর্পোরেশন আইন পাশ হয় - ১৯৭৩ সালে।
- বেসরকারি খাতে বিমা কোম্পানি কার্যক্রম শুরু হয় - ১৯৮৫ সালে।
- বিমা খাত যে মন্ত্রণালয়ের অধীন - অর্থ মন্ত্রণালয়ের।

বাংলাদেশ
১৮তম অধ্যায়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

একনজরে সংবিধান রচনায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিত্ব

অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করেন	গণ পরিষদ আদেশ জারি করেন	গণপরিষদের প্রথম সভাপতি	গণপরিষদের প্রথম স্পিকার
শেখ মুজিবুর রহমান	আবু সাঈদ চৌধুরী	আবদুর রশীদ তর্কবাগিশ	শাহ আব্দুল হামিদ
সংবিধানের রূপকার ও গণপরিষদে উত্থাপনকারী	হস্তলিখিত সংবিধানের মূল লেখক	খসড়া সংবিধানে অলংকরণ ও ডিজাইনার	একমাত্র বিরোধী দলীয় সদস্য (ন্যাপ)
ড. কামাল হোসেন	আব্দুর রউফ	জয়নুল আবেদিন	সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত

☛ সংবিধান রচনা কমিটির একমাত্র মহিলা সদস্য - বেগম রাজিয়া বানু
☛ গণপরিষদের প্রথম ডেপুটি স্পিকার - মোহাম্মদ উল্লাহ

বাংলাদেশ সংবিধান রচনার সাথে সংশ্লিষ্ট তারিখ

অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করা হয়	১১ জানুয়ারি
গণপরিষদ গঠিত হয়	২৩ মার্চ
গণপরিষদ আদেশ জারি করা হয়	২৩ মার্চ
গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে	১০ এপ্রিল
ড.কামাল হোসেনকে সভাপতি করে ৩৪ সদস্যের কমিটি করা হয়	১১ এপ্রিল
খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির প্রথম বৈঠক হয়	১৭ এপ্রিল
বাংলাদেশের সংবিধান গণপরিষদে উত্থাপিত হয়	১২ অক্টোবর
বাংলাদেশের সংবিধান গণপরিষদে গৃহীত হয়	৪ নভেম্বর (১৮ কার্তিক ১৩৭৯)
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সংবিধানে প্রথম স্বাক্ষর করেন	১৪ ডিসেম্বর
গণপরিষদের সদস্যরা হস্তলিখিত মূল সংবিধানে স্বাক্ষর করেন	১৫ ডিসেম্বর
বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়	১৬ ডিসেম্বর

- বিশ্বের সবচেয়ে বড় সংবিধান - ভারতের (৩৯৫টি অনুচ্ছেদ)।
- বিশ্বের সবচেয়ে ছোট সংবিধান - যুক্তরাষ্ট্রের (৭টি অনুচ্ছেদ)।
- বাংলাদেশের সংবিধানে রয়েছে - ১১টি ভাগ, ১৫৩টি অনুচ্ছেদ এবং ৭টি তফশিল।
- বাংলাদেশের মূল সংবিধান - ৯৩ পাতা (স্বাক্ষরসহ ১০৮ পাতা)।
- বাংলাদেশের সংবিধানের সাথে 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' সংযোজন করা হয় - ১৯৯৯ সালে।
- বিশ্বের যে দুইটি দেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র রয়েছে - বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র।

বাংলাদেশ সংবিধানের তফসিলসমূহ

প্রথম তফসিল– অন্যান্য বিধান সত্ত্বেও কার্যকর আইন।
দ্বিতীয় তফসিল – রাষ্ট্রপতি নির্বাচন (বর্তমানে বিলুপ্ত)।
তৃতীয় তফসিল – শপথ ও ঘোষণা।
চতুর্থ তফসিল – ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলি।
পঞ্চম তফসিল – ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তারিখে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষণ।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

ষষ্ঠ তফসিল – ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাত শেষে অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত স্বাধীনতা ঘোষণা।
সপ্তম তফসিল – ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

1. বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ বাংলাদেশের সংবিধানের যে তফসিলে বর্ণিত রয়েছে?
Ⓐ ৩য় Ⓑ ৪র্থ Ⓒ ৫ম Ⓓ ৬ষ্ঠ Ans Ⓒ
2. নিচে কোনটি ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানের মূলনীতি নয়?
Ⓐ জাতীয়তাবাদ Ⓑ সাম্যবাদ Ⓒ গণতন্ত্র Ⓓ ধর্মনিরপেক্ষতা Ans Ⓑ
3. কোর্ট অব রেকর্ড বলা হয় যে আদালতকে–
Ⓐ সুপ্রিম কোর্ট Ⓑ হাই কোর্ট
Ⓒ জজ কোর্ট Ⓓ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট Ans Ⓐ
4. বাংলাদেশের সংবিধানের যে ভাগে মৌলিক অধিকার বর্ণিত আছে–
Ⓐ ১ম Ⓑ ২য় Ⓒ ৩য় Ⓓ ৪র্থ Ans Ⓒ
5. বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন কমিটির একমাত্র নারী সদস্য–
Ⓐ আনোয়ারা বেগম Ⓑ সুফিয়া কামাল
Ⓒ সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী Ⓓ ইউ.এ.বি. রাজিয়া আক্তার বানু Ans Ⓓ
6. রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন হলো–
Ⓐ সুপ্রিম কোর্টের রায় Ⓑ সরকারি ডিক্রি
Ⓒ সাংবিধানিক আইন Ⓓ প্রশাসনিক প্রবিধান Ans Ⓒ
7. বাংলাদেশের সংবিধানে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন যে সালে প্রথম যুক্ত হয় –
Ⓐ ১৯৯১ Ⓑ ১৯৭৭ Ⓒ ১৯৮৫ Ⓓ ১৯৭২ Ans Ⓓ
8. বাংলাদেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকার বিষয়ক কয়টি আর্টিকেল রয়েছে?
Ⓐ ২০টি Ⓑ ১৯টি Ⓒ ১৮টি Ⓓ ১৭টি Ans Ⓓ
9. বাংলাদেশের সংবিধান কত তারিখে কার্যকর হয়েছে?
Ⓐ ৪ নভেম্বর ১৯৭২ Ⓑ ৫ নভেম্বর ১৯৭২
Ⓒ ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭২ Ⓓ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ Ans Ⓓ
10. বাংলাদেশের সংবিধানের কততম সংশোধনীতে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করা হয়?
Ⓐ একাদশ সংশোধনী Ⓑ দ্বাদশ সংশোধনী
Ⓒ ত্রয়োদশ সংশোধনী Ⓓ চতুর্দশ সংশোধনী Ans Ⓑ
11. বাংলাদেশের সংবিধান মূলত – ভাগে বিভক্ত।
Ⓐ ৯ Ⓑ ১০ Ⓒ ১১ Ⓓ ১২ Ans Ⓒ
12. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতা কার হাতে রয়েছে?
Ⓐ প্রধানমন্ত্রী Ⓑ রাষ্ট্রপতি Ⓒ স্পিকার Ⓓ প্রধান বিচারপতি Ans Ⓑ
13. বাংলাদেশের সংবিধানের কোন ধারা অনুসারে সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান?
Ⓐ ৭ Ⓑ ২৭ Ⓒ ১১ Ⓓ ১৭ Ans Ⓑ
14. বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীকে যে তারকাগুলো রয়েছে তা দিয়ে কী বুঝানো হয়েছে?
Ⓐ অর্থনীতি Ⓑ লক্ষ্য ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা
Ⓒ অঙ্গীকার Ⓓ বাহাত্তরের সংবিধানের মূলনীতিসমূহ Ans Ⓓ
15. নিচের কোন দিনটি বাংলাদেশে 'সংবিধান দিবস' হিসেবে পালিত হয়?
Ⓐ ৪ নভেম্বর Ⓑ ১৬ ডিসেম্বর Ⓒ ১৭ এপ্রিল Ⓓ ১২ অক্টোবর Ans Ⓐ
16. বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারেন–
Ⓐ প্রধানমন্ত্রী Ⓑ রাষ্ট্রপতি Ⓒ প্রতিরক্ষামন্ত্রী Ⓓ সেনাপ্রধান Ans Ⓑ
17. বাংলাদেশ সংবিধানে বাঙালি জাতীয়তা বাংলাদেশি জাতীয়তা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল যে সংশোধনীতে–
Ⓐ তৃতীয় সংশোধনী Ⓑ চতুর্থ সংশোধনী
Ⓒ পঞ্চম সংশোধনী Ⓓ সপ্তম সংশোধনী Ans Ⓒ
18. জরুরি অবস্থা জারির বিধান সংবিধানে সন্নিবেশিত হয়–
Ⓐ প্রথম সংশোধনীতে Ⓑ দ্বিতীয় সংশোধনীতে
Ⓒ তৃতীয় সংশোধনীতে Ⓓ চতুর্থ সংশোধনীতে Ans Ⓑ

বাংলাদেশ ১৯তম অধ্যায়

সরকারের আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন পরিষদ/ আইনসভা/ পার্লামেন্টের নাম - জাতীয় সংসদ।
- জাতীয় সংসদের প্রতীক - শাপলা।
- জাতীয় সংসদ ভবনের স্থপতি - লুই আই কান (এস্তোনিয়া বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক)।
- জাতীয় সংসদ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন - আইয়ুব খান, ১৯৬২ সালে।
- জাতীয় সংসদ ভবন উদ্বোধন করা হয় - ২৮ জানুয়ারি ১৯৮২ (তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তার কর্তৃক)।
- জাতীয় সংসদ ভবনে প্রথম অধিবেশন বসে - ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২।
- আইনসভার সদস্যদেরকে বলা হয় - সংসদ সদস্য।
- বাংলাদেশে প্রচলিত - সংসদীয় শাসন/মন্ত্রিপরিষদ শাসিত শাসন ব্যবস্থা।
- জাতীয় সংসদ বা আইনসভার সভাপতি/ অভিভাবক/ প্রধান - স্পিকার।
- জাতীয় সংসদ বা আইনসভার নেতা - প্রধানমন্ত্রী।
- প্রথম জাতীয় সংসদ নেতা - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
- সংসদের হুইপের কাজ - শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং সংসদ সদস্যদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা।
- সংসদ সদস্য হওয়ার ন্যূনতম বয়সসীমা - ২৫ বছর।
- জাতীয় সংসদ ভবন - ২১৫ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত।
- সংসদের দুই অধিবেশনের মধ্যে বিরতিকাল সর্বোচ্চ - ৬০ দিন।
- জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করেন - রাষ্ট্রপতি।
- জাতীয় সংসদের মেয়াদকাল - ৫ বছর।
- জাতীয় সংসদে সংসদীয় মোট আসন সংখ্যা - ৩৫০টি (৩০০টি আসন জনগণের ভোটে সরাসরি নির্বাচিত এবং ৫০টি সংরক্ষিত নারী আসন)।
- জাতীয় সংসদের আসন ১টি করে - ৩টি জেলায় (বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটি)।
- জাতীয় সংসদের ১ নং আসন - পঞ্চগড়।
- জাতীয় সংসদের ৩০০ নং আসন - বান্দরবান।
- জাতীয় সংসদের সবচেয়ে বেশি আসন - ঢাকায় (২০টি)।
- জাতীয় সংসদ ভবনে অতিথিদের আসন - ৫৬টি।
- জাতীয় সংসদ ভবনে কর্মকর্তাদের আসন - ৪১টি।
- জাতীয় সংসদ ভবনে সাংবাদিকদের আসন - ৮০টি।
- জাতীয় সংসদ ভবনে দর্শকের আসন - ৪৩০টি।
- জাতীয় সংসদ ভবনের পাশের লেকটির নাম - ক্রিসেন্ট লেক।
- বাংলাদেশের সংসদে যে দুইজন বিদেশি রাষ্ট্রপতি ভাষণ দেন - যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো (প্রথম) ও ভারতের প্রেসিডেন্ট ভি ভি গিরি (দ্বিতীয়)।

স্পিকার সম্পর্কিত তথ্য	
গণপরিষদের প্রথম স্পিকার	শাহ আব্দুল হামিদ
গণপরিষদের প্রথম ডেপুটি স্পিকার	মোহাম্মদ উল্লাহ
জাতীয় সংসদের প্রথম স্পিকার	মোহাম্মদ উল্লাহ

বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ কিছু আইন

গুরুত্বপূর্ণ আইন	সাল
বাংলাদেশ দণ্ডবিধি (Penal Code)	১৮৬০
বাংলাদেশ ফৌজদারি কার্যবিধি/Code of Criminal Procedure (CrPC)	১৮৯৮
বিশেষ ক্ষমতা আইন	১৯৭৪
ব্যাংক কোম্পানি আইন	১৯৯১
কোম্পানি আইন	১৯৯৪
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন	২০০০
দ্রুত বিচার আইন	২০০২

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

- বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান - রাষ্ট্রপতি।
- সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রার্থীর বয়স হতে হবে - কমপক্ষে ৩৫ বছর।
- সংবিধানের ৫০ (২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রার্থী হতে পারবেন না - দুই মেয়াদের অধিক।
- আদালতের কোনো এখতিয়ার নেই - রাষ্ট্রপতির ওপর।
- রাষ্ট্রপতিকে শপথবাক্য পাঠ করান - স্পিকার।
- রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করেন - স্পিকারের নিকট (সংবিধানের ৫০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী)।
- সাধারণ কোনো বিল রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করলে স্বাক্ষর করবেন – ১৫ দিনের মধ্যে।
- সংবিধান সংশোধন আইনে রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষর করবেন – ৭ দিনের মধ্যে।
- রাষ্ট্রপতি সর্বাবস্থানে বিলম্ব করতে পারবেন না - অর্থবিলে।
- যুদ্ধ ঘোষণা করার ক্ষমতা একমাত্র – জাতীয় সংসদের অনুমতিক্রমে রাষ্ট্রপতির।
- রাষ্ট্রপতির বাসভবনের নাম - বঙ্গভবন।
- বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি ছিলেন - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
- প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতিতে প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদার স্থান - দ্বিতীয়।
- বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হতে হলে বয়স হতে হবে - কমপক্ষে ২৫ বছর।
- প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেন - রাষ্ট্রপতির নিকট।
- মন্ত্রিপরিষদের প্রধান - প্রধানমন্ত্রী।
- বাংলাদেশ সরকারের প্রধান নির্বাহী/ সরকার প্রধান - প্রধানমন্ত্রী।
- বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী - তাজউদ্দীন আহমদ।
- বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী - বেগম খালেদা জিয়া।
- বাংলাদেশ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান - প্রধানমন্ত্রী।
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গঠিত হয় - ১৯৭২ সালে।
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আনুষ্ঠানিক প্রধান - মন্ত্রিপরিষদ সচিব।
- বাংলাদেশের প্রথম মন্ত্রিপরিষদ সচিব ছিলেন - এইচ টি ইমাম (হোসেন তৌফিক ইমাম)।
- আন্তঃমন্ত্রণালয় আলোচনা বিষয়ক সচিব পর্যায়ের কমিটির প্রধান - মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
- বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ছিল - ১৯৭৫-৯১ সাল পর্যন্ত।
- মন্ত্রিপরিষদ তাদের কাজকর্মের জন্য দায়ী থাকে - জাতীয় সংসদের কাছে।
- বাংলাদেশের সবগুলো মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত অফিস - বাংলাদেশ সচিবালয়।
- বাংলাদেশ চা বোর্ড - বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন।
- সাবমেরিন কেবল- ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীনে।
- বাংলাদেশের সর্বশেষ পুনর্গঠিত মন্ত্রণালয় - ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।
- অস্ত্রের লাইসেন্স প্রদান করে - স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর - স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের অধীন।
- গ্রামীণ পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের সর্বোচ্চ স্তর - জেলা পরিষদ।
- দেশের সকল মহকুমা শহরকে জেলায় উন্নীত করার কাজ শুরু হয় - ১৯৮৪ সালে।
- মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশের জেলা ছিল - ১৯টি।
- জেলা পরিষদ গঠিত হয় - 'জেলা পরিষদ আইন ২০০০' অনুসারে।
- জেলা পরিষদের মেয়াদ - ৫ বছর।
- দেশে প্রথমবারের মতো জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় - ২৮ ডিসেম্বর ২০১৬।
- উপজেলা ব্যবস্থার প্রবর্তক - সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ।
- উপজেলা ব্যবস্থা চালু হয় - ১৯৮২ সালে।
- থানার পরিবর্তে উপজেলা নামকরণ করা হয় - ১৯৮৩ সালে।
- প্রথম উপজেলা নির্বাচন হয় - ১৯৮৫ সালে।
- উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থা বাতিল করা হয় - ২৩ নভেম্বর ১৯৯১।
- উপজেলা ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করা হয় - ৩ ডিসেম্বর ১৯৯৮ (সংসদে আইন পাশের মাধ্যমে)।
- উপজেলা পরিষদের প্রধান - উপজেলা চেয়ারম্যান।
- উপজেলার প্রধান নির্বাহী - উপজেলা নির্বাহী অফিসার।
- উপজেলা পরিষদের সদস্য - ১ জন চেয়ারম্যান, ১ জন ভাইস চেয়ারম্যান এবং ১ জন নারী ভাইস চেয়ারম্যান।
- ইউনিয়ন পরিষদ অধ্যাদেশ জারি হয় - ১৯৮৩ সালে।
- বাংলাদেশের স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষুদ্রতম স্বায়ত্তশাসিত প্রশাসনিক কাঠামো বা সর্বনিম্ন স্তর - ইউনিয়ন পরিষদ।
- পল্লি অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখে - ইউনিয়ন পরিষদ।
- ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান - ইউপি চেয়ারম্যান।
- ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয় - ১৩ জন সদস্য নিয়ে। যথা- ১ জন চেয়ারম্যান + ৯ জন সদস্য + ৩ জন নারী সদস্য।
- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের মেয়াদ - ৫ বছর।
- দেশে বর্তমানে সিটি কর্পোরেশনের সংখ্যা - ১২টি।
- সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বলা হয় - মেয়র।
- সিটি কর্পোরেশনের মেয়রদের শপথ পড়ান - প্রধানমন্ত্রী।
- ঢাকা প্রথম পৌরসভার মর্যাদা লাভ করে - ১ আগস্ট ১৮৬৪।
- ঢাকা পৌরসভার প্রথম চেয়ারম্যান - ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার স্কিনার।
- ঢাকা পৌরসভাকে 'ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন'- এ উন্নীত করা হয় - ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮।
- 'ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনকে 'ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে' উন্নীত করা হয় - ১৯৯০ সালে।
- জনগণের ভোটে নির্বাচিত ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র - মোহাম্মদ হানিফ।
- শহর এলাকায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার নাম - পৌরসভা।
- পৌরসভা গঠিত - ১ জন মেয়র, নির্বাচিত কাউন্সিলর ও নারী কাউন্সিলরদের নিয়ে।
- পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলররা নির্বাচিত হন - জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে।
- পৌরসভার কার্যকাল - ৫ বছর।
- পৌর চেয়ারম্যানের বর্তমান পদবি - পৌর মেয়র।
- সংবিধানের ব্যাখ্যাকারক - সুপ্রিমকোর্ট।
- বাংলাদেশের বিচার বিভাগ - উচ্চতর ও অধস্তন আদালতে বিভক্ত।
- সুপ্রিমকোর্ট বিভক্ত - দুই ভাগে। যথা- আপিল বিভাগ এবং হাইকোর্ট বিভাগ।
- সুপ্রিম কোর্টের স্থায়ী আসন - ঢাকায়।
- বিচার বিভাগের প্রধান - প্রধান বিচারপতি।
- হাইকোর্টের বেঞ্চ গঠন করেন - প্রধান বিচারপতি।
- সুপ্রিমকোর্টকে বলা হয় - কোর্ট অব রেকর্ড।
- বাংলাদেশের প্রথম প্রধান বিচারপতি ছিলেন - আবু সাদাত মোহাম্মদ (এএসএম) সায়েম।
- বাংলাদেশের বর্তমান প্রধান বিচারপতি - সৈয়দ রেফাত আহমেদ (২৫তম)।
- বাংলাদেশের আপিল বিভাগের প্রথম মহিলা বিচারপতি - নাজমুন আরা সুলতানা।
- প্রধান বিচারপতির পরামর্শে অন্যান্য বিচারপতি নিয়োগ করেন - রাষ্ট্রপতি।
- বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের চাকরির বয়সসীমা - বয়স ৬৭ বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্বপদে আসীন থাকবেন।
- রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তাকে বলা হয় - অ্যাটর্নি জেনারেল।
- অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগ দেওয়া হয় - অ্যাডহক ভিত্তিতে।
- বাংলাদেশের প্রথম অ্যাটর্নি জেনারেল ছিলেন - এম এইচ খন্দকার।
- বাংলাদেশের বর্তমান অ্যাটর্নি জেনারেল - মো. আসাদুজ্জামান (১৭তম)।
- আপিল বিভাগের বেঞ্চের সংখ্যা - ২টি।
- জেলা আদালতের প্রধান বিচারক - জেলা জজ। তিনি যখন জেলার ফৌজদারি মামলার বিচার করেন তখন তাকে সেশন জজ বা দায়রা জজ বলে।
- গ্রাম আদালতের সদস্য সংখ্যা - ৫ জন; চেয়ারম্যান ও বিবদমান দুই গ্রুপের ৪ জন।
- গ্রামীণ আদালতের প্রধানের নাম - ইউপি চেয়ারম্যান।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. ফেলানি হত্যা মামলার বিচার অনুষ্ঠিত হয়েছে ভারতের–

Ⓐ জেনারেল সিকিউরিটি ফোর্স কোর্ট
Ⓑ আর্মি ট্রাইবুনাল কোর্ট
Ⓒ কলকাতা জজ কোর্ট
Ⓓ কলকাতা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট
Ans A

02. অবৈধ অর্থ ব্যবহার ও লেনদেন রোধে যে আইনটি ব্যবহার করা হয়–

Ⓐ অবৈধ অর্থ লেনদেন আইন Ⓑ মানি লন্ডারিং প্রিভেনশন আইন
Ⓒ অর্থ ব্যবহার এবং লেনদেন আইন Ⓓ মানি লন্ডারিং আইন
Ans B

CS CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

03. কোরামের জন্য জাতীয় সংসদে কত জন সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন?
Ⓐ ৫০ Ⓑ ৬০ Ⓒ ৭০ Ⓓ ৮০ Ans Ⓑ

04. যে সালে বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইনটি প্রবর্তন করা হয়।
Ⓐ ১৯৯১ Ⓑ ১৯৯৫ Ⓒ ২০০১ Ⓓ ১৯৯৬ Ans Ⓓ

05. জাতীয় সংসদের ১নং আসনটি বাংলাদেশের কোন জেলায়?
Ⓐ কক্সবাজার Ⓑ পঞ্চগড় Ⓒ চাঁপাইনবাবগঞ্জ Ⓓ বরগুনা Ans Ⓑ

06. বাংলাদেশে কোন সালে বিজ্ঞান ও আইসিটি (বিজ্ঞান, তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তি) মন্ত্রণালয় স্থাপন করা হয়?
Ⓐ ২০০০ Ⓑ ২০০২ Ⓒ ২০০৭ Ⓓ ২০০৯ Ans Ⓑ

07. বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ বাংলাদেশের কততম প্রধান বিচারপতি?
Ⓐ ১৬তম Ⓑ ১৭তম Ⓒ ১৮তম Ⓓ ২৫তম Ans Ⓓ

08. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের ৩০০ তম আসন কোনটি?
Ⓐ নেত্রকোনা Ⓑ ঝিনাইদহ Ⓒ নীলফামারী Ⓓ বান্দরবান Ans Ⓓ

09. বাংলাদেশে বিচার বিভাগ সরকারের নির্বাহী বিভাগ থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীন বিভাগ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে-
Ⓐ ১ নভেম্বর ২০০৭ Ⓑ ১ নভেম্বর ২০০৮
Ⓒ ২১ নভেম্বর ২০০৭ Ⓓ ১১ ডিসেম্বর ২০০৬ Ans Ⓐ

10. সংবিধান অনুযায়ী প্রধান উপদেষ্টা ছাড়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টাদের সংখ্যা কতজন হতে পারে?
Ⓐ দশ জন Ⓑ দশের অধিক নয়
Ⓒ এগার জন Ⓓ এগারর অধিক নয় Ans Ⓐ

11. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের প্রতীক কী?
Ⓐ পদ্ম Ⓑ শাপলা Ⓒ গোলাপ Ⓓ পাখি Ans Ⓑ

12. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের ইংরেজি নাম-
Ⓐ পার্লামেন্ট Ⓑ এ্যাসেম্বলি
Ⓒ ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলি Ⓓ হাউজ অব দ্য নেশন Ans Ⓓ

13. বাংলাদেশের পারিবারিক আদালতের আওতায় পড়ে না-
Ⓐ বিবাহ বিচ্ছেদ Ⓑ নারী ও শিশু পাচার
Ⓒ শিশুর অভিভাবকত্ব Ⓓ দেন মোহর Ans Ⓑ

14. তত্ত্বাবধায়ক সরকার কার কাছে দায়বদ্ধ?
Ⓐ প্রধান উপদেষ্টা Ⓑ রাষ্ট্রপতি Ⓒ স্পিকার Ⓓ প্রধান বিচারপতি Ans Ⓑ

15. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের বর্তমান আসন সংখ্যা-
Ⓐ ৩০০ Ⓑ ৩৩০ Ⓒ ৩৪৫ Ⓓ ৩৫০ Ans Ⓓ

16. বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস হয়-
Ⓐ ১৯৯২ সালে Ⓑ ১৯৯১ সালে Ⓒ ১৯৯০ সালে Ⓓ ১৯৮৯ সালে Ans Ⓒ

17. বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হতে হলে ন্যূনতম কত বয়স দরকার?
Ⓐ ৩০ বছর Ⓑ ২৫ বছর Ⓒ ৩৫ বছর Ⓓ ৪০ বছর Ans Ⓑ

বাংলাদেশ ২১তম অধ্যায় — বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা

Part 1 — গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

- বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বল্পমেয়াদি সংসদ - ৬ষ্ঠ সংসদ।
- সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয় - রাষ্ট্রপতির নামে।
- প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি - জিয়াউর রহমান।
- জাতীয় সংসদের স্পিকার পরবর্তীতে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হন এ পর্যন্ত মোট - ৪ জন। যথা- মোহাম্মদ উল্লাহ, আবদুর রহমান বিশ্বাস, জমিরউদ্দিন সরকার ও অ্যাড. আবদুল হামিদ।
- নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন ছিল না - চতুর্থ সংসদে।
- অধ্যাদেশ - রাষ্ট্রপতি নিজে যে আইন জারি করেন তাকে অধ্যাদেশ বলে।
- মন্ত্রিপরিষদের নিয়মিত বৈঠক হয় - প্রতি সপ্তাহের সোমবার।
- বাংলাদেশের কোনো ব্যক্তির ভোটাধিকার প্রাপ্তির ন্যূনতম বয়স - ১৮ বছর।
- বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম পূর্ণমেয়াদকালীন সংসদ - সপ্তম সংসদ।
- সংসদের আসন বেশি - ঢাকা জেলায় (২০টি)।
- সংসদ আসন কম - তিন পার্বত্য জেলায় (রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে) ১টি করে আসন।
- জাতীয় সংসদের প্রথম মহিলা হুইপ - সেগুফতা ইয়াসমিন এমিলি।
- জাতীয় সংসদে সবচেয়ে বেশিবার সংসদ সদস্য হন - অ্যাডভোকেট আবদুল হামিদ (৭ বার)।

Part 2 — গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কোন সালে?
Ⓐ ১৯৭২ সালে Ⓑ ১৯৭৩ সালে
Ⓒ ১৯৭৪ সালে Ⓓ ১৯৭৫ সালে Ans Ⓑ

02. কোন সালে নারীরা প্রথম ইউনিয়ন পরিষদে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়?
Ⓐ ১৯৯৫ সালে Ⓑ ১৯৯৬ সালে
Ⓒ ১৯৯৭ সালে Ⓓ ১৯৯৮ সালে Ans Ⓒ

03. বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়-
Ⓐ ৭ মার্চ ১৯৭৩ Ⓑ ৭ জুন ১৯৭২
Ⓒ ৭ জানুয়ারি ১৯৭৪ Ⓓ ৭ মে ১৯৭২ Ans Ⓐ

04. ২০১৮ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কয়জন মহিলা প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন?
Ⓐ ৬৯ Ⓑ ৩০ Ⓒ ২১ Ⓓ ১০ Ans Ⓐ

বাংলাদেশ ২২তম অধ্যায় — সাংবিধানিক, স্বায়ত্তশাসিত ও অন্যান্য সংস্থা

Part 1 — গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

ন্যায়পাল

- বিশ্বে প্রথম ন্যায়পাল চালু হয় - ১৮০৯ সালে (সুইডেনে)।
- বাংলাদেশের সংসদে ন্যায়পাল আইন পাশ হয় - ১৯৮০ সালে।
- ন্যায়পাল বর্ণিত সংবিধানের - ৭৭ অনুচ্ছেদে।
- ন্যায়পালের প্রধান দায়িত্ব - মন্ত্রণালয়, সরকারি কর্মচারী বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার কোনো অপব্যবহার হয়েছে কি না এবং তাদের যেকোনো কার্য সম্পর্কে তদন্ত পরিচালনা করে বাৎসরিক রিপোর্ট প্রণয়ন করা।
- বাংলাদেশের প্রথম কর ন্যায়পাল - খায়রুজ্জামান চৌধুরী (২০০৫ সালে নিয়োগ পান)।
- বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠার বিধান বর্ণিত রয়েছে - বাংলাদেশ সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদে।
- বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন গঠিত হয় - ১৯৭২ সালে।
- বাংলাদেশের প্রথম প্রধান নির্বাচন কমিশনার - বিচারপতি এম ইদ্রিস।
- CAG- এর পূর্ণরূপ - Comptroller and Auditor General।
- মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক - অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন।
- মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক -এর পদ সৃষ্টি করা হয় - ১৯৭৩ সালে।
- বাংলাদেশের প্রথম মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক - এফ কে এম এ বাউকী।
- পিএসসির বর্তমান চেয়ারম্যান - অধ্যাপক ড. মোবাশ্বের মোনেব (১৫তম)।
- দুর্নীতি দমন কমিশন আইন জাতীয় সংসদে পাশ হয় - ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৪।
- দুর্নীতি দমন কমিশন গঠিত হয় - ২১ নভেম্বর ২০০৪।
- দুর্নীতি দমন কমিশন - ১ জন চেয়ারম্যান ও ২ জন সদস্য নিয়ে গঠিত।
- দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যালয় - ঢাকার সেগুনবাগিচায় অবস্থিত।
- দুর্নীতি দমন কমিশন গঠিত হয় - দুর্নীতি দমন ব্যুরোর পরিবর্তে।
- উপমহাদেশের প্রথম দুর্নীতি দমন কমিশন - বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশন।
- বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (BPATC) একটি - স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান (প্রতিষ্ঠা: ১৯৮৪ সালে)।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

- BPATC অবস্থিত - সাভার, ঢাকা।
- BPATC এর প্রধানের পদবি - রেক্টর।
- BPATC এর কাজ - বিসিএস ক্যাডারদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
- কুমিল্লার কোটবাড়িতে অবস্থিত বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন একাডেমি (BARD) একটি - স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান।
- বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন একাডেমি (BARD)-এর প্রতিষ্ঠাতা - আখতার হামিদ খান।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. নিচের কোনটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নয়?
Ⓐ সরকারি কর্মকমিশন Ⓑ দুর্নীতি দমন কমিশন
Ⓒ নির্বাচন কমিশন
Ⓓ মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় **Ans B**

02. কোনটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান?
Ⓐ বাংলাদেশ প্রাইভেটাইজেশন বোর্ড Ⓑ বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ড
Ⓒ বাংলাদেশ পারমাণবিক শক্তি কমিশন Ⓓ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন **Ans D**

03. বাংলাদেশে দুর্নীতি দমন কমিশন বিল পাস হয়-
Ⓐ ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ Ⓑ ১৭ মার্চ ২০০৫
Ⓒ ১৭ এপ্রিল ২০০৩ Ⓓ ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ **Ans A**

04. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয় কবে?
Ⓐ ১ জানুয়ারি ২০০৮ Ⓑ ১ এপ্রিল ২০০৮
Ⓒ ১ সেপ্টেম্বর ২০০৮ Ⓓ ১ ডিসেম্বর ২০০৮ **Ans C**

05. দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রথম চেয়ারম্যান-
Ⓐ বিচারপতি সুলতান হোসেন খান Ⓑ হাসান মশহুদ চৌধুরী
Ⓒ বিচারপতি হাবিবুর রহমান Ⓓ প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিয়া **Ans A**

06. স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন কখন গঠিত হয়?
Ⓐ ২১ নভেম্বর ২০০৪ Ⓑ ২০ মার্চ ২০০৪
Ⓒ ৩০ এপ্রিল ২০০৪ Ⓓ ১৫ আগস্ট ২০০৪ **Ans A**

07. বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন একটি-
Ⓐ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা Ⓑ সাংবিধানিক সংস্থা
Ⓒ কর্পোরেট সংস্থা Ⓓ আধাস্বায়ত্তশাসিত সংস্থা **Ans B**

বাংলাদেশ ২৩তম — বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ও স্বরাষ্ট্র বিভাগ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক - রাষ্ট্রপতি।
- বাংলাদেশ মিলিটারি স্টাফ কলেজ - ১টি।
- দেশের একমাত্র জাতীয় প্রতিরক্ষা কলেজ স্থাপন করা হয়েছে - ঢাকার মিরপুরে স্টাফ কলেজ চত্বরে।
- বাংলাদেশের সামরিক সদর দপ্তর অবস্থিত - ঢাকার কুর্মিটোলায়।
- বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রথম 'জেনারেল' উপাধি দেওয়া হয় - আতাউল গণি ওসমানীকে।
- "সোর্ড অব অনার" সম্মান প্রদান করা হয় - সেনাবাহিনীর চৌকশ ক্যাডেটদের।
- বাংলাদেশের একমাত্র মিলিটারি একাডেমি অবস্থিত - চট্টগ্রামের ভাটিয়ারীতে।
- ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা - মেজর আতাউল গণি ওসমানী।
- বর্তমানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যে সর্বোচ্চ পদে মহিলা রয়েছেন - ব্রিগেডিয়ার।
- বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ- এর সদর দপ্তর অবস্থিত - ঢাকার পিলখানায়।
- সামরিক বাহিনীর অস্ত্র ও সরঞ্জামাদি বিভাগকে বলা হয় - অর্ডন্যান্স (Ordnance)।
- বাংলাদেশ সামরিক জাদুঘর অবস্থিত - ঢাকা সেনানিবাসে (বিজয় সরণি, তেজগাঁও)।
- বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সদর দপ্তর অবস্থিত - ঢাকা সেনানিবাসে।
- বাংলাদেশে একমাত্র মেরিন একাডেমি অবস্থিত - চট্টগ্রামের জলদিয়া।
- টাস্ক ফোর্স - সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সম্মিলিত দল।
- বাংলাদেশের নিয়মিত সশস্ত্র বাহিনী গঠিত হয় - ২১ নভেম্বর ১৯৭১।
- বাংলাদেশের যে দুজন সেনাপ্রধান দেশের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন - জিয়াউর রহমান ও হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ।
- মেজর গণিকে 'টাইগার' উপাধি দেয়া হয় - ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে।
- বিশ্বে বিমান বাহিনী প্রধানের সর্বোচ্চ র‍্যাঙ্ক - মার্শাল অব দ্য এয়ার ফোর্স।
- বাংলাদেশ বিমান বাহিনী প্রধানের সর্বোচ্চ র‍্যাঙ্ক - এয়ার চিফ মার্শাল।
- বিশ্বে নৌবাহিনী প্রধানের সর্বোচ্চ র‍্যাঙ্ক - অ্যাডমিরাল অব দ্য ফ্লিট।
- বাংলাদেশ নৌবাহিনী প্রধানের সর্বোচ্চ র‍্যাঙ্ক - অ্যাডমিরাল।
- বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীতে ডিগ্রি প্রদান করা হয় - মিরপুর সেনানিবাসে অবস্থিত স্টাফ কলেজ থেকে।
- বাংলাদেশ অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি/অস্ত্র কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৭০ সালে।
- বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (বিএনসিসি) প্রতিষ্ঠিত হয় - ২৩ মার্চ ১৯৭৯ (প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন)।
- বাংলাদেশ রাইফেলস গঠিত হয় - ৩ মার্চ ১৯৭২।
- বাংলাদেশ রাইফেলসের বর্তমান নাম - বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), গঠিত হয় ২০ ডিসেম্বর ২০১০।
- বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ -এর প্রথম নাম - রামগড় লোকাল ব্যাটেলিয়ন (১৭৯৫)।
- বর্ডার গার্ড ট্রেনিং সেন্টার অ্যান্ড কলেজ - বায়তুল ইজ্জত, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
- বিজিবি'র প্রথম মহাপরিচালক - মেজর জেনারেল (অব.) সি আর দত্ত।
- 'পুলিশ' (POLICE) শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে - ইংরেজি ভাষা থেকে।
- বাংলাদেশ পুলিশ - স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে।
- বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি সারদা -রাজশাহীর পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত (প্রতিষ্ঠা: ১৯১২)।
- বাংলাদেশ পুলিশের সদর দপ্তর অবস্থিত - ঢাকার ফুলবাড়িয়া।
- বাংলাদেশ পুলিশের মূলনীতি - 'শান্তি, শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা, প্রগতি।'
- বাংলাদেশের পুলিশ প্রধানের পদবি - Inspector General of Police (IGP).
- স্বাধীনতার পর পুলিশের প্রথম IGP-র নাম - আব্দুল খালেক।
- জেলার পুলিশ প্রধানের পদবি - পুলিশ সুপার (SP)।
- বাংলাদেশের একমাত্র পুলিশ প্রশিক্ষণ একাডেমি অবস্থিত - রাজশাহী জেলার চারঘাট থানার সারদায়।
- সারদা পুলিশ একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয় - লর্ড হার্ডিঞ্জের সময়।
- সারদা পুলিশ একাডেমির প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন - এইচ চীমনি (১৯১২-১৯১৯ সাল পর্যন্ত)।
- SWAT-এর পূর্ণরূপ - Special Weapons and Tactics.
- RAB-পূর্ণরূপ - Rapid Action Battalion.
- র‍্যাব গঠিত হয় - ১৯৭৯ সালের আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন অধ্যাদেশ সংশোধন করে।
- বর্তমান আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নবগঠিত র‍্যাব এর পূর্ব নাম ছিল - র‍্যাট।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. বাংলাদেশে সাবমেরিন ঘাটি কোথায় নির্মিত হতে যাচ্ছে?
Ⓐ পটুয়াখালী Ⓑ বরিশাল Ⓒ নোয়াখালী Ⓓ কক্সবাজার **Ans D**

02. বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি অবস্থিত –
Ⓐ বাইতুল ইজ্জতে Ⓑ সারদায় Ⓒ সুজানগরে Ⓓ ডুলাহাজরায় **Ans A**

03. বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রথম প্রধান-
Ⓐ এয়ার ভাইস মার্শাল এ.জি. তাওয়াব
Ⓑ এয়ার ভাইস মার্শাল এ.কে. খন্দকার
Ⓒ এয়ার ভাইস মার্শাল সুলতান মাহমুদ
Ⓓ এয়ার ভাইস মার্শাল এম.কে বাশার **Ans B**

04. বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ পদ-
Ⓐ জেনারেল Ⓑ লেফটেন্যান্ট জেনারেল
Ⓒ ফিল্ড মার্শাল Ⓓ ভাইস- এডমিরাল **Ans A**

05. বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১৫ জন সদস্য কোথায় বিমান দুর্ঘটনায় শহীদ হন?
Ⓐ দক্ষিণ আফ্রিকায় Ⓑ বেনিনে Ⓒ বাহরাইনে Ⓓ লন্ডনে **Ans B**

06. বাংলাদেশে পুলিশ একাডেমি কোথায় অবস্থিত?
Ⓐ যশোর Ⓑ কুমিল্লা Ⓒ সারদা Ⓓ বগুড়া **Ans C**

CamScanner

বাংলাদেশ ২৪তম অধ্যায়

বাংলাদেশের বিখ্যাত স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- **কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের ফলক উন্মোচন করা হয়** - ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ (শহিদ শফিউরের পিতা কর্তৃক)।
- **কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের স্থপতি** - হামিদুর রহমান।
- **কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার অবস্থিত** - ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ গেইটের সামনে।
- **কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়** - ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে ভাষা আন্দোলনে শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে।
- **জাতীয় স্মৃতিসৌধের অবস্থান** - নবীনগর, সাভার, ঢাকা।
- **জাতীয় স্মৃতিসৌধের ফলক সংখ্যা** - ৭টি।
- **জাতীয় স্মৃতিসৌধের উচ্চতা** - ৪৫.৭২ মিটার/১৫০ ফুট।
- **জাতীয় স্মৃতিসৌধের স্থপতি** - সৈয়দ মাইনুল হোসেন।
- **জাতীয় স্মৃতিসৌধের অপর নাম** - সম্মিলিত প্রয়াস।
- **জাতীয় স্মৃতিসৌধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়** - ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ (শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক)।
- **জাতীয় স্মৃতিসৌধ উদ্বোধন করা হয়** - ১৬ ডিসেম্বর ১৯৮২ (হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ কর্তৃক)।
- **জাতীয় স্মৃতিসৌধের ৭টি ফলক সংখ্যা স্বাধীনতার আন্দোলনে সাতটি পর্যায়কে প্রতীকায়িত করে-** ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র আন্দোলন, ১৯৬২ সালে শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন, ১৯৬৬ সালে ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ও ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ।
- **অপরাজেয় বাংলা অবস্থিত** - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন চত্বরে।
- **অপরাজেয় বাংলার স্থপতি** - সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ।
- **অপরাজেয় বাংলা যার প্রতীক** - কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাংলার নারী ও পুরুষের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের ও বিজয়ের।
- **শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্মিত প্রথম ভাস্কর্য** - অপরাজেয় বাংলা।
- **তিন নেতার স্মৃতিসৌধ অবস্থিত** - কার্জন হল সংলগ্ন দোয়েল চত্বরের উত্তর দিকে।
- **তিন নেতার স্মৃতিসৌধের স্থপতি** - মাসুদ আহমেদ।
- **তিন নেতার স্মৃতিসৌধে শায়িত তিনজন বিখ্যাত নেতা** - শের-এ-বাংলা এ.কে. ফজলুল হক, খাজা নাজিমুদ্দীন এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।
- **সংশপ্তক ভাস্কর্যটি অবস্থিত** - জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে।
- **সংশপ্তকের স্থপতি** - হামিদুজ্জামান খান।
- **'সংশপ্তক' শব্দের অর্থ** - সাহসী যোদ্ধা, যে যুদ্ধে আহত হয়েও যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে না।
- **শিখা চিরন্তন অবস্থিত** - ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে।
- **শিখা চিরন্তন প্রতিষ্ঠা করা হয়** - ২৬ মার্চ ১৯৯৭ (স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী উপলক্ষ্যে)।
- **সাবাশ বাংলাদেশ ভাস্কর্যের অবস্থান** - রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মতিহার সবুজ চত্বরে প্রধান ফটকের বাঁয়ে মুক্তাঙ্গনের উত্তর পাশে।
- **স্থপতি** - নিতুন কুণ্ডু
- **ভাস্কর্যটি উদ্বোধন করেন** - শহিদ জননী জাহানারা ইমাম।
- **ভাস্কর্যটি উদ্বোধন করা হয়** - ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২।
- **মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ অবস্থিত** - মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে।
- **স্থপতি** - তানভীর কবির।
- **স্মৃতিসৌধটি নির্মিত হয়** - ১০ এপ্রিল ১৯৭১ গঠিত অস্থায়ী সরকারের স্মৃতির উদ্দেশ্যে।
- **স্মৃতিসৌধে মোট ফলকের সংখ্যা** - ২৩টি।
- **স্মৃতিসৌধটি উদ্বোধন করা হয়** - ১৭ এপ্রিল ১৯৮৭।
- **অমর একুশে ভাস্কর্যটির অবস্থান** - জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে। ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে স্থাপিত ভাস্কর্যটির স্থপতি শিল্পী জাহানারা পারভীন।
- **গোল্ডেন জুবিলি টাওয়ার অবস্থিত** - রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। এর স্থপতি মৃণাল হক।
- **বাংলা একাডেমিতে ভাষা আন্দোলনের শহিদদের স্মরণে নির্মিত ভাস্কর্যের নাম** - মোদের গরব (শিল্পী অখিল পাল)। ভাস্কর্যের মডেল ভাষা শহিদ সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার ও শফিউর।
- **মধুস্মৃতি ভাস্কর্য অবস্থিত** - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু সংলগ্ন মধুর ক্যান্টিনের সামনে। এর স্থপতি তৌফিক হোসেন খান। ভাস্কর্যটি স্মৃতি বহন করছে স্বাধীনতা যুদ্ধে নিহত রেস্তোরাঁর মালিক মধুসূদন (মধুদা) এর।
- **বঙ্গবন্ধু মন্যুমেন্ট ফোয়ারা অবস্থিত** - গুলিস্তান, ঢাকা। এর স্থপতি সিরাজুল ইসলাম। এতে পাপড়ির সংখ্যা ৭টি, যা ৭ জন বীরশ্রেষ্ঠের স্মৃতি বহন করে।
- **জাগ্রত চৌরঙ্গী স্মৃতিসৌধ অবস্থিত** - গাজীপুর চৌরাস্তায়। এর স্থপতি আবদুর রাজ্জাক। ১৯৭৩ সালে নির্মিত এই ভাস্কর্যটি মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণায় নির্মিত প্রথম ভাস্কর্য।
- **দেশের বাইরে প্রথম ভাষা স্মৃতিসৌধ অবস্থিত** - সিডনি (অস্ট্রেলিয়া)। ভাষা স্মৃতিসৌধটি উদ্বোধন করা হয় ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৬। স্মৃতিসৌধটির স্থপতি ড. ডেভিড নিভেন।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. মুক্তিযুদ্ধের স্মারক 'শিখা চিরন্তন' অবস্থিত-
Ⓐ ঢাকা সেনানিবাসে Ⓑ গাজীপুরে
Ⓒ মেহেরপুরে Ⓓ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে **Ans D**

02. দোয়েল চত্বর- এর স্থপতি কে?
Ⓐ শামীম শিকদার Ⓑ নিতুন কুণ্ডু
Ⓒ রফিক আজম Ⓓ আজিজুল জলিল পাশা **Ans D**

03. "মুক্তি ও গণতন্ত্র তোরণ" কোথায় নির্মিত হয়?
Ⓐ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় Ⓑ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে
Ⓒ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় Ⓓ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে **Ans A**

04. বাংলা একাডেমিতে ভাষা আন্দোলনের শহিদদের স্মরণে নির্মিত ভাস্কর্যের নাম কী?
Ⓐ ভাষার কথা Ⓑ ভাষার স্বাধীনতা
Ⓒ মোদের আশা Ⓓ মোদের গরব **Ans D**

05. নভোথিয়েটারের স্থপতি কে?
Ⓐ আবদুল্লাহ খালেদ Ⓑ শামীম শিকদার
Ⓒ আলী ইমাম Ⓓ কামরুল হাসান **Ans C**

06. বাংলাদেশ রাইফেলস্ এর পরিবর্তিত নাম-
Ⓐ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ Ⓑ বর্ডার রাইফেলস্ গার্ড
Ⓒ বর্ডার অপারেশন ফ্রন্ট Ⓓ বাংলার বর্ডার গার্ড **Ans A**

07. 'অপরাজেয় বাংলা'র ভাস্কর-
Ⓐ লুই কান Ⓑ নিতুন কুণ্ডু
Ⓒ শামীম শিকদার Ⓓ সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ **Ans D**

08. কমলাপুর রেল স্টেশনের স্থপতি কে?
Ⓐ এফ আর খান Ⓑ বব বুই
Ⓒ লুই কান Ⓓ মাজহারুল ইসলাম **Ans B**

09. ঢাবি'র কলা ভবনের সামনে অবস্থিত ভাস্কর্যটির নাম কী?
Ⓐ যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলা Ⓑ সংগ্রাম বাংলা
Ⓒ অপরাজেয় বাংলা Ⓓ রূপসী বাংলা **Ans C**

বাংলাদেশ ২৫তম অধ্যায়

বাংলাদেশের বিখ্যাত স্থান ও স্থাপনা

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

বাংলাদেশের প্রাচীন বিহার

- **সীতাকোট বিহার** : দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত। বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন এই বৌদ্ধ বিহারটি খ্রিষ্টীয় ৫ম-৬ষ্ঠ শতকে নির্মিত।
- **মহামুনি বিহার** : চট্টগ্রামের রাউজানে অবস্থিত। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের নিকট একটি ঐতিহ্যবাহী তীর্থস্থান।

CamScanner

- **সোমপুর মহাবিহার :** নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলার পাহাড়পুরে অবস্থিত। এটি বৌদ্ধ সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এর অপর নাম পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার। পাল বংশের দ্বিতীয় রাজা ধর্মপাল ৮ম শতকে এই বিহারটি নির্মাণ করেন। পাহাড়পুর মহাবিহারকে প্রাচীন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিনি সংস্করণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ১৮৭৯ সালে স্যার কানিংহাম এই বিহার আবিষ্কার করেন। ১৯৮৫ সালে এটি ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যে স্থান পায়।
- **জগদ্দল বিহার :** নওগাঁয় অবস্থিত। রাজা রামপালের শাসনামলে নির্মিত একটি বৌদ্ধ বিহার।
- **শালবন বিহার :** কুমিল্লা জেলার ময়নামতিতে অবস্থিত। দেব বংশের রাজা রাজাধিরাজ শ্রীভবদেব কর্তৃক ৮ম শতকে নির্মিত একটি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার। এর পূর্বনাম ভবদেব মহাবিহার।
- **আনন্দ বিহার :** কুমিল্লা জেলার ময়নামতিতে অবস্থিত। এটি রাজা আনন্দদেব কর্তৃক নির্মিত একটি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার।
- **রাজবন বৌদ্ধ বিহার :** রাঙামাটি জেলার কাপ্তাই হ্রদের তীরে অবস্থিত। এটি প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ঐতিহ্যবাহী স্থান।
- **ভাসু বিহার :** বগুড়ার মহাস্থানগড়ে অবস্থিত। প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার একটি বিখ্যাত স্থান।
- **বিক্রমপুর বৌদ্ধ বিহার :** মুন্সিগঞ্জের রামপাল ইউনিয়নের রঘুরামপুর গ্রামে সম্প্রতি এই বৌদ্ধ বিহারটি আবিষ্কৃত হয়।

বিখ্যাত মসজিদ, মন্দির ও রাজবাড়ী

বিনত বিবির মসজিদ
- প্রাক-মোগল আমলে নির্মিত ঢাকা শহরের প্রাচীনতম মসজিদ।
- নারিন্দা পুলের উত্তর দিকে অবস্থিত।
- এই মসজিদটি ১৪৫৭ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহের শাসনামলে মারহামাতের কন্যা মুসাম্মৎ বখত বিনত বিবি এটি নির্মাণ করেন।

মুসা খান মসজিদ
- ঢাকা শহরের প্রাক-মোগল আমলের একটি মসজিদ।
- এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ হলের নিকটে কার্জন হলের পিছনে অবস্থিত।
- ঈশা খাঁর পুত্র মুসা খাঁ এটি নির্মাণ করেন।

ছোট সোনা মসজিদ
- চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ থানায় অবস্থিত বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন মসজিদ।
- সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের আমলে (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি:) নির্মিত হয়।

বাঘা মসজিদ
- রাজশাহী জেলায় অবস্থিত একটি বিখ্যাত মসজিদ।
- ১৫২৩ সালে সুলতান নুসরাত শাহ এটি নির্মাণ করেন।
- ৫০ টাকার নোটে এই মসজিদের ছবি আছে।

কুসুম্বা মসজিদ
- নওগাঁ জেলার মান্দা থানার কুসুম্বা গ্রামের একটি প্রাচীন মসজিদ।
- শূর বংশের শাসক গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহের আমলে সুলাইমান নামের একব্যক্তি ১৫৫৮-১৫৫৯ খ্রিস্টাব্দে মসজিদটি নির্মাণ করেন।

চকবাজার শাহী মসজিদ
- ঢাকা শহরের চকবাজারে অবস্থিত একটি মোগল আমলের মসজিদ।
- মোগল সুবেদার শায়েস্তা খান ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে এটি নির্মাণ করেন।

সাত গম্বুজ মসজিদ
- সাত গম্বুজ ঢাকার জাফরাবাদ এলাকায় অবস্থিত।
- মসজিদে চারটি মিনার + তিনটি গম্বুজ = মোট সাত, এই কারণে মসজিদের নাম হয়েছে 'সাত গম্বুজ মসজিদ'।
- ১৬৮০ সালে মোগল সুবেদার শায়েস্তা খাঁর আমলে তার পুত্র উমিদ খাঁ মসজিদটি নির্মাণ করেন।

তারা মসজিদ
- তারা মসজিদ পুরান ঢাকার আরমানিটোলায় আবুল খয়রাত রোডে অবস্থিত।
- এটি নির্মিত হয় ১৮ শতকের শেষের দিকে।
- মির্জা গোলাম পীর (অন্য নাম মির্জা আহমদ জান) এটি নির্মাণ করেন।
- ১৯২৬ সালে আলি জান ব্যাপারী মসজিদটি সংস্কার করেন।

আতিয়া জামে মসজিদ
- টাঙ্গাইল জেলায় অবস্থিত একটি বিখ্যাত মসজিদ।
- ১০ টাকার নোটে এ মসজিদের ছবি ছিল।
- সাঈদ খান পন্নী এটি নির্মাণ করেন।

বায়তুল মোকাররম
- ঢাকার গুলিস্তানে অবস্থিত বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদ।
- ১৯৬০ সালে নির্মিত এই মসজিদটি বর্তমানে বিশ্বের দশম বৃহত্তম মসজিদ।
- মসজিদটির স্থপতি হলেন আবুল হোসেন মোহাম্মদ থারিয়ানী।

বিখ্যাত মন্দির

ঢাকেশ্বরী মন্দির
- ঢাকা শহরের পলাশি ব্যারাক এলাকায় অবস্থিত একটি সুপ্রাচীন মন্দির।
- ধারণা করা হয় সেন বংশের রাজা বল্লাল সেন দ্বাদশ শতাব্দীতে এটি নির্মাণ করেন।

কান্তজিউ মন্দির
- কান্তজিউ মন্দির বা কান্তজির মন্দির বা কান্তনগর মন্দির দিনাজপুর জেলার কাহারোল উপজেলার ঢেঁপা নদীর তীরে অবস্থিত একটি প্রাচীন মন্দির।
- এটি নবরত্ন মন্দির নামেও পরিচিত কারণ তিনতলা বিশিষ্ট এ মন্দিরে নয়টি চূড়া বা রত্ন ছিল।
- মহারাজা প্রাণনাথ রায় এর নির্মাণ কাজ শুরু করেন।
- তাঁর পোষ্যপুত্র রামনাথ ১৭৫২ খ্রিষ্টাব্দে এর নির্মাণ কাজ শেষ করেন।

গুরুদুয়ারা নানকশাহী
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অবস্থিত।

আদিনাথ মন্দির
- মহেশখালী, কক্সবাজার

বিখ্যাত রাজবাড়ী

নাটোরের রাজবাড়ী
- নাটোরে অবস্থিত।
- রানি ভবানী অষ্টাদশ শতকে এটি নির্মাণ করেন।

তাজহাট রাজবাড়ী
- রংপুর জেলার তাজহাটে অবস্থিত।
- মহারাজা কুমার গোপাল রায় বিংশ শতাব্দীতে এটি নির্মাণ করেন।
- বর্তমানে এটি জাদুঘর হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. মধ্যযুগে উলুখ খান নির্মিত বাংলার বিখ্যাত স্থাপত্যকর্মটির নাম কী?
Ⓐ আহসান মনজিল Ⓑ লালবাগ কেল্লা Ⓒ ষাট গম্বুজ মসজিদ Ⓓ আতিয়া মসজিদ Ans C

02. বাংলার প্রাচীনতম নগরকেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?
Ⓐ ময়নামতী Ⓑ বিক্রমপুর Ⓒ মহাস্থানগড় Ⓓ উয়ারি-বটেশ্বর Ans C

03. উত্তরা গণভবন কোথায় অবস্থিত?
Ⓐ নাটোর Ⓑ বগুড়া Ⓒ রাজশাহী Ⓓ পাবনা Ans A

04. জনশ্রুতি অনুযায়ী বিখ্যাত 'ঢাকেশ্বরী মন্দিরের' প্রতিষ্ঠাতা একজন রাজা। তাঁর নাম কী?
Ⓐ রাজা রামমোহন Ⓑ রাজা দেবজ্যোতি Ⓒ বল্লাল সেন Ⓓ লক্ষ্মণ সেন Ans C

05. কোনটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান নয়?
Ⓐ ময়নামতি Ⓑ পাহাড়পুর Ⓒ মহাস্থানগড় Ⓓ সুন্দরবন Ans D

06. কান্তজীউ মন্দির কোন জেলায় অবস্থিত?
Ⓐ কুমিল্লা Ⓑ দিনাজপুর Ⓒ জয়পুরহাট Ⓓ রাঙামাটি Ans B

07. সম্প্রতি বাংলাদেশে ২০০ বছরের পুরনো মুদ্রা কোথায় পাওয়া গেছে?
Ⓐ উল্লাপাড়ার কানসোনায় Ⓑ আখাউড়ার গঙ্গানগর গ্রামে Ⓒ ঈশ্বরদীর মোহনগঞ্জে Ⓓ পাবনার বেড়াতে Ans B

08. সম্প্রতি যে স্থানে বৌদ্ধবিহারের সন্ধান পাওয়া গেছে-
Ⓐ মুন্সিগঞ্জে Ⓑ নারায়ণগঞ্জে Ⓒ কক্সবাজারে Ⓓ গাজীপুরে Ans A

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

লালবাগ কেল্লার আদি নাম কী?
Ⓐ বাবরের দুর্গ Ⓑ হুমায়ুনের দুর্গ
Ⓒ আওরঙ্গবাদ দুর্গ Ⓓ আকবরের দুর্গ **Ans Ⓒ**

সম্প্রতি কোথায় বৌদ্ধবিহারের সন্ধান পাওয়া গেছে?
Ⓐ বজ্রযোগিনীতে Ⓑ সোনারগাঁওয়ে
Ⓒ টেকনাফে Ⓓ কালিয়াকৈরে **Ans Ⓐ**

ময়নামতিতে কোন সভ্যতার নিদর্শন রয়েছে?
Ⓐ হিন্দু সভ্যতা Ⓑ বৌদ্ধ সভ্যতা
Ⓒ খ্রিস্টান সভ্যতা Ⓓ জৈন সভ্যতা **Ans Ⓑ**

'জোজ বিহার' অবস্থিত-
Ⓐ দিনাজপুরে Ⓑ রাজশাহীতে
Ⓒ চট্টগ্রামে Ⓓ কুমিল্লায় **Ans Ⓓ**

ঢাকায় ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের স্মৃতিজড়িত স্থান-
Ⓐ রমনা পার্ক Ⓑ ন্যাশনাল পার্ক
Ⓒ গুলশান পার্ক Ⓓ বাহাদুর শাহ্ পার্ক **Ans Ⓓ**

ময়নামতিগড় কোন বংশের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন?
Ⓐ মৌর্য বংশ Ⓑ পাল বংশ
Ⓒ সেন বংশ Ⓓ গুপ্ত বংশ **Ans Ⓐ**

ঢাকার বিখ্যাত তারা মসজিদ কে নির্মাণ করেন?
Ⓐ শায়েস্তা খান Ⓑ পরী বিবি
Ⓒ শেরশাহ Ⓓ ঈশা খাঁ **Ans Ⓐ**

বাংলাদেশ
২৬তম অধ্যায়

বাংলাদেশের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানসমূহ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- **বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (BCSIR) :** Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research (BCSIR) হলো বিজ্ঞান ও শিল্পবিষয়ক সর্বাপেক্ষা তথ্যবহুল গবেষণা কেন্দ্র। ১৯৪৪ সালে ড. কুদরত-ই-খুদাকে প্রধান করে ঢাকার তেজগাঁও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পরে এটি সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে স্থানান্তরিত হয়। ঢাকা ছাড়া চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতেও এর পৃথক বিভাগ রয়েছে।
- **বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি :** এশিয়াটিক সোসাইটি একটি আন্তর্জাতিক অরাজনৈতিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। এশিয়াটিক সোসাইটি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৮৪ সালে কলকাতায়। এর প্রতিষ্ঠাতা স্যার উইলিয়াম জোন্স। ৩ জানুয়ারি ১৯৫২ বাংলাদেশে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। উন্নততর গবেষণা এবং মানুষ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান অনুসন্ধানের লক্ষ্যে এটি গড়ে উঠেছে। এর বর্তমান সভাপতি অধ্যাপক খন্দকার বজলুল হক। এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে দশ খণ্ডের 'বাংলাপিডিয়া' নামক একটি এনসাইক্লোপিডিয়া বের হয়েছে।
- **বাংলা একাডেমি :** ভাষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ৩ ডিসেম্বর ১৯৫৫ বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলা একাডেমি ভবনের পূর্বনাম ছিল 'বর্ধমান হাউজ'। বাংলা একাডেমির প্রথম পরিচালক ছিলেন ড. মুহম্মদ এনামুল হক এবং প্রথম মহাপরিচালক ছিলেন ড. মযহারুল ইসলাম। বর্তমান মহাপরিচালক মুহাম্মদ আজম এবং বর্তমান সভাপতি অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক। 'নজরুল চত্বর', 'নজরুল মঞ্চ' ও ভাষা আন্দোলন জাদুঘর অবস্থিত বাংলা একাডেমিতে। বর্তমানে বাংলা একাডেমিতে ৪টি বিভাগ রয়েছে। ১৯৮৪ সাল থেকে চিত্তরঞ্জন দাসের প্রচেষ্টায় বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে বই মেলা শুরু হয়। ১৯৬০ সাল থেকে বাংলা একাডেমি পদক পুরস্কার প্রদান শুরু হয়।
- **রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (RAJUK) :** ঢাকা শহরের উন্নয়নের জন্য সঠিক পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও শহরের কলেবর বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৫৬ সালে Dhaka Improvement Trust (DIT) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১০ এপ্রিল ১৯৮৭ এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বা রাজউক। এটি একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা।
- **বারডেম :** BIRDEM (Bangladesh Institute of Research and Rehabilitation in Diabetes, Endocrine and Metabolic Disorders) প্রতিষ্ঠিত হয় ২৮ এপ্রিল ১৯৫৬ 'পাকিস্তান ডায়াবিটিস সমিতি' নামে। এর প্রতিষ্ঠাতা ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহিম। এটি এশিয়ার সবচেয়ে বড় ডায়াবিটিস হাসপাতাল।
- **বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা (BFDC) :** Bangladesh Film Development Corporation বা বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা ১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের জনক বলা হয় আবদুল জব্বার খানকে। দেশের প্রথম সবাক চলচ্চিত্র 'মুখ ও মুখোশ'। বাংলাদেশের প্রথম রঙিন চলচ্চিত্র 'সঙ্গম'। BFDC তে নির্মিত প্রথম চলচ্চিত্র 'জাগো হুয়া সাভেরা' (এর পরিচালক ছিলেন আখতার ঝংকার দার)।
- **বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) :** বাংলাদেশের পল্লি এলাকার প্রকট দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ১৯৫৯ সালে অধ্যক্ষ আখতার হামিদ খান Bangladesh Academy for Rural Development (BARD) প্রতিষ্ঠা করেন। এটি কুমিল্লার কোটবাড়িতে অবস্থিত।
- **বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (BRRI) :** ১ অক্টোবর ১৯৭০ গাজীপুরের জয়দেবপুরে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট বা Bangladesh Rice Research Institute প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের ক্রমবর্ধমান খাদ্য চাহিদা পূরণের জন্য উন্নতমানের ধান উদ্ভাবন করাই এর প্রধান লক্ষ্য।
- **জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের নির্বাহী কমিটি (ECNEC) :** Executive Committee of National Economic Council (ECNEC) অর্থনৈতিক প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষেত্রে দেশের সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত প্রণয়নকারী পরিষদ। এর প্রধান হচ্ছেন সরকার প্রধান অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী। এর বিকল্প প্রধান অর্থমন্ত্রী।
- **পেট্রোবাংলা :** বাংলাদেশের তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলন, উন্নয়ন, পরিশোধন ও বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্যে ২৬ মার্চ ১৯৭২ পেট্রোবাংলা প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা।
- **ব্র্যাক (BRAC) :** বিশ্বের সর্ববৃহৎ এনজিও প্রতিষ্ঠান BRAC (Bangladesh Rural Advancement Committee) ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলে হাসান আবেদ।
- **বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন :** ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৮ সালে এর নাম পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন' রাখা হয়। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প অবস্থিত পাবনার ঈশ্বরদীতে। বাংলাদেশে পরমাণু চিকিৎসা কেন্দ্র ১৫টি ও পরমাণু চিকিৎসা ইনস্টিটিউট ১টি। পরমাণু চিকিৎসা ইনস্টিটিউটটি অবস্থিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে।
- **জাতীয় আর্কাইভস :** এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৩ সালে। এর সদর দপ্তর ঢাকার আগারগাঁওয়ে অবস্থিত। এর প্রধান কার্যক্রম হলো ঐতিহাসিক দলিল পত্রাদি সংরক্ষণ ও সংগ্রহ করা।
- **শিল্পকলা একাডেমি :** ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধারণ ও বিকাশের লক্ষ্যে ঢাকার সেগুনবাগিচায় শিল্পকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে দেশের প্রায় সব জেলাতেই এর শাখা স্থাপিত হয়। শিল্পকলা একাডেমি ৬টি বিভাগে কার্যক্রম পরিচালনা করে। (১) গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ (২) প্রযোজনা বিভাগ (৩) চারুকলা বিভাগ (৪) নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগ (৫) সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি বিভাগ ও (৬) প্রশিক্ষণ বিভাগ। শিল্পকলা একাডেমির বর্তমান মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী।
- **বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI) :** ১৯৭৬ সালে গাজীপুরের জয়দেবপুরে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বা Bangladesh Agricultural Research Institute প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন ধরনের শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা করা এই প্রতিষ্ঠানের কাজ। ২০১৪ সালে এটি স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করে।
- **বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (BPATC) :** Bangladesh Public Administration Training Centre (BPATC) বা লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঢাকার সাভারে অবস্থিত। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন কর্তৃক বাছাইকৃত ক্যাডার ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সাধারণ ও মৌলিক বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। এর প্রধানের পদবি রেক্টর।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (BKSP) : BKSP ঢাকার অদূরে সাভারের জিরানীতে অবস্থিত। খেলাধুলার মান উন্নয়ন করার লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব স্পোর্টস (BIS) নামে প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। ১৪ এপ্রিল ১৯৮৬ আনুষ্ঠানিকভাবে এর উদ্বোধন করা হয় এবং নাম পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' রাখা হয়।

মহাকাশ গবেষণা দূর অনুধাবন কেন্দ্র (SPARRSO) : ১৯৮০ সালে Space Research and Remote Sensing Organization (SPARRSO) প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ঢাকার আগারগাঁওয়ে অবস্থিত। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন এই প্রতিষ্ঠানটি ঘূর্ণিঝড় ও দুর্যোগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের একমাত্র পূর্বাভাস কেন্দ্র। এটি কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ করে থাকে। SPARRSO-এর LAND SAT ও 'NOA' নামের কৃত্রিম উপগ্রহ ভূমি জরিপ কাজে নিয়োজিত।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. ঢাকায় অনুষ্ঠিত সর্বশেষ দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনীতে অংশ নেওয়া দেশের সংখ্যা-
Ⓐ ৪২ Ⓑ ৬৫ Ⓒ ৭০ Ⓓ ১১৪ **Ans D**

02. বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা কে?
Ⓐ কাজী ফারুক আহমেদ Ⓑ ফজলে হাসান আবেদ Ⓒ শফিউল আজম Ⓓ আখতার হামিদ খান **Ans D**

03. স্পারসো বাংলাদেশের কোথায় অবস্থিত?
Ⓐ চট্টগ্রাম Ⓑ বরিশাল Ⓒ ঢাকা Ⓓ খুলনা **Ans C**

04. 'আলোকিত মানুষ' তৈরির কর্মসূচি কোন সংগঠনের?
Ⓐ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র Ⓑ ব্র্যাক Ⓒ আশা Ⓓ গ্রামীণ ব্যাংক **Ans A**

05. ঘূর্ণিঝড় ও দুর্যোগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের একমাত্র পূর্বাভাস কেন্দ্র কোনটি?
Ⓐ স্পারসো Ⓑ নাসা Ⓒ হু Ⓓ আই.ইউ.সি.এন. **Ans A**

06. বাংলা একাডেমির মূল মিলনায়তনটি কার নামে?
Ⓐ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ Ⓑ শামসুর রাহমান Ⓒ ভাষা-শহীদ বরকত Ⓓ আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ **Ans D**

07. 'সংসদ বর্জন আইন প্রণয়ন আবশ্যক' মন্তব্যটি কোন সংস্থার?
Ⓐ গ্রামীণ ব্যাংক Ⓑ মানবাধিকার কমিশন Ⓒ দুদক Ⓓ টিআইবি **Ans D**

08. 'উন্নত জীবনের জন্য বই' কত তম ঢাকা বইমেলার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল?
Ⓐ প্রথম Ⓑ সপ্তম Ⓒ দশম Ⓓ এগারতম **Ans C**

09. নজরুল মঞ্চ অবস্থিত—
Ⓐ চারুকলা ইনস্টিটিউটে Ⓑ ত্রিশালে Ⓒ বাংলা একাডেমিতে Ⓓ কুমিল্লায় **Ans C**

10. বাংলাপিডিয়া প্রকাশিত হয়-
Ⓐ বাংলা একাডেমি থেকে Ⓑ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Ⓒ শিল্পকলা একাডেমি থেকে Ⓓ এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে **Ans D**

11. বার্ডের (BARD) প্রতিষ্ঠাতা কে?
Ⓐ জয়নুল আবেদিন Ⓑ রহমত আহমেদ Ⓒ আখতার হামিদ খান Ⓓ মোঃ এনামুল হক **Ans C**

12. বাংলাদেশের সফটওয়্যার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের নাম-
Ⓐ সফটএস Ⓑ বেসিস Ⓒ বাটেক্সপো Ⓓ বিএসসিআইসি **Ans B**

13. বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়-
Ⓐ ১৯৫০ Ⓑ ১৯৫২ Ⓒ ১৯৫৪ Ⓓ ১৯৫৬ **Ans B**

14. বাংলাপিডিয়ার প্রকাশক –
Ⓐ বাংলা একাডেমি Ⓑ ইউপিএল Ⓒ এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ Ⓓ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় **Ans C**

15. গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় কোন বছর?
Ⓐ ১৯৮৩ Ⓑ ১৯৮২ Ⓒ ১৯৭৬ Ⓓ ১৯৯১ **Ans A**

16. বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়-
Ⓐ ১৯৪৮ সালে Ⓑ ১৯৫২ সালে Ⓒ ১৯৫৫ সালে Ⓓ ১৯৬২ সালে **Ans C**

17. বাংলাদেশে পোস্টাল কোড চালু হয় কত সালে?
Ⓐ ১৯৮৬ Ⓑ ১৯৮৫ Ⓒ ১৯৭৫ Ⓓ ১৯৮০ **Ans A**

18. BIDS বলতে বোঝায়-
Ⓐ বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান Ⓑ বাংলাদেশ বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠান Ⓒ বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সার্ভিস Ⓓ বাংলাদেশ সেচ উন্নয়ন খাত **Ans A**

বাংলাদেশ ২৭তম অধ্যায় বিশ্ব ঐতিহ্যে বাংলাদেশ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করে - জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা ইউনেস্কো।
- প্রথম বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করা হয় - ১৯৭৮ সালে।
- বাংলাদেশে UNESCO ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্য - ৩টি।
- বাংলাদেশে UNESCO ঘোষিত নির্বস্তুক বা অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য - ৪টি।
- রামসার ঘোষিত ঐতিহ্য - ২টি।
- বাংলাদেশে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (GI) - ৫৫টি। সর্বশেষ জি আই পণ্য- ঢাকাই ফুটি কার্পাস তুলার বীজ ও গাছ।
- বাংলাদেশে বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) ঘোষিত কৃষি ঐতিহ্য - ভাসমান চাষ পদ্ধতি।

UNESCO ঘোষিত ৩টি বিশ্ব ঐতিহ্য

নাম	অবস্থান	ঘোষণা	যত তম
ষাটগম্বুজ মসজিদ	বাগেরহাট	১৯৮৫ সাল	৩২১তম
পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার	নওগাঁ	১৯৮৫ সাল	৩২২তম
সুন্দরবন	খুলনা বিভাগ	৬ ডিসেম্বর ১৯৯৭	৭৯৮তম

UNESCO ঘোষিত ৪টি নির্বস্তুক বা অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

নাম	ঘোষণা
বাউল সঙ্গীত	নভেম্বর ২০০৮
জামদানি	৪ ডিসেম্বর ২০১৩
মঙ্গল শোভাযাত্রা	৩০ নভেম্বর ২০১৬
শীতলপাটির বয়ন পদ্ধতি	৬ ডিসেম্বর ২০১৭
ঢাকার রিকশা ও রাকশাচিত্র	৬ ডিসেম্বর ২০২৩

রামসার ঘোষিত ঐতিহ্য

নাম	ঘোষণা
টাঙ্গুয়ার হাওর	১০ জুলাই ২০০০
সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেস্ট	২১ মে ১৯৯২

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. সম্প্রতি বাংলাদেশের যে পণ্য 'ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের' স্বীকৃতি পেয়েছে-
Ⓐ ঢাকাই ফুটি কার্পাস তুলার বীজ ও গাছ Ⓑ জামদানি Ⓒ বেনারসি Ⓓ মসলিন **Ans A**

02. নিচের কোনটি ইউনেস্কো কর্তৃক ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ হিসেবে ঘোষিত হয়েছে?
Ⓐ ষাট গম্বুজ মসজিদ Ⓑ জাতীয় জাদুঘর Ⓒ সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ড Ⓓ আহসান মঞ্জিল **Ans A**

03. কোন সংস্থা সুন্দরবনকে 'বিশ্ব ঐতিহ্যের' অংশ হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে?
Ⓐ ইউনিসেফ Ⓑ ইউএনডিপি Ⓒ বিশ্ব ব্যাংক Ⓓ ইউনেস্কো **Ans D**

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বাংলাদেশ ২৮তম অধ্যায়

ঢাকা মহানগর সম্পর্কিত তথ্য

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ঢাকা রাজধানী হবার গৌরব অর্জন করে - ৫ বার। যথা- ১৬১০, ১৬৬০, ১৯০৫ (পূর্ব বঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী), ১৯৪৭ ও ১৯৭১ সালে। (স্বাধীনতার আগে-৪ বার)।
- বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত/ঢাকায় প্রথম রাজধানী স্থাপন করেন - সুবেদার ইসলাম খান (১৬১০ সালে)।
- বাকল্যান্ড বাঁধ নির্মিত হয় - ১৮৬৪ সালে।
- ঢাকা পৌরসভার মর্যাদা লাভ করে - ১৮৬৪ সালে।
- ঢাকা পৌরসভা কর্পোরেশনে উন্নীত হয় - ১৯৭৮ সালে।
- ঢাকা সিটি কর্পোরেশন গঠিত হয় - ১৯৯০ সালে।
- ইংরেজরা ঢাকায় প্রথম কুঠি স্থাপন করে - ১৬৬৮ সালে।
- 'গভর্নর হাউজ'কে বঙ্গভবন নামকরণ করা হয় - ১৯৭২ সালে।
- 'ঢাকা গেট' নির্মাণ করেন - মীর জুমলা।
- ঢাকার নাম জাহাঙ্গীরনগর রাখেন - মোগল সুবেদার ইসলাম খাঁ।
- ঢাকার কারওয়ান বাজারে "কারওয়ান সরাই" নির্মাণ করেন - শেরশাহ।
- ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহ সংঘটিত হয় - ঢাকার লালবাগ দুর্গে।
- মুসা খাঁ'র মসজিদ অবস্থিত - ঢাকার কার্জন হলের পাশে।
- ঢাকা পৌরসভার প্রথম পৌর প্রশাসক - মি. স্কিনার।
- ঢাকা পৌরসভার প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান - আনন্দচন্দ্র রায়।
- ঢাকা পৌরসভার প্রথম মুসলমান চেয়ারম্যান - খাজা মোহাম্মদ আজগর।
- ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র - আবুল হাসনাত।
- ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচিত মেয়র - মো. হানিফ (১৯৯৪ সালে)।
- "Glimpses of Old Dhaka" বইটি রচনা করেন - সৈয়দ মোহাম্মদ তাইফুর।
- সুবেদারদের সময় শিয়া সম্প্রদায়ের মহররম পালনের জন্য নির্মাণ করা হয় - হোসেনি দালান।
- ঢাকার হোসেনি দালান নির্মাণ করেন - মীর মুরাদ (১৬৪২ সালে)।
- জগন্নাথ কলেজ (বর্তমানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৮৫৮ সালে।
- লালবাগ শাহী মসজিদটি নির্মাণ করেন - যুবরাজ মোহাম্মদ আযম শাহ।

বাংলাদেশ ২৯তম অধ্যায়

বাংলাদেশের প্রথম, বৃহত্তম, ক্ষুদ্রতম দীর্ঘতম, শ্রেষ্ঠতম ও অন্যান্য

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

প্রথম নিয়োগ/নির্বাচিত প্রসঙ্গ

প্রথম রাষ্ট্রপতি	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	প্রথম নির্বাচন কমিশনার	বিচারপতি মোহাম্মদ ইদ্রিস
প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি	সৈয়দ নজরুল ইসলাম	প্রথম অ্যাটর্নি জেনারেল	এম এইচ খন্দকার
প্রথম প্রধানমন্ত্রী	তাজউদ্দীন আহমদ	সেনাবাহিনীর প্রথম প্রধান	এম এ জি ওসমানী
প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী	এএইচএম কামারুজ্জামান	হাইকোর্টের প্রথম বিচারপতি	সৈয়দ মাহমুদ
প্রথম অর্থমন্ত্রী	ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী	প্রথম স্পিকার (গণ পরিষদের)	শাহ আবদুল হামিদ
প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী	খন্দকার মোশতাক আহমেদ	প্রথম স্পিকার (জাতীয় সংসদের)	মোহাম্মদ উল্লাহ
প্রথম প্রতিরক্ষামন্ত্রী	তাজউদ্দীন আহমদ	ঢাবি'র প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর	স্যার পি জে হার্টগ
প্রথম প্রধান বিচারপতি	এএসএম সায়েম	বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম গভর্নর	এএন হামিদুল্লাহ

প্রথম নারী প্রসঙ্গ

প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী	বেগম খালেদা জিয়া	প্রথম নারী হুইপ	সেগুফতা ইয়াসমিন এমিলি
প্রথম নারী বিরোধীদলীয় নেত্রী	শেখ হাসিনা	প্রথম নারী মেয়র	সেলিনা হায়াৎ আইভি
প্রথম নারী স্পিকার	শিরীন শারমিন চৌধুরী	প্রথম নারী উপাচার্য (জাবি)	অধ্যাপক ফারজানা ইসলাম
প্রথম নারী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী	সাহারা খাতুন	এভারেস্ট বিজয়ী প্রথম নারী	নিশাত মজুমদার
প্রথম নারী ওসি	হোসনে আরা বেগম	সেভেন সামিট জয়ী প্রথম নারী	ওয়াজফিয়া নাজরিন

খেলাধুলা সংক্রান্ত প্রথম

টেস্ট ক্রিকেট দলের অধিনায়ক	নাঈমুর রহমান দূর্জয়	প্রথম ওয়ানডে ও টেস্ট সিরিজ জয়	জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে
জাতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক	শামীম কবির	জাতীয় ফুটবল দলের প্রথম অধিনায়ক	জাকারিয়া পিন্টু
বিশ্বকাপ ক্রিকেটে প্রথম অংশগ্রহণ	১৯৯৯ সালে	মহিলা ক্রিকেট লীগে চ্যাম্পিয়ন দল	ভোলা জেলা
প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলা	ভারতের বিপক্ষে	টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম ডবল সেঞ্চুরি	মুশফিকুর রহিম

বিবিধ প্রসঙ্গ

প্রথম ইকোপার্ক	চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে	প্রথম সামুদ্রিক গ্যাসক্ষেত্র	সাঙ্গু গ্যাসক্ষেত্র
প্রথম জাতীয় শিক্ষা কমিশন	কুদরত-ই-খুদা কমিশন	বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কনকারী	মেজর জেমস রেঁনেল
প্রথম শান্তিনিবাস	টেপাখোলা, ফরিদপুর	প্রথম সুপার কম্পিউটার	নয়ন
প্রথম ফ্লাইওভার	মহাখালী	প্রথম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়	নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়
জাতীয় পতাকা প্রথম উত্তোলন	২ মার্চ ১৯৭১	প্রথম নিরক্ষরমুক্ত গ্রাম	কচুবাড়ি, কৃষ্টপুর, ঠাকুরগাঁও
প্রথম পানিশোধন প্রকল্প	চাঁদনিঘাট, ঢাকা	প্রথম নিরক্ষরমুক্ত জেলা	মাগুরা
প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	প্রথম ট্যাবলয়েড পত্রিকা	দৈনিক মানবজমিন
প্রথম বাণিজ্য জাহাজ	বাংলার দূত	এভারেস্ট জয়ী প্রথম বাংলাদেশি	মুসা ইব্রাহিম

বাংলাদেশের বৃহত্তম

বৃহত্তম শহর	ঢাকা	বৃহত্তম স্টেডিয়াম	বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা
বৃহত্তম জেলা	রাঙামাটি (আয়তনে)	বৃহত্তম রেল স্টেশন	কমলাপুর রেল স্টেশন
বৃহত্তম জাদুঘর	জাতীয় জাদুঘর	বৃহত্তম পার্ক	রমনা পার্ক
বৃহত্তম দ্বীপ	ভোলা	বৃহত্তম কনটেইনার জাহাজ	বাংলার দূত
বৃহত্তম সিনেমা হল	মনিহার (যশোর)	বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র	কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র
বৃহত্তম হাসপাতাল	ঢা.মে. কলেজ হাসপাতাল	বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বৃহত্তম হোটেল	ইন্টার কন্টিনেন্টাল	বৃহত্তম গ্রন্থাগার	সুফিয়া কামাল লাইব্রেরি
বৃহত্তম বনভূমি (এককভাবে)	সুন্দরবন	বৃহত্তম মেডিক্যাল কলেজ	ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ,
বৃহত্তম বাঁধ	কাপ্তাই বাঁধ	বৃহত্তম ব-দ্বীপ অঞ্চল	সুন্দরবন
বৃহত্তম হাওড়	হাকালুকি (মৌলভীবাজার)	বৃহত্তম স্মৃতিসৌধ	জাতীয় স্মৃতিসৌধ, সাভার
বৃহত্তম গ্রাম	বানিয়াচং (হবিগঞ্জ)	বৃহত্তম সংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্র	বাংলা একাডেমি

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

বাংলাদেশের দীর্ঘতম

দীর্ঘতম মানুষ	পরিমল বর্মন	দীর্ঘতম নদ	ব্রহ্মপুত্র
দীর্ঘতম সড়ক সেতু	পদ্মা সেতু (৬.১৫ কিলোমিটার)	দীর্ঘতম নদী	ইছামতী (৩৩৪ কিলোমিটার)
দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত	কক্সবাজার (১২০ কিলোমিটার)	দীর্ঘতম রেল সেতু (এককভাবে)	হার্ডিঞ্জ ব্রিজ (৫৮৯৪ ফুট)

বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম

ক্ষুদ্রতম ইউনিয়ন	হাজীপুর, ভোলা	ক্ষুদ্রতম থানা (জনসংখ্যায়)	বিমানবন্দর (ঢাকা)
ক্ষুদ্রতম বিভাগ	ময়মনসিংহ	ক্ষুদ্রতম পাখি	হামিংবার্ড
ক্ষুদ্রতম জেলা (জনসংখ্যায়)	বান্দরবান	ক্ষুদ্রতম জেলা (আয়তনে)	নারায়ণগঞ্জ
ক্ষুদ্রতম থানা (আয়তনে)	কোতোয়ালী (ঢাকা)	ক্ষুদ্রতম উপজেলা (জনসংখ্যায়)	থানচি (বান্দরবান)

বাংলাদেশের উচ্চতম

উচ্চতম ভবন	সিটি সেন্টার ভবন (৩৭ তলা)	উচ্চতম পাহাড়	গারো পাহাড়
উচ্চতম বৃক্ষ	বৈলাম বৃক্ষ (প্রায় ২৪০ ফুট/ ৬১ মিটার)	উচ্চতম শৃঙ্গ	তাজিংডং/বিজয় (বান্দরবান)

বাংলাদেশের একমাত্র

ঝুলন্ত সেতু	রাঙামাটি ঝুলন্ত সেতু	অস্ত্র নির্মাণ কারখানা	গাজীপুর
প্রবাল দ্বীপ	সেন্টমার্টিন	মানসিক ব্যাধি হাসপাতাল	হেমায়েতপুর (পাবনা)
পাহাড়ি দ্বীপ	মহেশখালী	সশস্ত্র বাহিনী স্টাফ কলেজ	মিরপুর (ঢাকা)
পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র	কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র (রাঙামাটি)	তেল শোধনাগার	ইস্টার্ন রিফাইনারি (চট্টগ্রাম)

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. বাংলাদেশের প্রথম নারী মেয়র কে?
Ⓐ সেলিনা হায়াত আইভি Ⓑ মেহের আফরোজ চুমকি
Ⓒ পান্না কায়সার Ⓓ কবরী সারোয়ার
Ans Ⓐ

02. ইসলামি সহযোগিতা সংস্থার দাপ্তরিক ভাষার সংখ্যা -
Ⓐ ১ টি Ⓑ ২টি
Ⓒ ৩টি Ⓓ ৪টি
Ans Ⓒ

03. মহিলাদের মধ্যে বাংলাদেশের প্রথম এভারেস্ট বিজয়ী কে?
Ⓐ নিশাত মজুমদার Ⓑ ওয়াশফিয়া নাজরীন
Ⓒ আইরিন হক Ⓓ সাদিয়া শারমিন শম্পা
Ans Ⓐ

04. বাংলাদেশের প্রথম প্রধান বিচারপতি কে ছিলেন?
Ⓐ আবদুর রউফ Ⓑ এ.এস.এম সায়েম
Ⓒ এ.বি.এম খায়রুল হক Ⓓ এদের কেউ নন.
Ans Ⓑ

05. বাংলাদেশের প্রথম প্রধান নির্বাচন কমিশনার-
Ⓐ বিচারপতি সাদেক Ⓑ এম ইদ্রিস
Ⓒ এটিএম মাসউদ Ⓓ বিচারপতি সাত্তার
Ans Ⓑ

06. বাংলাদেশ হাইকোর্টের প্রথম মহিলা বিচারপতি?
Ⓐ তাহমিনা বেগম Ⓑ নাজমুন আরা সুলতানা
Ⓒ জাকিয়া সুলতানা Ⓓ আনিসা হামিদ
Ans Ⓑ

07. বাংলাদেশ সোর্ড অব অনার পুরস্কার প্রাপ্ত প্রথম নারী-
Ⓐ রাজিয়া সুলতান Ⓑ তারমন বিবি
Ⓒ মারিয়া ইসলাম Ⓓ মারজিয়া ইসলাম
Ans Ⓓ

বাংলাদেশ ৩০তম অধ্যায়
বর্তমান-পুরাতন নাম উপনাম, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

বর্তমান ও পুরাতন নাম

বর্তমান নাম	পুরাতন নাম	বর্তমান নাম	পুরাতন নাম
ঢাকা	জাহাঙ্গীরনগর/ঢাবেকা/ঢুক্কা/ঢাক্কা	ফরিদপুর	ফতেহাবাদ
গাজীপুর	জয়দেবপুর	রাজবাড়ি	গোয়ালন্দ
মুন্সিগঞ্জ	বিক্রমপুর/ ইন্দ্রাকপুর	চট্টগ্রাম	ইসলামাবাদ/পোর্টগ্রান্ড/চট্টলা/চাটগাঁও/সাত-ইল-গঞ্জ
ময়মনসিংহ	নাসিরাবাদ	কক্সবাজার	পালংকি/বাকুলিয়া/প্যানোয়া
জামালপুর	সিংহজানী	ফেনী	শমসের নগর
কিশোরগঞ্জ	কাটখালী	নোয়াখালী	সুধারাম/ভুলুয়া
শরীয়তপুর	ইন্দ্রাকপুর পরগনা	কুমিল্লা	ত্রিপুরা
রাঙামাটি	হরিকেল	বাগেরহাট	খলিফাতাবাদ
রাজশাহী	রামপুর বোয়ালিয়া	যশোর	মুড়লী কসবা/খলিফাবাদ
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	গৌড়	কুষ্টিয়া	নদীয়া
নাটোর	নাদোর	লালবাগ দুর্গ	আওরঙ্গবাদ দুর্গ/কেল্লা
গাইবান্ধা	ভবানীগঞ্জ	বরিশাল	চন্দ্রদ্বীপ/বাকলা/ইসমাইলপুর
দিনাজপুর	গণ্ডোয়ানাল্যান্ড/ঘোড়াঘাট	ঝালকাঠি	ঝালোপাড়া
খুলনা	জাহানাবাদ	পিরোজপুর	ফিরোজপুর
সাতক্ষীরা	সাতঘরিয়া	ভোলা (দ্বীপের রানি)	শাহাবাজপুর
সিলেট	জালালাবাদ/শ্রীহট্ট	বাংলা একাডেমি	বর্ধমান হাউজ
ময়নামতি	রোহিতগিরি	আসাদ গেইট	আইয়ুব গেইট
সোনারগাঁও	সুবর্ণগ্রাম	বাহাদুর শাহ পার্ক	ভিক্টোরিয়া পার্ক
মহাস্থানগড়	পুণ্ড্রনগর, পুণ্ড্রবর্ধন	সিরডাপ কার্যালয়	চামেলি হাউজ
মুজিবনগর	বৈদ্যনাথতলা	নূর হোসেন স্কয়ার	জিরো পয়েন্ট

ভৌগোলিক উপনাম

উপনাম	স্থান	উপনাম	স্থান
নদীমাতৃক দেশ/ ভাটির দেশ	বাংলাদেশ	সাগর কন্যা	কুয়াকাটা (পটুয়াখালী)
পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ	বাংলাদেশ	সাইবার সিটি	সিলেট
সোনালি আঁশের দেশ	বাংলাদেশ	৩৬০ আউলিয়ার দেশ	সিলেট
মসজিদের শহর/রিকশার নগরী	ঢাকা	বারো আউলিয়ার দেশ	চট্টগ্রাম
উত্তর বঙ্গের প্রবেশদ্বার	বগুড়া	বাণিজ্যিক রাজধানী	চট্টগ্রাম
বাংলাদেশের শস্যভান্ডার	বরিশাল	বাংলাদেশের প্রবেশদ্বার	চট্টগ্রাম
বাংলার ভেনিস	বরিশাল	Healthy City	চট্টগ্রাম
দ্বীপ জেলা/দ্বীপের রানি	ভোলা	প্রাচ্যের ড্যান্ডি	নারায়ণগঞ্জ
বাংলার দুঃখ	দামোদার নদী	গ্রিন সিটি/সিল্ক সিটি	রাজশাহী
পশ্চিমা বাহিনীর নদী	ডাকাতিয়া নদী	খাগড়াছড়ির দুঃখ	খরস্রোতা চেঙ্গী
চট্টগ্রামের দুঃখ	চাকতাই খাল	হিমালয়ের কন্যা	পঞ্চগড় জেলা
বাংলাদেশের কুয়েত সিটি	খুলনা	বাংলাদেশের পর্যটন রাজধানী	কক্সবাজার
রাঙামাটির ছাদ	সাজেক ভ্যালি		

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বাংলাদেশের জাদুঘর পরিচিতি

বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর

বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর বাংলাদেশের প্রথম জাদুঘর। ১৯১০ সালের তৎকালীন গভর্নর লর্ড কারমাইকেলের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজশাহীতে প্রতিষ্ঠিত এই জাদুঘরটি বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির অন্যতম অর্জন। শরৎকুমার রায়, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রামপ্রসাদ চন্দ প্রমুখ প্রত্ন-অনুরাগী এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এ জাদুঘরটির পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে।

জাতীয় জাদুঘর

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর দেশের সবচেয়ে বড় জাদুঘর ও সংগ্রহশালা। রাজধানী ঢাকার শাহবাগে ৮.৬৩ একর জমির ওপর জাদুঘরটি অবস্থিত। বাংলাদেশের ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, নৃ-তাত্ত্বিক, শিল্পকলা ও প্রাকৃতিক ইতিহাস সম্পর্কিত নিদর্শনাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও গবেষণার উদ্দেশ্যে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রিটিশ শাসনামলে বঙ্গভঙ্গ রদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে ২০ মার্চ ১৯১৩ 'ঢাকা জাদুঘর' নামে এর যাত্রা শুরু হয়েছিল। ৭ আগস্ট ১৯১৩ তৎকালীন গভর্নর লর্ড কারমাইকেল এটির উদ্বোধন করেন। ১৭ নভেম্বর ১৯৮৩ জাদুঘরটিকে জাতীয় জাদুঘরে রূপান্তরিত করা হয়। জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে চারটি শাখা জাদুঘর। যথা- সিলেটের ওসমানী জাদুঘর, ঢাকার আহসান মঞ্জিল জাদুঘর, চট্টগ্রামের জিয়া স্মৃতি জাদুঘর এবং ময়মনসিংহের শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা।

বাংলাদেশের ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি

- **'বাংলা নববর্ষ' পহেলা বৈশাখ কার্যকর হয়** - ১৫৫৬ সালে (সম্রাট আকবর কর্তৃক)।
- **বাংলাদেশের 'সুর সম্রাট' বলা হয়** - ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁকে।
- **বাংলা টপ্পা গানের জনক** - নিধু বাবু (প্রকৃত নাম রামনিধি গুপ্ত)।
- **'ময়মনসিংহ গীতিকা' সংগ্রহ করেন** - চন্দ্রকুমার দে (সম্পাদনা করেন ড. দীনেশ চন্দ্র সেন)।
- **'ঠাকুরমার ঝুলি' এর লেখক** - দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।
- **ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন** - প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়াম কেরি।
- **বাংলাদেশের বিখ্যাত মহিলা ভাস্কর** - শামীম শিকদার।
- **'ভাওয়াইয়া' ও 'চটকা'** - রংপুর অঞ্চলের গান।
- **'গম্ভীরা'**- চাঁপাইনবাবগঞ্জের আঞ্চলিক গান।
- **'মাইজভাণ্ডারি'**- চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গান।
- **'ভালো আছি ভালো থেকো, আকাশের ঠিকানায় চিঠি লেখো' গানটির গীতিকার** - রুদ্র মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এবং সুরকার আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল।
- **'তুমি কি দেখেছ কভু জীবনের পরাজয়' গানটির গীতিকার** - মো. মুনিরুজ্জামান এবং সুরকার সত্য সাহা।
- **'কফি হাউজের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই' গানটির শিল্পী** - মান্না দে, কথা: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, সুর: সুপর্ণ কান্তি ঘোষ।
- **ময়মনসিংহ ও ঢাকা অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী নৃত্যের নাম** - জারি।
- **'পাঁচালি' গানের বিখ্যাত কবি** - দাশরথি রায় ও কালি মির্জা।
- **বাংলাদেশের বিখ্যাত 'লালন গীতি' গবেষক** - ড. আশরাফ সিদ্দিকী।
- **বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ভাওয়াইয়া গায়িকা** - ফেরদৌসী রহমান।
- **বাংলা বর্ষপঞ্জি তৈরির পরিকল্পনাকারী** - ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (১৯৬৩ সালে)।
- **উত্তরাঞ্চলের বিয়ের গান 'হারমনি' সংগ্রহ করে খ্যাতি অর্জন করেন** - অধ্যাপক মনসুর উদ্দিন।
- **ঝুমুর নৃত্য** - রংপুর ও রাজশাহী অঞ্চলের নৃত্য।
- **ধুপ নৃত্য** - খুলনা, ফরিদপুর ও যশোর অঞ্চলের নৃত্য।
- **বল নৃত্য** - যশোর অঞ্চলের নৃত্য।
- **'মন আমার দেহঘড়ি সন্ধান করি কোন মিস্ত্রী বানাইয়াছে' গানটির গীতিকার, সুরকার ও শিল্পী** - আব্দুর রহমান বয়াতি।
- **'পরানের বান্ধব রে বুড়ি হইলাম তোর কারণে' গানটির গীতিকার** - শেখ ওয়াহিদুর রহমান।
- **'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি'- গানটির গীতিকার** - গোবিন্দ হালদার (শিল্পী আপেল মাহমুদ)।
- **'জয় বাংলা বাংলার জয়' গানটির গীতিকার** - গাজী মাযহারুল আনোয়ার।
- **'ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়' গানটির রচয়িতা ও সুরকার** - আবদুল লতিফ।

বাংলাদেশের বিখ্যাত কয়েকজন চিত্রশিল্পী ও শিল্পকর্ম

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন : তিনি ১৯১৪ সালে কিশোরগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলার অগ্রদূত বলা হয়। ১৯৪৩ সালে বাংলার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের চিত্র এঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। 'ম্যাডোনা ৪৩,' 'দাঁড়টানা,' 'গ্রামীণ রমণী', 'সাঁওতাল রমনী,' 'রমণীর চুল বাঁধা', 'নবান্ন', 'মনপুরা ৭০', 'মইটানা', 'বিদ্রোহী গরু', 'সংগ্রাম', 'পাইন্যার মা', 'গাঁয়ের বধূ' ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত চিত্রকর্ম । তিনি চারুকলা ইনস্টিটিউট ও সোনারগাঁয়ের লোকশিল্প জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৭৩ সালে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডি লিট উপাধি দেওয়া হয়। ১৯৭৫ সালে তাঁকে জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। বাংলাদেশের শিল্পীদের মধ্যে তিনিই প্রথম জাতীয় অধ্যাপক হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। তিনি ১৯৭৬ সালে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

পটুয়া কামরুল হাসান : কামরুল হাসান ২ ডিসেম্বর ১৯২১ কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। শিল্পী জয়নুল আবেদিনের সাথে ১৯৪৮ সালে আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ও জাতীয় প্রতীকের রূপকার। এছাড়া তিনি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের বিকৃত মুখমণ্ডল 'এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে' (Annihilate these Demons) পোস্টার আঁকেন। ১৯৮৮ সালে স্বৈরশাসক এরশাদকে ব্যঙ্গ করে 'দেশ আজ বিশ্ব বেহায়ার খপ্পরে' পোস্টারটি স্কেচ আঁকেন। 'নাইওর', 'তিন কন্যা', উঁকি দেয়া, বাংলার রূপ ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত চিত্রকর্ম। তিনি ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮ মৃত্যুবরণ করেন।

শেখ মুহাম্মদ (এস এম) সুলতান : এস এম সুলতান ১০ আগস্ট ১৯২৩ নড়াইল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশের অন্যতম চিত্রশিল্পী। শিল্পকর্মে অসামান্য অবদানের জন্য তিনি বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক 'আর্টিস্ট ইন রেসিডেন্স' এবং ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ম্যান অব এশিয়া' পদকে ভূষিত হন। তাঁর উল্লেখযোগ্য চিত্রকর্ম হলো 'প্রথম বৃক্ষরোপণ', 'হত্যাযজ্ঞ', 'চরদখল', 'মাছ কাটা', 'ধান মাড়াই', 'ধান কাটা' ইত্যাদি। তাঁর জীবনের ওপর ভিত্তি করে পরিচালক তারেক মাসুদ নির্মাণ করেন 'আদম সুরত' চলচ্চিত্র। তিনি নড়াইলে 'শিশুস্বর্গ' ও 'চারুপীঠ' নামে চিত্রাঙ্কন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন।

মুস্তফা মনোয়ার : মুস্তফা মনোয়ার ১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫ মাগুরা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা থানার মনোহরপুর গ্রামে। তিনি বাংলাদেশের একজন গুণী চিত্রশিল্পী। ঢাকা কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের পিছনে লাল রঙের সূর্যের প্রতিরূপ স্থাপনায় তাঁর সৃজনশীল প্রতিভার পরিচয় মেলে। শিক্ষামূলক কার্টুন 'মীনা' তাঁর অমর সৃষ্টি। মীনা দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন ভাষায় নির্মিত একটি জনপ্রিয় টিভি কার্টুন সিরিজ এবং কমিক বই। সামাজিক সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে ইউনিসেফের সহযোগিতায় 'মীনা' কার্টুন তৈরি করা হয়। মীনার জনপ্রিয়তা এবং গ্রহণযোগ্যতার জন্য সার্কের পক্ষ থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর 'মীনা দিবস' পালন করা হয়।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র জগৎ

- **সর্বপ্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন** - ফ্রান্সের লুমিয়ার ব্রাদার (১৮৯৫ সালে)।
- **উপমহাদেশের চলচ্চিত্রের জনক** - হীরালাল সেন (মানিকগঞ্জ)।
- **উপমহাদেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র নির্মাতা** - দাদাসাহেব ঢুন্ডিরাজ গোবিন্দ ফালকে।
- **উপমহাদেশের প্রথম নির্বাক ছবির নাম** - আলি বাবা ও চল্লিশ চোর (১৯০৪)। পরিচালক হীরালাল সেন।
- **বাংলাদেশের প্রথম চলচ্চিত্র** - মুখ ও মুখোশ (৩ আগস্ট ১৯৫৬) পরিচালক আব্দুল জব্বার খান। তিনি বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের জনক হিসেবে পরিচিত।
- **বাংলাদেশের প্রথম চলচ্চিত্র 'মুখ ও মুখোশ' এর সংগীত পরিচালক ছিলেন** - সমর দাস।
- **বাংলাদেশের প্রথম রঙীন চলচ্চিত্র** - সঙ্গম (১৯৬৪); পরিচালক জহির রায়হান।
- **সত্যজিৎ রায় পরিচালিত প্রথম ছবি** - পথের পাঁচালী। ১৯৯২ সালে এটি অস্কার পুরস্কার লাভ করে।
- **বাংলা সিনেমার প্রথম অভিনেত্রী** - পূর্ণিমা সেনগুপ্তা (চট্টগ্রাম)।
- **বাংলা সিনেমার প্রথম মুসলমান অভিনেত্রী** - বনানী চৌধুরী।
- **প্রথম বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত গাওয়া হয়** - ১৯৭০ সালের জীবন থেকে নেয়া চলচ্চিত্রে (পরিচালক জহির রায়হান)।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

- উপমহাদেশের প্রথম মুসলমান চলচ্চিত্রকার - কাজী নজরুল ইসলাম।
- কাজী নজরুল ইসলাম অভিনয় করেন - ধ্রুব চলচ্চিত্রে।
- কাজী নজরুল ইসলাম পরিচালিত চলচ্চিত্রটির নাম এবং নির্মিত হয় - ধূপছায়া (১৯৩১ সালে)।
- বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের কাব্য নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র - 'খুকু ও কাঠবিড়ালী' এবং 'লিচু চোর'।
- BFDC থেকে প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র - জাগো হুয়া সাবেরা, পরিচালক আখতার জং কারদার।
- মুক্তিযুদ্ধের ওপর বাংলাদেশের প্রথম চলচ্চিত্র এবং এর পরিচালক - ওরা ১১ জন (চাষী নজরুল ইসলাম)।
- বাংলাদেশের চলচ্চিত্র নগরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে - কবিরপুর, সাভার।
- 'চিত্রা নদীর পাড়ে' চলচ্চিত্রের পরিচালক - তানভীর মোকাম্মেল (১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগ নিয়ে নির্মিত)।
- 'মুক্তির গান' চলচ্চিত্রের চিত্রকর - লেয়ার লেভিন।
- আন্তর্জাতিকভাবে পুরস্কৃত বাংলাদেশের প্রথম স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র - আগামী, পরিচালক মোর্শেদুল ইসলাম।
- অস্কার পুরস্কারের জন্য মনোনীত প্রথম বাংলা ছবি - মাটির ময়না।
- মনের মানুষ ছবির পরিচালক - গৌতম ঘোষ।
- জাগো হুয়া সাভেরা ছবির পরিচালক - আখতার জং কারদার (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মা নদীর মাঝি উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত)।

বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকা

- উপমহাদেশে বাংলা ভাষায় প্রথম সাময়িকপত্র - দিগদর্শন (১৮১৮)। জন ক্লার্ক মার্শম্যান সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা।
- বাংলা ভাষায় প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র - সমাচার দর্পণ (১৮১৮)। জন ক্লার্ক মার্শম্যান সম্পাদিত।
- বাঙালি কর্তৃক প্রকাশিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র - বাঙ্গাল গেজেট (১৮১৮)। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য সম্পাদিত।
- বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র - সংবাদ প্রভাকর (১৮৩১)। সম্পাদক: ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
- 'সংবাদ কৌমুদী (১৮২১), সমাচার চন্দ্রিকা' (১৮২২) পত্রিকাদ্বয়ের সম্পাদক ছিলেন - ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
- 'ভারতী' পত্রিকা (১৮৭৭) এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক - স্বর্ণকুমারী দেবী।
- জাপান থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকাটির নাম - মানচিত্র।
- বাংলাদেশের প্রধান সংবাদ সংস্থার নাম - বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)।
- বাংলাভাষী অঞ্চলের বাইরে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র - দেশবার্তা, লন্ডন থেকে প্রকাশিত।
- সপ্তাহে একদিন একটি বাংলা পাতা ছাপানো হয় - রিয়াদ ডেইলি পত্রিকায়।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. ১৭৮০ সালে উপমহাদেশ থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র হচ্ছে−
Ⓐ বেঙ্গল গেজেট Ⓑ ইন্ডিয়ান গেজেট Ⓒ সমাচার দর্পণ Ⓓ দিগদর্শন **Ans Ⓐ**

02. 'মাটির ময়না' ছবি নির্মাণ করেন−
Ⓐ মিশুক মুনীর Ⓑ সুভাষ দত্ত Ⓒ চাষী নজরুল ইসলাম Ⓓ তারেক মাসুদ **Ans Ⓓ**

03. ময়নামতির পূর্ব নাম কী ছিল?
Ⓐ রোহিতগিরি Ⓑ ত্রিপুরা Ⓒ হরিকেল Ⓓ নদীয়া **Ans Ⓐ**

04. ইউএনবি কী?
Ⓐ একটি বিদেশি সংস্থা Ⓑ একটি ঔষধ কোম্পানি Ⓒ একটি বহুজাতিক কোম্পানি Ⓓ একটি সংবাদ সংস্থা **Ans Ⓓ**

05. বুলবুল আহমেদ ছিলেন একজন−
Ⓐ ক্রিকেটার Ⓑ গায়ক Ⓒ সাংসদ Ⓓ অভিনেতা **Ans Ⓓ**

06. লোকসাহিত্য সংগ্রহে অবদান রেখেছেন−
Ⓐ কেশবচন্দ্র সেন Ⓑ দীনেশচন্দ্র সেন Ⓒ হীরালাল সেন Ⓓ রজনীকান্ত সেন **Ans Ⓑ**

07. মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরটি কোন সালে স্থাপিত হয়?
Ⓐ ১৯৯৪ Ⓑ ১৯৯৬ Ⓒ ১৯৯৫ Ⓓ ১৯৯৩ **Ans Ⓑ**

08. গম্ভীরা কোন অঞ্চলের সংগীত?
Ⓐ বগুড়া Ⓑ সিলেট Ⓒ রাজশাহী Ⓓ চট্টগ্রাম **Ans Ⓒ**

09. বাউল সঙ্গীতসাধক শাহ্ করিমের মৃত্যুর তারিখ−
Ⓐ ১২ই সেপ্টেম্বর ২০০৯ Ⓑ ১৩ই সেপ্টেম্বর ২০০৯ Ⓒ ১৪ই সেপ্টেম্বর ২০০৯ Ⓓ ১৫ই সেপ্টেম্বর ২০০৯ **Ans Ⓐ**

10. কুমিল্লার পূর্ব নাম কী?
Ⓐ নাসিরাবাদ Ⓑ সুধারাম Ⓒ ত্রিপুরা Ⓓ সুবর্ণগ্রাম **Ans Ⓒ**

11. বাংলাদেশের লোকশিল্প জাদুঘর কোথায় অবস্থিত?
Ⓐ আগারগাঁও Ⓑ গফরগাঁও Ⓒ চাঁদগাঁও Ⓓ সোনারগাঁও **Ans Ⓓ**

12. কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত−
Ⓐ লাঙ্গল Ⓑ সওগাত Ⓒ কল্লোল Ⓓ শিখা **Ans Ⓐ**

13. 'আমার দেশের মাটির গন্ধে ভরে আছে সারা মন'-গানটির রচয়িতা
Ⓐ গাজী মাজহারুল আনোয়ার Ⓑ খান আতাউর রহমান Ⓒ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান Ⓓ মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান **Ans Ⓒ**

14. কাজী নজরুল ইসলাম ও মুজাফফর আহমদ একত্রে সম্পাদনা করেছিলেন?
Ⓐ আজাদ Ⓑ সওগাত Ⓒ নবযুগ Ⓓ ধূমকেতু **Ans Ⓒ**

15. বিশ্ববরেণ্য সঙ্গীতজ্ঞ আলি আকবর খাঁর পিতা−
Ⓐ আলাউদ্দিন খাঁ Ⓑ আফতাবুদ্দিন খাঁ Ⓒ আয়াত আলি খাঁ Ⓓ বিসমিল্লাহ্ খাঁ **Ans Ⓐ**

16. 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' প্রকাশ করেছিলেন−
Ⓐ রাজা রামমোহন রায় Ⓑ দীনবন্ধু মিত্র Ⓒ মাইকেল মধুসূদন দত্ত Ⓓ কাঙ্গাল হরিনাথ **Ans Ⓓ**

17. 'সংগ্রাম' চিত্রকর্মের শিল্পী−
Ⓐ এস এম সুলতান Ⓑ জয়নুল আবেদীন Ⓒ কামরুল হাসান Ⓓ যামিনী রায় **Ans Ⓑ**

18. 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয়−
Ⓐ ১৮১৮ সালে Ⓑ ১৮১৯ সালে Ⓒ ১৮২০ সালে Ⓓ ১৮২১ সালে **Ans Ⓐ**

19. বরিশালের প্রাচীন নাম−
Ⓐ বাখরগঞ্জ Ⓑ ভুলুয়া Ⓒ বাকলা Ⓓ শাহবাজপুর **Ans Ⓒ**

বাংলাদেশ ৩১তম অধ্যায় বাংলাদেশের বিখ্যাত অপারেশন ও চুক্তি

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- বাংলাদেশ CTBT চুক্তিতে স্বাক্ষর করে - ২৪ অক্টোবর ১৯৯৬ (১২৯তম দেশ হিসেবে)।
- বাংলাদেশ CTBT চুক্তি অনুমোদন করে - ৮ মার্চ ২০০০ (২৮তম দেশ হিসেবে)।
- বাংলাদেশ স্থলমাইন চুক্তিতে স্বাক্ষর করে - ৮ মে ১৯৯৯ (১২৬তম দেশ হিসেবে)।
- ঢাকা-কলকাতা বাস চলাচল চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় - ১৭ জুন ১৯৯৯।
- ভারত-বাংলাদেশ ট্রেন চলাচল চুক্তি স্বাক্ষর করে - ২০০০ সালে (মৈত্রী এক্সপ্রেস)।
- রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে প্রথম চুক্তি সম্পাদিত হয় - ২৮ এপ্রিল ১৯৯২।
- বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের মধ্যে আসামি প্রত্যর্পণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় - ১৯৯৮ সালে।
- বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে স্থল সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় - ১২ নভেম্বর ১৯৯৮।
- বাংলাদেশ Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) চুক্তি স্বাক্ষর করে - ৩১ আগস্ট ১৯৭৯।
- বাংলাদেশের বন্দি বিনিময় চুক্তি আছে - ভারত ও থাইল্যান্ডের সাথে।
- বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের সাথে HANA চুক্তি স্বাক্ষর করে - ১৯৯৮ সালের আগস্টে।

CamScanner

আলোচিত অপারেশনসমূহ

- **অপারেশন সার্চ লাইট :** ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে নিরীহ বাঙালির ওপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পরিচালিত নির্মম হত্যাযজ্ঞ।
- **অপারেশন জ্যাকপট :** বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ১৫ আগস্ট ১৯৭১ পাকিস্তানি নৌ-শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য মুক্তিবাহিনীর পরিচালিত অভিযান।
- **অপারেশন ক্লোজ ডোর :** ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর অবৈধ অস্ত্র জমা নেয়ার অভিযান।
- **অপারেশন মান্না :** ১৯৯১ সালে উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এলাকায় ব্রিটিশ রাজকীয় নৌ-বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত ত্রাণ কার্যক্রম।
- **অপারেশন সি এঞ্জেল :** ১৯৯১ সালে উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এলাকায় মার্কিন টাস্কফোর্স কর্তৃক পরিচালিত বিশেষ ত্রাণ ও পুনর্বাসন অভিযান।
- **অপারেশন ক্লিন হার্ট :** বাংলাদেশে যৌথ বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত বিশেষ সন্ত্রাসী গ্রেফতার ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযান। এর স্থায়িত্বকাল ১৬ অক্টোবর ২০০২ থেকে ৯ জানুয়ারি ২০০৩ পর্যন্ত।
- **অপারেশন নবযাত্রা :** বাংলাদেশে নির্ভুল ভোটার আই-ডি কার্ড প্রস্তুতের কার্যক্রমের সাংকেতিক নাম।
- **অপারেশন থান্ডার বোল্ট :** ২ জুলাই ২০১৬ গুলশানের হলি আর্টিজান রেস্তোরায় জিম্মিদের উদ্ধারে যৌথ বাহিনীর পরিচালিত অভিযান।

বিভিন্ন চুক্তি ও সনদ

বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি : চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ১৯ মার্চ ১৯৭২। ২৫ বছর মেয়াদি চুক্তিটির মেয়াদ শেষ হয় ১৮ মার্চ ১৯৯৭। চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে মৈত্রী, শান্তি ও সহযোগিতা বৃদ্ধি। বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশের পক্ষে শেখ মুজিবুর রহমান ও ভারতের পক্ষে ইন্দিরা গান্ধী।

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চুক্তি : ভারতের নয়াদিল্লিতে ১৬ মে ১৯৭৪ বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে বাংলাদেশের পক্ষে স্বাক্ষর করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ভারতের পক্ষে ইন্দিরা গান্ধী। এ চুক্তির ফলে বাংলাদেশ ভারতকে বেড়ুবাড়ি হস্তান্তর করবে এবং বিনিময়ে বাংলাদেশ পাবে তিনবিঘা করিডোর।

বাংলাদেশ-ভারত গঙ্গা পানি চুক্তি : বাংলাদেশ-ভারত গঙ্গা পানি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ৩০ বছরের জন্য। চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশের পক্ষে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী দেব গৌড়া। নয়াদিল্লির হায়দ্রাবাদ হাউজে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ১২ ডিসেম্বর ১৯৯৬ গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি অনুসারে গঙ্গায় পানির প্রবাহ ৭০-৭৫ হাজার কিউসেক হলে ভারত পাবে ৪০ হাজার কিউসেক আর বাকিটুকু পাবে বাংলাদেশ। আবার পানি প্রবাহ ৭০ হাজার কিউসেক হলে বাংলাদেশ-ভারত সমান সমান ভাগ পাবে।

পার্বত্য শান্তি চুক্তি : পার্বত্য শান্তি চুক্তি বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংহতির সমিতির মধ্যে ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং চট্টগ্রামের জনসংহতি সমিতির পক্ষে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) স্বাক্ষর করেন। পার্বত্য শান্তিচুক্তির ফলে শান্তি বাহিনী বিলুপ্ত হয় ৫ মার্চ ১৯৯৮।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি কবে স্বাক্ষরিত হয়?
Ⓐ ২৫ মার্চ ১৯৭২ Ⓑ ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭
Ⓒ ১২ জুলাই ১৯৯৬ Ⓓ ২ নভেম্বর ২০০১ **Ans B**

02. কবে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর হয়?
Ⓐ ১৯ মার্চ ১৯৭২ Ⓑ ১৯ মার্চ ১৯৭৩
Ⓒ ২৭ মার্চ ১৯৭৩ Ⓓ ২৬ মার্চ ১৯৭৪ **Ans A**

03. ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহনের বাংলাদেশ সফরে যে বিষয়ে চুক্তি হয়নি
Ⓐ শুল্ক মুক্ত পোশাক রপ্তানি Ⓑ ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি
Ⓒ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় সহযোগিতা
Ⓓ বাঘ রক্ষা **Ans B**

04. বিডিআর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়-
Ⓐ ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০০৭ Ⓑ ২৩শে ফেব্রুয়ারি ২০০৮
Ⓒ ২৪শে ফেব্রুয়ারি ২০০৯ Ⓓ ২৫শে ফেব্রুয়ারি ২০০৯ **Ans D**

05. 'অপারেশন নবযাত্রা' কী?
Ⓐ মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত মাদক নির্মূল অভিযান
Ⓑ সুনামি-সৃষ্ট ক্ষতিতে বাংলাদেশ কর্তৃক পরিচালিত শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপে সাহায্য অভিযান
Ⓒ ছবিসহ ভোটার তালিকা ও জাতীয় পরিচয়পত্র প্রণয়নের কর্মসূচি
Ⓓ বাংলাদেশ কোস্টগার্ড পরিচালিত অভিযান **Ans C**

06. 'অপারেশন ক্লিন হার্ট' কোন সালের ঘটনা?
Ⓐ ২০০০ Ⓑ ২০০১ Ⓒ ২০০২ Ⓓ ২০০৩ **Ans C**

07. বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গার পানি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কোন তারিখে?
Ⓐ ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ Ⓑ ৩ ডিসেম্বর ১৯৯৬
Ⓒ ১৩ ডিসেম্বর ১৯৯৭ Ⓓ ১২ ডিসেম্বর ১৯৯৬ **Ans D**

08. পাহাড়ি জনগণের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেন?
Ⓐ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা Ⓑ রাজা দেবাশীষ রায়
Ⓒ জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা Ⓓ মণি স্বপন দেওয়া **Ans C**

বাংলাদেশ ৩২তম অধ্যায় — আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- বাংলাদেশ জাতিসংঘের পর্যবেক্ষকের মর্যাদা লাভ করে - ১৭ অক্টোবর ১৯৭২।
- বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে - ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ (সাধারণ পরিষদের ২৯তম অধিবেশনে)।
- জাতিসংঘের অধীন যে সংস্থার সদস্যপদ বাংলাদেশ প্রথম লাভ করে - IMF (১৭ আগস্ট ১৯৭২)।
- বাংলাদেশে প্রথম যে সংস্থা কার্যক্রম শুরু করে - আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO): ফেব্রুয়ারি ১৯৭২।
- জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে প্রথম বাংলায় ভাষণ দেন - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (২৯তম অধিবেশনে)।
- জাতিসংঘে বাংলাদেশের বাৎসরিক চাঁদার পরিমাণ - জাতিসংঘ বাজেটের ০.০১ শতাংশ।
- জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রথম স্থায়ী প্রতিনিধি - সৈয়দ আনোয়ারুল করিম।
- জাতিসংঘে বাংলাদেশের বর্তমান স্থায়ী প্রতিনিধি - আব্দুল মুহিত (১৬তম)।
- জাতিসংঘে বাংলাদেশ থেকে নিযুক্ত প্রথম নারী প্রতিনিধি ছিলেন - ইসমাত জাহান।
- জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে সভাপতির দায়িত্ব পালনকারী একমাত্র বাংলাদেশি- হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী (১৯৮৬-৮৭, ৪১তম অধিবেশনে)।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভের তারিখ

সংস্থা	তারিখ	সংস্থা	তারিখ
কমনওয়েলথ	১৮ এপ্রিল ১৯৭২	এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক (ADB)	১৪ মার্চ ১৯৭৩
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)	১৭ মে ১৯৭২	খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)	১২ নভেম্বর ১৯৭৩
আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF)	১৭ আগস্ট ১৯৭২	ওআইসি (OIC)	২৩ ফেব্রু. ১৯৭৪
আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)	২২ জুন ১৯৭২	ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক (IDB)	১৪ আগস্ট ১৯৭৪
আন্তর্জাতিক ব্যাংক (IBRD)	১৭ আগস্ট ১৯৭২	ইন্টারপোল	১৪ অক্টোবর ১৯৭৬
UNESCO	২৭ অক্টোবর ১৯৭২	বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)	১ জানুয়ারি ১৯৯৫
আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত	১ জুন ২০১০	বিমসটেক	৬ জুন ১৯৯৭

CamScanner

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ

- জাতিসংঘ শান্তি মিশনে বর্তমানে সৈন্য প্রেরণের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান- তৃতীয় (প্রথম)।
- বাংলাদেশ প্রথম জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে - ১৯৮৮ সালে।
- বাংলাদেশ জাতিসংঘের যে মিশনে প্রথম শান্তিরক্ষী বাহিনী পাঠায় - ইরাক-ইরান মিশন (UNIIMOG)।
- বাংলাদেশ যেখানে প্রথম শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে নারী সৈন্য পাঠায় - পূর্ব তিমুর (১৯৯৯ সালে); মিশনের নাম - UNTAET।
- বাংলাদেশ এ পর্যন্ত শান্তিমিশনে অংশগ্রহণ করেছে - ৫৪টি মিশনে।
- বাংলাদেশ বর্তমানে শান্তি মিশনে কর্মরত - ১৩টি দেশের ১১টি মিশনে।

বাংলাদেশে সফরকারী জাতিসংঘ মহাসচিববৃন্দ

নাম	দেশ	সময়কাল
কুর্ট ওয়াল্ডহেইম	অস্ট্রিয়া	১৯৭৩
পেরেজ দ্য কুয়েলার	পেরু	৩-৬ মার্চ ১৯৮৯
কফি আনান	ঘানা	১৩-১৫ মার্চ ২০০১
বান কি মুন	দক্ষিণ কোরিয়া	১-২ নভেম্বর ২০০৮ ও ১৩-১৫ নভেম্বর ২০১১
অ্যান্তোনিও গুতেরেস	পর্তুগাল	৩০ জুন ২০১৮

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে- সনে
Ⓐ ১৯৯৪ Ⓑ ১৯৯৫ Ⓒ ১৯৯৩ Ⓓ ১৯৯৬ Ans Ⓑ

02. 'বাংলাদেশ স্কয়ার' অবস্থিত-
Ⓐ কঙ্গো Ⓑ লাইবেরিয়া Ⓒ হাইতি Ⓓ চাদ Ans Ⓑ

03. বাংলাদেশ যে আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য নয়-
Ⓐ সার্ক Ⓑ আসিয়ান Ⓒ ন্যাম Ⓓ ডি-৮ Ans Ⓑ

04. 'টিক্‌ফা' চুক্তির দুইপক্ষ-
Ⓐ ভারত-বাংলাদেশ Ⓑ নেপাল-বাংলাদেশ
Ⓒ বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র Ⓓ বাংলাদেশ-যুক্তরাজ্য Ans Ⓒ

05. বাংলাদেশ কোন সাল থেকে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে কাজ করে আসছে?
Ⓐ ১৯৭৭ Ⓑ ১৯৯৬ Ⓒ ১৯৮১ Ⓓ ১৯৮৮ Ans Ⓓ

06. পরিবেশ সংরক্ষণবাদী সংগঠন গ্রিন পিস তার প্রতীকী জাহাজ 'রেইনবো ওয়ারিয়র'কে একটি বাংলাদেশি দাতব্য সংগঠনের কাছে হস্তান্তর করেছে। জাহাজটির নতুন নাম কী?
Ⓐ রংধনু Ⓑ সবুজ সাথী
Ⓒ সবুজ যোদ্ধা Ⓓ পরিবেশ সংরক্ষক Ans Ⓐ

07. জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন-২০১০ এ 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' বা MDG বাস্তবায়নে কোন বিষয়ে বাংলাদেশ অসাধারণ সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রদত্ত পুরস্কার পায়?
Ⓐ মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য Ⓑ শিশু মৃত্যুহার কমানোর জন্য
Ⓒ নারী-পুরুষ সমতা বিধানের জন্য
Ⓓ এইচআইভি ও ম্যালেরিয়া রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য Ans Ⓑ

08. জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন যে তারিখে বাংলাদেশে আগমন করেন-
Ⓐ ২৮ অক্টোবর ২০০৮ Ⓑ ২৯ অক্টোবর ২০০৮
Ⓒ ৩১ অক্টোবর ২০০৮ Ⓓ ০১ নভেম্বর ২০০৮ Ans Ⓓ

09. বাংলাদেশ প্রথম কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে?
Ⓐ ওআইসি Ⓑ এফএও Ⓒ কমনওয়েলথ Ⓓ ন্যাম Ans Ⓒ

10. বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক আছে কিন্তু কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই?
Ⓐ ইসরাইল Ⓑ তাইওয়ান
Ⓒ দক্ষিণ আফ্রিকা Ⓓ হাইতি Ans Ⓑ

11. জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনান বাংলাদেশ সফর করেন-
Ⓐ ২০০০ সালে Ⓑ ২০০১ সালে Ⓒ ২০০২ সালে Ⓓ ২০০৩ সালে Ans Ⓑ

বাংলাদেশ ৩৩তম অধ্যায় বাংলা সাহিত্য

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

প্রাচীন যুগ

- বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনযুগের একমাত্র নিদর্শন - চর্যাচর্যবিনিশ্চয়/চর্যাগীতিকোষ/চর্যাগীতি /চর্যাপদ।
- চর্যাপদ মূলত - গানের সংকলন।
- চর্যাপদের পদ বা গান সংখ্যা - এর সংখ্যা নিয়ে মতান্তর আছে, সুকুমার সেনের হিসেবে ৫১টি, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন ৫০টি।
- চর্যা পদগুলো - সন্ধ্যা বা সান্ধ্য ভাষায় রচিত।
- চর্যাপদের আবিষ্কারক - হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (উপাধি মহামহোপাধ্যায়)।
- যেখান থেকে চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয় - ১৯০৭ সালে নেপালের রাজ গ্রন্থাগার থেকে।
- চর্যাপদ প্রকাশিত হয় - ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে (১৩২৩ বঙ্গাব্দ) কলকাতার 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' থেকে **'হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা'** শিরোনামে চর্যাপদ আধুনিক লিপিতে প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদনা করেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
- চর্যাপদ যে ছন্দে রচিত - এর পদগুলো প্রাচীন কোন ছন্দে রচিত তা আজও বলা সম্ভব নয়। তবে আধুনিক ছন্দের বিচারে এগুলো মাত্রাবৃত্ত ছন্দের অধীন বিবেচ্য।
- চর্যাপদের টীকাকার - মুনিদত্ত।

চর্যাপদের প্রধান কবিদের পরিচয়

- চর্যাপদের সর্বাধিক পদ রচনা করেন - কাহ্নপা ১৩টি। পদগুলো হলো - ৭, ৯ থেকে ১৩, ১৮, ১৯, ৩৬, ৪০, ৪২, ৪৫ (২৪ নং পদটি কাহ্নপা রচিত, তবে সেটি পাওয়া যায়নি)।
- চর্যাপদের আদিকবি/বাংলা সাহিত্যের প্রথম কবি - লুইপা।
- চর্যাপদ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত প্রথম পদটি - লুইপার লেখা।
- লুইপা ছিলেন - প্রবীণ বৌদ্ধসিদ্ধাচার্য ও চর্যাপদের কবি।
- লুইপা যে সময়ের কবি ছিলেন - মুহম্মদ শহীদুল্লাহর অনুমান ৭৩০ থেকে ৮১০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে লুইপা জীবিত ছিলেন।
- লুইপা মোট পদ লিখেছেন - দুটি (১ ও ২৯ সংখ্যক)।
- লুইপা রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ - ৫টি; যথা- অভিসময়বিভঙ্গ, বজ্রস্বত্ব সাধন, বুদ্ধোদয়, ভগবদাভসার, তত্ত্বসভাব।।
- চর্যাপদের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদ লেখেন - ভুসুকুপা ৮টি।

মধ্য যুগ

❑ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য:
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' - মধ্যযুগে রচিত বাংলা ভাষার প্রথম কাব্যগ্রন্থ। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে রাধার পাগল-প্রায় অবস্থা এতে বর্ণিত হয়েছে। এতে মূলত রাধা-কৃষ্ণ কথার আড়ালে ঈশ্বরের প্রতি জীবকুলের আকুলতা প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় কোনো লেখকের প্রথম একক গ্রন্থ এটি।
- এই গ্রন্থে প্রধান চরিত্র আছে - তিনটি যথা; কৃষ্ণ, রাধা, বড়ায়ি।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যগ্রন্থের কবি - বড়ু চণ্ডীদাস (অনন্ত বড়ু)।

❑ মঙ্গলকাব্য :
- মঙ্গলকাব্যের প্রধান শাখা - ৩টি। যথা- মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল।
- একটি সম্পূর্ণ মঙ্গলকাব্যে সাধারণত অংশ থাকে - ৫টি (বন্দনা, আত্মপরিচয়, দেবখণ্ড, মর্ত্যখণ্ড, শ্রুতিফল)।
- মঙ্গলকাব্যে যতজন কবির সন্ধান পাওয়া যায় - ৬২ জন।
- মনসামঙ্গল কাব্যের আদি কবি - কানা হরিদত্ত।
- মনসামঙ্গল কাব্যগুলোকে যে নামে অভিহিত করা হয় - পদ্মপুরাণ নামে।
- মনসাবিজয় যিনি রচনা করেন - বিপ্রদাস পিপিলাই (১৪৯৫ খ্রিষ্টাব্দে)।
- চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদিকবি - মানিক দত্ত; তিনি চতুর্দশ শতকের কবি।
- চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারার প্রধান কবি - মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (তিনি কবিকঙ্কণ নামে পরিচিত)।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

- অন্নদামঙ্গলের উল্লেখযোগ্য চরিত্র - বিদ্যাসুন্দর, হীরামালিনী, ঈশ্বরী পাটনী।

রামায়ণ ও মহাভারত :
- পৃথিবীতে জ্ঞাত মহাকাব্য আছে - ৪টি। যথা- রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়ড ও ওডেসি।
- পৃথিবীর প্রথম মহাকাব্য - রামায়ণ।
- রামায়ণের রচয়িতা - বাল্মীকি মুনি (সংস্কৃত ভাষায়)।
- রামায়ণের প্রথম বাংলা অনুবাদক - কৃত্তিবাস ওঝা। কাশীরাম দাসের অনুবাদ বিখ্যাত/শ্রেষ্ঠ।
- মহাভারত যে ভাষার লেখা এবং লেখক - সংস্কৃত ভাষায়। মূল রচয়িতা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস।
- মহাভারত প্রথম বাংলায় অনুবাদ করেন - কবীন্দ্র পরমেশ্বর।

মুসলিম রচিত সাহিত্য

- মর্সিয়া সাহিত্য - কারবালা ও ইসলামি বিয়োগাত্মক কাহিনি নিয়ে মূলত মুসলমানদের রচিত সাহিত্যই মর্সিয়া সাহিত্য।
- মর্সিয়া সাহিত্যের আদি কবি - শেখ ফয়জুল্লাহ। তাঁর গ্রন্থের নাম 'জয়নাবের চৌতিশা' (১৫৭০)।
- 'মুক্তাল হোসেন' - মুহম্মদ খান রচিত পারসি থেকে অনূদিত (১৬৪৫) বাংলা মর্সিয়া সাহিত্যগ্রন্থ।
- শায়েরদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম - ফকির গরীবুল্লাহ, সৈয়দ হামজা, মো. দানেশ প্রমুখ।

মৈমনসিংহ গীতিকা
- বাংলাদেশের গীতিকা সাহিত্যে যত ধরনের গীতিকা প্রচলিত - তিন ধরনের। নাথ গীতিকা, মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা।
- 'মৈমনসিংহ গীতিকা' গীতিকাব্যটিতে বিধৃত হয়েছে - বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জের নিম্নাঞ্চলের সাধারণ মানুষের কাহিনি।
- যার আগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় এ গীতিকাগুলো সংগ্রহ করা হয় - ড. দীনেশচন্দ্র সেনের আগ্রহে ও স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতায়।
- এই গীতিকাগুলো সংগ্রহ করেন - চন্দ্রকুমার দে ও কবি জসীমউদ্‌দীন।
- বিশ্বের যতটি ভাষায় মৈমনসিংহ গীতিকা মুদ্রিত হয়েছে - ২৩টি।
- মৈমনসিংহ গীতিকা যাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় - ড. দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. 'আসমানী' কবিতাটি লিখেছেন-
Ⓐ আলাউদ্দিন আল-আজাদ Ⓑ শামসুর রাহমান Ⓒ জসীমউদ্‌দীন Ⓓ কাজী নজরুল ইসলাম **Ans Ⓒ**

02. 'নিমজ্জন' নাটকটি লিখেছেন-
Ⓐ হুমায়ূন আহমেদ Ⓑ সাঈদ আহমেদ Ⓒ সেলিম আল দীন Ⓓ আবদুল্লাহ আল মামুন **Ans Ⓒ**

03. নিচের কোনটি সুফিয়া কামাল লিখেছেন?
Ⓐ নূরজাহান Ⓑ একাত্তরের কথা Ⓒ রাজকুমারী Ⓓ একাত্তরের ডায়েরি **Ans Ⓓ**

04. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছদ্মনাম কী?
Ⓐ ভানু সিংহ Ⓑ টেকচাঁদ ঠাকুর Ⓒ বনফুল Ⓓ মুকুন্দরাম **Ans Ⓐ**

05. বাংলায় 'অপভ্রংশ' শব্দটি মূলত কীসের সাথে সম্পর্কিত?
Ⓐ মৃৎশিল্প Ⓑ ধর্ম Ⓒ ভাষা Ⓓ প্রত্নতত্ত্ব **Ans Ⓒ**

06. চার্লস ডি ওলির 'Antiquities of Dacca' কী ধরনের গ্রন্থ?
Ⓐ ভ্রমণ কাহিনী Ⓑ চিত্রশিল্প Ⓒ কবিতা Ⓓ অর্থনীতি **Ans Ⓑ**

07. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কতবার ঢাকায় এসেছিলেন?
Ⓐ এক Ⓑ দুই Ⓒ তিন Ⓓ চার **Ans Ⓑ**

08. কোনটি নাটক নয়?
Ⓐ নেমেসিস Ⓑ বোবাকাহিনী Ⓒ কবর Ⓓ বসন্ত **Ans Ⓑ**

09. মাইলপোস্ট নাটকটি লিখেছেন-
Ⓐ সাঈদ আহমেদ Ⓑ সেলিম আল দীন Ⓒ আলাউদ্দিন আল আজাদ Ⓓ আব্দুল্লাহ আল মামুন **Ans Ⓐ**

10. ২০১১ সালে সার্ধশত জন্মবার্ষিকী পালিত হয়-
Ⓐ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের Ⓑ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের Ⓒ মীর মশাররফ হোসেনের Ⓓ প্রমথ চৌধুরীর **Ans Ⓐ**

11. *স্মৃতির মিনার* কবিতাটি লিখেছেন-
Ⓐ শামসুর রাহমান Ⓑ আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ Ⓒ আলাউদ্দিন আল আজাদ Ⓓ হাসান হাফিজুর রহমান **Ans Ⓒ**

12. প্রাচীনতম সাহিত্যকর্ম-
Ⓐ শকুন্তলা Ⓑ হংসদূত Ⓒ রামায়ণ Ⓓ মহাভারত **Ans Ⓒ**

13. শকুন্তলা গ্রন্থটির রচয়িতা-
Ⓐ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত Ⓑ কালিদাস Ⓒ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় Ⓓ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর **Ans Ⓓ**

14. ভাসানী যখন ইউরোপে বইটির লেখক-
Ⓐ খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস Ⓑ শওকত ওসমান Ⓒ বদরুদ্দীন উমর Ⓓ আবু জাফর শামসুদ্দীন **Ans Ⓐ**

15. কোন কবির মাও একজন কবি?
Ⓐ বিষ্ণু দে Ⓑ শামসুর রাহমান Ⓒ জীবনানন্দ দাশ Ⓓ আহসান হাবীব **Ans Ⓒ**

বাংলাদেশ ৩৪তম অধ্যায় বাংলাদেশের পুরস্কার ও সম্মাননা

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- জাতীয় পুরস্কারের বাইরে প্রদান করা হয় - বাংলাদেশ স্বাধীনতা সম্মাননা, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা, মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা।
- বাংলাদেশ ইউনেস্কো সাক্ষরতা পুরস্কার লাভ করে - ১৯৯৮ সালে।
- বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার - বাংলা একাডেমি পুরস্কার।
- প্রথম রাজনীতিবিদ হিসেবে একুশে পদক পান - তাজউদ্দীন আহমদ (মরণোত্তর)।
- ভবিষ্যতে কোনো যুদ্ধ বা অপারেশন কর্মকাণ্ডে অবদানের জন্য প্রদান করা হবে - ৪টি পদক। যথা- বীর সর্বোত্তম, বীর মৃত্যুঞ্জয়ী, বীর চিরঞ্জীব এবং বীর দুর্জয়।

কতিপয় পুরস্কার প্রবর্তনের সন

নাম	প্রবর্তনের সন
বাংলা একাডেমি পুরস্কার	১৯৬০
বীরত্ব পুরস্কার	১৯৭৩
একুশে পদক	১৯৭৬
জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার	১৯৭৬
স্বাধীনতা পুরস্কার	১৯৭৭
বঙ্গবন্ধু কৃষি পদক	১৯৭৩
শিশু একাডেমি পুরস্কার	১৯৭৬
জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার (বাচসাস)	১৯৭৬
বেগম রোকেয়া পদক	১৯৯৭
জাতীয় পরিবেশ পদক	২০০৯

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষা সংরক্ষণে '২০২১ সালের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক' পেয়েছেন-
Ⓐ সঞ্জীব দ্রং Ⓑ মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা Ⓒ জ্যোতি প্রকাশ চাকমা Ⓓ জুরি মং **Ans Ⓑ**

02. "ইউনেস্কো-বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আন্তর্জাতিক পুরস্কার" যে বিষয়ে ঘোষিত হয়েছে-
Ⓐ নারীর ক্ষমতায়ণ Ⓑ সমাজকল্যাণ Ⓒ দারিদ্র দূরীকরণ Ⓓ সৃষ্টিশীল অর্থনীতি **Ans Ⓓ**

03. অধ্যাপক আনিসুজ্জামান কোন সনে ভারত সরকারের *পদ্মভূষণ* উপাধিতে সম্মানিত হন?
Ⓐ ২০১১ Ⓑ ২০১২ Ⓒ ২০১৩ Ⓓ ২০১৪ **Ans Ⓓ**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

বাংলাদেশ ৩৫তম অধ্যায়

বাংলাদেশের খেলাধুলা অঙ্গন

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (National Sports Council) গঠিত হয় - ১৯৭২ সালে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সভাপতি ক্রীড়ামন্ত্রী।
- বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৪ এপ্রিল ১৯৮৬ (সাভারে জিরানিতে)।
- বাংলাদেশের জাতীয় খেলা - কাবাডি/ হা-ডু-ডু।
- বাংলাদেশ বিশ্ব অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সদস্যপদ লাভ করে - ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮০।
- বাংলাদেশ বিশ্ব অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করে আসছে - ১৯৮৪ সাল থেকে। লস এঞ্জেলসে অনুষ্ঠিত ২৩তম অলিম্পিক থেকে।
- সর্বশেষ জাপানের টোকিওতে অনুষ্ঠিত ৩২তম অলিম্পিক গেমসে বাংলাদেশ থেকে অংশগ্রহণ করে - ৬জন।
- টোকিও অলিম্পিকে অংশগ্রহণকারীরা হোলেন - আব্দুল্লাহ হেল বাকি (ইয়ার রাইফেল), জুনায়না আহমেদ ও আরিফুল ইসলাম (সাঁতার), রোমন সানা ও দিয়া সিদ্দিকি (আর্চারি) এবং জহির রায়হান (দৌড়বিদ)।
- টোকিও অলিম্পিকে বাংলাদেশের হয়ে পতাকা বহন করেন - আরিফুল ইসলাম।
- বর্তমানে বাংলাদেশের দ্রুততম মানব ও মানবী - ইমরানুল রহমান এবং শিরিন আকতার।
- বাংলাদেশের খেলাধুলা নিয়ন্ত্রণ করে - যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।
- বাংলাদেশ কমনওয়েলথ গেমসে প্রথম অংশগ্রহণ করে - ১৯৭৮ সালে।
- বাংলাদেশ এশিয়ান গেমসে প্রথম অংশ গ্রহণ করে - ১৯৭৮ সালে।

ফুটবল

- ফুটবল খেলার জন্ম - চীনে।
- আন্তর্জাতিক ফুটবল মাঠের দৈর্ঘ্য - ১১০-১২০ গজ এবং প্রস্থ ৭০-৮০ গজ।
- বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) গঠিত হয় - ১৫ জুলাই ১৯৭২।
- বাফুফের প্রথম এবং বর্তমান সভাপতি - প্রথম সভাপতি শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিষয়ক তৎকালীন মন্ত্রী অধ্যাপক ইউসুফ আলী এবং বর্তমান সভাপতি তাবিথ আউয়াল।।
- স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল গঠন করা হয় - ১৯৭১ সালে (পৃথিবীর ইতিহাসে যুদ্ধকালীন প্রথম ফুটবল দল)। ৩৪ জন খেলোয়াড়সহ মোট ৩৬ জন সদস্য নিয়ে গঠিত এই ফুটবল দলের অধিনায়ক ছিলেন জাকারিয়া পিন্টু। এই দলের প্রথম কোচ হিসেবে ছিলেন ননী বসাক।
- বাংলাদেশ প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবলের বাছাইপর্বে অংশগ্রহণ করে - ১৯৮৬ সালে।
- প্রথম জাতীয় ফুটবল লিগে চ্যাম্পিয়ন হয় - ঢাকা আবাহনী।
- সাফ গেমসে বাংলাদেশ ফুটবল দল এ পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ হয় - একবার চ্যাম্পিয়ন ও চারবার রানার্সআপ। চ্যাম্পিয়ন হয় অষ্টম সাফ গেমসে।
- বাংলাদেশের ফুটবলে ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় - জাদুকর সামাদ।

ক্রিকেট

- বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড/Bangladesh Cricket Board (বিসিবি) গঠিত হয় - ১৯৭৩ সালে। বিসিসি'র সদর দপ্তর অবস্থিত ঢাকায়।
- বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এর পূর্বনাম - বাংলাদেশ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিবি)।
- বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের প্রথম এবং বর্তমান সভাপতি - প্রথম সভাপতি মো. ইউসুফ আলী এবং বর্তমান সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল।
- বাংলাদেশ এশিয়া কাপে রানার্সআপ হয়- ৩ বার।
- বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)'র সহযোগী সদস্যপদ লাভ করে - ২৬ জুলাই ১৯৭৭।
- বাংলাদেশ প্রথম আইসিসি ট্রফিতে অংশ নেয় - ১৯৭৯ সালে। ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত এই আয়োজনে বাংলাদেশ ফিজি এবং মালয়েশিয়ার বিপক্ষে জয়লাভ করে।
- দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত ১৩তম 'অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০২০'-এ প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয় - বাংলাদেশ (রানার্সআপ ভারত)।

টেস্ট ক্রিকেট

- বাংলাদেশ 'টেস্ট স্ট্যাটাস' লাভ করে - ২৬ জুন ২০০০।
- বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল টেস্ট স্ট্যাটাস লাভ করে - ১ এপ্রিল ২০২১।
- বাংলাদেশ বিশ্বের - দশম টেস্ট খেলুড়ে দেশ।
- বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের অভিষেক টেস্ট অনুষ্ঠিত হয় - ১০ থেকে ১৪ নভেম্বর ২০০০; ঢাকার বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে ভারতের বিপক্ষে।
- অভিষেক টেস্টে বাংলাদেশের পক্ষে শত রান করেন - আমিনুল ইসলাম বুলবুল (১৪৫ রান)।
- বাংলাদেশ প্রথম টেস্ট সিরিজে জয়লাভ করে - ২০০৫ সালে। ৩৫তম টেস্ট ম্যাচে জিম্বাবুয়েকে ২২৬ রানে হারিয়ে।
- টেস্টে বাংলাদেশের সর্বনিম্ন রান - ৪৩ (ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ২০১৮ সালে)।
- টেস্টে ম্যাচের এক ইনিংসে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রান - ৬৩৮ রান। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ২০১৩ সালে।
- টেস্টে এক ইনিংসে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক - মুশফিকুর রহিম, (জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ২১৯*)।
- টেস্টে ৩টি ডবল সেঞ্চুরি করা একমাত্র বাংলাদেশি- মুশফিকুর রহিম।
- টেস্ট র‍্যাংকিং এ বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান - ৯ম।

টি-২০ ক্রিকেট

- বাংলাদেশ প্রথম টি-২০ ম্যাচ খেলে- জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ২০০৬ সালে। (প্রথম জয়ও)।
- টি-২০ ক্রিকেটে বাংলাদেশের প্রথম সেঞ্চুরিয়ান - তামিম ইকবাল (ওমানের বিপক্ষে)।
- বাংলাদেশ আই.সি.সি টি-২০ বিশ্বকাপ আসরে প্রথম খেলে - ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে (২০০৭ সালে; প্রথম জয়লাভ করে)।
- টি-২০ তে বাংলাদেশের সেরা বোলিং ফিগার-৫/২০ ওয়েস্ট ইন্ডিজ (সাকিব আল হাসান)
- টি -২০ ক্রিকেটে বাংলাদেশের প্রথম man of the match হন - মাশরাফি বিন মর্তুজা।
- টি-২০ তে বাংলাদেশের প্রথম অধিনায়ক - শাহরিয়ার নাফিস।
- বিশ্বকাপে টি-২০ ক্রিকেটে প্রথম অধিনায়ক - মো. আশরাফুল।
- টি-২০ বিশ্বকাপে বাংলাদেশের প্রথম জয় - ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে।
- ২০১৪ সালে টি-২০ বিশ্বকাপ ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হয় - বাংলাদেশে।
- টি-২০ ক্রিকেটে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান - ১০ম।

ওয়ানডে ক্রিকেট

- প্রথম ওয়ানডে ক্রিকেট শুরু হয় - ১৯৭১ সালে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের মধ্যে।
- বাংলাদেশ প্রথম ওয়ানডে ম্যাচ খেলে - ৩১ মার্চ ১৯৮৬ (পাকিস্তানের বিপক্ষে)।
- বাংলাদেশ ওয়ানডে ক্রিকেট দলের প্রথম অধিনায়ক ছিলেন - গাজী আশরাফ হোসেন লিপু।
- বাংলাদেশ মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ আইসিসি ট্রফিতে কেনিয়াকে পরাজিত করে আইসিসি ট্রফি লাভ করে এবং একই সাথে ১৯৯৯ সালের বিশ্বকাপ ক্রিকেটের জন্য মনোনীত হয় - ১৩ এপ্রিল ১৯৯৭। উল্লেখ্য, আইসিসি ট্রফি অনুষ্ঠিত হয় নন-ওয়ানডে স্ট্যাটাস প্রাপ্ত দেশের মধ্যে বিশ্বকাপে মনোনীত হওয়ার জন্য।
- বাংলাদেশ 'ওয়ানডে স্ট্যাটাস' লাভ করে - ১৫ জুন ১৯৯৭।
- বাংলাদেশ মহিলা ক্রিকেট দল ওয়ানডে স্ট্যাটাস লাভ করে - ২৪ নভেম্বর ২০১১।
- একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশ প্রথম পরাজিত করে - কেনিয়াকে (১৯৯৮ সালে)।
- বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশের অভিষেক হয় - ১৯৯৯ সালে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ৭ম বিশ্বকাপ ক্রিকেটে।
- বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশ জাতীয় দলের প্রথম অধিনায়ক - আমিনুল ইসলাম বুলবুল।
- বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশ প্রথম ম্যাচ খেলে - নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে (১৭ মে ১৯৯৯)।

CamScanner

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. জানুয়ারি ২০২২-এ অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড টেস্ট সিরিজে সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রহকারী বাংলাদেশি ক্রিকেটারের নাম .....
Ⓐ সাকিব আল হাসান Ⓑ তাসকিন আহমেদ
Ⓒ তাইজুল ইসলাম Ⓓ এবাদত হোসেইন
Ans Ⓓ

02. বাংলাদেশ জাতীয় নারী ক্রিকেট দল কবে টেস্ট মর্যাদা লাভ করে?
Ⓐ ১ এপ্রিল ২০২১ Ⓑ ১০ এপ্রিল ২০২১
Ⓒ ২০ এপ্রিল ২০২১ Ⓓ ৩০ এপ্রিল ২০২১
Ans Ⓐ

03. সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক টি-২০ প্রতিযোগিতায় যে কয়টি সিরিজে বাংলাদেশ জয়লাভ করেছে-
Ⓐ ২টি Ⓑ ৭টি
Ⓒ ৮টি Ⓓ ১৩টি
Ans Ⓓ

04. ২০২০ সালের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ বিজয়ী বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের অধিনায়ক কে ছিলেন?
Ⓐ আকবর আলী Ⓑ শামীম হোসেন
Ⓒ শরীফুল ইসলাম Ⓓ তৌহিদ হৃদয়
Ans Ⓐ

05. টোকিও অলিম্পিক গেমস ২০২০ এর কোন ইভেন্টে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো দ্বিতীয় পর্বে পৌঁছে?
Ⓐ সাঁতার Ⓑ ধনুর্বিদ্যা
Ⓒ শ্যুটিং Ⓓ অ্যাথলেটিকস্
Ans Ⓑ

06. সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কোন প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের রোমান সানা স্বর্ণপদক জিতেছেন?
Ⓐ আর্চারি ওয়ার্ল্ড কাপ Ⓑ আর্চারি অলিম্পিক
Ⓒ এশিয়া কাপ আর্চারি Ⓓ বিশ্ব অলিম্পিক
Ans Ⓒ

07. টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে উইকেটরক্ষক হিসেবে কে প্রথমবার দুটি দ্বিশতক করেছেন?
Ⓐ লিটন দাস Ⓑ খালেদ মাসুদ
Ⓒ মুশফিকুর রহিম Ⓓ ইমরুল কায়েস
Ans Ⓒ

08. টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের পক্ষে প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি কে করেন?
Ⓐ মোহাম্মদ আশরাফুল Ⓑ মমিনুল হক
Ⓒ তামিম ইকবাল Ⓓ মুশফিকুর রহিম
Ans Ⓓ

09. কাটার মাস্টার খ্যাত ক্রিকেটার মুস্তাফিজুর রহমান তাঁর অভিষেক একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সিরিজে মোট কতটি উইকেট সংগ্রহ করেন?
Ⓐ ১১ উইকেট Ⓑ ৯ উইকেট
Ⓒ ১০ উইকেট Ⓓ ১৩ উইকেট
Ans Ⓓ

10. কোন বাংলাদেশি প্রথমবারের মতো ২০১৬ রিও অলিম্পিকে সরাসরি খেলার গৌরব অর্জন করেন?
Ⓐ শ্যামল রায় Ⓑ মেজবাহ্ আহমেদ
Ⓒ আব্দুল্লাহ্ হেল বাকি Ⓓ ছিদ্দিকুর রহমান
Ans Ⓓ

বাংলাদেশ ৩৬তম অধ্যায় — বিবিধ প্রসঙ্গ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- 'বাংলা মুদ্রাক্ষরের' জনক - চার্লস উইলকিনস।
- বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার ২৬টি গ্রামে গাঁজা উৎপাদনের জন্য পরিচিত - গোল্ডেন ভিলেজ নামে।
- অবিভক্ত বাংলার প্রথম ঘোষিত জেলার নাম - যশোর (১৭৮১ সাল)।
- অমর্ত্য সেনের জন্মস্থান - মানিকগঞ্জ, বাংলাদেশ।
- বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারি চাকুরিতে অবসর গ্রহণের সময় - ৫৯ বছর।
- সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের অবসর গ্রহণের সময় - ৬৭ বছর।
- বাংলাদেশে প্রথম বৃদ্ধদের আশ্রয়ের জন্য 'শান্তিনিবাস' স্থাপন করা হয় - ফরিদপুর।
- রবীন্দ্রনাথের যে কাব্যটিকে অনুবিশ্ব বলা হয় - মানসী।
- 'মিনি বাংলাদেশ' স্থাপন করা হয় - সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।
- স্বাধীনতার পর প্রথম ডাকটিকিটে যে ছবি ছিল - শহিদ মিনার।
- পাঁচবিবির মাজার অবস্থিত - সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।
- গ্রামীণ মানুষের কল্যাণে সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত কর্মসূচির নাম- আর এস এস।
- বাংলাদেশে বয়স্ক ভাতা চালু হয় - ১৯৯৮ সালে।
- 'মঙ্গা' দেখা দেয় - ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক মাস।
- 'সব কটি জানালা খুলে দাও না' গানটির সুরকার - আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল।
- ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা শুরু হয় - ১৯৯৫ সাল থেকে।
- "মোদের গরব, মোদের আশা, আ-মরি বাংলা ভাষা" রচয়িতা - অতুলপ্রসাদ সেন।
- 'গণলাইন' - শান্তিবাহিনীর গোয়েন্দা সংস্থা।
- ব্লাক ডগ - পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী গেরিলা সংগঠন।
- বিতর্কিত গ্রন্থ 'পাক সার জমিন সাদ বাদ' এর লেখক - ড. হুমায়ুন আজাদ।
- ড. মুহম্মদ ইউনূসের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থটির নাম - দারিদ্র্যহীন বিশ্বের অভিমুখে।
- ডেমোক্রেসি ওয়াচ - বাংলাদেশের একটি বেসরকারি নির্বাচন জরিপকারী সংস্থা।
- আধুনিক কবি শামসুর রাহমানকে কবিশ্রেষ্ঠ উপাধি দেয় - রাইটার্স ক্লাব।
- রবীন্দ্রনাথের যে উপন্যাসটি 'এপিক উপন্যাস' বলে পরিচিত - গোরা।
- বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯১১ সালে।
- 'ওয়ারপো' - জাতীয় পানি পরিকল্পনা সংস্থা।
- একজন ব্যক্তি সংসদের সর্বোচ্চ- ৩টি আসনে প্রার্থী হতে পারে।
- রবীন্দ্রনাথকে প্রথম 'গুরুদেব' সম্মানে সম্মানিত করেন - মহাত্মা গান্ধী।
- 'বর্গি' নামে পরিচিত ছিল - মারাঠারা।
- বাংলাদেশের যে কয়জন 'গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ড' এ স্থান পেয়েছে - ব্রজেন দাস, জোবায়রা রহমান নীলু, টমি মিয়া, মমতাজ, কাজী আব্দুল আলীম, আব্দুল হালিম।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. মানবসম্পদ উন্নয়নের অন্যতম উপাদান হলে .....
Ⓐ পরিবেশ উন্নয়ন Ⓑ বাজার সৃষ্টি
Ⓒ চাহিদা সৃষ্টি Ⓓ জনশক্তি আমদানি
Ans Ⓐ

02. জরুরি সেবা-নম্বর '১০৫' এ ফোন করলে যে সেবা পাওয়া যায়–
Ⓐ অ্যাম্বুলেন্স Ⓑ কোভিড-১৯ টিকা
Ⓒ অগ্নি-নির্বাপন Ⓓ জাতীয় পরিচয়পত্র
Ans Ⓓ

03. বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের হেল্পলাইন হলো -
Ⓐ ১০৯ Ⓑ ১০৩
Ⓒ ৯৯৯ Ⓓ ৩৩৩
Ans Ⓐ

04. 'জাতীয় যুবনীতি ২০১৭' অনুসারে যুবাদের বয়সসীমা কত বছর?
Ⓐ ১২-২৪ Ⓑ ১৫-২৫
Ⓒ ১৮-৩৫ Ⓓ ২০-৩৮
Ans Ⓒ

05. মানবাধিকার যে ধরনের অধিকার–
Ⓐ প্রাকৃতিক Ⓑ রাজনৈতিক
Ⓒ সামাজিক Ⓓ অর্থনৈতিক
Ans Ⓐ

CS CamScanner

সাধারণ জ্ঞান (আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি)

আন্তর্জাতিক
১ম অধ্যায়

এশিয়া মহাদেশ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- আয়তন ও জনসংখ্যায় বিশ্বের বৃহত্তম মহাদেশ - এশিয়া।
- এশিয়া মহাদেশের আয়তন - ৪,৪৫,৭৯,০০০ বর্গকিলোমিটার বা ১,৭২,১২,০৪৮ বর্গমাইল (প্রায়)।
- এশিয়া মহাদেশে স্বাধীন দেশের সংখ্যা - ৪৪টি।
- এশিয়ার সর্বশেষ স্বাধীনতা লাভকারী রাষ্ট্রের নাম - পূর্ব তিমুর (স্বাধীনতা লাভ করে ২০ মে ২০০২)।
- আয়তনে এশিয়ার বৃহত্তম দেশ - চীন।
- চীনের মোট আয়তন - ৯৫,৯৬,৯৬০ বর্গ কি.মি.।
- জনসংখ্যায় এশিয়ার বৃহত্তম দেশ - ভারত।
- জনসংখ্যায় ও আয়তনে এশিয়ার ক্ষুদ্রতম দেশ - মালদ্বীপ (জনসংখ্যা ৫ লাখ)।
- মালদ্বীপের মোট আয়তন - ২৯৮ বর্গকিলোমিটার/ ১১৬ বর্গমাইল প্রায়।
- সাংবিধানিকভাবে এশিয়ার একমাত্র বৌদ্ধ রাষ্ট্র - শ্রীলঙ্কা।
- এশিয়ার অপহরণের নগরী বলা হয় - ফিলিপাইনের ম্যানিলাকে।
- এশিয়ার কোন দেশের অধিকাংশ মানুষই যাযাবর - মঙ্গোলিয়ার।
- এশিয়া তথা বিশ্বের একমাত্র ইহুদি রাষ্ট্র - ইসরায়েল। ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়।
- এশিয়ার সর্বাপেক্ষা খরস্রোতা নদী - সালউইন নদী (চীন, থাইল্যান্ড এবং মিয়ানমারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত)।
- এশিয়ার খ্রিস্টান অধ্যুষিত রাষ্ট্র - ফিলিপাইন ও পূর্ব তিমুর।
- এশিয়ার সর্বপূর্বের বিন্দু - কেপ ডেজনেভ (রাশিয়া)।
- এশিয়ার সর্বপশ্চিমের বিন্দু - বেবা অন্তরীপ (তুরস্ক)।
- এশিয়ার সর্বউত্তরের বিন্দু - চেলিউসকিন অন্তরীপ (রাশিয়া)।
- এশিয়ার সর্বদক্ষিণের বিন্দু - পিয়ায়ি অন্তরীপ (মালয়েশিয়া)।
- এশিয়ার সর্বনিম্ন বিন্দু বা স্থান - ডেড সি। ইসরায়েল ও জর্ডান সীমান্তে অবস্থিত (গভীরতা ৩০৪ মিটার)।
- এশিয়া তথা পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ - মাউন্ট এভারেস্ট (উচ্চতা ৮৮৪৮.৮৬ মিটার/২৯০২৯ ফুট)।
- আয়তনে মধ্য এশিয়ার সর্ববৃহৎ মুসলিম প্রজাতন্ত্র - কাজাখস্তান।
- এশিয়া মহাদেশের বৃহত্তম দ্বীপ - বোর্নিও (ইন্দোনেশিয়া)।
- এশিয়া মহাদেশের বৃহত্তম উপদ্বীপ - আরব উপদ্বীপ।
- এশিয়ার বৃহত্তম সাগর - দক্ষিণ চীন সাগর।
- এশিয়ার বৃহত্তম মরুভূমি - গোবি মরুভূমি (মঙ্গোলিয়া-চীন)।
- এশিয়া তথা বিশ্বের বৃহত্তম টাইডাল বন - সুন্দরবন।
- এশিয়া তথা বিশ্বের বৃহত্তম লবণ হ্রদ - কাস্পিয়ান সাগর। এটি ইরান; তুর্কমেনিস্তান, কাজাখস্তান, আজারবাইজান ও রাশিয়া সীমান্তে অবস্থিত।
- এশিয়া তথা বিশ্বের গভীরতম হ্রদ - বৈকাল হ্রদ (গভীরতা ১৬৪২ মিটার)।
- এশিয়াকে উত্তর আমেরিকা থেকে পৃথক করেছে - বেরিং প্রণালি।
- এশিয়াকে ইউরোপ থেকে পৃথক করেছে - বসফরাস প্রণালি।
- এশিয়াকে আফ্রিকা থেকে পৃথক করেছে - বাব-এল-মান্দেব প্রণালি।
- এশিয়ার যে দেশটিতে আত্মহত্যার হার সবচেয়ে বেশি - কাজাখস্তান (দ্বিতীয় জাপান)।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. আংকরওয়াট কোন দেশে?
Ⓐ বলিভিয়া Ⓑ কম্বোডিয়া Ⓒ থাইল্যান্ড Ⓓ লাওস Ans (B)

03. Great Leap Forward ইতিহাসের এই অতি সমালোচিত কর্মনীতির প্রবক্তা হচ্ছেন-
Ⓐ দেং শিয়াও পিং Ⓑ মাও সে তুং Ⓒ হু জিনতাও Ⓓ চৌ এন লাই Ans (B)

04. ভারতের নতুন রাজ্য তেলেঙ্গানা প্রাক্তন কোন রাজ্যের অন্তর্গত ছিল-
Ⓐ মধ্যপ্রদেশ Ⓑ অন্ধ্র প্রদেশ Ⓒ ছত্তিশগড় Ⓓ কর্ণাটক Ans (B)

05. ভারতে টেলিগ্রাফ কত বছর চালু ছিল?
Ⓐ ১৪৫ বছর Ⓑ ১৫০ বছর Ⓒ ১৫৫ বছর Ⓓ ১৬২ বছর Ans (D)

06. বর্তমানে সবচেয়ে বেশি চলচ্চিত্র তৈরি হচ্ছে—
Ⓐ চীনে Ⓑ জাপানে Ⓒ ভারতে Ⓓ যুক্তরাষ্ট্রে Ans (C)

08. কয়টি দেশের সাথে আফগানিস্তানের অভিন্ন সীমান্ত আছে?
Ⓐ ৪ Ⓑ ৫ Ⓒ ৭ Ⓓ ৬ Ans (D)

09. ইয়াসির আরাফাতকে কোথায় সমাধিস্থ করা হয়?
Ⓐ জেরুজালেম Ⓑ জেরিকো Ⓒ রামাল্লা Ⓓ গাজা Ans (C)

10. ভারতীয় কাশ্মীরের কোন অংশে বৌদ্ধরা সংখ্যাগরিষ্ঠ?
Ⓐ লাদাখ Ⓑ জম্মু Ⓒ শ্রীনগর Ⓓ আকসাই চিন Ans (A)

11. কোন দেশে Gross National Product (GNP) এর পরিবর্তন Gross National Happiness (GNH) ব্যবহার করা হয়?
Ⓐ শ্রীলংকা Ⓑ ভুটান Ⓒ কম্বোডিয়া Ⓓ ভিয়েতনাম Ans (B)

12. বান্দা আচেহ্ কোথায় অবস্থিত?
Ⓐ মালয়েশিয়া Ⓑ ইন্দোনেশিয়া Ⓒ ভিয়েতনাম Ⓓ থাইল্যান্ড Ans (B)

13. আন্না হাজারে কেন অনশন ধর্মঘট করেছেন?
Ⓐ দুর্ভিক্ষ মোচন Ⓑ সুশাসন প্রতিষ্ঠা
Ⓒ দুর্নীতি দমন Ⓓ গণতন্ত্র রক্ষা Ans (C)

14. নিচের কোন রাষ্ট্র সর্বাধিক রাষ্ট্রের সাথে সীমানাযুক্ত?
Ⓐ ভারত Ⓑ চীন Ⓒ মায়ানমার Ⓓ বাংলাদেশ Ans (B)

15. 'সুনামি' শব্দটি কোন ভাষা থেকে নেয়া?
Ⓐ বাংলা Ⓑ জাপানি Ⓒ ইন্দোনেশীয় Ⓓ চাইনিজ Ans (B)

16. পূর্ব তিমুর কোন দেশ থেকে আলাদা হয়েছে?
Ⓐ ইন্দোনেশিয়া Ⓑ অস্ট্রেলিয়া Ⓒ চীন Ⓓ থাইল্যান্ড Ans (A)

17. গণপ্রজাতন্ত্রী চীন এ-বছর স্বাধীনতা বার্ষিকী পালন করছে-
Ⓐ ৫৩তম Ⓑ ৫৫তম Ⓒ ৬০তম Ⓓ ৫২তম Ans (C)

18. ভারতে মুদ্রণ শিল্পের সূচনা হয় কোন আমলে?
Ⓐ সুলতানি Ⓑ মুঘল Ⓒ বৌদ্ধ Ⓓ ব্রিটিশ Ans (B)

19. গোলান মালভূমি কোন দুই দেশের মধ্যে সংঘাতের কারণ?
Ⓐ মিসর ও ইসরায়েল Ⓑ সিরিয়া ও ইসরায়েল
Ⓒ জর্ডান ও ইসরায়েল Ⓓ রাশিয়া ও জর্জিয়া Ans (B)

20. 'বেলফোর ঘোষণা' কোন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সম্পর্কিত?
Ⓐ পাকিস্তান Ⓑ কসোভো Ⓒ ইসরায়েল Ⓓ কিউবা Ans (C)

21. কোনটিকে ইউরেশিয়ান রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়?
Ⓐ জাপান Ⓑ সৌদি আরব Ⓒ তুরস্ক Ⓓ ওমান Ans (C)

22. জাপানের সবচেয়ে বড় দ্বীপ—
Ⓐ হোক্কাইডো Ⓑ কিয়ুসু Ⓒ হনসু Ⓓ সিকবু Ans (C)

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

আন্তর্জাতিক ২য় অধ্যায়

আফ্রিকা মহাদেশ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- 'বৃহদাকার চিড়িয়াখানা' ও 'অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ' বলা হয় - আফ্রিকা মহাদেশকে।
- আফ্রিকার সবচেয়ে কম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ - নামিবিয়া।
- আফ্রিকার সবচেয়ে বেশি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ - মরিশাস।
- আফ্রিকার উষ্ণতম স্থান - আজিজিয়া (লিবিয়া)।
- আফ্রিকা/পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী - নীলনদ (দৈর্ঘ্য ৬,৬৫০ কিলোমিটার)।
- আফ্রিকা তথা বিশ্বের সবচেয়ে কম মাথাপিছু আয়ের দেশ - মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র।
- আফ্রিকার সর্ব পূর্বের বিন্দু - রাস হাফুন (সোমালিয়া)।
- আফ্রিকার সর্ব পশ্চিমের বিন্দু - পয়েন্টি ডেন আলমাডিস, কেপভার্দে (সেনেগাল)।
- আফ্রিকার সর্ব উত্তরের বিন্দু - রাসবেন সাক্কা (তিউনিসিয়া)।
- আফ্রিকার সর্ব দক্ষিণের বিন্দু - অ্যাগুলাস অন্তরীপ (দক্ষিণ আফ্রিকা)।
- আফ্রিকার সর্বনিম্ন স্থান - লেক আসাই (জিবুতি)।
- আফ্রিকা মহাদেশের সর্বোচ্চ বিন্দু - কিলিমাঞ্জারো, তানজানিয়াতে অবস্থিত এবং উচ্চতা ৫,৮৯৫ মিটার।
- আফ্রিকার প্রধান সোনা উত্তোলনকারী দেশ - দক্ষিণ আফ্রিকা।
- সাভানা হলো - কেনিয়া, সুদান, তানজানিয়া ও জিম্বাবুয়ের মধ্যকার সুবিস্তৃত তৃণভূমি।
- আফ্রিকার বৃহত্তম হ্রদ - ভিক্টোরিয়া হ্রদ (৬৯,৫০০ বর্গ কিলোমিটার)।
- 'Horns of Africa'র দেশ বলা হয় - ইথিওপিয়া, সোমালিয়া, ইরিত্রিয়া ও জিবুতিকে।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

1. আফ্রিকার সাব-সাহারা অঞ্চল অন্য কী নামে পরিচিত?
Ⓐ হাভানা Ⓑ সাভানা Ⓒ সাহেল Ⓓ প্রেইরি **Ans Ⓒ**
2. নিম্নলিখিত কোন স্থানটি গাদ্দাফি-বিরোধী আন্দোলনের জন্য বিখ্যাত হয়েছিল?
Ⓐ বু স্কয়ার Ⓑ রাসেল স্কয়ার Ⓒ গ্রিন স্কয়ার Ⓓ তাহরির স্কয়ার **Ans Ⓒ**
3. মুয়াম্মার গাদ্দাফি কত বছর লিবিয়া শাসন করেন?
Ⓐ ৪৫ Ⓑ ২৬ Ⓒ ৩৪ Ⓓ ৪২ **Ans Ⓓ**
4. মিশরের প্রেসিডেন্ট হোসনি মুবারক ক্ষমতা থেকে ইস্তফা দেন-
Ⓐ ফেব্রুয়ারি ৭, ২০১১ Ⓑ ফেব্রুয়ারি ৯, ২০১১ Ⓒ ফেব্রুয়ারি ১১, ২০১১ Ⓓ ফেব্রুয়ারি ১৪, ২০১১ **Ans Ⓒ**
5. আফ্রিকার শিং কোথায় অবস্থিত?
Ⓐ উত্তরপূর্ব আফ্রিকা Ⓑ দক্ষিণপূর্ব আফ্রিকা Ⓒ পূর্ব আফ্রিকা Ⓓ দক্ষিণ আফ্রিকা **Ans Ⓒ**
6. দারফুর সংকটের সঙ্গে জড়িত-
Ⓐ জাতিগোষ্ঠী নির্মূলকরণ Ⓑ পরিবেশ দূষণ Ⓒ ভৌগোলিক সীমানা Ⓓ বাজারে প্রবেশ **Ans Ⓐ**
7. আফ্রিকা মহাদেশের কোন অঞ্চলে সেনেগাল অবস্থিত?
Ⓐ পশ্চিম Ⓑ দক্ষিণ Ⓒ উত্তর Ⓓ পূর্ব **Ans Ⓐ**
8. সুদান বর্তমানে যে বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের চাপের মধ্যে রয়েছে-
Ⓐ আণবিক অস্ত্র কর্মসূচি Ⓑ সামরিক শাসন Ⓒ দারফুর সংকট Ⓓ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীদের সঙ্গে যোগসূত্র **Ans Ⓒ**
9. দক্ষিণ আফ্রিকার শেষ শ্বেতাঙ্গ প্রেসিডেন্ট-
Ⓐ ডি. ক্লার্ক Ⓑ পিটার বোথা Ⓒ ড. মালান Ⓓ ফরস্টার **Ans Ⓐ**
10. 'বর্ণবাদী নীতি' কোথায় প্রচলিত ছিল?
Ⓐ দক্ষিণ আফ্রিকা Ⓑ রুয়ান্ডা Ⓒ জিম্বাবুয়ে Ⓓ পাপুয়া নিউগিনি **Ans Ⓐ**
11. নিচের কোন দেশটি আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্গত নয়?
Ⓐ লাইবেরিয়া Ⓑ মিসর Ⓒ গায়ানা Ⓓ কঙ্গো **Ans Ⓒ**
12. হর্ন অব আফ্রিকা কোন দেশে অবস্থিত?
Ⓐ ইথিওপিয়া Ⓑ নাইজেরিয়া Ⓒ কেনিয়া Ⓓ সুদান **Ans Ⓐ**
13. ফারাহ আইদিদ কোন দেশের নেতা ছিলেন?
Ⓐ উগান্ডা Ⓑ সোমালিয়া Ⓒ ইথিওপিয়া Ⓓ সেনেগাল **Ans Ⓑ**

আন্তর্জাতিক ৩য় অধ্যায়

ইউরোপ মহাদেশ

- ইউরোপ মহাদেশের মোট আয়তন - ১ কোটি ১ লক্ষ ৮০ হাজার বর্গ কিমি (প্রায়)।
- স্বাধীন দেশ - ৪৮টি।
- ইউরোপের প্রবেশদ্বার - অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা।
- ইউরোপের বৃহত্তম দ্বীপ - গ্রেট ব্রিটেন।
- ইউরোপের বৃহত্তম উপদ্বীপ - স্ক্যান্ডিনেভিয়ান উপদ্বীপ।
- ইউরোপের বৃহত্তম সুড়ঙ্গ পথ - ইউরো ট্যানেল।
- দীর্ঘতম পর্বতশ্রেণি - আল্পস পর্বতমালা।
- ইউরোপের ক্রীড়াভূমি - সুইজারল্যান্ড।
- ইউরোপের সর্বপূর্বের বিন্দু - ফ্লিসিংস্কাই অন্তরীপ (রাশিয়া)।
- ইউরোপের সর্ব উত্তরের বিন্দু - ফ্লিগেলি অন্তরীপ (রাশিয়া)।
- ইউরোপের সর্ব দক্ষিণের বিন্দু - গেভদোস (গ্রিস)।
- ইউরোপের সর্ব পশ্চিমের বিন্দু - মনচিক আইলেট (পর্তুগাল)।
- ইউরোপের সর্বনিম্ন বিন্দু - ক্যাস্পিয়ান সাগর।
- ইউরোপের সর্বোচ্চ বিন্দু - মাউন্ট এলব্রাস।
- শিক্ষার হার সবচেয়ে বেশি - ইউরোপে।
- সর্বশেষ স্বাধীন দেশ - কসোভো (১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৮)।
- সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ ও কম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ যথাক্রমে - মোনাকো ও আইসল্যান্ড।
- ইউরোপ তথা পৃথিবীর বৃহত্তম সমভূমির নাম - মধ্য ইউরোপের বিস্তীর্ণ সমভূমি।
- ফ্রান্স ও স্পেনের সীমান্তে অবস্থিত পর্বতের নাম - পিরেনিজ পর্বত।
- বৃহত্তম হ্রদ - লাডোগা হ্রদ (রাশিয়ায় অবস্থিত)।
- ইউরোপের ককপিট/রণক্ষেত্র/যুদ্ধক্ষেত্র বলা হয় - বেলজিয়ামকে।
- ইউরোপের জুতা আকৃতির দেশ - ইতালি (ইউরোপের বুট নামে খ্যাত)।
- ইউরোপকে এশিয়া থেকে পৃথক করেছে - ক্যাস্পিয়ান সাগর।
- Birth Place of Wine বলা হয় - জর্জিয়াকে।
- খ্রিস্ট ধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণাকারী বিশ্বের সর্বপ্রথম দেশ - আর্মেনিয়া (৩০১ খ্রি.)।
- ইউরোপে মুসলিম রাষ্ট্র - তুরস্ক, আলবেনিয়া ও কসোভো।
- বৃহত্তম সাগর - ভূমধ্যসাগর (আয়তন ২৯,৬৫,৫৩৮ বর্গকিলোমিটার)।
- বিখ্যাত আগ্নেয়গিরি - ইতালির ভিসুভিয়াস (সক্রিয় আগ্নেয়গিরি)।
- কাতালন ভাষা প্রচলিত - অ্যান্ডোরা ও স্পেনে।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

02. ব্রিটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য?
Ⓐ গ্রীন পার্টি Ⓑ ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টি Ⓒ ইংলিশ ন্যাশনাল পার্টি Ⓓ কনজারভেটিভ পার্টি **Ans Ⓓ**
04. রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন কোন রাজনৈতিক দলের নেতা?
Ⓐ লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি Ⓑ ইউনাইটেড রাশিয়া Ⓒ সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি Ⓓ কমিউনিস্ট পার্টি **Ans Ⓑ**
06. কোন বিখ্যাত নেতার মরদেহ এখনো সংরক্ষণ করা আছে?
Ⓐ কার্ল মার্ক্স Ⓑ উড্রো উইলসন Ⓒ হো চি মিন Ⓓ ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন **Ans Ⓓ**
07. স্পেনের কোন অঞ্চল স্বাধীনতার জন্য বর্তমানে আন্দোলন করছে?
Ⓐ তারাগোনা Ⓑ সেভিল Ⓒ কাতালোনিয়া Ⓓ জিরোনা **Ans Ⓒ**
09. 'স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব' কোন বিপ্লবের ভিত্তি ছিল?
Ⓐ চীন বিপ্লব Ⓑ মার্কিন বিপ্লব Ⓒ রুশ বিপ্লব Ⓓ ফরাসি বিপ্লব **Ans Ⓓ**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

10. গাজায় হামলার প্রতিবাদে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগকারী মুসলিম বংশোদ্ভূত নারী হচ্ছেন-
Ⓐ রুশনারা আলী Ⓑ সাইয়িদা ওয়ারসি
Ⓒ আসমা জাহাঙ্গীর Ⓓ আইরিন খান **Ans B**

11. ১৯৯৩ সনে 'ভেলভেট ডিভোর্স' এর ফলে কোন দুটি দেশের জন্ম হয়?
Ⓐ রাশিয়া ও জর্জিয়া Ⓑ চেক প্রজাতন্ত্র ও স্লোভাকিয়া
Ⓒ বসনিয়া ও সার্বিয়া Ⓓ টুভ্যালু ও নাউরু **Ans B**

12. কোন দেশে এ্যাডলফ হিটলার জন্মগ্রহণ করেন?
Ⓐ জার্মানি Ⓑ সুইজারল্যান্ড
Ⓒ অস্ট্রিয়া Ⓓ চেকোস্লোভাকিয়া **Ans C**

13. শেনঝেন কোন দেশের অংশ?
Ⓐ ফ্রান্স Ⓑ লুক্সেমবার্গ
Ⓒ বেলজিয়াম Ⓓ নেদারল্যান্ডস **Ans B**

14. স্যান্ডহার্স্ট হচ্ছে একটি–
Ⓐ নৌ একাডেমি Ⓑ সামরিক একাডেমি
Ⓒ বিমান একাডেমি Ⓓ মেরিন একাডেমি **Ans B**

15. ব্রিটেনের অর্থমন্ত্রীকে বলা হয়–
Ⓐ ট্রেজারি সেক্রেটারি Ⓑ ফিন্যান্স মিনিস্টার
Ⓒ ট্রেজারার Ⓓ চ্যান্সেলর অব এক্সচেকার **Ans D**

16. কোন দেশটির লিখিত সংবিধান নেই?
Ⓐ অস্ট্রেলিয়া Ⓑ যুক্তরাজ্য
Ⓒ সৌদি আরব Ⓓ ব্রাজিল **Ans B**

17. ফ্রান্সে নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ক্ষমতায় এসেছিলেন?
Ⓐ ১৭৮৯ Ⓑ ১৭৯৯
Ⓒ ১৮০২ Ⓓ ১৭৫৪ **Ans B**

আন্তর্জাতিক
৪র্থ অধ্যায়

উত্তর আমেরিকা মহাদেশ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- আয়তনে উত্তর আমেরিকা মহাদেশের বৃহত্তম দেশ - কানাডা (আয়তন ৯৯,৮৪,৬৭০ বর্গকিলোমিটার)।
- আয়তনে ও জনসংখ্যায় উত্তর আমেরিকা মহাদেশের ক্ষুদ্রতম দেশ - সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস।
- জনসংখ্যায় উত্তর আমেরিকা মহাদেশের বৃহত্তম দেশ - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
- উত্তর আমেরিকা মহাদেশের সবচেয়ে বেশি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ - বার্বাডোজ।
- উত্তর আমেরিকা মহাদেশের সবচেয়ে কম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ - কানাডা।
- উত্তর আমেরিকা মহাদেশের সর্ব পূর্বের বিন্দু - সেইন্ট চার্লস অন্তরীপ (কানাডা)।
- উত্তর আমেরিকা মহাদেশের সর্ব পশ্চিমের বিন্দু - প্রিন্স অব ওয়েলস অন্তরীপ (যুক্তরাষ্ট্র)।
- উত্তর আমেরিকা মহাদেশের সর্ব উত্তরের বিন্দু - মুর্চিসন প্রমোনটোরি উপদ্বীপ, নোনাভুত (কানাডা)।
- উত্তর আমেরিকা মহাদেশের সর্ব দক্ষিণের বিন্দু - পুন্টা ম্যারিয়াটো (পানামা)।
- উত্তর আমেরিকার সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ - মাউন্ট ম্যাককিনলি/মাউন্ট ডেনালি, আলাস্কা (উচ্চতা ৬,১৪৯ মিটার)।
- আমেরিকার সর্বনিম্ন বিন্দুর নাম - ব্যাডওয়াটার বেসিন, ডেথ ভ্যালি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (গভীরতা ৮৫.৯ মিটার)।
- উত্তর আমেরিকার দীর্ঘতম নদী - মিসিসিপি-মিসৌরি (দৈর্ঘ্য ৬,২৭৫ কিলোমিটার)।
- এককভাবে উত্তর আমেরিকার দীর্ঘতম নদী - ম্যাকেঞ্জি (দৈর্ঘ্য ৪,২৪১ কিলোমিটার)।
- আমেরিকা তথা পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপ - গ্রিনল্যান্ড (দ্বীপটি বর্তমানে ডেনমার্কের অধীনে রয়েছে)।
- উত্তর আমেরিকা তথা পৃথিবীর বৃহত্তম সুপেয় পানির হ্রদ - সুপিরিয়র হ্রদ।
- আমেরিকার প্রধান প্রধান পর্বতশ্রেণি - রকি ও অ্যাপালেশিয়ান পর্বতমালা।
- পশ্চিমের জিব্রাল্টার - কানাডার কুইবেক অঞ্চল।
- দূষণের শহর নামে পরিচিত - মেক্সিকো সিটি।
- 'মিশিগান, সুপিরিয়র, ইরি, হুরন ও অন্টারিও' হ্রদগুলো একত্রে পরিচিত আমেরিকান গ্রেট লেকস্ নামে।
- পৃথিবীর রুটির ঝুড়ি বলা হয় - উত্তর আমেরিকার প্রেইরি অঞ্চলকে।
- ইতালির নাবিক কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেন - ১৪৯২ সালে।
- উত্তর আমেরিকা অবস্থিত - পশ্চিম গোলার্ধে।
- উত্তর আমেরিকার গভীরতম গিরিখাত - গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন (গভীরতা ১,৮০০ মিটার)।
- উত্তর আমেরিকার বৃহত্তম উপদ্বীপ - ল্যাব্রাডর।
- উত্তর আমেরিকার বৃহত্তম পার্ক - কানাডার উড বাফেলো।
- উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা বিচ্ছিন্নকারী খালের নাম - পানামা খাল।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. কখন থেকে মার্কিন ডলার রিজার্ভ মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত হয়?
Ⓐ ১৯৩০ Ⓑ ১৯৪৪
Ⓒ ১৯৪৫ Ⓓ ১৯৫২ **Ans B**

03. যুক্তরাষ্ট্রের যে অঙ্গরাজ্যটি বর্তমানে স্বাধীনতা চায়-
Ⓐ নিউ ইয়র্ক Ⓑ আলাস্কা
Ⓒ ক্যালিফোর্নিয়া Ⓓ ফ্লোরিডা **Ans C**

04. যুক্তরাষ্ট্রের ইলেক্টোরাল ভোটের সংখ্যা-
Ⓐ ৫৩৮ Ⓑ ৫৪০ Ⓒ ৫২৫ Ⓓ ৫০০ **Ans A**

05. যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচনী কলেজের ভোট সংখ্যা-
Ⓐ ৫২০ Ⓑ ৫৩৮
Ⓒ ৫৭০ Ⓓ ৫২৯ **Ans B**

07. মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন বিখ্যাত হয়েছিলেন কেন?
Ⓐ স্ট্যাচু অব লিবার্টি বক্তৃতা Ⓑ ১৪ দফা ঘোষণা
Ⓒ অ-হস্তক্ষেপ তত্ত্ব Ⓓ কোনটি নয় **Ans B**

08. 'ব্ল্যাক মানডে' কীসের সঙ্গে সম্পর্কিত?
Ⓐ রাজনীতি Ⓑ স্টক মার্কেট
Ⓒ পরিবেশ Ⓓ সন্ত্রাসবাদ **Ans B**

09. আবু গারিব হচ্ছে-
Ⓐ একটি জেলখানা Ⓑ একজন বিখ্যাত দার্শনিক
Ⓒ একটি জাদুঘর Ⓓ একজন বিজ্ঞানী **Ans A**

10. কোন মার্কিন প্রেসিডেন্ট আমেরিকার গৃহযুদ্ধ শেষ হওয়ার পাঁচ দিন পর আততায়ীর গুলিতে মারা যান?
Ⓐ থিওডোর রুজভেল্ট Ⓑ আব্রাহাম লিংকন
Ⓒ ফ্র্যাঙ্কলীন ডি. রুজভেল্ট Ⓓ উড্রো উইলসন **Ans B**

11. কোন সনের কৃষ্ণ সোমবারে নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জের সূচকের ৩৩% দরপতন হয়?
Ⓐ ১৯৮৭ Ⓑ ১৯৯৯
Ⓒ ১৯৩০ Ⓓ ২০০৭ **Ans A**

12. যে দেশে জলবায়ু-সংক্রান্ত আইন প্রথম প্রণীত হয়েছিল–
Ⓐ গ্রেট ব্রিটেন Ⓑ ভারত
Ⓒ কানাডা Ⓓ অস্ট্রেলিয়া **Ans C**

13. কোন প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেডিট রেটিং কমিয়ে দেয়?
Ⓐ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড পুয়্যরস Ⓑ জে পি মরগ্যান
Ⓒ আমেরিকান এক্সপ্রেস Ⓓ বিবি এন্ড টি করপ্ **Ans A**

14. NASDAQ কোন দেশের পুঁজিবাজারের সাথে সম্পর্কিত?
Ⓐ যুক্তরাষ্ট্র Ⓑ যুক্তরাজ্য
Ⓒ কানাডা Ⓓ জার্মানি **Ans A**

15. প্রেসিডেন্ট ওবামা কোন শহরের অধিবাসী ছিলেন?
Ⓐ মেমফিস Ⓑ ডেট্রয়েট
Ⓒ নিউইয়র্ক Ⓓ শিকাগো **Ans D**

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

আন্তর্জাতিক ৫ম অধ্যায়

দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- পূর্বে আটলান্টিক এবং পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানে অবস্থিত মহাদেশ - দক্ষিণ আমেরিকা।
- দক্ষিণ আমেরিকায় প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে - স্পেন।
- ত্রিকোণাকার মহাদেশ - দক্ষিণ আমেরিকা।
- আয়তন ও জনসংখ্যায় দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম দেশ - ব্রাজিল।
- আয়তন ও জনসংখ্যায় দক্ষিণ আমেরিকার ক্ষুদ্রতম দেশ - সুরিনাম।
- দক্ষিণ আমেরিকায় সর্ব পূর্বের বিন্দু - পুন্টা ডো সেইসাস (ব্রাজিল)।
- দক্ষিণ আমেরিকায় সর্ব পশ্চিমের বিন্দু - পুন্টা প্যারিনাস (পেরু)।
- দক্ষিণ আমেরিকায় সর্ব উত্তরের বিন্দু - পুন্টা গ্যালিনাস (কলম্বিয়া)।
- দক্ষিণ আমেরিকায় সর্ব দক্ষিণের বিন্দু - ফরওয়ার্ড অন্তরীপ (চিলি)।
- দক্ষিণ আমেরিকার সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ - অ্যাকাঙ্কাগুয়া (আর্জেন্টিনায় অবস্থিত)।
- দক্ষিণ আমেরিকার দীর্ঘতম নদী - আমাজন নদী।
- 'চে গুয়েভারা' নামটি জড়িত - বলিভিয়া, আর্জেন্টিনা এবং কিউবার সাথে।
- দক্ষিণ আমেরিকার দীর্ঘতম পর্বতশ্রেণি - আন্দিজ পর্বতমালা।
- পৃথিবীর উচ্চতম রাজধানী 'লাপাজ' অবস্থিত - দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশে (বলিভিয়ার রাজধানী)।
- পৃথিবীর সবচেয়ে সরু দেশ - চিলি।
- দক্ষিণ আমেরিকার স্থলবেষ্টিত দেশ - দুটি (বলিভিয়া ও প্যারাগুয়ে)।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. পৃথিবীর নবীনতম প্রজাতন্ত্র দেশের নাম-
Ⓐ বার্বাডোজ Ⓑ ত্রিনিদাদ
Ⓒ সামোয়া Ⓓ বুরুন্ডি **Ans A**

02. ভেনিজুয়েলা প্রজাতন্ত্র কোন মহাদেশে?
Ⓐ আফ্রিকা Ⓑ ইউরোপ
Ⓒ দক্ষিণ আমেরিকা Ⓓ এশিয়া **Ans C**

আন্তর্জাতিক ৬ষ্ঠ অধ্যায়

ওশেনিয়া মহাদেশ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- অস্ট্রেলিয়া শব্দের অর্থ - এশিয়ার দক্ষিণ দিক।
- ওশেনিয়া মহাদেশের প্রায় মধ্যভাগ দিয়ে অতিক্রম করেছে - মকরক্রান্তি রেখা।
- সামগ্রিকভাবে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের সব দ্বীপপুঞ্জ পরিচিত - ওশেনিয়া নামে।
- ওশেনিয়া মহাদেশ অবস্থিত - দক্ষিণ গোলার্ধে।
- আয়তনে ওশেনিয়ার বৃহত্তম দেশ - অস্ট্রেলিয়া।
- আয়তনে ওশেনিয়া মহাদেশের ক্ষুদ্রতম দেশ - নাউরু (২১ বর্গকিলোমিটার)।
- জনসংখ্যায় ওশেনিয়ার বৃহত্তম দেশ - অস্ট্রেলিয়া।
- জনসংখ্যায় ওশেনিয়া মহাদেশের ক্ষুদ্রতম দেশ - টুভ্যালু।
- ওশেনিয়া মহাদেশের সবচেয়ে বেশি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ - নাউরু।
- ওশেনিয়ার সবচেয়ে কম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ - অস্ট্রেলিয়া।
- বিশ্বের সর্ববৃহৎ প্রবাল শৈলশিলা - গ্রেট বেরিয়ার রিফ।
- গ্রেট বেরিয়ার রিফ/প্রবাল প্রাচীর অবস্থিত - কুইন্সল্যান্ড (অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে প্রশান্ত মহাসাগরে)।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. কোনটি প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশ নয়?
Ⓐ ফিজি Ⓑ ভানুয়াতু Ⓒ মালদ্বীপ Ⓓ পালাউ **Ans C**

02. ১৯ মে ২০০০-এ ফিজিতে সংঘটিত অভ্যুত্থানের নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তি হলেন-
Ⓐ এহুদ বারাক Ⓑ মহেন্দ্র নাগামুট্
Ⓒ রাবুকা সিটিভেনি Ⓓ জর্জ স্পেইট **Ans D**

03. কুইন্সল্যান্ড কোন দেশের অংশ?
Ⓐ অস্ট্রেলিয়া Ⓑ নাইজেরিয়া Ⓒ কানাডা Ⓓ যুক্তরাষ্ট্র **Ans A**

আন্তর্জাতিক ৭ম অধ্যায়

এন্টার্কটিকা মহাদেশ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের অপর নাম - কুমেরু মহাদেশ।
- বরফাবৃত শীতল মহাদেশ - অ্যান্টার্কটিকা।
- অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ অবস্থিত - দক্ষিণ গোলার্ধে।
- সর্বপ্রথম দক্ষিণ মেরু জয় করেন - নরওয়ের অধিবাসী রোল্ড অ্যামুন্ডসন।
- অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশে যে খনিজ পদার্থ রয়েছে - কয়লা।
- অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় - পেঙ্গুইন।
- পৃথিবীর মোট বরফের শতকরা - ৮০ থেকে ৯০ ভাগ অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশে রয়েছে।
- অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের আয়তন - ১,৪০,০০,০০০ বর্গকিলোমিটার (প্রায়)।
- অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের সর্বোচ্চ বিন্দু - ভিনসন ম্যাসিফ।
- অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের সর্বনিম্ন বিন্দু - বেন্টলে সাবগ্ল্যাসিয়াল ট্রেঞ্চ।
- অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের প্রধান সম্পদ - সামুদ্রিক পাথর।
- অ্যান্টার্কটিকায় অবস্থিত আমেরিকার গবেষণা কেন্দ্রের নাম - এমুন্ডসন স্কট বেস।
- অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের সক্রিয় আগ্নেয়গিরিটির নাম - মাউন্ট ইরেবাস।
- রহস্যাবৃত মহাদেশ - অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ।
- আর্কটিক-এর বরফ গলে যাওয়ার কারণ - বৈশ্বিক উষ্ণতা।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশে কোন খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়?
Ⓐ তেল Ⓑ স্বর্ণ Ⓒ কয়লা Ⓓ চুনপাথর **Ans C**

02. পৃথিবীর মোট বরফের কত ভাগ অ্যান্টার্কটিকাতে আছে?
Ⓐ ৫০ Ⓑ ৭০ Ⓒ ৯০ Ⓓ ৭৫

আন্তর্জাতিক ৮ম অধ্যায়

বিশ্বের বিশেষ অঞ্চল পরিচিতি

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- স্ক্যান্ডিনেভিয়ান অঞ্চলের দেশসমূহ : স্ক্যান্ডিনেভিয়ান অঞ্চলের দেশ ৫টি। যথা- আইসল্যান্ড, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, সুইডেন এবং নরওয়ে।
- ইন্দোচীন কয়েয়ে দেশ : ইন্দোচীন বলয়ের দেশ ৩টি। দেশগুলো এক সময় ফ্রান্সের অধীনে ছিল। দেশগুলো হলো যথাক্রমে লাওস, কম্বোডিয়া এবং ভিয়েতনাম।
- গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল : মিয়ানমার, থাইল্যান্ড ও লাওস সীমান্তে অবস্থিত আফিম উৎপাদনকারী অঞ্চল।
- গোল্ডেন ক্রিসেন্ট : পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও ইরান সীমান্তে আফিম উৎপাদনকারী অঞ্চল।
- গোল্ডেন ওয়েজ : বাংলাদেশ, নেপাল ও ভারতের সীমান্ত অঞ্চল যা মাদক পাচার ও চোরাচালানের জন্য পরিচিত।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

- **গোল্ডেন ভিলেজ :** বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার ২৬টি গ্রামকে একত্রে গোল্ডেন ভিলেজ বলা হয়। কারণ, এসব গ্রামে প্রচুর পরিমাণে গাঁজা উৎপন্ন হয়।
- **খণ্ডিত দ্বীপ রাষ্ট্র :** জাপান, ইন্দোনেশিয়া।
- **গালফ টাইগার/ আরব গালফ টাইগার :** দুবাই (সংযুক্ত আরব আমিরাত)।
- **থ্রি টাইগারস (Three Tigers) :** জাপান, জার্মানি ও ইতালি।
- **ফোর এশিয়ান টাইগারস (Four Asian Tigers) :** সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান এবং হংকং।
- **সুপার সেভেন (Super Seven) :** সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, হংকং, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া এবং থাইল্যান্ড (Four Tigers Countries + ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ড)।
- **ইস্ট এশিয়ান মিরাকল (East Asian Miracle) :** সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, হংকং, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড এবং জাপান (Super Seven Countries + জাপান)।
- **Economic Super Power :** চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান।
- **টাইগারস কাব ইকোনমিস (Tiger Cub Economies) :** ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড এবং ফিলিপাইন।
- **ওলফ ইকোনমি (Wolf Economy) :** মঙ্গোলিয়া।
- **ছিদ্রায়িত রাষ্ট্র :** ইতালি (ভ্যাটিকান সিটি ও সান মেরিনো) ও দক্ষিণ আফ্রিকা (লেসেথো)।
- **নগররাষ্ট্র :** সিঙ্গাপুর।
- **সাবেক যুগোশ্লাভিয়া :** সার্বিয়া, মেসিডোনিয়া, স্লোভেনিয়া, ক্রোয়েশিয়া, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, মন্টিনিগ্রো ও কসোভো।
- **বলকান রাষ্ট্র :** তুর্কি শব্দ 'বলকান' এর অর্থ পার্বত্য অঞ্চল। ভৌগোলিকভাবে বলকান উপদ্বীপ (Peninsula) বলা হয়। এই অঞ্চলের অবস্থান দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে। এই অঞ্চলের দেশ ১২টি। যথা- আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, সার্বিয়া, মেসিডোনিয়া, গ্রিস, রুমানিয়া, স্লোভেনিয়া, ক্রোয়েশিয়া, তুরস্ক, মন্টিনিগ্রো এবং কসোভো।
- **বাল্টিক রাষ্ট্র :** বাল্টিক সাগরের তীরবর্তী ৩টি রাষ্ট্রকে বোঝায়। যথা- লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া ও এস্তোনিয়া।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. দক্ষিণ ওশেটিয়া কোথায়?
Ⓐ রাশিয়াতে Ⓑ ককেশাসে
Ⓒ সাইবেরিয়ায় Ⓓ তুরস্কে
Ans B

02. ড্রাগন অর্থনীতিসমূহে নিম্নের কোন দেশগুলো অন্তর্ভুক্ত?
Ⓐ দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, হংকং ও সিঙ্গাপুর
Ⓑ দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, চীন ও থাইল্যান্ড
Ⓒ দ. কোরিয়া, তাইওয়ান, হংকং ও মালয়েশিয়া
Ⓓ দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, হংকং ও চীন
Ans A

03. স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশ নয়–
Ⓐ ইতালি Ⓑ নরওয়ে
Ⓒ সুইডেন Ⓓ ডেনমার্ক
Ans A

04. কোন দেশটি কমনওয়েলথ অব ইনডিপেনডেন্ট স্টেট্স (CIS) এর সদস্য রাষ্ট্র?
Ⓐ পোল্যান্ড Ⓑ চীন
Ⓒ বেলারুশ Ⓓ জার্মানি
Ans C

05. মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত দেশ নয়–
Ⓐ ভারত Ⓑ নাইজেরিয়া
Ⓒ বাংলাদেশ Ⓓ চীন
Ans B

06. কোনটি স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশ নয়?
Ⓐ স্পেন Ⓑ সুইডেন
Ⓒ নরওয়ে Ⓓ ডেনমার্ক
Ans A

07. আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান যে ভূ-খণ্ড নিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত-
Ⓐ দাগেস্তান Ⓑ নার্গানো-কারাবাখ
Ⓒ ফ্রুনজে Ⓓ ইয়ালটা
Ans B

আন্তর্জাতিক ৯ম অধ্যায় বিভিন্ন দেশের রাজধানী ও মুদ্রা

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

☆ এশিয়া [দেশ-রাজধানী-মুদ্রা]

দেশ	রাজধানী	মুদ্রা	দেশ	রাজধানী	মুদ্রা
বাংলাদেশ	ঢাকা	টাকা	দক্ষিণ কোরিয়া	সিউল	ওন
ভারত	নয়াদিল্লি	রুপি	উত্তর কোরিয়া	পিয়ংইয়ং	ওন
শ্রীলঙ্কা	শ্রী জয়াবর্ধনেপুরা কোটে কলম্বো (বাণিজ্যিক)	শ্রীলঙ্কান রুপি	জাপান	টোকিও	ইয়েন
নেপাল	কাঠমান্ডু	নেপালি রুপি	চীন	বেইজিং	ইউয়ান
পাকিস্তান	ইসলামাবাদ	রুপি	তুর্কমেনিস্তান	আশখাবাদ	মানাত
মালদ্বীপ	মালে	রুপিয়া	আজারবাইজান	বাকু	মানাত
পূর্ব তিমুর	দিলি	ডলার	উজবেকিস্তান	তাসখন্দ	সোম
তাইওয়ান	তাইপে	ডলার	তাজিকিস্তান	দুশানবে	সোমনি
ব্রুনাই	বন্দর সেরি বেগওয়ান	ডলার	মিয়ানমার	নাইপিদো	কিয়াট

☆ ইউরোপ [দেশ-রাজধানী-মুদ্রা]

দেশ	রাজধানী	মুদ্রা	দেশ	রাজধানী	মুদ্রা
ফিনল্যান্ড	হেলসিংকি	ইউরো	আইসল্যান্ড	রিকজাভিক	ক্রোনা
গ্রিস	এথেন্স	ইউরো	সুইডেন	স্টকহোম	ক্রোনা
ইতালি	রোম	ইউরো	নরওয়ে	অসলো	ক্রোন
পর্তুগাল	লিসবন	ইউরো	ডেনমার্ক	কোপেনহেগেন	ক্রোন
অস্ট্রিয়া	ভিয়েনা	ইউরো	চেক প্রজাতন্ত্র	প্রাগ	কোরুনা
বেলজিয়াম	ব্রাসেলস্	ইউরো	আলবেনিয়া	তিরানা	লেক

☆ আফ্রিকা [দেশ-রাজধানী-মুদ্রা]

দেশ	রাজধানী	মুদ্রা	দেশ	রাজধানী	মুদ্রা
আইভরিকোস্ট	আবিদজান	ফ্রাঙ্ক	আলজেরিয়া	আলজিয়ার্স	দিনার
সেনেগাল	ডাকার	ফ্রাঙ্ক	তিউনিসিয়া	তিউনিস	দিনার
কঙ্গো প্রজাতন্ত্র	ব্রাজাভিল	ফ্রাঙ্ক	লিবিয়া	ত্রিপোলি	দিনার
সুদান	খার্তুম	পাউন্ড	মরিশাস	পোর্ট লুইস	রুপি
দক্ষিণ সুদান	জুবা	পাউন্ড	সিচেলিস	ভিক্টোরিয়া	রুপি

☆ উত্তর আমেরিকা [দেশ-রাজধানী-মুদ্রা]

দেশ	রাজধানী	মুদ্রা	দেশ	রাজধানী	মুদ্রা
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	ওয়াশিংটন ডি.সি	ডলার	মেক্সিকো	মেক্সিকো সিটি	পেসো
ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো	পোর্ট-অব স্পেন	ডলার	কিউবা	হাভানা	পেসো

☆ দক্ষিণ আমেরিকা [দেশ-রাজধানী-মুদ্রা]

দেশ	রাজধানী	মুদ্রা	দেশ	রাজধানী	মুদ্রা
চিলি	সান্টিয়াগো	পেসো	গায়ানা	জর্জ টাউন	গায়ানা ডলার
উরুগুয়ে	মন্টিভিডিও	পেসো	ইকুয়েডর	কিটো	US ডলার
আর্জেন্টিনা	বুয়েন্স আয়ারস্	পেসো	সুরিনাম	প্যারামারিবো	ডলার
বলিভিয়া	লাপাজ	বলিভিয়ানো	ব্রাজিল	ব্রাসিলিয়া	রিয়েল

☆ ওশেনিয়া [দেশ-রাজধানী-মুদ্রা]

দেশ	রাজধানী	মুদ্রা	দেশ	রাজধানী	মুদ্রা
অস্ট্রেলিয়া	ক্যানবেরা	অস্ট্রেলিয়ান ডলার	ফিজি	সুভা	ডলার
নিউজিল্যান্ড	ওয়েলিংটন	ডলার	মাইক্রোনেশিয়া	পালিকির	মার্কিন ডলার
টুভ্যালু	ফুনাফুতি	অস্ট্রেলিয়ান ডলার	কিরিবাতি	তারাওয়া	অস্ট্রেলিয়ান ডলার

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. হেলসিংকি কোন দেশের রাজধানী?
Ⓐ সুইডেন Ⓑ ফিনল্যান্ড
Ⓒ পোল্যান্ড Ⓓ নরওয়ে Ans Ⓑ

02. প্রিস্টিনা কোন দেশের রাজধানী?
Ⓐ ক্রোশিয়া Ⓑ জর্জিয়া
Ⓒ মেসিডোনিয়া Ⓓ কসোভো Ans Ⓓ

03. ওমানের মুদ্রার নাম–
Ⓐ ডলার Ⓑ দিরহাম Ⓒ রিয়াল Ⓓ দিনার Ans Ⓒ

04. পোল্যান্ডের মুদ্রার নাম–
Ⓐ পেসো Ⓑ জোলোটি Ⓒ করুনা Ⓓ ইউরো Ans Ⓑ

05. মাদাগাস্কারের রাজধানীর নাম–
Ⓐ আনতানানারিভো Ⓑ প্যারামারিবো
Ⓒ মাসেরু Ⓓ আম্মান Ans Ⓐ

06. কম্বোডিয়ার মুদ্রার নাম–
Ⓐ রিয়েল Ⓑ ওং Ⓒ ইউয়ান Ⓓ ইয়েন Ans Ⓐ

07. মিয়ানমারের রাজধানীর নাম–
Ⓐ নাইপিদো Ⓑ ইয়াংগুন Ⓒ ম্যানডালে Ⓓ বাগান Ans Ⓐ

08. ঘানার মুদ্রার নাম-
Ⓐ ইউয়ান Ⓑ সেডি Ⓒ তুয়ান Ⓓ পুলা Ans Ⓑ

09. কোনটি দক্ষিণ সুদানের রাজধানী?
Ⓐ জুবা Ⓑ মালাকাল Ⓒ টরিট Ⓓ ওয়ারাপ Ans Ⓐ

10. প্রিস্টিনা কোন দেশের রাজধানী?
Ⓐ ক্রোয়েশিয়া Ⓑ কসোভো Ⓒ মেসিডোনিয়া Ⓓ জর্জিয়া Ans Ⓑ

আন্তর্জাতিক ১০তম অধ্যায় — বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্ট/আইনসভা, জাতীয় প্রতীক, জাতীয় নেতা, পূর্বনাম ও বর্তমান নাম

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্ট/আইনসভা

এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা

দেশ	আইনসভার নাম/স্থানীয় নাম	দেশ	আইনসভার নাম/স্থানীয় নাম
আজারবাইজান	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি/মিল্লি মজলিস	ফিনল্যান্ড	পার্লামেন্ট/এদুসকুন্ডা
বাংলাদেশ	জাতীয় সংসদ	বুলগেরিয়া	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
চীন	ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেস	গ্রিস	হেলেনিক পার্লামেন্ট
পূর্ব তিমুর	ন্যাশনাল পার্লামেন্ট	আইসল্যান্ড	অ্যাসেম্বলি অব অল/অলথিং
ইরাক	কাউন্সিল অব রিপ্রেজেন্টেটিভস অব ইরাক	লাটভিয়া	পার্লামেন্ট/সিম
ইরান	মজলিস	লিচেনস্টেইন	ডায়েট/ল্যান্ডট্যাগ
ইসরায়েল	অ্যাসেম্বলি/নেসেট	লিথুয়ানিয়া	পার্লামেন্ট/সিম
উত্তর কোরিয়া	সুপ্রিম পিপলস অ্যাসেম্বলি	মেসিডোনিয়া	অ্যাসেম্বলি/সবরেনি
দক্ষিণ কোরিয়া	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি/গুখো	মন্টিনিগ্রো	অ্যাসেম্বলি/স্কুপস্টিনা
মালদ্বীপ	পিপলস্ মজলিস	নরওয়ে	গ্রেট অ্যাসেম্বলি/স্টরটিং
মঙ্গোলিয়া	উলসিন-ইচ-খুরাল/স্টেট গ্রেট অ্যাসেম্বলি	সুইডেন	ডায়েট/রিকসড্যাগ
কাতার	কনসালটিভ অ্যাসেম্বলি/মজলিস আস শুরা	ভ্যাটিকান সিটি	পন্টিফিশিয়াল কমিশন

দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা

দেশ	পার্লামেন্ট/স্থানীয় নাম	উচ্চকক্ষ	নিম্নকক্ষ
ভারত	পার্লামেন্ট	রাজ্যসভা	লোকসভা
পাকিস্তান	অ্যাসেম্বলি অব কাউন্সিলরস/মজলিস ই সুরা	সিনেট	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
ভুটান	পার্লামেন্ট	ন্যাশনাল কাউন্সিল	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
মিয়ানমার	অ্যাসেম্বলি অব দ্য ইউনিয়ন/ *Pyidaungsu Hluttaw*	হাউস অব ন্যাশনালিটিস	হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ
আফগানিস্তান	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি	হাউজ অব এলডারস	হাউজ অব পিপলস
নেপাল	ফেডারেল পার্লামেন্ট	হাউজ অব দ্য স্টেটস	হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ
ইন্দোনেশিয়া	পিপলস কনসালটেটিভ অ্যাসেম্বলি	রিজিওনাল রিপ্রেজেন্টেটিভ কাউন্সিল	পিপলস কাউন্সিল রিপ্রেজেন্টেটিভ
জাপান	ডায়েট/কোকাই	হাউজ অব কাউন্সিল	হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ
মালয়েশিয়া	পার্লামেন্ট	সিনেট	হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ
ফিলিপাইন	কংগ্রেস	সিনেট	হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ
থাইল্যান্ড	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি/ রাথাসাফা	সিনেট	হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ
যুক্তরাজ্য	পার্লামেন্ট	হাউজ অব লর্ডস	হাউজ অব কমন্স
রাশিয়া	ফেডারেল অ্যাসেম্বলি	ফেডারেশন কাউন্সিল	স্টেট ডুমা
ফ্রান্স	পার্লামেন্ট	সিনেট	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
ইতালি	ইতালিয়ান পার্লামেন্ট	সিনেট অব রিপাবলিক	চেম্বার অব ডেপুটিস
স্পেন	জেনারেল কোর্টস	সিনেট	কংগ্রেস অব ডেপুটিস

বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে জড়িত নেতৃবৃন্দ

দেশ	নেতা/নেতৃবৃন্দ	দেশ	নেতা/নেতৃবৃন্দ
বাংলাদেশ	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	পাকিস্তান	মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
ভারত	মহাত্মা গান্ধী ও জওহরলাল নেহেরু	চীন	সান ইয়াৎ সেন
মিয়ানমার	জেনারেল অং সান	তাইওয়ান	চিয়াং কাইশেক
ইন্দোনেশিয়া	আহমদ সুকর্ণ	তুরস্ক	কামাল আতাতুর্ক
মালয়েশিয়া	টেংকু আবদুর রহমান	জিম্বাবুয়ে	রবার্ট মুগাবে
পূর্ব তিমুর	জানানা গুসামাও	ঘানা	কাওমে নক্রুমা
ভিয়েতনাম	হো-চি-মিন	তাঞ্জানিয়া	ডা. জুলিয়াস নায়ারে
কঙ্গো	প্যাট্রিক লুমুম্বা	ইতালি	জিওসেপ্পে গ্যারিবাল্ডি, মাজ্জিনি
অ্যাঙ্গোলা	অ্যান্টোনিও এগোসটিনহো নেটো	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	জর্জ ওয়াশিংটন
যুগোশ্লাভিয়া	মার্শাল জোসেফ ব্রোজ টিটো	জাম্বিয়া	কেনেথ কাউন্ডা
কিউবা	জোস মার্টি এবং ম্যাক্সিমো গোমেজ	রাশিয়া	লেনিন, ট্রটস্কি
কেনিয়া	জুমো কেনিয়াটা	চেচনিয়া	জওহর দুদায়েভ
ফ্রান্স	চার্লস দ্য গল	বলিভিয়া	সাইমন বলিভার
সাইপ্রাস	আর্চ বিশপ ম্যাকরিওস	ফিলিস্তিন	ইয়াসির আরাফাত
জার্মানি	বিসমার্ক	দক্ষিণ সুদান	জন গ্যারাং মোবিওর

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

বিভিন্ন দেশের জাতীয় প্রতীক

দেশ	প্রতীক	দেশ	প্রতীক
বাংলাদেশ	শাপলা (সাদা)	যুক্তরাষ্ট্র	ঈগল
পাকিস্তান	অর্ধচন্দ্র	রাশিয়া	দুই মাথাযুক্ত ঈগল
নেপাল	এভারেস্ট	মেক্সিকো	ঈগল
ভারত	অশোক স্তম্ভ	যুক্তরাজ্য	গোলাপ ফুল ও সিংহ
সৌদি আরব	খেজুর গাছ ও তরবারি	লিবিয়া	ঈগল

বিভিন্ন দেশ ও স্থানের পূর্বনাম-বর্তমান নাম

বর্তমান নাম	পূর্বনাম	বর্তমান নাম	পূর্বনাম
বাংলাদেশ	পূর্ব পাকিস্তান/ পূর্ব বাংলা	ইরান	পারস্য
জাপান	নিপ্পন	শ্রীলঙ্কা	সিংহল
মিয়ানমার	বার্মা/ ব্রহ্মদেশ	মালয়েশিয়া	মালয়
চীন	ক্যাথে	কম্বোডিয়া	কম্পুচিয়া
ইরাক	মেসোপটেমিয়া	ঘানা	গোল্ড কোস্ট
ফ্রান্স	গল	জিম্বাবুয়ে	দক্ষিণ রোডেশিয়া
কানাডা	ব্রিটিশ নর্থ আমেরিকা	সার্বিয়া	যুগোশ্লাভিয়া
তাইওয়ান	ফরমোজা	ইন্দোনেশিয়া	ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া
জাম্বিয়া	উত্তর রোডেশিয়া	ইস্তাম্বুল	কনস্ট্যান্টিনোপল
লিবিয়া	ত্রিপোলি	থাইল্যান্ড	শ্যামদেশ
ইথিওপিয়া	আবিসিনিয়া	হারারে	সলসবেরি
মাদাগাস্কার	মালাগাছি	নেদারল্যান্ডস	হল্যান্ড
সুরিনাম	ডাচ গায়ানা	অসলো	খ্রিস্টিনা
পোল্যান্ড	পোলাস্কা	জাকার্তা	বাটাভিয়া
মালাবি	নায়াসাল্যান্ড	গায়ানা	ব্রিটিশ গায়ানা

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. কোন শহরটি 'বিগ অ্যাপেল' নামে পরিচিত?
Ⓐ প্যারিস Ⓑ নিউইয়র্ক Ⓒ লন্ডন Ⓓ সিঙ্গাপুর Ans B

02. জাপানের অন্য নামটি হচ্ছে -
Ⓐ ক্যাথ Ⓑ নিপ্পন Ⓒ কিওতো Ⓓ সামুরাই Ans B

03. নিচের কোন দেশের সংবিধান অলিখিত?
Ⓐ যুক্তরাষ্ট্র Ⓑ জার্মানি
Ⓒ ভারত Ⓓ যুক্তরাজ্য Ans D

04. ব্রিটিশ পার্লামেন্টের আরেক নাম–
Ⓐ ওয়েস্ট মিনিস্টার Ⓑ হাউজ অব লর্ডস
Ⓒ হাউজ অব কমন্স Ⓓ হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ Ans A

05. ভুটানের রাষ্ট্রীয় ফুল কী?
Ⓐ নীল পপি Ⓑ লাল গোলাপ Ⓒ পদ্ম Ⓓ লিলি Ans A

06. নরওয়ের পার্লামেন্টের নাম-
Ⓐ সেযম Ⓑ করতেস Ⓒ স্টরটিং Ⓓ ডুমা Ans C

07. মধ্যপ্রাচ্যের কোন দেশে কোনো সংবিধান বা সংসদ নেই?
Ⓐ ইরাক Ⓑ ইরান Ⓒ সৌদি আরব Ⓓ ওমান Ans C

08. স্টেট ডুমা যে দেশের আইনসভা
Ⓐ জাপান Ⓑ তুরস্ক Ⓒ জার্মানি Ⓓ রাশিয়া Ans D

09. ভারতের আইনসভার নিম্নকক্ষের নাম-
Ⓐ রাজ্যসভা Ⓑ লোকসভা
Ⓒ জাতীয় সংসদ Ⓓ বিধান সভা Ans B

আন্তর্জাতিক ১১তম অধ্যায়: বিভিন্ন দেশের ভাষা, পতাকা স্বাধীনতা ও ঔপনিবেশিক দেশ জাতীয় দিবস ও বিবিধ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন ভাষা - হিব্রু।
- বিশ্বে সবচেয়ে বেশি মানুষ কথা বলে - চীনের মান্দারিন ভাষায়।
- পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ - স্যার জন বোয়িং (ইংল্যান্ড)।
- ভারতে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত ভাষা আছে - ২২টি।
- সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত সর্বাধিক ভাষা আছে - বলিভিয়ায় (৩৭টি)।
- বিশ্বের মোট ভাষার সংখ্যা - প্রায় ৭ হাজারের ওপরে।
- পৃথিবীতে একমাত্র জাতি যারা ভাষার জন্য সংগ্রাম করেছিল - বাঙালি।
- সিয়েরালিয়নের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পায় - বাংলা ভাষা।
- ইউনেস্কোর মতে, বিশ্ব থেকে বিলুপ্ত ভাষার সংখ্যা - প্রায় ২৪৯৮টি।
- এসপ্যারান্তো ভাষা হলো কৃত্রিম ভাষা যার উদ্ভাবক - পোল্যান্ডের ভাষাবিজ্ঞানী লুডউইগ জামেনহফ।
- সর্বপ্রথম লিখন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় - মিশরে।

☆ একনজরে বিভিন্ন দেশের ভাষা

দেশের নাম	ভাষা	দেশের নাম	ভাষা
বাংলাদেশ	বাংলা	ইরাক	আরবি, কুর্দিস
ভারত	হিন্দি, বাংলা, তেলেগু, গুজরাটি	ইরান	ফার্সি
শ্রীলঙ্কা	সিংহলি, তামিল	সৌদি আরব	আরবি
নেপাল	নেপালি, মৈথিলি, ভোজপুরি	ইসরায়েল	হিব্রু
মালদ্বীপ	দিভেহি	জর্ডান	আরবি
পাকিস্তান	উর্দু, পাঞ্জাবি, সিন্ধি, বেলুচি	চীন	মান্দারিন/পুনেতগুয়া
আফগানিস্তান	পশতু	ডেনমার্ক	ড্যানিশ
ভুটান	দোজংখা	মোনাকো	ফ্রেঞ্চ, মোনেগাস্ক
মিয়ানমার	বার্মিজ	অস্ট্রিয়া	জার্মান

বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি

কবি	ভাষা	দেশ	কবি	ভাষা	দেশ
কাজী নজরুল ইসলাম	বাংলা	বাংলাদেশ	কালিদাস	সংস্কৃত	ভারত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বাংলা	ভারত	মুহাম্মদ ইকবাল	উর্দু	পাকিস্তান
তুলসী দাস	হিন্দি	ভারত	হোমার	গ্রিক	গ্রিস
শেখ সাদী	ফার্সি	ইরান	ইমরুল কায়েস	আরবি	সৌদি আরব
ফেরদৌসী	ফার্সি	ইরান	দান্তে	রোমান	ইতালি
ওমর খৈয়াম	ফার্সি	ইরান	ভার্জিল	ল্যাটিন	ইতালি
শেকসপিয়র	ইংরেজি	ইংল্যান্ড	গ্যাটে	জার্মান	জার্মানি
জর্জ বার্নার্ড শ	ইংরেজি	আয়ারল্যান্ড	আলেকজান্ডার পুশকিন	রুশ	রাশিয়া

বিভিন্ন দেশের প্রাক্তন ও বর্তমান রাজধানী

দেশ	প্রাক্তন রাজধানী	বর্তমান রাজধানী	দেশ	প্রাক্তন রাজধানী	বর্তমান রাজধানী
জাপান	কিয়োটো	টোকিও	ভারত	কলকাতা	নয়াদিল্লি
ব্রাজিল	রিও ডি জেনেরিও	ব্রাসিলিয়া	নাইজেরিয়া	লাগোস	আবুজা
তুরস্ক	ইস্তাম্বুল	আঙ্কারা	আফগানিস্তান	কান্দাহার	কাবুল
মিয়ানমার	ইয়াঙ্গুন	নাইপিদো	অস্ট্রেলিয়া	মেলবোর্ন	ক্যানবেরা
ইরান	ইস্পাহান	তেহরান	রাশিয়া	সেন্ট পিটার্সবার্গ	মস্কো

CamScanner

বিভিন্ন দেশের অভিন্ন নাম ও রাজধানী

দেশ	রাজধানী	দেশ	রাজধানী
সিঙ্গাপুর	সিঙ্গাপুর সিটি	সানম্যারিনো	সানম্যারিনো সিটি
পানামা	পানামা সিটি	লুক্সেমবার্গ	লুক্সেমবার্গ সিটি
ভ্যাটিকান সিটি	ভ্যাটিকান সিটি	অ্যান্ডোরা	অ্যান্ডোরা সিটি
মেক্সিকো	মেক্সিকো সিটি	জিবুতি	জিবুতি সিটি

বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা ও ঔপনিবেশিক দেশ

- Father Land বলা হতো - সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নকে।
- ব্রিটিশ উপনিবেশ হতে মুক্ত সর্বপ্রথম স্বাধীন দেশ - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (১৭৭৬ সালে)।
- জিব্রাল্টার বর্তমানে - ব্রিটেনের অধীন (তবে পূর্বে ছিল নেদারল্যান্ডসের অধীন)।
- মধ্যপ্রাচ্যে লেবানন ও সিরিয়া (ফ্রান্সের উপনিবেশ) বাদে অন্যান্য দেশ ছিল - ব্রিটেনের উপনিবেশ।
- চন্দননগর (ভারতের পশ্চিমবঙ্গ) একসময় ছিল - ফ্রান্সের উপনিবেশ।
- হংকং যুক্তরাজ্যের কর্তৃত্ব থেকে চীনের অধীনে আসে - ১৯৯৭ সালে।
- মধ্য আমেরিকার পানামা বাদে অন্যান্য সকল দেশ ছিল - স্পেনের উপনিবেশ।
- পর্তুগিজ কলোনির যে দেশটি সর্বপ্রথম স্বাধীনতা লাভ করে - গিনি বিসাউ।

দেশ	স্বাধীনতা	ঔপনিবেশিক দেশ	দেশ	স্বাধীনতা	ঔপনিবেশিক দেশ
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১৭৭৬	ব্রিটেন	দক্ষিণ কোরিয়া	১৯৪৮	যুক্তরাষ্ট্র
অস্ট্রেলিয়া	১৯০১	ব্রিটেন	লাইবেরিয়া	১৮৪৭	যুক্তরাষ্ট্র
দক্ষিণ আফ্রিকা	১৯১০	ব্রিটেন	মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ	১৯৮৬	যুক্তরাষ্ট্র
আফগানিস্তান	১৯১৯	ব্রিটেন	কলম্বিয়া	১৮১০	স্পেন
আয়ারল্যান্ড	১৯১৯	ব্রিটেন	ভেনিজুয়েলা	১৮১১	স্পেন
মিশর	১৯২২	ব্রিটেন	কিউবা	১৮৯০	স্পেন
ইরান	১৯২৫	ব্রিটেন	লেবানন	১৯৪১	ফ্রান্স
কানাডা	১৯৩১	ব্রিটেন	নিরক্ষীয় গিনি	১৯৬০	ফ্রান্স
সৌদি আরব	১৯৩২	ব্রিটেন	আলজেরিয়া	১৯৬২	ফ্রান্স
পাকিস্তান	১৯৪৭	ব্রিটেন	ইউক্রেন	১৯৯১	সোভিয়েত ইউনিয়ন
ভারত	১৯৪৭	ব্রিটেন	উত্তর কোরিয়া	১৯৪৮	রাশিয়া
নেপাল	১৯৪৭	ব্রিটেন	সুইজারল্যান্ড	১৬৪৮	রোমান সাম্রাজ্য

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. কোন দেশ ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল না?
Ⓐ চীন Ⓑ নেপাল Ⓒ মালদ্বীপ Ⓓ জাম্বিয়া Ans Ⓐ

02. আমেরিকা কার কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে?
Ⓐ ব্রিটেন Ⓑ ফ্রান্স Ⓒ অস্ট্রেলিয়া Ⓓ কানাডা Ans Ⓐ

03. যে দেশটি কখনও উপনিবেশ ছিল না-
Ⓐ মিয়ানমান Ⓑ লাওস Ⓒ থাইল্যান্ড Ⓓ ইন্দোনেশিয়া Ans Ⓒ

04. ব্রাজিল কোন দেশের উপনিবেশ ছিল?
Ⓐ ডেনমার্ক Ⓑ নেদারল্যান্ডস Ⓒ পর্তুগাল Ⓓ স্পেন Ans Ⓒ

05. কোন দেশের দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা বাংলা?
Ⓐ ভারত Ⓑ ঘানা Ⓒ সিয়েরা লিয়ন Ⓓ রুয়ান্ডা Ans Ⓒ

06. সেমীয় ভাষা কোনটি?
Ⓐ আরবি Ⓑ উর্দু Ⓒ ফরাসি Ⓓ ফারসি Ans Ⓐ

07. মালদ্বীপের প্রধান ভাষা-
Ⓐ হিন্দী Ⓑ মালয় Ⓒ আরবি Ⓓ দিভেহী Ans Ⓓ

08. আকান কোন দেশের ভাষা?
Ⓐ বেনিন Ⓑ ঘানা Ⓒ গিনি বিসাউ Ⓓ সিয়েরা লিয়ন Ans Ⓑ

09. আলেপ্পো শহরটি কোথায় অবস্থিত?
Ⓐ মিসর Ⓑ ইরান Ⓒ সিরিয়া Ⓓ ইয়েমেন Ans Ⓒ

10. ম্যাকাও কোন দেশের উপনিবেশ ছিল?
Ⓐ ব্রিটেন Ⓑ পর্তুগাল Ⓒ ফ্রান্স Ⓓ জাপান Ans Ⓑ

11. সেনেগাল যে দেশের উপনিবেশ ছিল-
Ⓐ ফ্রান্স Ⓑ নেদারল্যান্ডস Ⓒ ইংল্যান্ড Ⓓ রাশিয়া Ans Ⓐ

12. ইন্দোনেশিয়া কার উপনিবেশ ছিল?
Ⓐ ব্রিটেন Ⓑ ফ্রান্স Ⓒ পর্তুগাল Ⓓ নেদারল্যান্ডস Ans Ⓓ

13. মুসলিম দেশ নয় কিন্তু পতাকায় চাঁদ ও তারা আছে-
Ⓐ হংকং Ⓑ থাইল্যান্ড Ⓒ সিঙ্গাপুর Ⓓ মায়ানমার Ans Ⓒ

14. আক্ষরিক অর্থে আন্তর্জাতিক ভাষা
Ⓐ আরবি Ⓑ ফরাসি Ⓒ এসপারেন্টো Ⓓ ইংরেজি Ans Ⓒ

আন্তর্জাতিক ১২তম অধ্যায়: বিভিন্ন দেশের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী রাজা-রানি, সুলতান, বাদশা-আমির

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

বিভিন্ন দেশের প্রধানমন্ত্রী

দেশ	প্রধানমন্ত্রী	দেশ	প্রধানমন্ত্রী
ভারত	নরেন্দ্র মোদি	পূর্ব তিমুর	গোসামো
পাকিস্তান	শাহবাজ শরিফ	চীন	লি কিয়াং
শ্রীলঙ্কা	দিনেশ গুনাবর্ধনে	জাপান	শিগেরু ইশিবা
নেপাল	কেপি শর্মা অলি	দক্ষিণ কোরিয়া	হান ডাক সু
ভুটান	শেরিং তোবগে	কাতার	মোহাম্মদ বিন আব্দুল রহমান বিন জসিম
লেবানন	নাজিব মিকাতি	হাঙ্গেরি	ভিক্টর অরবান
ইসরায়েল	বেঞ্জমিন নেতানিয়াহু	কসোভো	আলবিন কুরতি
সিরিয়া	হুসেইন আর্নোস	যুক্তরাজ্য	কিয়ার স্টারমার
জার্মানি (চ্যান্সেলর)	ফ্রেডরিখ মার্জ	ত্রিনিদাদ ও টোবাকো	ডা. কেইথ রৌলি
স্পেন	পেড্রো সানচেজ	অস্ট্রেলিয়া	অ্যান্থনি আলবানিজ

বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপতিবৃন্দ

দেশ	রাষ্ট্রপতি	দেশ	রাষ্ট্রপতি
ভারত	দ্রৌপদী মুর্মু	ক্রোয়েশিয়া	জোরান মিলানোভিস
পাকিস্তান	আসিফ আলি জারদারি	ইন্দোনেশিয়া	প্রাবোত্র সুরিয়ানতো
শ্রীলঙ্কা	অনূঢ়া কুমারা দিশানায়েক	তাঞ্জানিয়া	সামিয়া সুলুহু হাসান
নেপাল	রামচন্দ্র পাওদেল	ইরান	মাসুদ পেজেশকিয়ান
ফ্রান্স	ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ	লিবিয়া	মো. আল মানফি
রাশিয়া	ভ্লাদিমির পুতিন	দক্ষিণ আফ্রিকা	সিরিল রামাপোসা
তিউনিসিয়া	কায়েস সায়িদ	লাইবেরিয়া	জোসেফ বোকাই
নাইজেরিয়া	বোলা আহমেদ তিনুবু	ব্রাজিল	লুলা দা সিলভা
কেনিয়া	উইলিয়া রুটো	চিলি	গ্যাব্রিয়েল বোরিক
জিম্বাবুয়ে	ইমারসন এমনানগাগওয়া	ভেনিজুয়েলা	নিকোলাস মাদুরো
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	ডোনাল্ড ট্রাম্প	কলম্বিয়া	গুস্তাভো পেত্রো
আর্জেন্টিনা	হ্যাভিয়ের মিলেই	ইতালি	সার্জিও মাত্তারেল্লা
মালদ্বীপ	মোহাম্মদ মুইজ্জু	ইউক্রেন	ভলোদিমির জেলেনস্কি

N.B : পরিবর্তনশীল তথ্য।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বিভিন্ন দেশের রাজা

দেশ	রাজা
মালয়েশিয়া	সুলতান আবদুল্লাহ আহমাদ শাহ
থাইল্যান্ড	ভাজিরালংকর্ণ
ভুটান	জিগমে খেসার নামজিয়াল ওয়াংচুক
বেলজিয়াম	ফিলিপ
নরওয়ে	পঞ্চম হেরাল্ড
কম্বোডিয়া	প্রিন্স নরোদম সিহামনি
নেদারল্যান্ডস	উইলিয়াম আলেকজান্ডার
স্পেন	ষষ্ঠ ফিলিপ

সুলতান/বাদশাহ/আমির/সম্রাট/পোপ

দেশ	নাম	পদবি
সংযুক্ত আরব আমিরাত	শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান	সুলতান
ব্রুনাই	হাসান আল বলকিয়া মুইজুদ্দিন ওয়াদাউল্লাহ	সুলতান
ওমান	হাইথাম বিন তারিক আল সাইদ	সুলতান
সৌদি আরব	সালমান বিন আব্দুল আজিজ আল সৌদ	বাদশাহ্

দীর্ঘকাল ক্ষমতায় থাকা বর্তমান রাজা

রাজা	দেশ	ক্ষমতায় আছেন
কিং কার্ল গুস্তাফ	সুইডেন	৪৩ বছর
হাসান আল বলকিয়া	ব্রুনাই	৪৯ বছর
লেতসেই (৩য়)	লেসেথো	২৬ বছর

- **ভারত** :ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি), আম আদমি পার্টি (AAP), সর্ব ভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস।
- **নেপাল** :নেপালি কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি অব নেপাল, জনমুক্তি পার্টি নেপাল, লিবারেল সমাজবাদী পার্টি।
- **চীন** : কমিউনিস্ট পার্টি অব চায়না।
- **রাশিয়া** : ইউনাইটেড রাশিয়া, কমিউনিস্ট পার্টি, লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি, এ জাস্ট রাশিয়া, প্যাট্রিয়টস অব রাশিয়া, রোডিনা, ইয়্যাবলক।
- **সিরিয়া** : ন্যাশনাল প্রোগ্রেসিভ ফ্রন্ট, আরব সোশ্যালিস্ট বাথ পার্টি, সিরিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি, পিপলস্ উইল পার্টি, সলিডারিটি পার্টি।
- **যুক্তরাজ্য** : লেবার পার্টি, কনজারভেটিভ পার্টি, স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টি, লিবারেল ডেমোক্রেটস্ পার্টি, প্লেইড সিমরু।
- **যুক্তরাষ্ট্র** : ডেমোক্রেটিক পার্টি, রিপাবলিকান পার্টি, লিবারেটেরিয়ান পার্টি, গ্রিন পার্টি।
- **তুরস্ক** :জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি (AKP), রিপাবলিকান পিপলস্ পার্টি, পিপলস্ ডেমোক্রেটিক পার্টি, ফেলিসিটি পার্টি।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

03. যুক্তরাজ্যের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী হলেন -
Ⓐ তেরেসা মে Ⓑ কিয়ার স্টারমার
Ⓒ ডেভিড ক্যামেরন Ⓓ অ্যাঙ্গেলা মরকেল **Ans Ⓑ**

04. কানাডার বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নাম -
Ⓐ পিয়ের ট্রুডো Ⓑ ডেভিড ক্যামেরন
Ⓒ মার্ক কার্নি Ⓓ এডব্রডবেন্ট **Ans Ⓒ**

05. তাইওয়ানের প্রথম নারী রাষ্ট্রপতির নাম-
Ⓐ ওয়াং লি Ⓑ মিং কিন
Ⓒ হুং সিউ চু Ⓓ সাই ইং উয়েন **Ans Ⓓ**

আন্তর্জাতিক ১৩তম

বিশ্বের বিখ্যাত দ্বীপ, পর্বত, আগ্নেয়গিরি ও অন্যান্য

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

ভৌগোলিক উপনাম

উপনাম	স্থানের নাম	উপনাম	স্থানের নাম
সোনালি আঁশের দেশ	বাংলাদেশ	ছিদ্রায়িত রাষ্ট্র	ইতালি ও দক্ষিণ আফ্রিকা
পিরামিডের দেশ	মিশর	ট্রুসিয়াল রাজ্য	সংযুক্ত আরব আমিরাত
নীল নদের দেশ/দান	মিশর	আগুনের দ্বীপ	আইসল্যান্ড
রাতের নগরী	কায়রো (মিশর)	পান্নার দ্বীপ/ সৌন্দর্যের দ্বীপ	আয়ারল্যান্ড
বাজারের শহর	কায়রো (মিশর)	নিমজ্জমান নগরী	হেগ (নেদারল্যান্ডস)
চির বসন্তের নগরী/শহর	কিটো/কুনমিং	পৃথিবীর কসাইখানা	শিকাগো
উত্তরের ভেনিস	স্টকহোম	বাতাসের শহর/ উদ্যানের শহর	শিকাগো
গগনচুম্বি অট্টালিকার শহর	নিউইয়র্ক	নিশীথ সূর্যের দেশ	নরওয়ে
বিগ অ্যাপল	নিউইয়র্ক	মৎস্যজীবীদের/ধীবরের দেশ	নরওয়ে
সোনালি তোরণের শহর	সানফ্রান্সিসকো	মার্বেলের দেশ	ইতালি
ক্যাঙারুর দেশ	অস্ট্রেলিয়া	ইউরোপের বুট	ইতালি
দক্ষিণের রানি	সিডনি	রাজপ্রাসাদের নগর	কলকাতা
চিরসবুজের দেশ	নাটাল	দ্বীপের নগরী	ভেনিস
প্রাচীরের দেশ	চীন	নিশ্চুপ/শান্ত সড়ক শহর	ভেনিস
পীত হাতির দেশ	হোয়াংহো (চীন)	আঁদ্রিয়াতিকের রানি/দয়িতা	ভেনিস
দুই নীতির এক দেশ	চীন	চিরশান্তির/ সাত পাহাড়ের শহর	রোম
সোনালী তোরণের শহর	সানফ্রান্সিসকো	পোপের শহর	রোম
নিষিদ্ধ শহর ও দেশ	তিব্বতের লাসা	ইউরোপের প্রবেশদ্বার	ভিয়েনা
ভূমিকম্পের দেশ	জাপান	বজ্রপাতের দেশ	ভুটান
প্রাচ্যের ম্যানচেস্টার	ওসাকা (জাপান)	দ্বীপের মহাদেশ	ওশেনিয়া/অস্ট্রেলিয়া
পবিত্র পাহাড়	জাপানের ফুজিয়ামা	চীনের দুঃখ	হোয়াংহো/পীত নদী
ভূ-স্বর্গ	কাশ্মীর	চীনের নীল নদ	ইয়াংসিকিয়াং

পৃথিবীর বিখ্যাত দ্বীপসমূহ

- **বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপ** - গ্রিনল্যান্ড (এই দ্বীপটির অবস্থান আর্কটিক সাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের মাঝে। ভৌগোলিকভাবে এটি আমেরিকা মহাদেশে অবস্থিত। বর্তমানে এটি ডেনমার্কের মালিকানাধীন)।
- **মরুরুয়া দ্বীপ অবস্থিত** - প্রশান্ত মহাসাগরে (এই দ্বীপে ফ্রান্স ১৯৬২ সালে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়)।
- **সালফার বা গন্ধকের জন্য বিখ্যাত দ্বীপ** - সিসিলি (ইতালির অধীনে)।
- **ভূ-মধ্যসাগরের সর্ববৃহৎ দ্বীপ** - সিসিলি (২৫,৪৬০ বর্গকিলোমিটার)।
- **এশিয়ার বৃহত্তম তথা পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম দ্বীপ**- বোর্নিও, ইন্দোনেশিয়ায় অবস্থিত। অপর নাম কালিমান্তান।
- **ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যবর্তী জলরাশিতে সৃষ্ট দ্বীপের নাম** - রামেশ্বর দ্বীপ (ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে)।
- **Palm Island তৈরি করা হয়েছে** - দুবাইয়ে।
- **লাক্ষা দ্বীপ অবস্থিত** - ভারত মহাসাগরে।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

- ভূ-মধ্যসাগরে অবস্থিত তুরস্কের দ্বীপপুঞ্জের নাম - রোডস দ্বীপপুঞ্জ।
- ভারতের মালিকানাধীন আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী - পোর্ট ব্লেয়ার।
- নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকে 'স্বরাজ দ্বীপ' ও 'শহিদ দ্বীপ' নামকরণ করেছেন - নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু।
- উপসাগরীয় দেশগুলোর প্রবেশদ্বার বলা হয় - আবু মুসা দ্বীপকে।
- বাহরাইন দ্বীপ অবস্থিত - পারস্য উপসাগরে।
- দিয়াগো গার্সিয়া দ্বীপ - ভারত মহাসাগরে অবস্থিত।
- হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ- প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত।
- মিন্দানাও দ্বীপটি- ফিলিপাইনে অবস্থিত।
- জাফনা দ্বীপ- শ্রীলঙ্কায় অবস্থিত।
- পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ-ক্যারিবিয়ান সাগরে অবস্থিত।

পৃথিবীর বিখ্যাত দ্বীপসমূহের অবস্থান ও মালিকানা

দ্বীপের নাম	মালিকানা	অবস্থান
গ্রিনল্যান্ড দ্বীপ	ডেনমার্ক	উ. আটলান্টিক মহাসাগর
নিউগিনি দ্বীপ	ইন্দোনেশিয়া ও পাপুয়া নিউগিনি	প্রশান্ত মহাসাগর
বোর্নিও দ্বীপ	ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রুনেই	দক্ষিণ চীন সাগর
মাদাগাস্কার দ্বীপ	মাদাগাস্কার	ভারত মহাসাগর
বাফিন দ্বীপ	কানাডা	উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর
সুমাত্রা দ্বীপ	ইন্দোনেশিয়া	ভারত মহাসাগর
হোনসু দ্বীপ	জাপান	জাপান সাগর
সুলাওয়েসি দ্বীপ	ইন্দোনেশিয়া	দক্ষিণ চীন সাগর
জাভা দ্বীপ	ইন্দোনেশিয়া	ভারত মহাসাগর
লুজন দ্বীপ	ফিলিপাইন	প্রশান্ত মহাসাগর
কিউবা দ্বীপ	কিউবা	ক্যারিবিয়ান সাগর
মিন্দানাও দ্বীপ	ফিলিপাইন	উত্তর-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর
হোক্কাইডো দ্বীপ	জাপান	জাপান সাগর
হিস্পানিওয়ালা দ্বীপ	হাইতি ও ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র	ক্যারিবিয়ান সাগর
শাখালিন দ্বীপপুঞ্জ	রাশিয়া	উত্তর প্রশান্ত মহাসাগর
দিয়াগো গার্সিয়া দ্বীপ	যুক্তরাজ্য	ভারত মহাসাগর
পোয়েতোরিকো দ্বীপ	যুক্তরাষ্ট্র	আটলান্টিক মহাসাগর

বিশ্বের কয়েকটি আলোচিত বিরোধপূর্ণ দ্বীপ

দ্বীপ	অবস্থান	বিশেষ তথ্য
দক্ষিণ তালপট্টি	বঙ্গোপসাগর	ভারতের জলসীমায় অবস্থিত বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে বিরোধপূর্ণ বিলুপ্ত দ্বীপ (২০১০ সালে তলিয়ে যায়)।
আবু মুসা দ্বীপ	পারস্য উপসাগর	ইরান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে বিরোধপূর্ণ দ্বীপ। ইরানের মালিকানায় রয়েছে।
প্যারালেস দ্বীপ	দক্ষিণ চীন সাগর	চীন ও তাইওয়ানের মধ্যে বিরোধপূর্ণ দ্বীপ
পেরিজিল/লায়লা দ্বীপ	মরক্কোর মূল ভূখণ্ডে	মরক্কো ও স্পেনের মধ্যে বিরোধপূর্ণ দ্বীপ।
শাত-ইল-আরব	পারস্য সাগর	ইরাক ও ইরানের মধ্যে বিরোধপূর্ণ অঞ্চল।
গুয়াম	প্রশান্ত মহাসাগর	অন্যতম মার্কিন নৌ-ঘাঁটি।
কুড়িল দ্বীপপুঞ্জ	জাপান সাগর	রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে বিরোধপূর্ণ দ্বীপ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়া জাপানের নিকট থেকে দখল করে।
শাখালিন	প্রশান্ত মহাসাগর	রাশিয়ার মালিকানায় এখানে রাশিয়ার নৌ-ঘাঁটি রয়েছে। রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে বিরোধপূর্ণ দ্বীপ।
স্প্রাটলি দ্বীপপুঞ্জ	দক্ষিণ চীন সাগর	চীনের অধীন এই দ্বীপটি নিয়ে চীন ও ভিয়েতনামের মধ্যে বিরোধ রয়েছে।
ফকল্যান্ড	দ. আটলান্টিক মহাসাগর	১৯৮২ সালে আর্জেন্টিনা ও ব্রিটেনের মধ্যে এ দ্বীপ নিয়ে যুদ্ধ হয়। বর্তমানে ব্রিটেনের মালিকানায় রয়েছে।
সেনকাকু বা দিয়াওইউ দ্বীপপুঞ্জ	পূর্ব চীন সাগর	চীন ও জাপান
হানিশ দ্বীপপুঞ্জ	রেড সি বা লোহিত সাগর	ইয়েমেন ও ইরিত্রিয়া মধ্যে বিরোধ রয়েছে।

আলোচিত পর্বতসমূহ

- পর্বতমালা বলতে বোঝায় - একই অঞ্চলে একাধিক পর্বত পাশাপাশি থাকলে সেটিকে পর্বতমালা বলা হয়।
- ভঙ্গিল পর্বত - বিস্তৃত ও সুউচ্চ ভাঁজবিশিষ্ট একাধিক পর্বতকে ভঙ্গিল পর্বত বলে। যেমন- এশিয়ার হিমালয় পর্বত, ইউরোপের আল্পস, উত্তর আমেরিকার রকি, দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ পর্বত।
- বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গের নাম - মাউন্ট এভারেস্ট (উচ্চতা ৮,৮৪৮.৮৬ মিটার বা ২৯,০৩৫ ফুট)।
- এভারেস্ট শৃঙ্গের নেপালি নাম - সাগরমাতা।
- এভারেস্ট শৃঙ্গের চীনা নাম - চুমোলাংমা (Chomolungma), তিব্বতি নাম- কোকো ল্যাংমা।
- এভারেস্টের দৈর্ঘ্য প্রথম মাপেন - রাধানাথ শিকদার।
- প্রথম এভারেস্ট বিজয়ী - নিউজিল্যান্ডের স্যার অ্যাডমন্ড হিলারি ও নেপালের তেনজিং নোরগে শেরপা (১৯৫৩ সালের ২৯ মে)।
- এভারেস্ট বিজয়ী প্রথম মহিলা - জাপানের জুনকো তাবেই (১৬ মে ১৯৭৫)।
- এভারেস্ট বিজয়ী প্রথম বাঙালি - ভারতের সত্যব্রত দাস (১৯ মে ২০০৪)।
- এভারেস্ট বিজয়ী প্রথম বাংলাদেশি - মুসা ইব্রাহিম (২৩ মে ২০১০)।
- এভারেস্ট বিজয়ী প্রথম বাঙালি নারী - ভারতের শিপ্রা মজুমদার (২ জুন ২০০৫)।
- এভারেস্ট বিজয়ী প্রথম বাংলাদেশি নারী - নিশাত মজুমদার (১৯ মে ২০১২)।
- ইউরোপের সর্বোচ্চ পর্বতমালার নাম - আল্পস।
- ল্যাকোলিথ পর্বত হলো - আমেরিকার ব্ল্যাক হিলস ও হেনরি পর্বত।
- যুক্তরাজ্যের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গের নাম- বেননেভিস।
- মাউন্ট এলব্রুস্ পর্বত- রাশিয়ায় অবস্থিত।

বিশ্বের প্রধান প্রধান পর্বতশৃঙ্গ

পর্বতশৃঙ্গ	পর্বতমালা	অবস্থান	উচ্চতা (প্রায়)
মাউন্ট এভারেস্ট	হিমালয়	নেপাল ও তিব্বত	৮৮৪৮.৮৬ মিটার
গডউইন অস্টিন/K2	কারাকোরাম	পাকিস্তান-চীন	৮৬১১ মিটার
কাঞ্চনজঙ্ঘা	হিমালয়	ভারত ও নেপাল	৮৫৮৬ মিটার
অন্নপূর্ণা	হিমালয়	নেপাল	৮০৯১ মিটার
ম্যাককিনলি /ডেনালি	রকি	আলাস্কা, যুক্তরাষ্ট্র	৬১৯৪ মিটার
মাউন্ট ব্লাঙ্ক	আল্পস	ফ্রান্স-ইতালি	৪৮০৭ মিটার

- হ্রদ (Lake) হলো - ভূ-বেষ্টিত লবণাক্ত বা মিষ্টি স্থির পানির বড় আকারের জলাশয়।
- বিশ্বের প্রায় অর্ধেক হ্রদ অবস্থিত - কানাডাতে।
- এশিয়া তথা বিশ্বের বৃহত্তম লবণ হ্রদ - কাস্পিয়ান সাগর (কাজাখস্তান, তুর্কমেনিস্তান, আজারবাইজান, ইরান ও রাশিয়া সীমান্তে অবস্থিত)। এটি বিশ্বের বৃহত্তম হ্রদ।
- বিশ্বের গভীরতম হ্রদ/গভীরতম মিষ্টি পানির হ্রদ - বৈকাল হ্রদ (রাশিয়া)।
- বিশ্বের বৃহত্তম সুপেয় পানির হ্রদ - সুপিরিয়র হ্রদ।
- বিশ্বের নিম্নতম হ্রদ - মৃত সাগর (Dead Sea)। জর্ডানে অবস্থিত এই হ্রদে অতিরিক্ত লবণাক্ততার জন্য কোনো মাছ বাঁচতে পারে না। তাই এই হ্রদকে ডেড সি বলা হয়।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

- **ভিক্টোরিয়া হ্রদ অবস্থিত** - কেনিয়া, উগান্ডা, সুদান ও তাঞ্জানিয়া সীমান্তে।
- **গ্রেট লেকস** - যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় অবস্থিত ৫টি লেককে একত্রে গেট লেকস বলা হয়। লেকগুলো হলো- অন্টারিও, মিশিগান, সুপিরিয়র, ইরি এবং হুরন।
- **বিশ্বের সর্বোচ্চ আগ্নেয়গিরি** - চিলির ওজোনডেল স্যালাডো (৬,৮৮৭) মি.।
- **পৃথিবীর বৃহত্তম আগ্নেয় দ্বীপ হিসেবে পরিচিত** - 'The Big Island' নামে খ্যাত হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত মাওনা লোয়া (Mauna Loa) দ্বীপ ও মাওনাকেয়া।
- **ইতালির ভিসুভিয়াস** - একটি সক্রিয় আগ্নেয়গিরি।
- **বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সক্রিয় আগ্নেয়গিরিগুলোর একটি** - মাউন্ট নিরাগঙ্গো। ২৩ মে ২০২১ গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের এই আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাত শুরু হয়। ২০০২ সালেও এ আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাত হয়েছিল।
- **জাপানের ফুজিয়ামা** - একটি সুপ্ত আগ্নেয়গিরি।
- **মিয়ানমারের বিখ্যাত মৃত আগ্নেয়গিরির নাম** - পোপা।
- **আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের থেকে যে দ্বীপপুঞ্জের সৃষ্টি** - প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ (যুক্তরাষ্ট্র)।
- **বিশ্বে সক্রিয় আগ্নেয়গিরির সংখ্যা** - ৮৫০টি প্রায়।
- **জাপানে সুপ্ত আগ্নেয়গিরি রয়েছে**- ফুজিয়ামা পর্বত শৃঙ্গে।
- **আগ্নেয়গিরির ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরী** - ইতালির পম্পেই ও হারকিউলেনিয়াম নগরী।
- **পৃথিবীর সর্ববৃহৎ আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ** - ইন্দোনেশিয়ার টোবা (আয়তন ১৭৭৫ বর্গকিলোমিটার)।
- **আতিতলাম সক্রিয় আগ্নেয়গিরি অবস্থিত** - গুয়েতেমালা দেশে।
- **ক্যারিসিম্বি আগ্নেয়গিরি** - কঙ্গোয় অবস্থিত।
- **তানজানিয়ার বিখ্যাত সুপ্ত আগ্নেয়গিরি** - কিলিমানজারো।
- **পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মরুভূমি** - সাহারা মরুভূমি (আফ্রিকায় অবস্থিত)।
- **'আফ্রিকার দুঃখ' বলা হয়** - সাহারা মরুভূমিকে।
- **উষ্ণ মরুভূমি থরের অবস্থান** - ভারত-পাকিস্তান।
- **'গ্রেট আমেরিকান' একটি**- মরুভূমি।
- **কারাকুম মরুভূমি** - তুর্কমেনিস্তান।
- **কালাহারি মরুভূমি অবস্থিত** - দক্ষিণ আফ্রিকা ও বতসোয়ানায়।
- **তাকলামান মরুভূমি অবস্থিত** - চীনে।
- **আতাকামা মরুভূমি অবস্থিত** - চিলিতে।
- **গ্রেট ভিক্টোরিয়া মরুভূমি অবস্থিত** - অস্ট্রেলিয়াতে।
- **লাদাখ শীতল প্রকৃতির মরুভূমির অবস্থান** - জম্মু ও কাশ্মীর
- **উত্তমাশা অন্তরীপ (Cape of Good hope)** - দক্ষিণ আফ্রিকায় (দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরে পড়েছে)।
- **চেলুসকিন অন্তরীপ** - এশিয়ার সর্বউত্তর বিন্দু।
- **রোকা অন্তরীপ** - পর্তুগালে (আটলান্টিক মহাসাগরে)।
- **কন্যাকুমারী অন্তরীপ** - ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের প্রলম্বিত অংশ (ভারত মহাসাগরে)।
- **সেন্ট ভিনসেন্ট অন্তরীপ** - পর্তুগালের দক্ষিণে (আটলান্টিক মহাসাগরে)।
- **ট্রাফালগার অন্তরীপ** - স্পেনের দক্ষিণ-পশ্চিমের অগ্রভাগ (উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে)।

বিশ্বের বিখ্যাত জলপ্রপাত

- **উচ্চতায় বিশ্বের বড় জলপ্রপাত** - অ্যাঞ্জেল ফলস। অ্যাঞ্জেল ফলস জলপ্রপাতটি ভেনিজুয়েলার ক্যানাইমা ন্যাশনাল পার্কে অবস্থিত (উচ্চতা ৯৭৯ মিটার বা ৩,২১২ ফুট)।
- **আয়তনে বিশ্বের সবচেয়ে বড় জলপ্রপাত** - নায়াগ্রা জলপ্রপাত (উচ্চতা ১৬৭ ফুট বা ৫১ মিটার)।
- **নায়াগ্রা জলপ্রপাত অবস্থিত** - যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা।
- **স্ট্যানলি ও লিভিংস্টোন** - আফ্রিকার দুটি বিখ্যাত জলপ্রপাত।
- **ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত** - জাম্বিয়া ও জিম্বাবুয়েতে অবস্থিত আফ্রিকার বৃহত্তম জলপ্রপাত।
- **পানি পতনের দিক থেকে বিশ্বের বৃহত্তম জলপ্রপাত** - ব্রাজিলে অবস্থিত গুয়ারিয়া জলপ্রপাত (উচ্চতা ৩৭৫ ফুট বা ১১৪ মিটার প্রায়)।
- **তুগেলা জলপ্রপাত অবস্থিত** - দক্ষিণ আফ্রিকা।
- **স্টবাক জলপ্রপাত** - সুইজারল্যান্ডে অবস্থিত।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. 'মারিওপোল' ইউক্রেনের-
Ⓐ একটি বিমান ঘাঁটি Ⓑ একটি সামমেরিন
Ⓒ একটি বন্দরনগরী Ⓓ একটি বিনোদনকেন্দ্র **Ans C**

02. গ্রিনল্যান্ড যে দেশের অংশ-
Ⓐ যুক্তরাষ্ট্র Ⓑ ডেনমার্ক Ⓒ রাশিয়া Ⓓ নরওয়ে **Ans B**

03. আল্পস পর্বতমালা কোন মহাদেশে অবস্থিত?
Ⓐ আফ্রিকা Ⓑ এশিয়া
Ⓒ ইউরোপ Ⓓ দক্ষিণ আমেরিকা **Ans C**

04. জাপানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী ঘাঁটি কোথায় অবস্থিত?
Ⓐ হিরোশিমা Ⓑ ওসাকা
Ⓒ ওকিনাওয়া Ⓓ টোকিও **Ans C**

05. এশিয়ার 'বজ্রপাতের ভূমি' হলো-
Ⓐ নেপাল Ⓑ ভুটান Ⓒ থাইল্যান্ড Ⓓ মায়ানমার **Ans B**

06. অলিভ পর্বতটি কোথায় অবস্থিত?
Ⓐ পাকিস্তান Ⓑ জেরুজালেম
Ⓒ ইয়েমেন Ⓓ ইরাক **Ans B**

07. সুবিক বে কোথায়?
Ⓐ মধ্য ইউরোপে Ⓑ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া
Ⓒ মধ্য প্রাচ্যে Ⓓ ক্যারিবীয় অঞ্চলে **Ans B**

08. হাজার হ্রদের দেশ হচ্ছে-
Ⓐ নরওয়ে Ⓑ ফিনল্যান্ড Ⓒ ডেনমার্ক Ⓓ জাপান **Ans B**

09. পৃথিবীর সর্ববৃহৎ হ্রদ কোনটি?
Ⓐ ভিক্টোরিয়া হ্রদ Ⓑ ক্যাস্পিয়ান সাগর
Ⓒ জামবেজি হ্রদ Ⓓ মিশিগান হ্রদ **Ans B**

10. স্পার্টলি দ্বীপপুঞ্জ কোথায় অবস্থিত?
Ⓐ প্রশান্ত মহাসাগর Ⓑ ভূমধ্যসাগর
Ⓒ দক্ষিণ চীন সাগর Ⓓ ভারত মহাসাগর **Ans C**

11. চীন ও জাপানের মধ্যে বিরোধপূর্ণ অঞ্চলের নাম কী?
Ⓐ সেনকাকু Ⓑ স্প্রাটলি দ্বীপ
Ⓒ প্যারসেল দ্বীপপুঞ্জ Ⓓ প্রাটাস দ্বীপ **Ans A**

13. নিম্নে উল্লেখিত কোন হ্রদটি তানজানিয়া ও উগান্ডার মধ্যে আন্তর্জাতিক সীমানা হিসেবে বিবেচিত?
Ⓐ চাদ Ⓑ মালাওয়ি
Ⓒ ভিক্টোরিয়া Ⓓ জামবেজি **Ans C**

14. কোনটি ভূবেষ্টিত সাগর?
Ⓐ মর্মর সাগর Ⓑ কৃষ্ণ সাগর
Ⓒ ক্যাস্পিয়ান সাগর Ⓓ ভূমধ্যসাগর **Ans C**

15. কোন জলপথ নিয়ে ইরান ও ইরাকের মধ্যে বিবাদ ছিল?
Ⓐ পারস্য উপসাগর Ⓑ আরব সাগর
Ⓒ শাত-ইল আরব Ⓓ ওমান উপসাগর **Ans C**

16. সাত পাহাড়ের শহর বলা হয়-
Ⓐ মিসিসিপিকে Ⓑ কাঠমান্ডুকে
Ⓒ রোমকে Ⓓ কার্বনডেলকে **Ans C**

17. ব্রুনাই দারুস-সালাম যে দ্বীপে অবস্থিত-
Ⓐ বোর্নিও দ্বীপ Ⓑ মিন্দানাও দ্বীপ
Ⓒ সেলিবিস দ্বীপ Ⓓ সুমাত্রা দ্বীপ **Ans A**

18. 'উত্তমাশা' হলো একটি-
Ⓐ হ্রদ Ⓑ অন্তরীপ Ⓒ দ্বীপ Ⓓ নাটক **Ans B**

19. কোনটি উপদ্বীপ?
Ⓐ জাপান Ⓑ কোরিয়া Ⓒ সৌদি আরব Ⓓ কিউবা **Ans B**

CamScanner

আন্তর্জাতিক ১৭তম অধ্যায়

মহাসাগর, সাগর, নদী, খাল, প্রণালি লাইন- সীমারেখা ও স্থলবেষ্টিত দেশ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- **প্রশান্ত মহাসাগর (Pacific Ocean) :** আয়তন এবং গভীরতায় পৃথিবীর বৃহত্তম মহাসাগর প্রশান্ত মহাসাগর, যার আয়তন ১৬ কোটি ৬০ লক্ষ বর্গকিলোমিটার। এর অবস্থান আমেরিকা ও এশিয়ার মধ্যবর্তী। মারিয়ানা ট্রেঞ্চ প্রশান্ত মহাসাগর তথা পৃথিবীর সর্বোচ্চ গভীরতম স্থান যার গভীরতা ১০,৯২৪ মিটার এবং এর গভীরতম স্থান 'চ্যালেঞ্জার ডিপ'। এ মহাসাগরের আকৃতি বৃহদাকার ত্রিভুজের মতো। বিশ্বের সবচেয়ে বড় কোরাল রিফ অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে অবস্থিত 'গ্রেট বেরিয়ার রিফ' এই মহাসাগরে অবস্থিত। প্রশান্ত মহাসাগর আমেরিকাকে এশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়া থেকে পৃথক করেছে। এর গড় গভীরতা ৪২৭০ মিটার।
- **আটলান্টিক মহাসাগর :** আয়তনে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাসাগর আটলান্টিক মহাসাগর। এর আয়তন ৮ কোটি ২৪ লক্ষ বর্গকিলোমিটার। এর অবস্থান আমেরিকা, ইউরোপ ও আফ্রিকা। আটলান্টিক মহাসাগর আমেরিকাকে ইউরোপ এবং আফ্রিকা থেকে পৃথক করেছে। আটলান্টিকের গভীরতম স্থান পুয়ের্তোরিকো যার গভীরতা ৮,৬০৫ মিটার। এর গড় গভীরতা ৩৯৩২ মিটার। পানামা খাল দ্বারা প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসাগর যুক্ত।
- **ভারত মহাসাগর :** বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মহাসাগর ভারত মহাসাগর। এটি 'রত্নাকর' বা '*The mine of Gems*' নামেও পরিচিত। ভারত মহাসাগরের আয়তন ৭ কোটি ৩৬ লক্ষ বর্গকিলোমিটার। ভারত মহাসাগর এশিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত। এর গড় গভীরতা ৩৯৬২ মিটার। ভারত মহাসাগর অস্ট্রেলিয়াকে এশিয়া এবং আফ্রিকা থেকে পৃথক করেছে। ভারত মহাসাগরকে পরিবেষ্টিত করে আছে তিনটি মহাদেশ। যথা- এশিয়া, আফ্রিকা এবং ওশেনিয়া। ভারত মহাসাগরে অবস্থিত দক্ষিণ অক্ষাংশের ৪০°-৪৭° কে গর্জনশীল চল্লিশা বলা হয়।
- **আর্কটিক/উত্তর/সুমেরু মহাসাগর :** বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম মহাসাগর উত্তর মহাসাগর, যার আয়তন ১ কোটি ৫০ লক্ষ বর্গকিলোমিটার। বছরের অধিকাংশ সময় এই মহাসাগর বরফে ঢাকা থাকে। এর অবস্থান পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে। এর গড় গভীরতা ৮২৪ মিটার।
- **দক্ষিণ/কুমেরু মহাসাগর :** বিশ্বের ক্ষুদ্রতম মহাসাগর দক্ষিণ মহাসাগর, যার আয়তন ১ কোটি ৪৭ লক্ষ বর্গকিলোমিটার। অ্যান্টার্কটিকা ও ৬০° দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যবর্তী এই বিশাল জলরাশিকে ঘিরে দক্ষিণ মহাসাগর গড়ে ওঠেছে।

বিশ্বের বিখ্যাত সাগর ও উপসাগর

- **আয়তনে পৃথিবীর বৃহত্তম সাগর** - দক্ষিণ চীন সাগর।
- **বিশ্বের সবচেয়ে গভীরতম সাগর** - ক্যারিবিয়ান সাগর (গভীরতা ৭,৬৮৬ মিটার)।
- **গালফ (Gulf)**-এর অর্থ-উপসাগর। স্থলভাগের মাঝে প্রবিষ্ট জলভাগের দৈর্ঘ্য যদি উন্মুক্ত মুখের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা বেশি হয়, তবে তাকে গালফ বলে।
- **উপসাগর (Bay)** - তিনদিকে স্থল দ্বারা বেষ্টিত পানি রাশিকে উপসাগর বলে।
- **পৃথিবীর বৃহত্তম উপসাগর** - বঙ্গোপসাগর। ২য় মেক্সিকো উপসাগর।
- **'ভূমধ্যসাগরের প্রবেশদ্বার' বলা হয়** - জিব্রাল্টার প্রণালিকে।
- **লোহিত সাগর ও ভূমধ্যসাগরকে যুক্ত করেছে** - সুয়েজ খাল।
- **হরমুজ প্রণালি অবস্থিত** - ওমান উপসাগর ও পারস্য উপসাগরের মাঝে।
- **আলাস্কা উপসাগর অবস্থিত** - উত্তর আমেরিকায়।
- **বেফিন উপসাগর অবস্থিত** - কানাডা ও গ্রিনল্যান্ড দ্বীপের মধ্যবর্তী স্থানে।
- **জাপান সাগর ও পীত সাগরের মধ্যে অবস্থিত** - কোরিয়া উপদ্বীপ।
- **উপসাগরীয় স্রোতের সৃষ্টি হয়** - মিসিসিপি নদীর বয়ে আনা পানির প্রভাবে।
- **উপসাগরীয় স্রোতের বর্ণ** - গাঢ় নীল।
- **হাডসন উপসাগর অবস্থিত** - কানাডায়।
- **আফ্রিকার দ্বীপ রাষ্ট্র মাদাগাস্কার অবস্থিত** - ভারত মহাসাগরে।
- **ইজিয়ান সাগর অবস্থিত** - গ্রিস ও তুরস্কের মধ্যবর্তী স্থানে।

বিশ্বের বিখ্যাত নদ-নদী

- **আফ্রিকা তথা বিশ্বের দীর্ঘতম নদী** - নীলনদ। ১১টি দেশের ওপর দিয়ে নীলনদ প্রবাহিত।
- **নীল নদের উৎপত্তি ও পতনস্থল** - যথাক্রমে ভিক্টোরিয়া হ্রদ ও ভূমধ্যসাগর।
- **দক্ষিণ আমেরিকা তথা বিশ্বের বৃহত্তম ও প্রশস্ততম নদী** - আমাজন নদী।
- **আমাজান নদীর উৎপত্তি ও পতনস্থল যথাক্রমে** - আন্দিজ পর্বতমালা এবং আটলান্টিক মহাসাগর।
- **বিশ্বের ক্ষুদ্রতম নদীর নাম** - রো নদী (মন্টানা, যুক্তরাষ্ট্র)।
- **যে নদীকে চীনের দুঃখ/ The Cradle of Chinese Civilization বলা হয়** - হোয়াংহো নদীকে।
- **এশিয়া মহাদেশের দীর্ঘতম নদীর নাম** - ইয়াংসিকিয়াং (বিশ্বের ৩য় বৃহত্তম)।
- **ব্লু নীল ও হোয়াইট নীল নদের সংযোগস্থলে অবস্থিত** - সুদানের রাজধানী খার্তুম শহর।
- **টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর পূর্বনাম** - দজলা ও ফোরাত।
- **হোয়াংহো বা পীত নদী অবস্থিত** - চীনে।
- **সিন্ধু নদ প্রবাহিত হয়েছে** - পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে।
- **উত্তর আমেরিকার দীর্ঘতম নদী** - মিসিসিপি-মিসৌরি।
- **ইউরোপের দীর্ঘতম নদী** - ভলগা।
- **অস্ট্রেলিয়ার দীর্ঘতম নদী** - মারে ডার্লিং।
- **আন্তর্জাতিক নদী** - দানিয়ুব নদী। ইউরোপের ১০টি দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত।

বিশ্বের প্রধান প্রধান সমুদ্রবন্দর

- **এশিয়ার বৃহত্তম সমুদ্রবন্দর** - হংকং বন্দর।
- **ইউরোপের বৃহত্তম সমুদ্রবন্দর** - ডুইসবার্গ বন্দর (জার্মানি)।
- **আফ্রিকার বৃহত্তম সমুদ্রবন্দর** - ডারবান বন্দর (দক্ষিণ আফ্রিকা)।
- **দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম সমুদ্রবন্দর** - রিও ডি জেনেরিও সমুদ্রবন্দর (ব্রাজিল)।
- **উত্তর আমেরিকার বৃহত্তম বন্দর** - নিউইয়র্ক সমুদ্রবন্দর (যুক্তরাষ্ট্র)।
- **বিশ্বের সবচেয়ে ব্যস্ত সমুদ্রবন্দর** - সাংহাই বন্দর।
- **যে সমুদ্রবন্দরটি ব্যবহারের জন্য কোনো প্রকার কর দিতে হয় না** - হংকং সমুদ্রবন্দর (এটি ফ্রি পোর্ট নামে খ্যাত)।
- **আরব সাগরের রানি বলা হয়** - কোচিন বন্দরকে (ভারতে অবস্থিত)।

দেশ	সমুদ্রবন্দরের নাম
ভারত	কোচিন, মুম্বাই, চেন্নাই, পোর্ট ব্লেয়ার, কলকাতা
মিয়ানমার	সিতওয়ে, ইয়াঙ্গুন (রেঙ্গুন)
জাপান	ওসাকা, ইয়াকোহামা
ভিয়েতনাম	হাইফং
ফিলিপাইন	দাবাওসিটি পোর্ট, ম্যানিলা
ইরান	বন্দর আব্বাস, আবাদান
ইরাক	উম-উল-কাসর
ইসরায়েল	হাইফা
যুক্তরাজ্য	কার্ডিফ, ম্যানচেস্টার, লিভারপুল, ব্রিস্টল, লন্ডন, গ্লাসগো ও নিউ ক্যাসল
রাশিয়া	লেনিনগ্রাদ/ সেন্ট পিটার্সবার্গ, ভ্লাদিভোস্টক

সমুদ্রবন্দর বিহীন/স্থলবেষ্টিত দেশ

- **দক্ষিণ এশিয়ার নিজস্ব সমুদ্রবন্দর নেই** - ৩টি দেশের। যথা- নেপাল, ভুটান ও আফগানিস্তান।
- **বিশ্বের নিজস্ব সমুদ্রবন্দর নেই** - ৪৫টি দেশের।
- **স্থলবেষ্টিত কোনো রাষ্ট্র নেই** - ওশেনিয়া মহাদেশে।
- **এশিয়ার সমুদ্রবন্দর নেই** - ১১টি দেশের।
- **ইউরোপের নিজস্ব সমুদ্রবন্দর নেই** - ১৬টি দেশের।
- **আফ্রিকার নিজস্ব সমুদ্রবন্দর নেই** - ১৬টি দেশের।
- **দক্ষিণ আমেরিকার নিজস্ব সমুদ্রবন্দর নেই** - ২টি দেশের।

বিশ্বের বিভিন্ন লাইন ও সীমারেখা

- **লাইন অব কন্ট্রোল :** ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যবর্তী সীমারেখা।

CamScanner

- **লাইন অব একচুয়াল কন্ট্রোল :** ভারত ও চীনের মধ্যবর্তী সীমারেখা।
- **হিন্ডারবার্গ লাইন :** জার্মানি ও পোল্যান্ডের দ্বিখণ্ডীকরণ রেখা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি এ লাইন বরাবর পশ্চাদপসরণ করেছিল।
- **ম্যাজিনো লাইন :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানির আক্রমণ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য ফ্রান্স-জার্মানির সীমান্তে ফ্রান্স কর্তৃক নির্মিত সুরক্ষা লাইন।
- **ম্যাকমোহন লাইন :** স্যার ম্যাকমোহন কর্তৃক চিহ্নিত ভারত-চীনের মধ্যে সীমানা নিরূপিত রেখা।
- **ম্যাকনামারা লাইন :** যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম সীমান্তে নির্মিত ইলেকট্রিক বেষ্টনী।
- **ব্লু লাইন :** লেবানন- ইসরায়েলের মধ্যবর্তী সীমারেখা।
- **সনোরা লাইন :** মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী বিভক্তকারী সীমারেখা।
- **ডুরান্ড লাইন :** স্যার মার্টিমার ডুরান্ড কর্তৃক নির্মিত পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যকার সীমানা নিরূপিত সীমারেখা।
- **র‌্যাডক্লিফ লাইন :** ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভক্তিকালে স্যার র‌্যাডক্লিফ কর্তৃক ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে নিরূপিত সীমারেখা। এটিকে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার সীমান্তবর্তী লাইন হিসেবেও ধরা হয়।

গুরুত্বপূর্ণ অক্ষরেখা

- **১৭° অক্ষরেখা :** সাবেক উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের মধ্যবর্তী সীমারেখা।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. কোন দেশটির সঙ্গে সমুদ্রের যোগাযোগ নেই?
Ⓐ থাইল্যান্ড Ⓑ ভুটান
Ⓒ ফ্রান্স Ⓓ জাপান
Ans B

02. ডোকলাম ত্রিমুখী সীমান্ত সংযুক্ত করেছে–
Ⓐ ভারত, চীন ও নেপাল Ⓑ চীন, ভারত ও ভুটান
Ⓒ চীন, ভারত ও পাকিস্তান Ⓓ আফগানিস্তান, ভারত ও চীন
Ans B

04. মিশর ও সৌদি আরবকে বিভাজনকারী সাগর-
Ⓐ আরব সাগর Ⓑ লোহিত সাগর
Ⓒ বাল্টিক সাগর Ⓓ কৃষ্ণ সাগর
Ans B

05. ইউরোপের দীর্ঘতম নদী কোনটি?
Ⓐ দানিয়ুব Ⓑ ভলগা
Ⓒ রাইন Ⓓ টেমস
Ans B

06. এডেন কোন দেশের সমুদ্র বন্দর?
Ⓐ ইয়েমেন Ⓑ কাতার
Ⓒ ওমান Ⓓ ইরাক
Ans A

07. নিচের কোন দেশে সমুদ্র বন্দর নেই?
Ⓐ লেবানন Ⓑ মিসর
Ⓒ আফগানিস্তান Ⓓ আলজেরিয়া
Ans C

08. ব্লু লাইন কোন দেশ দুটিকে পৃথক করেছে?
Ⓐ লেবানন ও ইসরাইল Ⓑ উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া
Ⓒ সিরিয়া ও তুরস্ক Ⓓ রাশিয়া ও ফিনল্যান্ড
Ans A

09. কোন দেশ এশিয়া এবং ইউরোপ উভয় মহাদেশে অবস্থিত?
Ⓐ আজারবাইজান Ⓑ ইরান Ⓒ সৌদি আরব Ⓓ তুরস্ক
Ans D

10. কোন দেশের সাথে আর্কটিকের বৃহত্তম সীমান্ত?
Ⓐ আমেরিকা Ⓑ নরওয়ে Ⓒ কানাডা Ⓓ রাশিয়া
Ans D

11. পশ্চিম তীর কোন নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত?
Ⓐ নীল Ⓑ ফোরাত Ⓒ জর্ডান Ⓓ সিন্ধু
Ans C

12. পৃথিবীর মহাসাগর সমূহের কোন অংশে সুনামি হবার সম্ভাবনা সর্বাধিক রয়েছে?
Ⓐ প্রশান্ত মহাসাগর Ⓑ আটলান্টিক মহাসাগর
Ⓒ ভারত মহাসাগর Ⓓ আর্কটিক সাগর
Ans C

আন্তর্জাতিক ১৫তম অধ্যায় — আন্তর্জাতিক রুট, সুড়ঙ্গপথ, জাদুঘর চিড়িয়াখানা, বিমান ও সংবাদ সংস্থা

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

বিশ্বের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আন্তর্জাতিক রুট

- **কারাকোরাম হাইওয়ে :** ১৯৭৯ সালে পাকিস্তান ও চীনের মধ্যে নির্মিত এ মহাসড়ক চালু হয়। এর অপর নাম সিল্ক রোড।
- **ইউরো চ্যানেল :** ৬ মে ১৯৯৪ ইংলিশ চ্যানেলের নিচ দিয়ে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে ৫০.৪৫ কিলোমিটার সুড়ঙ্গ রেলপথ চালু হয়। এর অপর নাম চ্যানেল টানেল।
- **উত্তর আটলান্টিক পথ :** ইউরোপের পশ্চিম উপকূলের সঙ্গে উত্তর আমেরিকার সংযোগ রক্ষাকারী পথ।
- **এশিয়ান হাইওয়ে :** ফিলিপাইন থেকে তুরস্ক পর্যন্ত প্রস্তাবিত সড়কের নাম।
- **সিল্ক রুট :** ইরান ও তুর্কমেনিস্তানের মধ্যকার রেল নেটওয়ার্ক।
- **নিউ সিল্ক রুট :** চীনের প্রস্তাবিত নতুন সমুদ্র রুট।
- **আয়রন সিল্ক রুট :** দুই কোরিয়ার সঙ্গে ইউরোপের প্রস্তাবিত রেল যোগাযোগ।
- **কটন রুট :** ভারতের প্রস্তাবিত নতুন রুট।
- **হট লাইন :** আকস্মিক যুদ্ধ এড়ানোর জন্য ক্রেমলিন-হোয়াইট হাউজের মধ্যকার সরাসরি টেলিফোন সংযোগ।

বিশ্বের কয়েকটি সীমান্তবর্তী অঞ্চল

- **সিয়াচেন হিমবাহ :** ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের কাশ্মীরে অবস্থিত। এটি বিশ্বের সর্বোচ্চ রণাঙ্গন। এর দৈর্ঘ্য ৭৭ কিলোমিটার এবং উচ্চতা ২৪,৩০০ ফুট (প্রায়)।
- **পানমুনজাম :** দুই কোরিয়ার মধ্যস্থিত বেসামরিক শান্তি পল্লি। দুই কোরিয়ার সীমান্তে বিরোধ নিরসন কল্পে ১৩ জুন ২০০০ এখানে ঐতিহাসিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দুই কোরিয়া এর মালিকানা দাবি করে।
- **অরুণাচল :** ভারতের একটি সীমান্তবর্তী রাজ্য। চীন ভারতের এ প্রদেশটির একাংশ নিজেদের বলে দাবি করে।
- **মংডু :** বাংলাদেশ ও মিয়ানমার সীমান্তে অবস্থিত। এটি বাংলাদেশ সীমান্তের বান্দরবান জেলায় অবস্থিত হলেও মিয়ানমার ট্রানজিট সৃষ্টিতে নিজেদের বলে দাবি করে।
- **সিনাই উপত্যকা :** মিশরের উত্তর পূর্বাংশে অর্থাৎ সুয়েজ খাল ও আকাবা উপসাগরের মধ্যস্থিত একটি মরুভূমি অঞ্চল। ১৯৫৬ সালে ইসরায়েল এটি দখল করে। পরবর্তীতে অবশ্য ইসরায়েল মিশরকে উপত্যকাটি ফিরিয়ে দেয়।
- **ইম্ফল :** ভারত - মিয়ানমার সীমান্তে অবস্থিত। এটি ভারতের মণিপুর রাজ্যের রাজধানী।
- **লাদাখ :** চীন এবং জম্মু ও কাশ্মীর এর মধ্যস্থিত বিতর্কিত ভূমি। ১৯৬২ সালে চীন ভারত আক্রমণ করলে এখানে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়।

বিশ্বের বিখ্যাত বাঁধ

- **বিশ্বের উচ্চতম বাঁধ** - রোগান বাঁধ। তাজিকিস্তানে অবস্থিত বাঁধটির উচ্চতা ৩১৫ মিটার।
- **বিশ্বের বৃহত্তম বাঁধ** - তারবেলা বাঁধ (পাকিস্তান)।
- **নোরেক বাঁধ অবস্থিত** - তাজিকিস্তানে।

বিশ্বের প্রধান প্রধান অট্টালিকা

- **বিশ্বের উচ্চতম অট্টালিকা** - বুর্জ খলিফা (উচ্চতা ৮২৮ মিটার)। এটি সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইতে অবস্থিত।
- **নির্মিতব্য বিশ্বের সর্বোচ্চ স্থাপনার নাম** - কিংডম টাওয়ার, সৌদি আরব। এর উচ্চতা হবে ১০০০ মিটার।
- **ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার বা টুইন টাওয়ার যেখানে অবস্থিত ছিল ঐ স্থানটির বর্তমান নাম** - গ্রাউন্ড জিরো। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এর স্থলে নির্মিতব্য ভবনটির নাম ফ্রিডম টাওয়ার।
- **বিশ্বের সবচেয়ে বড় অফিস ভবন** - পেন্টাগন; যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে অবস্থিত। ১৯৪৩ সালে নির্মিত ভবনটি মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের সদর দপ্তর।
- **পেট্রোনাস টুইন টাওয়ার অবস্থিত** - মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে।
- **সিয়ার্স টাওয়ার (বর্তমান নাম উইলিস) অবস্থিত** - যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোতে।
- **অ্যাম্পেয়ার স্টেট বিল্ডিং অবস্থিত** - নিউইয়র্কে।

CamScanner

বিশ্বের বিখ্যাত সেতু

- পৃথিবীর দীর্ঘতম সড়ক ও রেলসেতুর নাম – চীনের দায়াং-কুনসান গ্রান্ড ব্রিজ। ব্রিজটির দৈর্ঘ্য ১৬৪.৮ কিলোমিটার বা ১০২.৪ মাইল।
- বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমুদ্র সেতু (৫৫ কিলোমিটার) - হংকং ঝুহাই ম্যাকাও সেতু (চীন)।
- তাইয়ানজিন গ্রান্ড ব্রিজ এবং ওয়েহি গ্রান্ড ব্রিজ অবস্থিত - চীনে।
- দক্ষিণ এশিয়ার দীর্ঘতম সেতু - ভূপেন হাজারিকা সেতু (ভারত)।
- দক্ষিণ এশিয়ার দীর্ঘতম বহুমুখী সেতু - পদ্মা সেতু।
- বিশ্বের দীর্ঘতম ঝুলন্ত সেতুর নাম - সুতং সেতু (চীন), দৈর্ঘ্য ৮২০৬ মিটার।
- ছয় লেন বিশিষ্ট, ৫৫ কি.মি. দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে Bang Na Expressway অবস্থিত - থাইল্যান্ডে।
- জিয়াওঝু বে (কিংদাও হাইওয়ান) ব্রিজ অবস্থিত - চীন (দৈর্ঘ্য ২৬.৭ কিলোমিটার)।

বিশ্বের বিখ্যাত জাদুঘর

নাম	দেশ	নাম	দেশ
দ্য ব্রিটিশ মিউজিয়াম	লন্ডন, যুক্তরাজ্য	ইন্ডিয়া মিউজিয়াম	কলকাতা, ভারত
ভিক্টোরিয়াল আলবার্ট মিউজিয়াম	লন্ডন, যুক্তরাজ্য	মিউজিও ডেল প্রোডো	মাদ্রিদ, স্পেন
দ্য লুভর মিউজিয়াম	প্যারিস, ফ্রান্স	দ্য ন্যাশনাল মিউজিয়াম	নেপলস, ইতালি
দ্য স্টেট মিউজিয়াম	আমস্টারডাম, নেদারল্যান্ডস	গ্রেকো রোমান মিউজিয়াম	মিশর

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিমান সংস্থা

দেশ	বিমান সংস্থার নাম	দেশ	বিমান সংস্থার নাম
ভারত	এয়ার ইন্ডিয়া	ফ্রান্স	এয়ার ফ্রান্স
পাকিস্তান	পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ার লাইন্স	কানাডা	কানাডিয়ান এয়ার লাইন্স
জাপান	জাপান এয়ার লাইন্স	কুয়েত	কুয়েত এয়ার ওয়েজ
ইন্দোনেশিয়া	গারুদা	কোরিয়া	কোরিয়ান এয়ার লাইন্স
চীন	চায়না এয়ার লাইন্স	নেদারল্যান্ডস	রয়্যাল ডাচ এয়ার লাইন্স
লিবিয়া	লিবিয়ান আরব এয়ার লাইন্স	গ্রিস	অলিম্পিক এয়ার ওয়েজ
যুক্তরাষ্ট্র	ট্রান্স ওয়ার্ল্ড এয়ার লাইন্স	পানামা	কোপা
যুক্তরাজ্য	ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ	ব্রাজিল	বারিজ (VARIG)
অস্ট্রেলিয়া	কান্টাস এয়ারওয়েজ লিমিটেড	সিরিয়া	সিরিয়ান আরব এয়ার লাইন্স
জার্মানি	লুফথানসা	আয়ারল্যান্ড	Ryanair Airlines

বিশ্বের বিখ্যাত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর

নাম	দেশ	নাম	দেশ
জন এফ কেনেডি বিমানবন্দর	নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র	নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বিমানবন্দর	কলকাতা, ভারত
ডালাস বিমানবন্দর	ডালাস, যুক্তরাষ্ট্র	ইন্দিরা গান্ধী বিমানবন্দর	দিল্লি, ভারত
জুরিখ বিমানবন্দর	জুরিখ, সুইজারল্যান্ড	সান্তাক্রুজ বিমানেবন্দর	মুম্বাই, ভারত
আব্দুল আজিজ বিমানবন্দর	জেদ্দা, সৌদি আরব	নারিতা বিমানবন্দর	টোকিও, জাপান
জেদ্দা বিমানবন্দর	জেদ্দা, সৌদি আরব	ফ্রাঙ্কফুর্ট বিমানবন্দর	ফ্রাঙ্কফুর্ট, জার্মানি
চার্লস দ্য গল বিমানবন্দর	প্যারিস, ফ্রান্স	মিউনিখ বিমানবন্দর	মিউনিখ, জার্মানি

বিশ্বের কতিপয় বিখ্যাত সংবাদপত্র

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- 'ফোর্থ এস্টেট' বলতে বোঝায় - সংবাদপত্রকে।
- ফোর্বস ম্যাগাজিনটি - যুক্তরাষ্ট্রের। ১৯১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।
- যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা - টাইম ম্যাগাজিন। প্রতিষ্ঠাতা হেডেন ও হেনরি লুইস (১৯২৩ সালে)।
- বিশ্বের সর্বাধিক প্রচারিত ও বিক্রিত দৈনিক পত্রিকার নাম - ইউমুরি শিম্বুন (১ম) এবং আশাহি শিম্বুন (২য়)।
- বিশ্বের সর্বাধিক প্রচারিত ও বিক্রিত ইংরেজি দৈনিক পত্রিকার নাম - Times of India.
- 'ডেইলি মিরর' পত্রিকা প্রকাশিত হয় - লন্ডন থেকে।

পত্রিকার নাম	দেশ	পত্রিকার নাম	দেশ
দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল		দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ	
ইউএসএ টুডে		দ্য গার্ডিয়ান	
দ্য নিউইয়র্ক টাইমস		ফিন্যান্সিয়াল টাইমস	যুক্তরাজ্য
লস অ্যাঞ্জেলস টাইমস	যুক্তরাষ্ট্র	দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্টস	
দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট		দ্য টাইমস	
নিউইয়র্ক পোস্ট		ডেইলি মিরর	
হেরাল্ড ট্রিবিউন		দ্য সান	
এশিয়ান উইক		পিপলস ডেইলি	চীন
প্রাভদা		চায়না ডেইলি	
ইজভেস্তিয়া	রাশিয়া	ডেইলি আকবর	
দ্য মস্কো টাইমস		ডেইলি আল জুমহুরিয়া	মিশর
ডেইলি জং	পাকিস্তান	আল আহরাম	
ডেইলি ডন		ইউমুরি শিম্বুন	জাপান
আনন্দবাজার		আসাহি শিম্বুন	
হিন্দুস্থান টাইম	ভারত	স্টেটস টাইমস	সিঙ্গাপুর
স্টেটসম্যান		দ্য অ্যারাব নিউজ	সংযুক্ত আরব আমিরাত
দি টাইমস অব ইন্ডিয়া		ভিয়েতনাম নিউজ	ভিয়েতনাম
ডেইলি প্যারিসিয়ান	ফ্রান্স	জং আং ইলডোর	দক্ষিণ কোরিয়া
জাকার্তা পোস্ট	ইন্দোনেশিয়া	সৌদি গেজেট	সৌদি আরব

বিভিন্ন দেশের সংবাদ সংস্থা

দেশ	সংবাদ সংস্থা
যুক্তরাষ্ট্র	▸ অ্যাসোসিয়েট প্রেস (AP) ▸ ভয়েস অব আমেরিকা (VOA) ▸ কেবল নিউজ নেটওয়ার্ক (CNN)
যুক্তরাজ্য	▸ রয়টার্স ▸ ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন (বিবিসি)
ফ্রান্স	▸ এজেন্সি ফ্রান্স প্রেস (এএফপি)
রাশিয়া	▸ তাস (TASS) ▸ নভোস্তি ▸ ইন্টারফ্যাক্স
চীন	▸ সিনহুয়া (XINHUA), CRI
ইন্দোনেশিয়া	▸ আনতারা
তুরস্ক	▸ আনাতোলিয়া (ANATOLIA)

CamScanner

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. ব্রিটেনের প্রথম পাবলিক মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয় যে বিশ্ববিদ্যালয়ে–
Ⓐ অক্সফোর্ড Ⓑ ক্যামব্রিজ Ⓒ ম্যানচেস্টার Ⓓ বার্মিংহাম **Ans Ⓐ**

02. বর্তমান বিশ্বে 'নিউ সিল্ক রুট'-এর প্রবক্তা-দেশ–
Ⓐ চীন Ⓑ নেপাল Ⓒ জাপান Ⓓ ভারত **Ans Ⓐ**

03. গারুদা কোন দেশের বিমান সংস্থা?
Ⓐ গ্রিস Ⓑ শ্রীলংকা Ⓒ ভুটান Ⓓ ইন্দোনেশিয়া **Ans Ⓓ**

04. ল্যুভর মিউজিয়াম কোথায় অবস্থিত?
Ⓐ মিউনিখ Ⓑ রোম Ⓒ লন্ডন Ⓓ প্যারিস **Ans Ⓓ**

05. এএফপি কোন দেশের সংবাদ সংস্থা? [DU-B : 16-17 ; 02-03]
Ⓐ ফ্রান্স Ⓑ পোল্যান্ড Ⓒ ব্রিটেন Ⓓ জার্মানি **Ans Ⓐ**

06. নিম্নের কোনটি কোনো সংবাদ সংস্থা নয়–
Ⓐ Yonhap Ⓑ Xinhua Ⓒ Smithsonian Ⓓ ITAR-TASS **Ans Ⓒ**

07. 'রয়টার্স' যে দেশের সংবাদ সংস্থা–
Ⓐ ফ্রান্স Ⓑ পোল্যান্ড Ⓒ ব্রিটেন Ⓓ জার্মানি **Ans Ⓒ**

08. বোদলিয়ান গ্রন্থাগারটি কোন প্রতিষ্ঠানের প্রধান গবেষণা গ্রন্থাগার?
Ⓐ লুভেনের ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয় Ⓑ নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয়
Ⓒ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় Ⓓ ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় **Ans Ⓒ**

আন্তর্জাতিক ১৬তম — বিশ্বের অর্থনীতি, প্রতীক জনসংখ্যা ও আয়তন

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ব্যাংক শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয় - ইতালিতে।
- বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন ব্যাংক - শানচি ব্যাংক (খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দে এটি চীনে প্রতিষ্ঠিত হয়)।
- বিশ্বের প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংক - রিকস্ ব্যাংক (সুইডেন)। প্রতিষ্ঠিত হয় ১৬৬৮ সালে।
- বিশ্বের প্রথম আধুনিক কেন্দ্রীয় ব্যাংক - ব্যাংক অব ইংল্যান্ড।
- বিশ্বের প্রথম নোট ইস্যুকারী ও সনদপ্রাপ্ত ব্যাংক - ব্যাংক অব সুইডেন/ রিকস্ ব্যাংক।
- উপমহাদেশের প্রথম ব্যাংক - হিন্দুস্থান ব্যাংক (১৭৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত)।
- উপমহাদেশের প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংক - রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া।
- উপমহাদেশের প্রথম মুসলিম ব্যাংক - হাবিব ব্যাংক লিমিটেড (১৯৪১ সালে প্রতিষ্ঠিত)।
- উপমহাদেশে সর্বপ্রথম ডাক জীবনবিমা ব্যবস্থা চালু হয় - ১৮৮৪ সালে।
- ব্রিটেনের নৌ-বিমা আইন ভারতবর্ষে স্বীকৃতি পায় - ১৯০৬ সালে।
- ইংল্যান্ডের প্রথম জীবন বিমা - HAND IN HAND (১৬৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়)।
- বিশ্বের প্রথম রপ্তানি বিমার প্রচলন ঘটে - ব্রিটেনে ১৯১৮ সালে। এর অপর নাম রপ্তানি ধার বিমা।
- বিশ্বে যে বিমার মাধ্যমে বিমার অগ্রযাত্রা শুরু হয় - নৌ-বিমার মাধ্যমে।
- আধুনিক অগ্নি বিমার জনক - ব্রিটেনের নিকোলাস বারবন।

বিশ্ব জনসংখ্যা

- বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ - মোনাকো।
- বিশ্বের সবচেয়ে কম ঘনবসতির দেশ - মঙ্গোলিয়া (২.১ জন প্রতি বর্গকিলোমিটারে)।
- জনসংখ্যায় পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ - চীন।
- সবচেয়ে কম গড় আয়ুর দেশ - শাদ।
- জনসংখ্যায় মুসলিম বিশ্বের বৃহত্তম দেশ - ইন্দোনেশিয়া।
- জনসংখ্যার ভিত্তিতে মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান - চতুর্থ।
- বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ - ভারত।
- বিশ্বের যে অঞ্চলে জনসংখ্যা সবচেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে - আফ্রিকার সাব-সাহারা অঞ্চল।

বিশ্বের বিভিন্ন উপজাতি

- **নাগা :** ভারতের নাগাল্যান্ডের পাহাড়ি এলাকার উপজাতি।
- **বনজোগী :** বাংলাদেশের বান্দরবান জেলার গহিন অরণ্যে বসবাসকারী একটি উপজাতি।
- **ভিল :** মধ্য ভারতে বসবাসকারী দ্রাবিড় বংশোদ্ভূত আদি জাতি।
- **দ্রাবিড় :** দক্ষিণ ভারত ও শ্রীলঙ্কায় বসবাসকারী অনার্য জাতি।
- **টোডা :** ভারতের নীলগিরি পর্বতের উপজাতি।
- **বেদে :** ভারতের যাযাবর জাতি।
- **রেড ইন্ডিয়ান :** যুক্তরাষ্ট্রের রকি পর্বত এবং মিসৌরি নদীর মধ্যবর্তী স্থানে বসবাসকারী জাতি। এরা যুক্তরাষ্ট্রের আদিম অধিবাসী।
- **হুতু ও তুতসি :** রুয়ান্ডা ও বুরুন্ডির দুটি উপজাতি।
- **হুন :** মধ্য এশিয়ার একটি জাতিগোষ্ঠী।
- **হুতি :** ইয়েমেনের উপজাতি।
- **পিগমি :** আফ্রিকার নিরক্ষীয় অঞ্চল কঙ্গোতে বসবাসরত পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা খর্বকায় বা খাটো মানুষ।
- **মাউরি :** নিউজিল্যান্ডের আদিবাসী।
- **নিগ্রো :** মধ্য ও দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার কালো মানুষ। যুক্তরাষ্ট্রেও কিছু নিগ্রো বাস করে।
- **কুর্দি :** ইরাক, ইরান ও তুরস্কের অন্তর্ভুক্ত কুর্দিস্তানের উপজাতি।
- **আফ্রিদি :** পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে বসবাসকারী উপজাতি।
- **বেদুইন :** আরবের যাযাবর জাতি।
- **এস্কিমো :** গ্রিনল্যান্ড এবং আর্কটিক অঞ্চলে বসবাসকারী আদি অধিবাসী।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. 'নীল অর্থনীতি' মূলত যার সঙ্গে যুক্ত –
Ⓐ জলবায়ু Ⓑ কৃষি
Ⓒ ভূ-রাজনীতি Ⓓ সমুদ্র **Ans Ⓓ**

02. বিশ্বের কোন দেশ অস্ত্র রপ্তানিতে শীর্ষে?
Ⓐ রাশিয়া Ⓑ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
Ⓒ চীন Ⓓ ফ্রান্স **Ans Ⓑ**

03. অর্থনীতিকে সর্বপ্রথম ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক দুই ভাগে ভাগ করেছেন–
Ⓐ র‍্যাগনার ফ্রেশ Ⓑ অ্যাডাম স্মিথ
Ⓒ জন ডালটন Ⓓ জন মেনার্ড কিন্স **Ans Ⓐ**

04. পৃথিবীর সর্বাধিক রপ্তানিকারক দেশ কোনটি?
Ⓐ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র Ⓑ জাপান
Ⓒ চীন Ⓓ জার্মানি **Ans Ⓒ**

05. বর্তমান বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার কারণ–
Ⓐ অতি উৎপাদন
Ⓑ ঋণদান সংস্থাগুলোর উপর অতিরিক্ত চাপ
Ⓒ স্থানিক যুদ্ধের সংখ্যাধিক্য
Ⓓ মুদ্রাস্ফীতি কৌশলের অতিরিক্ত ব্যবহার **Ans Ⓑ**

06. চলতি বছরের মধ্যে গত শতাব্দীর যে বছর বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার মুখোমুখি হয়েছিল-
Ⓐ ১৯০৫ Ⓑ ১৯২০
Ⓒ ১৯৫১ Ⓓ ১৯৩০ **Ans Ⓓ**

07. গ্রেশামের সূত্র হিসেবে সুবিদিত-
Ⓐ উৎকৃষ্ট মুদ্রা নিকৃষ্ট মুদ্রাকে বাজার হতে বিতাড়িত করে
Ⓑ নিকৃষ্ট মুদ্রা উৎকৃষ্ট মুদ্রাকে বাজার হতে বিতাড়িত করে
Ⓒ দ্রব্যের চাহিদা বাড়লে দাম বাড়ে
Ⓓ ভোক্তার আয় বাড়লে দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে **Ans Ⓑ**

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

আন্তর্জাতিক ১৭তম অধ্যায়

বিশ্ব ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- **ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ :** ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে যিশুখ্রিষ্টের জন্মভূমি জেরুজালেম মুসলমানদের দখলে আসলে খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে আটটি ক্রুসেড (১০৯৫-১২৭১ খ্রিষ্টাব্দে) পরিচালনা করে। প্রথম ক্রুসেডে (১০৯৯) খ্রিষ্টানগণ পুনরায় জেরুজালেম দখল করে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রথম ক্রুসেডে নেতৃত্ব দেন গডফ্রে। মুসলিম বীর গাজী সালাউদ্দীন আইয়ুবী ১১৮৭ সালে ক্রুসেডারদের পরাজিত করে জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করেন। ১২৭০ খ্রিষ্টাব্দে অষ্টম ক্রুসেডে ফ্রান্সের নবম লুই তিউনিসে মৃত্যুমুখে পতিত হন।
- **শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ :** ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ড ফ্রান্সের সিংহাসন দাবি করলে ১৩৩৮ থেকে ১৪৫৩ সাল ব্যাপী ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের মধ্যে এ দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অবশেষে ফ্রান্সের সেনাপতি বীর কন্যা জোয়ান অব আর্কের বীরত্বের মধ্য দিয়ে এ যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।
- **আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ :** ১৭৭৬ সাল থেকে ১৭৮৩ সাল পর্যন্ত জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম চলে এবং ইংরেজদের কাছ থেকে আমেরিকা স্বাধীনতা লাভ করে।
- **ট্রাফালগার যুদ্ধ :** ১৮০৫ সালে স্পেনের উপকূল ট্রাফালগারে লর্ড নেলসনের নেতৃত্বে ব্রিটিশ নৌবাহিনী এবং ফরাসি ও স্পেনের মিলিত বাহিনীর সংঘর্ষ হয়। যুদ্ধে ব্রিটিশ নৌবাহিনী বিজয়ী হয়।
- **ওয়াটারলু'র যুদ্ধ :** ১৮১৫ সালে মধ্য বেলজিয়ামের ওয়াটারলু নামক স্থানে ইংরেজ সেনাপতি ডিউক অব ওয়েলিংটনের কাছে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের নেতৃত্বে ফ্রান্স বাহিনী পরাজিত হয় এবং নেপোলিয়নকে সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়।
- **আমেরিকার গৃহযুদ্ধ :** ১৮৬১ হতে ১৮৬৫ সালের মধ্যে আমেরিকার দক্ষিণের ১১টি দাস প্রধান রাজ্যের সাথে উত্তরের রাজ্যগুলোর যে সংঘাত সৃষ্টি হয় সেটি 'আমেরিকার গৃহযুদ্ধ' নামে পরিচিত। ইতিহাসে এটি 'গেটিসবার্গ যুদ্ধ' নামেও পরিচিত। প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের নেতৃত্বে এই গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটে।
- **কোরিয় যুদ্ধ :** কোরিয়া ১৯১০ সাল হতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত জাপানের অধীনে ছিল। ১৯৪৫ সালে উত্তর কোরিয়ায় রুশ এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যদল ঢুকে পড়ে এবং ৩৮° অক্ষরেখা বরাবর কোরিয়াকে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ায় বিভক্ত করে। ১৯৫০ সালের জুন মাসে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে উত্তর কোরিয়াকে রাশিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়াকে যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য করে। ১৯৫৩ সালের জুলাই মাসে জাতিসংঘের সহায়তায় যুদ্ধবিরতি চুক্তির মাধ্যমে কোরিয়া যুদ্ধের অবসান ঘটে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

- **প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় -** ২৮ জুলাই ১৯১৪ । এ যুদ্ধ ইতিহাসে 'The Great War' নামে পরিচিত।
- **প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত হয় -** ২৮ জুন ১৯১৪ অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফ্রান্সিস ফার্ডিন্যান্ড ও তাঁর স্ত্রী সোফিয়াকে সারায়েভো শহরে গুপ্তঘাতক কর্তৃক হত্যা করার মাধ্যমে।
- **প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অক্ষশক্তি ছিল -** জার্মানি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, তুরস্ক ও বুলগেরিয়া।
- **প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মিত্রশক্তি ছিল -** ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, সার্বিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, রাশিয়া, জাপান, রোমানিয়া, পর্তুগাল ও গ্রিস।
- **প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র যোগ দেয় তথা জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন -** ৬ এপ্রিল ১৯১৭।
- **জার্মানি যুক্তরাষ্ট্রের যে যুদ্ধ জাহাজটি ডুবিয়ে দেয় তার নাম -** লুসিতানিয়া।
- **মিত্রশক্তির সামরিক বাহিনীর প্রধান ছিলেন -** জেনারেল ফচ।
- **মিত্রপক্ষের প্রধান নেতৃবৃন্দ ছিলেন -** রাশিয়ার জার নিকোলাস, মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ, ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী জর্জ ক্লেমেনশো।
- **প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভ করে -** মিত্রশক্তি।
- **প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় -** ১১ নভেম্বর ১৯১৮ (জার্মানির আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে)।
- **প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় -** ২৮ জুন ১৯১৯ জার্মানি ও মিত্রপক্ষের মাঝে প্যারিসে যা Armistice Treaty /প্যারিস শান্তি কনফারেন্স/ভার্সাই চুক্তি নামে পরিচিত।
- **অস্ট্রেলিয়া সাবেক জার্মান কলোনিগুলোকে দখল করে নেয় -** ১৯১৯ সালে।
- **লিগ অব নেশনস গঠন করা হয় -** প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

- **দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় -** ১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯।
- **দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আনুষ্ঠানিক সূচনা ঘটে -** জার্মানি কর্তৃক পোল্যান্ড আক্রমণের মধ্য দিয়ে।
- **দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয় -** অক্ষশক্তি (Axis Powers) ও মিত্রশক্তির (Allied Powers) মধ্যে।
- **অক্ষশক্তির দেশগুলো হচ্ছে -** জাপান, জার্মানি ও ইতালি।
- **মিত্রশক্তির দেশগুলো হচ্ছে -** ফ্রান্স, ব্রিটেন, রাশিয়া, পোল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র ও চীন।
- **জার্মানির বিরুদ্ধে ব্রিটেন ও ফ্রান্স যুদ্ধ ঘোষণা করে -** ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ ।
- **জার্মানি যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে -** ১১ ডিসেম্বর ১৯৪১ ।
- **দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইরান সমর্থন করে -** জার্মানিকে।
- **দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বাফারস্টেট ছিল -** বেলজিয়াম।
- **হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করে -** ২২ জুন ১৯৪১ ।
- **ইতালি অক্ষশক্তিতে যোগদান করে -** ১১ জুন ১৯৪০ ।
- **জাপান মার্কিন নৌ ও বিমান ঘাঁটি পার্ল হারবার আক্রমণ করে -** ৭ ডিসেম্বর ১৯৪১ (পার্ল হারবার যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই দ্বীপে অবস্থিত)।
- **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি যুদ্ধে যোগদান করে -** ৮ ডিসেম্বর ১৯৪১ ।

জাপানের ওপর পারমাণবিক হামলা

- **জাপানের হিরোশিমায় পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করা হয় -** ৬ আগস্ট ১৯৪৫।
- **জাপানের নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করা হয় -** ৯ আগস্ট ১৯৪৫।
- **জাপানের হিরোশিমায় নিক্ষেপকৃত পারমাণবিক বোমার নাম ছিল -** লিটল বয়।
- **দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রবাহিনীর নিকট জার্মানি আত্মসমর্পণ করে -** ৭ মে ১৯৪৫ ।

উল্লেখযোগ্য চুক্তিসমূহ

- **ম্যাগনাকার্টা চুক্তি/*The Great Charter* :** ১২১৫ সালের ১৫ জুন রাজার চরম ক্ষমতা হ্রাসের জন্য লন্ডনের টেমস নদীর পার্শ্ববর্তী রানিমেড দ্বীপে রাজা জন ও বিদ্রোহী (Baron) জনগণের মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। লন্ডন চার্চের প্রধান বিশপ স্টেফেন ল্যাংটন এই চুক্তির খসড়া তৈরি করেন। এই চুক্তির মধ্যে চার্চের নিরাপত্তা রক্ষা, জনগণকে অযৌক্তিক কারাপ্রদান নিষিদ্ধ, যথাযথ বিচার, সামন্তপ্রথার সীমিতকরণ ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়।
- **Peace of Paris :** ১৭৮৩ সালের তিনটি চুক্তিকে একত্রে 'Peace of Paris' বলা হয়। এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল আমেরিকার স্বাধীনতা চুক্তি (১৭৮৩) যা 'Treaty of Paris' নামে পরিচিত এবং দুইটি ভার্সাই চুক্তি। ভার্সাই চুক্তি দুইটির প্রথমটি স্বাক্ষরিত হয় ব্রিটেনের সাথে ফ্রান্স ও স্পেনের এবং দ্বিতীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ব্রিটেন ও নেদারল্যান্ডসের মধ্যে।
- **Treaty of Paris/আমেরিকার স্বাধীনতা চুক্তি :** ৩ সেপ্টেম্বর ১৭৮৩ আমেরিকা ও ব্রিটেনের মধ্যে স্বাক্ষরিত এই চুক্তির ফলে আমেরিকা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা লাভ করে। Hotel d'York- এ স্বাক্ষরিত এই চুক্তিতে আমেরিকার পক্ষে স্বাক্ষর করেন জন এডামস, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, জন জে এবং ব্রিটেনের তৎকালীন রাজা তৃতীয় জর্জের পক্ষে ডেভিড হার্টলি। আমেরিকার কংগ্রেস অব কনফেডারেশন ১৪ জানুয়ারি ১৭৮৪ এই চুক্তি অনুমোদন করে। ব্রিটেন ১২ মে ১৭৮৪ এই চুক্তি অনুমোদন করে।
- **প্যারিস শান্তি চুক্তি/দ্বিতীয় ভার্সাই চুক্তি :** ২৮ জুন ১৯১৯ ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মিত্রশক্তি ও জার্মানির মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল জার্মানিকে যুদ্ধাপরাধী সাব্যস্ত করা। এই চুক্তির ফলশ্রুতিতে জার্মানি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়।

CamScanner

- **তাসখন্দ চুক্তি :** ১০ জানুয়ারি ১৯৬৬ উজবেকিস্তানের তাসখন্দ শহরে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির মধ্যস্থতাকারী দেশ ছিল সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন। ভারতের পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষর করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ও পাকিস্তানের পক্ষে স্বাক্ষর করেন তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান। চুক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল কাশ্মীর প্রশ্নে ভারত ও পাকিস্তান যুদ্ধের অবসান ও শান্তি স্থাপন। এ চুক্তির মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় পাক-ভারত যুদ্ধের অবসান হয়।
- **পরমাণু অস্ত্র হ্রাস/ *Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT)* চুক্তি :** ১২ জুন ১৯৬৮ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে চুক্তিটি গৃহীত হয় এবং একই সালের ১ জুলাই স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। প্রাথমিকভাবে এ চুক্তির মেয়াদ ছিল ২৫ বছর। এ চুক্তির মূল উদ্দেশ্য ছিল ক্রমান্বয়ে বিশ্ব থেকে পারমাণবিক অস্ত্রের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন, নতুন অস্ত্র উৎপাদন বন্ধ, অস্ত্র রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা এবং পারমাণবিক অস্ত্রের শান্তিপূর্ণ ব্যবহার করা। ৫ মার্চ ১৯৭০ চুক্তিটি কার্যকর হয়। বর্তমানে ১৮৯টি দেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। ভারত, ইসরায়েল, পাকিস্তান চুক্তিটিতে স্বাক্ষর করেনি এবং উত্তর কোরিয়া স্বাক্ষর করলেও ২০০৩ সালে তা প্রত্যাহার করে নেয়।
- **সল্ট-১ *(Strategic Arms Limitation Talks-1)* :** অ্যান্টি ব্যালাস্টিক সিস্টেম এবং অ্যান্টি ব্যালাস্টিক মিসাইল সীমিতকরণে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ২৬ মে ১৯৭২ চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের রিচার্ড নিক্সন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের লিওনিদ ব্রেজনেভ চুক্তিটি স্বাক্ষর করেন। ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭২ মার্কিন কংগ্রেসে অনুমোদনের পর ৩ অক্টোবর ১৯৭২ চুক্তিটি কার্যকর হয়।
- **এবিএম *(Anti-Ballistic Missile)* চুক্তি :** ২৬ মে ১৯৭২ যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। ABM চুক্তিটি ৩ আগস্ট ১৯৭২ মার্কিন সিনেটে অনুমোদনের পর ৩ অক্টোবর ১৯৭২ কার্যকর হয়। তবে যুক্তরাষ্ট্র ১৩ জুন ২০০২ নিজেকে এই চুক্তি থেকে প্রত্যাহার করে নেয়।
- **ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি :** ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাম্প ডেভিডের মেরিল্যান্ডে ৩৯তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের মধ্যস্থতায় মিশর ও ইসরায়েলের মধ্যে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রক্রিয়ার রূপরেখা নিরূপণ এবং শান্তি স্থাপন/ ইসরায়েল ও প্যালেস্টাইনের মধ্যে শান্তি স্থাপন তবে এই চুক্তির ফলে মিশরকে আরব লীগ এবং ওআইসি থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়।
- **সল্ট-২ *(Strategic Arms Limitation Talks-2)* :** আক্রমণাত্মক অস্ত্র ২৪০০ এর মধ্যে এবং নিক্ষেপকারী ক্ষেপণাস্ত্র ২২৫০ এর মধ্যে সীমিত রাখার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে ১৮ জুন ১৯৭৯ চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট চুক্তিটিকে অনুমোদন করেনি।
- **শেনঝেন চুক্তি :** ইউরোপিয়ান দেশসমূহের জন্য একক ভিসা চালুর লক্ষ্যে ১৪ জুন ১৯৮৫ ইউরোপিয়ান ইকোনমিক কমিউনিটির ৫টি দেশ (বেলজিয়াম, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, লুক্সেমবার্গ এবং নেদারল্যান্ডস) একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। পরবর্তীতে ২৫ মার্চ ১৯৯৫ লুক্সেমবার্গের শেনঝেন শহরে এই চুক্তি কার্যকর হয়। এই চুক্তির আওতায় একক ভিসা সুবিধাপ্রাপ্ত দেশ ২৬টি। এর মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত ২২টি দেশ (যুক্তরাজ্য, আয়ারল্যান্ড, সাইপ্রাস; বুলগেরিয়া, রোমানিয়া এবং ক্রোয়েশিয়া বাদে) এবং ৪টি নন-ইইউ দেশ (আইসল্যান্ড, নরওয়ে, লিচেনস্টাইন ও সুইজারল্যান্ড)।
- **পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধ করণ চুক্তি/*Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty (CTBT)* চুক্তি :** ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ অস্ট্রেলিয়া জাতিসংঘের ৫১তম সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে চুক্তিটি উত্থাপন করে। চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল নতুন করে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি না করা এবং পূর্বেরগুলো ধ্বংস করে সীমিত করা। ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। বর্তমানে এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশের সংখ্যা ১৮৩টি এবং অনুমোদনকারী দেশ ১৬৪টি। বাংলাদেশ ১৯৯৬ সালের ২৪ অক্টোবর ১২৯তম দেশ হিসেবে এই চুক্তি স্বাক্ষর করে এবং বিশ্বের ২৮তম ও দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম দেশ হিসেবে ৮ মার্চ ২০০০ চুক্তিটি অনুমোদন করে। চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি এমন দেশের ভেতর রয়েছে চীন, মিশর, ইসরায়েল, ভারত, পাকিস্তান, ভুটান, উত্তর কোরিয়া, কিউবা, সৌদি আরব, যুক্তরাষ্ট্র ও সিরিয়া প্রভৃতি। এই চুক্তির ১৪(১) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এটি কার্যকর হবে না যতক্ষণ না পারমাণবিক গবেষণা রিয়্যাক্টর-সমৃদ্ধ ৪৪টি দেশের প্রত্যেকটি এ চুক্তি অনুমোদন না করে।
- **স্থলমাইন নিষিদ্ধকরণ চুক্তি/*Ottwa Convention* :** বিশ্বব্যাপী ধ্বংসাত্মক স্থলমাইন ব্যবহার, মজুত, উৎপাদন ও হস্তান্তর নিষিদ্ধকরণের জন্য ৩ ডিসেম্বর ১৯৯৭ কানাডার অটোয়া সম্মেলনে স্বাক্ষরিত চুক্তি স্থলমাইন নিষিদ্ধকরণ চুক্তি বা অটোয়া কনভেনশন নামে পরিচিত। ১ মার্চ ১৯৯৯ চুক্তিটি কার্যকর হয়। এ পর্যন্ত ১৩৩টি দেশ চুক্তিটিতে স্বাক্ষর করেছে। যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ইরান, ভারত, পাকিস্তান, চীন ও ইসরায়েল চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি।
- **বাংলাদেশ-ভারত পানি বণ্টন চুক্তি/গঙ্গা পানি বণ্টন চুক্তি :** বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে গঙ্গার পানি বণ্টন সমস্যা সমাধানকল্পে ১২ ডিসেম্বর ১৯৯৬ নয়াদিল্লির হায়দ্রাবাদ হাউজে ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

গেরিলা / জঙ্গি ও অন্যান্য সংগঠন

- শিবসেনা উগ্র হিন্দু মৌলবাদী দলটি - ভারতের।
- ওম শিংরিকিও - জাপানের সন্ত্রাসবাদী দল।
- আবু সায়াফ স্বাধীনতাকামী মুসলিম গেরিলা সংগঠনটির অবস্থান - মিন্দানাও, ফিলিপাইনে।
- **Moro National Liberation Front (MNLF)** - ফিলিপাইনের মিন্দানাও দ্বীপে একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৬৯ সালে গঠিত। এটি একটি স্বাধীনতাকামী সংগঠন।
- **Lords Resistance Army (LRA)** গেরিলা সংগঠনটি - উগান্ডার (প্রতিষ্ঠা ১৯৮৭ সালে)।
- **IRA** এর রাজনৈতিক শাখার নাম - সিনফেইন।
- **Revolutionary United Front (RUF)** কোন দেশের গেরিলা সংগঠন - সিয়েরালিয়নের। এটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে ১৯৯১ সালে। পরবর্তীতে ২০০২ সালে বিলুপ্ত হয়ে রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়।
- 'আল আকসা ইন্তিফাদা' - ফিলিস্তিনি মুক্তি আন্দোলন।
- ফেদাইন মিলিশিয়া নিগ্রো সংস্থাটি - যুক্তরাষ্ট্রের।
- গামা আল ইসলামিয়া গেরিলা সংগঠনটি - মিশরের।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

02. ইন্তিফাদা কী?
Ⓐ ইসরায়েলি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনি গণজাগরণ
Ⓑ স্পেনীয় শাসনের বিরুদ্ধে বলিভিয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন
Ⓒ ফরাসি কৃষক বিদ্রোহ
Ⓓ যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা যুদ্ধ
Ans Ⓐ

03. ইয়েমেনের হুথি আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক নাম --।
Ⓐ আনসার আল্লাহ Ⓑ জুন্দ আনসার আল্লাহ
Ⓒ হিজবুল্লাহ Ⓓ বারিক আল্লাহ
Ans Ⓐ

04. 'মান্ট্রিল প্রোটোকল' যার সঙ্গে সম্পর্কিত -
Ⓐ সাদা বাঘ Ⓑ ক্লোরোফ্লুরোকার্বন
Ⓒ পানি দূষণ Ⓓ ভূমিক্ষয়
Ans Ⓑ

05. হিরোশিমায় নিক্ষেপ করা প্রথম আণবিক বোমার নাম কী?
Ⓐ লিটল বয় Ⓑ ফ্যাট ম্যান
Ⓒ ব্যাটম্যান Ⓓ ফ্যাট বয়
Ans Ⓐ

06. আফিম যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল কোন কোন দেশের মধ্যে?
Ⓐ চীন ও যুক্তরাজ্য Ⓑ চীন ও যুক্তরাষ্ট্র
Ⓒ চীন ও রাশিয়া Ⓓ চীন ও ফ্রান্স
Ans Ⓐ

CamScanner

আন্তর্জাতিক ১৮তম — বিভিন্ন দেশের পারমাণবিক বোমা ক্ষেপণাস্ত্র ও অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- প্রথম পারমাণবিক বোমা তৈরি করে - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (দ্বিতীয় রাশিয়া)।
- প্রথম পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায় - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (১৬ জুলাই ১৯৪৫, নিউ মেক্সিকোর মরুভূমি আলমা গোর্দোতে)।
- নাপাম (Napalm) বোমা তৈরি করে - যুক্তরাষ্ট্র (১৯৪২ সালে আবিষ্কৃত এই বোমার প্রথম ব্যবহার করা হয় টোকিও শহরের ওপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। এই বোমা বিস্ফোরণে মানুষ মরে কিন্তু দালানকোঠার কোনো ক্ষতি হয় না)।
- যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ কেন্দ্র অবস্থিত - ফ্লোরিডার কেপ কেনেডি।
- প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক বিস্ফোরণ স্থানের নাম - বিকিনি (১৯৪৬ সালে এখানে অ্যাটম বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল)।
- যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগের সদর দপ্তর - পেন্টাগন (এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় অফিস ভবন)।
- পাকিস্তানের পারমাণবিক বোমার জনক - আবদুল কাদির খান।
- ভারতের পারমাণবিক বোমার জনক - 'মিসাইল ম্যান' নামে খ্যাত এপিজে আবদুল কালাম।
- পারমাণবিক বোমা তৈরি হয় - ইউরেনিয়াম (U-235 ও U-238) দ্বারা।
- রাডারের নজর এড়াতে সক্ষম মার্কিন জঙ্গি বিমানের নাম - স্টিলথ।
- পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধ হওয়ার কথা বলা হয়েছে - CTBT চুক্তিতে।
- বিশ্বের যে দেশ পারমাণবিক বোমা তৈরি করার পরও স্বেচ্ছায় ধ্বংস করে ফেলেছে - দক্ষিণ আফ্রিকা (১৯৯১ সালে) ডি. ক্লার্কের নেতৃত্বে।
- বিমান বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র 'হক' -এর নির্মাতা- রাশিয়া।
- স্টিংগার - বিমান বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র।
- ভারতের তৈরি প্রথম যুদ্ধ ট্যাংকের নাম - অর্জুন।
- মহাভারতের যুগের ক্ষেপণাস্ত্রের নাম - নাগপাম।
- 'চ্যালেঞ্জার-১' ট্যাংকের নির্মাতা দেশ - ইংল্যান্ড।
- অপারেশন ব্লু স্টার : ১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক অমৃতসরে অবস্থিত শিখদের পবিত্র উপাসনালয় 'স্বর্ণ মন্দির' এ পরিচালিত সেনা অভিযান।
- অপারেশন ব্ল্যাক থান্ডার : ১-৩০ এপ্রিল ১৯৮৬ 'স্বর্ণমন্দির' দখলমুক্ত করার জন্য পরিচালিত অভিযান।
- অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম : ১৯৯১ সালে বহুজাতিক বাহিনী কর্তৃক ইরাকের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান।
- অপারেশন এনডিউরিং ফ্রিডম : ২০০১ সালে আফগানিস্তানে পরিচালিত ইঙ্গ-মার্কিন অভিযান।
- অপারেশন ইরাকি ফ্রিডম : ২০০৩ সালের ২০ মে ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত সামরিক অভিযান।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. 'রোসাটম' যে দেশের জাতীয় পরমাণু সংস্থা-
Ⓐ চীন Ⓑ উত্তর কোরিয়া Ⓒ রাশিয়া Ⓓ রোমানিয়া **Ans C**

02. রাডারের নজর এড়াতে সক্ষম মার্কিন যুদ্ধ-বিমানের নাম কী?
Ⓐ সি-১৩০ Ⓑ হকার হরিকেন Ⓒ স্টেলথ Ⓓ ডি হ্যাভিল্যান্ড মসকিটো **Ans C**

03. সারিন কী?
Ⓐ সিরীয় বিদ্রোহী দল Ⓑ এক প্রকার রাসায়নিক অস্ত্র Ⓒ এক ধরণের ফ্লু Ⓓ ভাইরাস **Ans B**

04. ঘোষিত পরমাণু অস্ত্রধারী দেশ কয়টি?
Ⓐ সাতটি Ⓑ ছয়টি Ⓒ পাঁচটি Ⓓ আটটি **Ans D**

05. WMD- এর পূর্ণরূপ-
Ⓐ ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট Ⓑ ওয়ার অফ মাস ডেস্ট্রাকশন Ⓒ উইপেন্স অব মাস ডেস্ট্রাকশন Ⓓ ওয়ার্ল্ড মাস ডেভেলপমেন্ট **Ans C**

06. আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের সাংকেতিক নাম-
Ⓐ অপারেশন সি এ্যাঞ্জেল Ⓑ অপারেশন ওভারলোড Ⓒ অপারেশন এনডিওরিং ফ্রিডম Ⓓ অপারেশন সার্চলাইট **Ans C**

07. হিরোশিমায় নিক্ষিপ্ত আণবিক বোমার নাম-
Ⓐ লিটল বয় Ⓑ ডেস্ট্রয়ার Ⓒ স্কাড Ⓓ প্যাট্রিয়ট **Ans A**

08. হিরোশিমার উপর আণবিক বোমা নিক্ষিপ্ত হয়- [DU-B : 03-04;96-97]
Ⓐ ৭ মে ১৯৪৫ Ⓑ ৬ আগস্ট ১৯৪৫ Ⓒ ১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ Ⓓ ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ **Ans B**

09. ইরাক আক্রমণে আমেরিকার সমর্থনকারী দেশ ছিল না-
Ⓐ যুক্তরাজ্য Ⓑ ফ্রান্স Ⓒ জাপান Ⓓ অস্ট্রেলিয়া **Ans B**

10. 'ইমবেডেড জার্নালিজম' কোন অপারেশনের সাথে যুক্ত?
Ⓐ অপারেশন ইরাকি ফ্রিডম Ⓑ অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম Ⓒ অপারেশন রেড ডন Ⓓ অপারেশন লিপ ফরওয়ার্ড **Ans A**

আন্তর্জাতিক ১৯তম অধ্যায় — বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম নারী, বিভিন্ন কেলেঙ্কারি ও আলোচিত হত্যাকাণ্ড

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- বিশ্বের প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট - আর্জেন্টিনার বাসিন্দা ইসাবেলা পেরন।
- বিশ্বের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী - শ্রীলঙ্কার শ্রীমাভো বন্দরনায়েকে (১৯৬০ সালে)।
- ভারতের প্রথম নির্বাচিত নারী প্রধানমন্ত্রী - ইন্দিরা গান্ধী।
- বিশ্বের প্রথম মুসলিম নারী প্রধানমন্ত্রী - পাকিস্তানের বেনজির ভুট্টো।
- মুসলিম বিশ্বের প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট - ইন্দোনেশিয়ার মেঘবতী সুকর্ণপুত্রী।
- বিশ্বের প্রথম মহাকাশগামী নারী - রাশিয়ার ভ্যালেন্তিনা তেরেসকোভা (১৯৬৩)।
- শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রথম মুসলিম নারী - ইরানের শিরিন এবাদি; ২০০৩ সালে।
- বিশ্বের প্রথম নারী নোবেল বিজয়ী - পোল্যান্ডের মাদাম কুরি (১৯০৩ সালে পদার্থবিজ্ঞানে ও ১৯১১ সালে রসায়নে)।
- সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী প্রথম নারী - সুইডেনের সেলমা লেগেরলফ (১৯০৯ সালে)।
- অর্থনীতিতে প্রথম নারী নোবেল বিজয়ী - এলিনর অস্ট্রম (২০০৯), যুক্তরাষ্ট্র।
- বিশ্বের প্রথম নারী স্পিকার - ওলগ রুডার জিনেক, অস্ট্রিয়া।
- জাতিসংঘের প্রথম নারী ন্যায়পাল - জ্যামাইকার প্যাট্রিসিয়া ডুরাই (২০০১ সালে)।
- যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম নারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী - মেডেলিন অলব্রাইট।
- জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রথম নারী সভাপতি - বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত (ভারত); ১৯৫৩ সালে।
- ব্রিটেনের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী - মার্গারেট থ্যাচার (১৯৭৯ থেকে ১৯৯০ সাল)।
- সর্বপ্রথম ভোটাধিকার অর্জন করে - নিউজিল্যান্ডের নারীরা (১৮৯৩ সালে)।
- প্রথম সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে - সুইডেনের নারীরা।
- বিশ্বের প্রথম নারী প্রোগ্রামার - লেডি অগাস্টা (ইংরেজ কবি লর্ড বায়রনের কন্যা)।
- এভারেস্ট বিজয়ী প্রথম নারী - জাপানের জুনকো তাবেই (১৯৭৫ সালে)।
- ভারতে প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট - প্রতিভা দেবী সিং পাতিল।
- পাকিস্তান তথা মুসলিম বিশ্বের প্রথম নারী স্পিকার - ডা. ফাহমিদা মির্জা।
- শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রথম নারী - অস্ট্রিয়ার বার্থাভন সুটনার (১৯০৫ সালে)।
- ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমকারী প্রথম বাঙালি নারী - আরতি সেনগুপ্ত (ভারত)।
- বিশ্বের প্রথম নারী বিমান পাইলট ছিলেন - অ্যামিলিয়া মেরি ইয়ারহার্ট (যুক্তরাষ্ট্র)।
- লাইবেরিয়া তথা আফ্রিকার প্রথম নির্বাচিত নারী প্রেসিডেন্ট - এলেন জনসন সারলিফ।
- দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট - শ্রীলঙ্কার চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা (১৯৯৪ সালে)।
- বিশ্বের প্রথম নারী রাষ্ট্রদূত - রাশিয়ার আলোককান্দ্রা কোলোনটাই।
- এশিয়ার প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট - ফিলিপাইনের কোরাজন একুইনো (১৯৮৬ সালে)।
- আরব বিশ্বের প্রথম নারী স্পিকার - আমাল আল-কুবাইসি (সংযুক্ত আরব আমিরাত)।
- যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম নারী স্পিকার - ন্যান্সি পেলোসি।
- ভারতের প্রথম নারী স্পিকার - মিরা কুমারী।

CamScanner

- **আন্তর্জাতিক আদালতের প্রথম নারী বিচারক** - যুক্তরাজ্যের রোজালিন হিগিন্স।
- **ইউরোপের যে দেশে সর্বপ্রথম নারীরা ভোটাধিকার লাভ করে** - ফিনল্যান্ডের নারীরা (১৯০৬ সালে)।
- **ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারি**

জড়িত ব্যক্তি : সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন।

বিষয়বস্তু : ১৯৭২ সালে ওয়াশিংটনের 'ওয়াটার গেট' নামক বাণিজ্যিক ভবনে তৎকালীন বিরোধী দল ডেমোক্রেটিক পার্টির রাজনৈতিক অফিসে নির্বাচনি প্রচারণার পরিকল্পনা ও অন্যান্য আলাপ টেলিফোনে শোনার পর ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকার মাধ্যমে ঘটনাটি ফাঁস হয়। এ কেলেঙ্কারির ফলে ৯ আগস্ট ১৯৭৪ নিক্সনকে প্রেসিডেন্ট পদ হতে পদত্যাগ করতে হয়। তিনিই একমাত্র পদত্যাগকারী মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সম্প্রতি তাঁকে এই কেলেঙ্কারি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

- **বোফোর্স কেলেঙ্কারি**

জড়িত ব্যক্তি : ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী।

বিষয়বস্তু : ১৯৮৭ সালে সুইডেনের অস্ত্র নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান বোফোর্স এর নিকট থেকে অস্ত্র ক্রয়ের দুর্নীতি।

- **হোয়াইট হাউজ কেলেঙ্কারি**

জড়িত ব্যক্তি : সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন।

বিষয়বস্তু : শপথগ্রহণে মিথ্যা বলা ও লোক নিয়োগে দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ সংক্রান্ত।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. নওয়াজ শরীফকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করতে হলো কেন?
Ⓐ মেমোগেট কেলেঙ্কারি Ⓑ ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি Ⓒ পানামা পেপারস কেলেঙ্কারি Ⓓ বোফোর্স কেলেঙ্কারি **Ans Ⓒ**

02. কোন দেশের মহিলারা সর্বপ্রথম ভোটাধিকার লাভ করে?
Ⓐ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র Ⓑ ইতালি Ⓒ সুইজারল্যান্ড Ⓓ নিউজিল্যান্ড **Ans Ⓓ**

03. প্রথম নারী যিনি মাউন্ট এভারেস্ট জয় করেছিলেন-
Ⓐ ভ্যালিনটিনা তেরেশকোভা Ⓑ জুনকো তাবেই Ⓒ ক্যারোলিনা মিকেলসন Ⓓ কেউই নন **Ans Ⓑ**

04. ১৯৬০ সালে কোন দেশ সর্বপ্রথম একজন নারী প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করে?
Ⓐ ভারত Ⓑ ইসরায়েল Ⓒ আয়ারল্যান্ড Ⓓ শ্রীলঙ্কা **Ans Ⓓ**

05. প্রথম নোবেল বিজয়ী নারী কে?
Ⓐ ম্যারি কুরি Ⓑ আইরিন কুরি Ⓒ উইনি ম্যান্ডেলা Ⓓ লরা জেনি **Ans Ⓐ**

06. প্রাক্তন সিআইএ এজেন্ট অ্যাডওয়ার্ড স্নোডেন মার্কিন সরকারের টেলিফোন ও ইন্টারনেটে আড়িপাতার যে গোপন কর্মসূচির কথা ফাঁস করে দেন—
Ⓐ প্রিজম Ⓑ রেইনবো Ⓒ ফেসবুক Ⓓ উইকিলিকস **Ans Ⓐ**

আন্তর্জাতিক ২০তম অধ্যায় — বিশ্বের বিভিন্ন সম্পদসমূহ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

বিশ্বের বনজ সম্পদ

- **'দ্যা লাঙ অব ওয়ার্ল্ড/ পৃথিবীর ফুসফুস নামে পরিচিত বন** - আমাজন (দক্ষিণ আমেরিকায় অবস্থিত)।
- **পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বড় ম্যানগ্রোভ বন** - সুন্দরবন (বাংলাদেশের ফুসফুস নামে পরিচিত)।
- **পৃথিবীর মোট অক্সিজেনের প্রায়** - ২০ ভাগ আমাজন বন থেকে পাওয়া যায়।
- **বিশ্বে বৃহত্তম সবুজ বনাঞ্চল** - আমাজন।
- **বিশ্বের সর্বাধিক বনভূমি অবস্থিত** - রাশিয়ায়।
- **পৃথিবীতে কাঠের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি** - জ্বালানি কাজে।
- **কোনো দেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য**- ২৫% বনভূমি থাকা আবশ্যক।
- **এশিয়ার স্থলভাগের অনুপাতে সবচেয়ে বেশি বনভূমি রয়েছে** - ইন্দোনেশিয়ায়; ৬৭.০৫ শতাংশ।
- **১ম বন কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়** - ১৯২৬ সালে ইতালির রোমে।
- ***World Wide Fund for Nature (WWF)*** - প্রাকৃতিক পরিবেশবিষয়ক ফোরাম। ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৬১ এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের গ্লান্ডে।
- **বিশ্বে বৃহত্তম অরণ্য** - তৈগা বনভূমি (রাশিয়ার সাইবেরিয়ায় অবস্থিত)।
- **বিশ্বে কৃষি কাজ হয়** - শতকরা ৩৭ ভাগ অঞ্চলে।
- **বিশ্বে গড়ে মাথাপিছু কৃষিজমির পরিমাণ** - ০.১১ হেক্টর।
- **ইউরোপের শ্রেষ্ঠ কৃষিজ অঞ্চল** - ইউক্রেন ও দক্ষিণ ইউরোপের বলকান উপদ্বীপের সমভূমি ও ইতালির পো নদীর অববাহিকা।
- **আফ্রিকার কৃষিজদ্রব্য** - কফি, কোকো, তুলা, তামাক, চা, রাবার, কলা, আখ ও লবঙ্গ।
- **ইউরোপের প্রধান কৃষিজ দ্রব্য** - যব, গম, রাই, ওট, বিট ইত্যাদি।
- **বিশ্বে বায়োটেক শস্য চাষ করা হচ্ছে** - ২৫টি দেশে।
- **বিশ্বে প্রথম বায়োটেক (জিএম) শস্যের প্রবর্তন হয়** - ১৯৯৬ সালে।
- **IRRI এর সদর দপ্তর অবস্থিত** - ফিলিপাইনের লেগুনায়।
- **'পৃথিবীর রুটির ঝুড়ি' বলা হয়**- উত্তর আমেরিকার প্রেইরি অঞ্চলকে।
- **চায়ের উৎপত্তি** - চীনে; ৩৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে।
- **চিনির আধার বলা হয়** - কিউবাকে।
- **বিশ্বের প্রধান ভুট্টা আমদানিকারক দেশ** - জাপান।
- **বিশ্বের প্রধান চা আমদানিকারক দেশ** - যুক্তরাষ্ট্র।
- **সর্বোচ্চ গুণগত মানসম্পন্ন চা** - পিকো চা।
- **বিশ্বে চা পানে শীর্ষ দেশ** - চীন।
- **শিল্প বিপ্লবের পূর্ণাঙ্গ সূচনা হয়** - জেমস ওয়াটের স্টিম ইঞ্জিনের মাধ্যমে।
- **পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পপ্রধান দেশ** - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
- **জার্মানি বিখ্যাত** - চশমা শিল্পের জন্য।
- **কাগজ উৎপাদনে শীর্ষ দেশ** - যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা।
- **স্কটল্যান্ডের ড্যান্ডি বিখ্যাত** - পাট শিল্পের জন্য।
- **ইরানের আবাদান শহরটি বিখ্যাত** - তৈল শোধনাগারের জন্য।
- **ঘড়ি শিল্পের জন্য পৃথিবীর বিখ্যাত** - সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহর।
- **প্যাপিরাস হতে প্রথম কাগজ তৈরি হয়** - মিশরে।
- **চীনের পর কাগজ শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়** - মধ্য এশিয়ার সমরখন্দে।
- **পৃথিবীর প্রথম কাগজ তৈরির মেশিন আবিষ্কার করেন** - ফরাসি বিজ্ঞানী নিকোলাস লুইস রবার্ট।
- **বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিল্প প্রধান দেশগুলো** - যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, জাপান, চীন ও অস্ট্রেলিয়া।
- **যুক্তরাষ্ট্রের ডেট্রয়েট শহর বিখ্যাত** - অটোমোবাইলের (মোটরগাড়ির) জন্য।
- **পৃথিবীর বৃহত্তম স্বর্ণের খনি অবস্থিত** - জোহানেসবার্গ, দক্ষিণ আফ্রিকা।
- **পৃথিবীর বৃহত্তম হীরক খনি অবস্থিত** - কিম্বার্লি, দক্ষিণ আফ্রিকা।
- **তেল উৎপাদনে শীর্ষ দেশ** - যুক্তরাষ্ট্র (২য় সৌদি আরব)।
- **তেল রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ**- সৌদি আরব।
- **তেল আমদানিতে শীর্ষ দেশ**- চীন।
- **পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা খনিজ তৈল সমৃদ্ধ দেশ** - ভেনিজুয়েলা।
- **আকরিক লৌহ উৎপাদনে শীর্ষ দেশ** - চীন (দ্বিতীয় ব্রাজিল)।
- **প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল উপাদান** - মিথেন।
- **অ্যালুমিনিয়ামের প্রধান আকরিক** - বক্সাইট।
- **বিশ্বে রৌপ্য উৎপাদনে শীর্ষ দেশ** - মেক্সিকো।
- **রৌপ্য এর প্রতীক** - Ag।
- **বৈদ্যুতিক তার নির্মাণে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়** - তামা (বিদ্যুৎ সুপরিবাহী বলে)।
- **বক্সাইট উৎপাদনে বিশ্বের শীর্ষ দেশ** - অস্ট্রেলিয়া।
- **ইস্পাত উৎপাদনে শীর্ষ দেশ** - চীন।

CamScanner

- বিশ্বে সবচেয়ে বেশি প্রাকৃতিক গ্যাস মজুত আছে - রাশিয়ায়।
- বিশ্বের বিভিন্ন লৌহ খনিজের নাম - নিকেল, টাংস্টেন, ক্রোমিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদি।
- বিশ্বের কয়েকটি লৌহবর্জিত ধাতব খনিজের নাম - তামা, টিন, সিসা, স্বর্ণ, অ্যালুমিনিয়াম, দস্তা, রৌপ্য, প্লাটিনাম প্রভৃতি।
- যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম কয়লা খনি অঞ্চলটির নাম - অ্যাপালেশিয়ান কয়লাখনি অঞ্চল।
- জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করেছে - যুক্তরাষ্ট্র।
- সবচেয়ে বেশি মৎস্য ধরা পড়ে - চীনে।
- মৎস্যজীবীদের/ ধীবরের দেশ বলা হয় - নরওয়েকে।
- সবচেয়ে বেশি মাছ ধরা হয় - এশিয়ায় (৫০ শতাংশ)।
- এশিয়ার দুটি উল্লেখযোগ্য মৎস্য বন্দর - ওসাকা ও হংকং।
- বিশ্বে মৎস্য রপ্তানিতে প্রথম - চীন।
- বিশ্বে মৎস্য আমদানিতে প্রথম - যুক্তরাষ্ট্র।
- বিশ্বে বৃহত্তম মাছের বাজারের নাম - জাপানের সুকিজি।
- বিশ্বের প্রধান মৎস্যক্ষেত্রগুলো অবস্থিত - প্রশান্ত মহাসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরে।
- মৎস্য শিল্পের ভাসমান কেন্দ্র দেখতে পাওয়া যায় - জাপানে।
- বিশ্বের প্রধান মৎস্য রপ্তানিকারক দেশ - চীন, ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও নরওয়ে ইত্যাদি।
- মুখে ডিম নিয়ে বাচ্চা ফোটায় - তেলাপিয়া মাছ।
- সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম মাছের নাম - (গোবি মাছ, ৭.৬ মিলিমিটার লম্বা)।
- বিশ্বে অভ্যন্তরীণ মৎস্য উৎপাদনে শীর্ষ দেশ - চীন।
- পৃথিবীর আদি প্রাণী - অ্যামিবা।
- ক্যাঙারু লাফিয়ে চলে - লেজের ওপর ভর দিয়ে।
- দীর্ঘতম প্রাণী - রিবন ওয়াটা।
- মুখ দিয়ে মলত্যাগ করে - বাদুড়।
- মেষপালন ও পশম উৎপাদনে শীর্ষে অবস্থান করছে - অস্ট্রেলিয়া।
- বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গোচারণ তৃণভূমির নাম - ক্যাম্পোস তৃণভূমি।
- মৌমাছির চোখ - ৫টি।
- সাগর গাভি নামে পরিচিত - ডুগং (Dugong)।
- পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সামুদ্রিক প্রাণী - নীল তিমি (এটি পৃথিবীর বৃহত্তম স্তন্যপায়ী প্রাণীও বটে)।
- পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট ও বৃহত্তম পাখি - যথাক্রমে হামিং বার্ড ও উটপাখি।
- পৃথিবীর বৃহত্তম সামুদ্রিক পাখি - অ্যালবাট্রস (অ্যান্টার্কটিকায় বেশি দেখতে পাওয়া যায়)।
- মরুভূমির জাহাজ বলা হয় - উটকে।
- পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহৎ স্থলচর প্রাণি - আফ্রিকান হাতি।
- পৃথিবীর সবচেয়ে বিষাক্ত সাপ - কিং কোবরা।
- পৃথিবীর উচ্চতম প্রাণি - জিরাফ।
- পশুপালনের দেশ বলা হয় - তুর্কমেনিস্তানকে।
- পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা সাপ - দক্ষিণ আমেরিকার অ্যানাকোন্ডা।
- পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও দামি প্রাণি - শিম্পাঞ্জি।
- পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুততম পাখি - সুইফট বার্ড।
- পেঙ্গুইন বাস করে - দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে।
- পৃথিবীর সর্বাধিক বিষাক্ততম প্রাণি - বক্স জেলিফিশ।
- ডাইনোসরদের উদ্ভব হয়েছিল - প্রায় ২৩ কোটি বছর আগে।
- প্লাটিপাসের বায়ুথলি থাকে - ফুসফুসের সাথে।
- বুকে হাঁটা প্রাণিদের মাঝে বৃহত্তম প্রাণি - কুমির।
- যে প্রাণির তিনটি হৃৎপিণ্ড আছে - ক্যাটল ফিশ।
- যে সাপ বাসা বাঁধতে পারে - কিং কোবরা।
- পৃথিবীর ধীরতম প্রাণী - Three-Toed Sloth.
- পৃথিবীর দ্রুততম প্রাণী - চিতাবাঘ।
- পাখির রাজা - ঈগল।
- যে প্রাণির পুরুষ জাতিরা বাচ্চা দেয় - সি হর্স।
- যে প্রাণির আয়ুষ্কাল সবচেয়ে বেশি - কচ্ছপ (প্রায় ৩০০ বছর)।
- যে পাখি কখনো বাসা তৈরি করতে পারে না - কোকিল।
- বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘ লম্ফ প্রাণি - ক্যাঙারু।
- বেশিক্ষণ উড়তে পারে - পায়রা।
- ডিম সবচেয়ে বড় - উট পাখির।
- মাংসভোজী পাখি বলা হয় - কাক ও শকুনকে।
- পিছন দিকে উড়তে পারে - হামিং বার্ড।
- যে মাছ ইলেকট্রিক শক দেয় - ইল মাছ।
- পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুততম সাপ - আফ্রিকার কালো মাম্বা।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. নিচের কোন দেশটি আমাজন বনাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত নয়?
Ⓐ ব্রাজিল Ⓑ পেরু Ⓒ আর্জেন্টিনা Ⓓ বলিভিয়া **Ans Ⓒ**

02. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের উচ্চকক্ষের নাম কী?
Ⓐ হাউজ অফ কমন্স্ Ⓑ সিনেট
Ⓒ হাউজ অফ লর্ডস Ⓓ হাউজ অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ্স্. **Ans Ⓑ**

03. ভারতের জাতীয় পাখি-
Ⓐ রাজহাঁস Ⓑ ময়ূর Ⓒ ঈগল Ⓓ গরু **Ans Ⓑ**

04. 'চা' এর আদিবাস-
Ⓐ ভারত Ⓑ শ্রীলঙ্কা Ⓒ চীন Ⓓ জাপান **Ans Ⓒ**

05. পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি স্বর্ণ উত্তোলিত হয় কোথায়?
Ⓐ নাইজেরিয়া Ⓑ দক্ষিণ আফ্রিকা
Ⓒ মিসর Ⓓ ইন্দোনেশিয়া **Ans Ⓑ**

06. আন্তর্জাতিক পাট সংস্থার সচিবালয় কোথায় অবস্থিত?
Ⓐ নয়াদিল্লি Ⓑ ডান্ডি Ⓒ বেইজিং Ⓓ ঢাকা **Ans Ⓓ**

আন্তর্জাতিক ২১তম অধ্যায় বিশ্বের বিখ্যাত ও দর্শনীয় স্থান

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

এশিয়া মহাদেশ

একনজরে

স্থাপনা	অবস্থান	স্থাপনা	অবস্থান
ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান	ইরাক	আল আকসা মসজিদ	জেরুজালেম
কারবালা	ইরাক	ল্যান্ড মার্ক টাওয়ার	টোকিও, জাপান
তাজমহল	আগ্রা, ভারত	গ্রেট ওয়াল	চীন
তিয়েন আনমেন স্কয়ার	বেইজিং, চীন	গ্রেট হল	চীন (পার্লামেন্ট ভবন)
মালাবার হিল	মুম্বাই, ভারত	কাবা শরিফ	মক্কা, সৌদি আরব
কুতুব মিনার	দিল্লি, ভারত	মসজিদে নববী	মদীনা, সৌদি আরব
পেট্রোনাস টুইন টাওয়ার	কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া	টেম্পল ট্রি	কলম্বো, শ্রীলঙ্কা
ব্লু হাউজ	সিউল, দক্ষিণ কোরিয়া	বুর্জ খলিফা	দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত
মারদেকা প্রাসাদ	জাকার্তা, ইন্দোনেশিয়া	তক্ষশীলা	পাকিস্তান
আয়া সোফিয়া	ইস্তাম্বুল, তুরস্ক	খোদাইবিয়া রাজপ্রাসাদ	বাহরাইন

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

এশিয়া মহাদেশের বিখ্যাত ও দর্শনীয় স্থানসমূহ

- **স্ট্যাচু অব ডেমোক্রেসি :** ১৯৮৯ সালে গণতন্ত্রকামী চীনের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর সরকারি বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের স্মরণে বেইজিং এর তিয়েন-আনমেন স্কয়ারে নির্মিত ভাস্কর্য।
- **পানমুনজাম :** উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে একটি বেসামরিক পল্লি। ১৯৫৩ সালে কোরিয়া যুদ্ধের পর থেকে এই বেসামরিক এলাকাটি গঠন করা হয়। বর্তমানে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে এটি নিয়ন্ত্রিত হয়।
- **আজমির শরিফ :** ভারতের রাজস্থানে অবস্থিত মুসলমানদের পবিত্র স্থান। খাজা মঈনউদ্দিন চিশতীর সমাধি ক্ষেত্র এখানে অবস্থিত।
- **ফালুজা :** ইরাকে সুন্নি সম্প্রদায় বসবাসকারী একটি শহর।
- **জাফনা :** শ্রীলঙ্কার উত্তরাঞ্চলীয় তামিল প্রধান একটি দ্বীপ। সশস্ত্র তামিলদের প্রধান ঘাঁটি ও স্ব-ঘোষিত রাজধানী ছিল। তামিল গেরিলারা এ অঞ্চলে স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম করেছে।
- **হিরোশিমা :** জাপানের হনসুতে অবস্থিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্র এ স্থানে প্রথম পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়।
- **নাগাসাকি :** জাপানের অন্যতম শিল্প শহর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় (৯ আগস্ট ১৯৪৫) এ শহরে যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়।
- **ইস্তাম্বুল :** তুরস্কের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর। এর পুরাতন নাম কনস্ট্যান্টিনোপল। এই শহরটি বসফরাস প্রণালির উভয় তীরে অবস্থিত। সোফিয়া মসজিদের জন্য বিখ্যাত। এটি ইউরোপ ও এশিয়া দুই মহাদেশে বিস্তৃত।
- **চেরাপুঞ্জি :** ভারতের মেঘালয় রাজ্যে অবস্থিত একটি শহর। এই স্থানটি বিশ্বের ২য় সর্বাপেক্ষা বৃষ্টিবহুল অঞ্চল।
- **জেরুজালেম :** ইহুদি, খ্রিষ্টান ও মুসলিম সম্প্রদায়ের পবিত্র স্থান। ১৯৬৭ সালে আরব ইসরায়েলের যুদ্ধে ইসরায়েল সম্পূর্ণ জেরুজালেম নিজ দখলে নিয়ে যায়। ১৯৮০ সালে জেরুজালেমকে তাদের রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করে।
- **ট্রয় :** তুরস্কের এশিয়া অংশে অর্থাৎ এশিয়া মাইনরের একটি শহর। পৌরাণিক কাহিনি এই নগরীকে রহস্যময় নগরীর খ্যাতি দিয়েছে।
- **তক্ষশীলা :** পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডির অদূরে অবস্থিত। এখানে প্রাচ্যের অন্যতম বৃহত্তম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তক্ষশীলা বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত ছিল।
- **কারাকোরাম :** উত্তর কাশ্মীরে অবস্থিত পর্বতমালা। এখানে ২৮,২৫০ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট কে-২ শৃঙ্গ অবস্থিত। পাকিস্তান থেকে চীনের সিকিয়াং যাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পথ এটি।
- **গোল্ডেন হর্ন :** তুরস্কের এশিয় অংশে অবস্থিত। কৃষ্ণ সাগর এবং মর্মর সাগরকে সংযোগকারী বসফরাস প্রণালিতে প্রবেশের পথ।
- **সিমলা :** উত্তর ভারতের হিমাচল রাজ্যের রাজধানী এবং ভারতের অন্যতম শহর। এখানে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শেষে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে ১৯৭২ সালের ২ জুলাই ঐতিহাসিক 'সিমলা চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়।
- **মদিনা :** সৌদি আরবে অবস্থিত। মসজিদে নববী ও বিশ্বনবি (স) এর রওজা মোবারক এখানে অবস্থিত।
- **কারবালা :** ইরাকের ফোরাত নদীর তীরে অবস্থিত। এটি ইমাম হোসাইন (রা.) এর স্মৃতি বিজড়িত শহর।
- **বালি :** ইন্দোনেশিয়ার একটি দ্বীপ। হিন্দু মন্দির ও স্মৃতিসৌধের জন্য বিখ্যাত।
- **বসরা :** শাত-ইল-আরব নদীর তীরে অবস্থিত ইরাকের একটি বন্দর। হজরত রাবেয়া বসরী এখানে জন্মগ্রহণ করেন। শহরটি খেজুর ও গোলাপের জন্য বিখ্যাত।
- **ব্যাবিলন :** দক্ষিণ-পশ্চিম আরবে ইউফ্রেটিস নদীর তীরে ইরাকের দোয়াব অঞ্চলে অবস্থিত ইতিহাস বিখ্যাত প্রাচীন নগরী। ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান এখানে অবস্থিত।
- **মহেঞ্জোদারো :** পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক স্থান। এটি সিন্ধু নদীর তীরে অবস্থিত। সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন এখানে পাওয়া গেছে।
- **তিয়েনআনমেন স্কয়ার :** চীনে অবস্থিত। ১৯৪৯ সালে চীনা বিপ্লবের পর মহানায়ক মাও সে তুং এখানে বিপ্লবের পতাকা উড়িয়েছিলেন। এখানে দাঁড়িয়ে তিনি চীনকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেন।
- **নালন্দা :** ভারতের বিহারে অবস্থিত এ স্থানে বৌদ্ধ যুগের তথা বিশ্বের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন ও দর্শনশাস্ত্রে জ্ঞানলাভের জন্য চীন, জাপান, জাভা প্রভৃতি দেশ হতে বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ আসতেন।
- **বেথেলহেম :** প্যালেস্টাইনে অবস্থিত। জেরুজালেমের প্রায় ১০ কিলোমিটার দক্ষিণে যিশুখ্রিষ্ট ও রাজা ডেভিডের জন্মস্থান।
- **মক্কা :** সৌদি আরবের জেদ্দায় প্রায় ৭২ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত মুসলমানদের পবিত্র স্থান। এ স্থানে হযরত মুহাম্মদ (সা.) জন্মগ্রহণ করেন। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ মুসলমান হজ পালনের জন্য এ স্থানে আগমন করেন।
- **থিয়েটার রোড :** কলকাতায় অবস্থিত। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ সরকারের বৈদেশিক বা অস্থায়ী কার্যালয় ছিল।
- **কুবে :** ওসাকার নিকট অবস্থিত জাপানের একটি প্রসিদ্ধ শিল্পসমৃদ্ধ শহর। শহরটি জাপানের দ্বিতীয় বন্দর হিসেবে পরিচিত।

ইউরোপ মহাদেশ

একনজরে

স্থাপনা	অবস্থান	স্থাপনা	অবস্থান
রেড স্কয়ার	মস্কো, রাশিয়া	লন্ডন ব্রিজ	লন্ডন, ইংল্যান্ড
ক্রেমলিন	মস্কো, রাশিয়া	ওভাল	লন্ডন, ইংল্যান্ড
হোয়াইট হল	লন্ডন, ইংল্যান্ড	ইন্ডিয়া হাউজ	লন্ডন, ইংল্যান্ড
গ্রিনিচ মান মন্দির	লন্ডন, ইংল্যান্ড	বাংলা টাউন	ব্রিকলেন, লন্ডন
ট্রাফালগার স্কয়ার	লন্ডন, ইংল্যান্ড	অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়	ইংল্যান্ড
১১ নং ডাউনিং স্ট্রিট	লন্ডন, ইংল্যান্ড	কলোসিয়াম	রোম, ইতালি
১০ নং ডাউনিং স্ট্রিট	লন্ডন, ইংল্যান্ড	আইফেল টাওয়ার	প্যারিস, ফ্রান্স
বাকিংহাম প্যালেস	লন্ডন, ইংল্যান্ড	ড্যান্ডি	স্কটল্যান্ড

ইউরোপ মহাদেশের বিখ্যাত ও দর্শনীয় স্থানসমূহ

- **ভার্সাই :** ফ্রান্সের বিখ্যাত নগরী। এটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতি বিজড়িত। এখানে ১৭৮৩ সালে ব্রিটেন ও আমেরিকার মধ্যে প্যারিস শান্তি চুক্তি এবং ১৯১৯ সালে জার্মানি ও মিত্র শক্তির মধ্যে ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- **ভিয়েতনাম ওয়াল :** ভিয়েতনাম যুদ্ধে নিহত ফরাসি যোদ্ধাদের স্মরণে ফ্রান্স কর্তৃক ১৯৯৬ সালে নির্মিত ফ্রান্সের তুলোন শহরে অবস্থিত স্মৃতিস্তম্ভ।
- **মাদাম তুসো :** জাদুঘরটি লন্ডনে অবস্থিত। পৃথিবীর বিখ্যাত রাজনীতিক, কবি, সাহিত্যিকসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মোমের মূর্তি এখানে সংরক্ষিত রয়েছে।
- **চেচনিয়া :** চেচনিয়া রুশ ফেডারেশনের অন্তর্গত একটি স্বাধীনতাকামী মুসলিম স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল। ককেশীয় অঞ্চলের ১,৩৩,০০০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের দেশ চেচনিয়া। লোক সংখ্যা ১৪ লক্ষ। রাজধানীর নাম গ্রজনি।
- **আমস্টারডাম :** নেদারল্যান্ডের রাজধানী। প্রায় ১০০টি দ্বীপকে সেতুর সাহায্যে সংযুক্ত করে এ শহর গঠন করা হয়েছে।
- **ওয়াটার লু :** বেলজিয়ামে অবস্থিত একটি গ্রাম। এখানে নেপোলিয়ন ও ডিউক অব ওয়েলিংটনের মধ্যে ১৮১৫ সালে বিখ্যাত 'ওয়াটার লু' যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে নেপোলিয়ন পরাজয় বরণ করেন।
- **সেন্ট হেলেনা :** আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। এই দ্বীপের রাজধানী জেমস টাউন। এটি একটি ব্রিটিশ উপনিবেশ দ্বীপ। ওয়াটার লু যুদ্ধে হেরে যাওয়ার পর সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টকে সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়েছিল এবং এখানে ১৮২১ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।
- **আইফেল টাওয়ার :** ফ্রান্সের প্যারিসে অবস্থিত ৯৮৫ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট টাওয়ার। ১৮৮৯ সালে ফরাসি ইঞ্জিনিয়ার গুস্তাফ আইফেল এটি নির্মাণ করেন। বর্তমানে এটি ওয়্যারলেস স্টেশন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
- **জিব্রাল্টার :** স্পেনের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত জিব্রাল্টার একটি গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক বন্দর। এই বন্দরটি ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত এবং একটি পার্বত্য দুর্গের দ্বারা সুরক্ষিত। এই বন্দরকে 'ভূ-মধ্যসাগরের চাবি' বলা হয়।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

- **কর্ডোভা :** স্পেনের প্রাচীন শহর। এখানে মুর নামক মুসলিম উপজাতিদের আমলের একটি মসজিদ রয়েছে।
- **ন্যুরেমবার্গ :** জার্মানির ব্যাভেরিয়া প্রদেশের একটি শহর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এখানে ২১ জন যুদ্ধাপরাধীদের মধ্যে ১৯ জনের বিচার অনুষ্ঠিত হয়।
- **জেনেভা :** সুইজারল্যান্ডের একটি বিখ্যাত শহর। জেনেভাকে সম্মেলনের শহর বলা হয়। ঘড়ি শিল্পের জন্য বিখ্যাত শহর।
- **ড্যান্ডি :** স্কটল্যান্ডে অবস্থিত। পাট ও লিনেন শিল্পের জন্য বিখ্যাত।
- **ভেনিস :** ইতালির একটি সুন্দর শহর। একে দ্বীপের শহর বলা হয়। এটি ১২৩টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত।
- **এথেন্স :** গ্রিসের রাজধানী। প্রায় ৩ হাজার বছর পূর্বের গ্রিক স্থাপত্য ও সভ্যতার অনেক নিদর্শন এ শহরে দেখতে পাওয়া যায়।
- **গ্রিনউইচ :** ইংল্যান্ডে অবস্থিত। এটি মানমন্দির ও হাসপাতালের জন্য বিখ্যাত। মূল মধ্যরেখা এ স্থানের ওপর দিয়ে চলে গেছে। এ স্থান হতে স্ট্যান্ডার্ড সময় গণনা করা হয়।
- **ব্রাসেলস :** বেলজিয়ামের রাজধানী। খালের দ্বারা সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত। কার্পাস ও পশম শিল্পের জন্য বিখ্যাত। এর দক্ষিণে প্রসিদ্ধ ওয়াটার লু যুদ্ধক্ষেত্র।
- **বার্মিংহাম :** লন্ডন শহর থেকে প্রায় ১,৪৪৮ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত একটি বৃহৎ শিল্প শহর। এটি রেলগাড়ির ইঞ্জিন এবং নানাপ্রকার যন্ত্রপাতি তৈরির জন্য বিখ্যাত।
- **মিউনিখ :** জার্মানির বিখ্যাত নগরী। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ব বিখ্যাত।

আফ্রিকা মহাদেশ

একনজরে

স্থাপনা	অবস্থান	স্থাপনা	অবস্থান
পিরামিড	মিশর	তাহরির স্কয়ার	কায়রো, মিশর
কুবে প্যালেস	কায়রো, মিশর	আলেকজান্দ্রিয়া বাতিঘর	মিশর
আল আমিন মসজিদ	মিশর	কিম্বার্লি	দক্ষিণ আফ্রিকা
ভ্যালি অব দ্য কিংস	মিশর	ভাসমান মসজিদ	কাসাব্ল্যাংকা, মরক্কো

আফ্রিকা মহাদেশের বিখ্যাত ও দর্শনীয় স্থানসমূহ

- **বায়াফা :** নাইজেরিয়ার একটি বিক্ষুব্ধ অঞ্চল।
- **আলজিয়ার্স :** আলজেরিয়ার রাজধানী ও বৃহত্তম শহর।
- **লায়লা দ্বীপ :** ভূমধ্যসাগরের জিব্রাল্টার প্রণালির মুখে অবস্থিত একটি ছোট দ্বীপ। এর অপর নাম পেরিজিল দ্বীপ। জনবসতিহীন এই দ্বীপের মালিকানা নিয়ে মরক্কো ও স্পেনের মধ্যে তীব্র বিরোধ রয়েছে।
- **কাম্পালা :** ভিক্টোরিয়া হ্রদের নিকট অবস্থিত উগান্ডার রাজধানী। শহরটি কেনিয়া-উগান্ডা রেলপথের ওপর অবস্থিত।
- **খার্তুম :** ব্লু নীল ও হোয়াইট নীল নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত খার্তুম সুদানের রাজধানী ও প্রধান শহর।
- **কাসাব্লাঙ্কা :** কাসাব্লাঙ্কা মরক্কোতে অবস্থিত উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার বৃহত্তম শহর ও বন্দর। এ বন্দর হতে প্রচুর ফল রপ্তানি করা হয়। ভাসমান মসজিদের জন্য বিখ্যাত।
- **নাইরোবি :** সুউচ্চ মালভূমির ওপর অবস্থিত কেনিয়ার রাজধানী ও প্রধান শহর। নাইরোবি একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পর্যটন কেন্দ্র।
- **ফেজ :** মরক্কোর ঐতিহাসিক শহর। এটি সংস্কৃতি ও জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার জন্য বিখ্যাত। প্রায় ১২শ বছর পূর্বে বাদশাহ ইদ্রিস এ নগরীর গোড়াপত্তন করেন। সেসময় এ নগরীকে কেন্দ্র করে উত্তর আফ্রিকায় এক বিরাট মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ফেজ টুপির জন্য বিখ্যাত।
- **মরিশাস :** ভারত মহাসাগরে অবস্থিত আফ্রিকার একটি মনোরম দ্বীপ। এটি ১৯৬৮ সালের ১২ মার্চ ব্রিটিশদের নিকট হতে স্বাধীনতা লাভ করে। এর রাজধানী পোর্ট লুইস। এটি হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র।

উত্তর আমেরিকা মহাদেশ

একনজরে

স্থাপনা	অবস্থান	স্থাপনা	অবস্থান
হোয়াইট হাউজ	ওয়াশিংটন, যুক্তরাষ্ট্র	হলিউড	লস অ্যাঞ্জেলস, যুক্তরাষ্ট্র
অ্যাম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং	নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র	পেন্টাগন ভবন	ওয়াশিংটন, যুক্তরাষ্ট্র
বাইক অব ম্যানহাটান	নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র	ইনডিপেনডেন্স হল	ফিলাডেলফিয়া যুক্তরাষ্ট্র
লাইব্রেরি স্কয়ার টাওয়ার	লস অ্যাঞ্জেলস, যুক্তরাষ্ট্র	ওয়াল স্ট্রিট	নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র
উলওয়ার্থ বিল্ডিং	শিকাগো, যুক্তরাষ্ট্র	সি এন টাওয়ার	কানাডা

উত্তর আমেরিকা মহাদেশের বিখ্যাত ও দর্শনীয় স্থানসমূহ

- **ওয়াল স্ট্রিট :** নিউইয়র্কে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও ব্যবসা-বাণিজ্যের স্নায়ুকেন্দ্র। শেয়ার বাজার, ব্যাংক, বিমা ও অন্যান্য বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের জন্য পৃথিবী বিখ্যাত।
- **লস এঞ্জেলস :** যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে অবস্থিত। এখানে চলচ্চিত্রের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান 'হলিউড' অবস্থিত। এটি ক্যালিফোর্নিয়ার অন্যতম প্রধান বন্দর ও শহর।
- **সিয়াটল :** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে দৃষ্টি নন্দন নগরী সিয়াটল অবস্থিত। লেক, ছোট ছোট নদী, পাহাড় বেষ্টিত নগরীতে ধনাঢ্য ব্যক্তি বিল গেটসের অবকাশ যাপন কেন্দ্র অবস্থিত।
- **ডেট্রয়েট :** ইরি নদীর তীরে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের একটি শিল্পনগরী। মোটর গাড়ি, ট্রাক ও উড়োজাহাজ নির্মাণ এবং কৃত্রিম হীরক প্রস্তুত কেন্দ্র।
- **কুইবেক :** কানাডার একটি প্রধান বন্দর। সেন্ট লরেন্স নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। এখানকার অধিকাংশ অধিবাসীরা ফরাসি ভাষায় কথা বলে।
- **ব্রডওয়ে :** নিউইয়র্কে অবস্থিত। নাট্যশালা, সিনেমা হল ও প্রশস্ততম রাস্তার জন্য বিখ্যাত।
- **পিটসবার্গ :** যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়ার একটি বিখ্যাত শহর। ওহাইও নদীর তীরে অবস্থিত। কয়লা ও তৈল খনির জন্য বিখ্যাত।
- **ফিলাডেলফিয়া :** যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান বন্দর ও শিল্প কেন্দ্র। জাহাজ নির্মাণ এখানকার উল্লেখযোগ্য শিল্প।
- **ওয়াশিংটন :** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলের নিকট পটোম্যাক নদীর তীরে অবস্থিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ও বাণিজ্য শহর।
- **অটোয়া :** অন্টারিও প্রদেশে অবস্থিত কানাডার রাজধানী অটোয়া একটি বিখ্যাত শহর ও শিল্প বাণিজ্যকেন্দ্র।
- **মন্ট্রিল :** সেন্ট লরেন্স নদীর একটি দ্বীপের ওপর অবস্থিত কানাডার বৃহত্তম শহর, সর্বপ্রধান বন্দর ও শিল্পকেন্দ্র।

দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ

একনজরে

স্থাপনা	অবস্থান	স্থাপনা	অবস্থান
ব্যাঙ্ক অব স্টেট বিল্ডিং	ব্রাজিল	প্যাসেলিও দ্য নারিনো	বোগোতা, কলম্বিয়া
প্লানল্টে প্রাসাদ	রিও ডি জেনেরিও, ব্রাজিল	মিরাফ্লোরাম প্রাসাদ	কারাকাস, ভেনিজুয়েলা

দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের বিখ্যাত ও দর্শনীয় স্থানসমূহ

- **বুয়েন্স আয়ার্স :** লা প্লাটা নদীর তীরে অবস্থিত দক্ষিণ আমেরিকার প্রধান সামুদ্রিক বন্দর এবং আর্জেন্টিনার রাজধানী।
- **ফকল্যান্ড :** আর্জেন্টিনা হতে ৪০০ মাইল পূর্বে আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত এ দ্বীপটি ব্রিটিশ উপনিবেশ। ১৯৮২ সালে দ্বীপের মালিকানা নিয়ে আর্জেন্টিনা ও ইংল্যান্ডের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এর অপর নাম মালভিনাস।
- **রিও ডি জেনেরিও :** ব্রাজিলের প্রাক্তন রাজধানী। ১৯৯২ সালে বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলন এখানে অনুষ্ঠিত হয়।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

ওশেনিয়া মহাদেশ

একনজরে

স্থাপনা	অবস্থান	স্থাপনা	অবস্থান
সিডনি হারবার	সিডনি, অস্ট্রেলিয়া	পার্থ বন্দর	অস্ট্রেলিয়া
ব্রিসবেন	অস্ট্রেলিয়া	অপেরা হাউজ	সিডনি, অস্ট্রেলিয়া

ওশেনিয়ার বিখ্যাত ও দর্শনীয় স্থানসমূহ

- **কুইন্সল্যান্ড :** পূর্ব অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থিত অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম অঙ্গরাজ্য। এই অঙ্গরাজ্যটির রাজধানী ব্রিসবেন। এটি পশুপালনের জন্য বিখ্যাত।
- **নিউই :** দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত একটি দ্বীপ। এটি বিশ্বের বৃহত্তম প্রবাল দ্বীপ। ১৯০১ সালে এটি নিউজিল্যান্ড শাসনের আওতায় আসে।
- **অ্যাডিলেড :** দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী। বিশ্বের অন্যতম সুন্দর শহর।
- **পোর্ট মোর্সবি :** দক্ষিণ-পূর্ব পাপুয়া নিউগিনিতে অবস্থিত একটি সামুদ্রিক বন্দর এবং অন্যতম শহর।
- **পোর্ট ফিলিপ বে :** দক্ষিণ-পূর্ব অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থিত মেলবোর্নের অন্যতম পোতাশ্রয়।
- **সিডনি :** অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস প্রদেশের রাজধানী ও অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে বড় নগর। সৌন্দর্যের জন্য দক্ষিণের রানি নামে খ্যাত। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পশম বিক্রয় কেন্দ্র। ২০০০ সালে ২৭তম অলিম্পিক গেমস এখানে অনুষ্ঠিত হয়।
- **ব্রিসবেন :** পূর্ব অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থিত অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম প্রধান অঙ্গরাজ্য, কুইন্সল্যান্ডের রাজধানী এবং বৃহত্তম শহর।

বিভিন্ন দেশের বিখ্যাত বাসভবন

- **মালাকানাং প্রাসাদ :** ফিলিপাইনের ম্যানিলায় অবস্থিত। এটি ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন।
- **হোয়াইট হাউজ :** ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন।
- **১০ নং ডাউনিং স্ট্রিট :** যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর বর্তমান বাসভবন।
- **১১ নং ডাউনিং স্ট্রিট :** যুক্তরাজ্যের অর্থমন্ত্রীর বর্তমান বাসভবন।
- **এলিসি প্রাসাদ :** প্যারিসে অবস্থিত ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন।
- **হোয়াইট হল :** লন্ডনে অবস্থিত ব্রিটেনের রানির সাবেক সরকারি বাসভবন। বর্তমানে এটি ব্রিটিশ সরকারের কার্যালয়।
- **বাকিংহাম প্যালেস :** লন্ডনে অবস্থিত ব্রিটেনের রানির বাসভবন।
- **প্যালেসিও দ্য নারিনো :** কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ। এটি বোগোতায় অবস্থিত।
- **ক্রেমলিন :** রাশিয়ার প্রাক্তন জারদের বাসভবন। এটি মস্কোতে অবস্থিত। বর্তমানে এটি রাশিয়ার সরকারের সচিবালয় হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
- **ব্লু হাউজ :** দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন। এটি সিউলে অবস্থিত।
- **ভ্যাটিকান প্রাসাদ :** ইতালির রোমে অবস্থিত মহামান্য পোপের বাসভবন ও প্রধান কার্যালয়।

বিভিন্ন দেশের সচিবালয়

- **পেন্টাগন :** যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ায় অবস্থিত মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের সদর দপ্তর। এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় অফিস ভবন। এর আয়তন ৬৫ লক্ষ বর্গফুট। এ ভবন নির্মাণ করা হয় ১৯৪৩ সালে। পেন্টাগন অর্থ পঞ্চভুজ। এ ভবনে বিমান হামলা হয় ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১।
- **ওভাল অফিস :** ওয়াশিংটন ডিসিতে হোয়াইট হাউজের অভ্যন্তরে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের অফিস।
- **ক্রেমলিন :** মস্কোতে অবস্থিত রাশিয়া সরকারের সচিবালয়।
- **হোয়াইট হল :** লন্ডনে অবস্থিত ব্রিটিশ সরকারের কার্যালয়।
- **গ্রেট হল :** চীনের রাজধানী বেইজিং এ অবস্থিত। চীনের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা এখানে অনুষ্ঠিত হয়।
- **ওয়াটার গেট :** ওয়াশিংটনে অবস্থিত ডেমোক্রেটিক দলের প্রধান কার্যালয় ছিল। বর্তমানে এটি একটি বাণিজ্যিক ভবন।
- **ক্যাপিটল হিল :** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস ভবন। এটি ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত।

বিভিন্ন যুগের সপ্তাশ্চর্যসমূহ

❖ প্রাচীন যুগ	❖ মধ্যযুগ
১. মিশরের পিরামিড	১. আগ্রার তাজমহল (ভারত)
২. ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান (ইরাক)	২. আলেকজান্দ্রিয়ার ভূ-গর্ভস্থ সমাধি (মিশর)
৩. অলিম্পিয়ার জুপিটারের মূর্তি (গ্রিস)	৩. ইংল্যান্ডের স্টোনহেঞ্জ
৪. রোডস দ্বীপের প্রকাণ্ড মূর্তি (গ্রিস)	৪. চীনের মহাপ্রাচীর
৫. পিসার হেলানো টাওয়ার (ইতালি)	৫. নানজিংয়ের চীনা মাটির মিনার (চীন)
৬. ডায়নার মন্দির (তুরস্ক)	৬. রোমের বৃত্তাকার মঞ্চ (ইতালি)
৭. আলেকজান্দ্রিয়ার বাতিঘর (মিশর)	৭. আয়া সোফিয়ার মসজিদ (তুরস্ক)
❖ নতুন সপ্তাশ্চর্য	**❖ প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্য**
১. মেক্সিকোর চিচেন ইৎজা	১. আমাজন বন (দক্ষিণ আমেরিকা)
২. ব্রাজিলের স্ট্যাচু অব ক্রাইস্ট দ্য রিডিমার	২. পুয়ের্তো প্রিন্সিয়া ভূগর্ভস্থ নদী (ফিলিপাইন)
৩. চীনের মহাপ্রাচীর	৩. হালং বে (ভিয়েতনাম)
৪. পেরুর মাচুপিচ্চু	৪. ইগুয়াজু জলপ্রপাত (ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা)
৫. জর্ডানের পেত্রা নগরীর ধ্বংসাবশেষ	৫. জেজু দ্বীপ (দক্ষিণ কোরিয়া)
৬. রোমের কলোসিয়াম	৬. ট্যাবল মাউন্টেন (দক্ষিণ আফ্রিকা)
৭. ভারতের আগ্রার তাজমহল	৭. কমোডো ন্যাশনাল পার্ক (ইন্দোনেশিয়া)

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. 'নহর-ই-যুবাইদা' যেখানে অবস্থিত-
Ⓐ মক্কা Ⓑ মদিনা Ⓒ বাগদাদ Ⓓ দামেস্ক **Ans A**

02. ঐতিহাসিক স্থান 'কারবালা' অবস্থিত -
Ⓐ কাতার Ⓑ ইরান Ⓒ কুয়েত Ⓓ ইরাক **Ans D**

03. 'ইন্ডিয়া হাউজ' কোথায়?
Ⓐ ভারত Ⓑ নেপাল Ⓒ বাংলাদেশ Ⓓ যুক্তরাজ্য **Ans D**

04. 'তাহরির স্কয়ার' কোথায় অবস্থিত?
Ⓐ আম্মান Ⓑ তেহরান Ⓒ বাগদাদ Ⓓ কায়রো **Ans D**

05. ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরটি যে জন্য বিখ্যাত-
Ⓐ আইস হকি Ⓑ বইমেলা Ⓒ ওষুধ পণ্য Ⓓ কৃষি পণ্য **Ans B**

06. ক্যানবেরায় অস্ট্রেলীয় প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনের নাম কী?
Ⓐ ইয়ুরালা Ⓑ অপেরা হাউস Ⓒ দি লজ Ⓓ মানুকা **Ans C**

07. বস্ত্রশিল্পের জন্য বিখ্যাত-
Ⓐ ড্যান্ডি Ⓑ এডিনবরা Ⓒ ম্যানচেস্টার Ⓓ শেফিল্ড **Ans C**

08. লন্ডনের ১১নং ডাউনিং স্ট্রিটে কে বাস করেন?
Ⓐ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী Ⓑ ব্রিটিশ বিরোধী দলীয় নেতা Ⓒ ব্রিটিশ চ্যান্সেলর অব দ্য এক্সচেকার Ⓓ ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী **Ans C**

09. 'ব্লু হাউজ' কী?
Ⓐ গানের দল Ⓑ অনাথ আশ্রম Ⓒ চারাগাছের কাঁচঘর Ⓓ কোরিয়ার রাষ্ট্রপতি ভবন **Ans D**

10. বিশ্বের কোন 'হেরিটেজ সাইট' তার ৩৫০তম বার্ষিকী পালন করছে?
Ⓐ তাজমহল Ⓑ গিজার পিরামিড Ⓒ আলেকজান্দ্রিয়া Ⓓ ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান **Ans A**

11. ব্রডওয়ে অবস্থিত-
Ⓐ লন্ডনে Ⓑ সানফ্রান্সিসকোতে Ⓒ নিউইয়র্কে Ⓓ মস্কোতে **Ans C**

12. ব্রিটিশ রাজপরিবারের বাসভবনের নাম-
Ⓐ ভিক্টোরিয়া প্যালেস Ⓑ বাকিংহাম প্যালেস Ⓒ এলিজাবেথ প্যালেস Ⓓ এডওয়ার্ড প্যালেস **Ans B**

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

আন্তর্জাতিক
২২তম অধ্যায়

বিশ্বের বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ, কৃষ্টি স্থাপত্য ও বিশ্ববিদ্যালয়

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব

জর্জ ওয়াশিংটন
(১৭৩২-১৭৯৯)

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার জনক হিসেবে পরিচিত। তিনি সৈনিক, রাজনীতিবিদ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসেবে ১৭৮৯ সাল থেকে ১৭৯৭ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন। উল্লেখ্য, তাঁর নামেই যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন এর নামকরণ করা হয়েছে।

অব্রাহাম লিঙ্কন
(১৮০৯-১৮৬৫)

প্রথম জীবনে একজন আইনবিদ ছিলেন। পরবর্তীকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৬তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং ১৮৬১ থেকে ১৮৬৫ পর্যন্ত দেশটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৮৬৩ সালে তিনি আমেরিকার ক্রীতদাস প্রথার বিলোপ সাধন করেন। তিনি গণতন্ত্রের সর্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। ১৮৬৫ সালে গুপ্তঘাতক কর্তৃক নিহত হন।

উড্রো উইলসন (১৮৫৬-১৯২৪)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ২৮তম প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি লীগ অব নেশনস্ বা জাতিপুঞ্জের প্রধান উদ্যোক্তা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বন্ধের লক্ষ্যে ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে ১৯১৮ সালে চৌদ্দ দফা পেশ করেন। ১৯১৯ সালে শান্তিতে ২য় মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তিনি 'New Freedom' গ্রন্থের রচয়িতা।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী
(১৮৬৯-১৯৪৮)

ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা এবং ভারতের জাতির জনক। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাকে 'মহাত্মা' উপাধি প্রদান করেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় দক্ষিণ আফ্রিকায়। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে আসেন ১৯১৫ সালে এবং রাজনীতি শুরু করেন ১৯১৭ সালে। তিনি অহিংস অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০), ভারত ছাড় আন্দোলন (১৯৪২) ইত্যাদি আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গ অধিকার আন্দোলন এবং আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখেন। তিনি ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম হরতালের প্রবর্তক। 'The Story of My Experiments with Truth' গ্রন্থটি রচনা করেন। ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি নথুরাম গডসে নামক জনৈক আততায়ী কর্তৃক নিহত হন।

ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ লেনিন
(১৮৭০-১৯২৪)

ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন বলশেভিক দলের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের নায়ক। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন। তাঁর মৃতদেহ মমি করে রাখা আছে। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ- Capitalism, The Highest Stage of Imperialism.

উইনস্টন চার্চিল
(১৮৭৪-১৯৬৫)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি রাজনীতিবিদ হয়েও ১৯৫৩ সালে 'The History of Second World War' গ্রন্থের জন্য সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন এবং একই সালে যুক্তরাষ্ট্রের সম্মানসূচক নাগরিকত্ব লাভ করেন। তিনি রক্ষণশীল দলের নেতা ছিলেন এবং জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার অন্যতম নায়ক ছিলেন।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
(১৮৭৬-১৯৪৮)

পাকিস্তান জাতির জনক হিসেবে পরিচিত। ১৯৪০ সালে লাহোর অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন। এছাড়া তিনি ছিলেন দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রবক্তা। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পর্যন্ত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের নেতা ছিলেন। দেশ স্বাধীনের পর পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল হিসেবে নিযুক্ত হন। পাকিস্তানে তাঁকে কায়েদে আজম (মহান নেতা) ও বাবায়ে কওম (জাতির পিতা) হিসেবে সম্মান করা হয়।

জোসেফ স্ট্যালিন
(১৮৭৮-১৯৫৩)

রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক নেতা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার অন্যতম অগ্রদূত। 'পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নীতি'র প্রবর্তক। তার সময়ে 'হোলোডোমোর' নামে দুর্ভিক্ষটি সংঘটিত হয়। ১৯৩৬-১৯৩৮ সালে তিনি 'গ্রেট পারজ' বা 'শুদ্ধি অভিযান' নামক দমন নীতি পরিচালনা করেন। স্ট্যালিনের শাসন প্রক্রিয়া 'Socialism in One Country' নামে পরিচিত।

কামাল আতাতুর্ক
(১৮৮১-১৯৩৮)

আধুনিক তুরস্কের প্রতিষ্ঠাতা। আতাতুর্কের সংস্কার আন্দোলনের মূলনীতির ওপর আধুনিক তুরস্ক প্রতিষ্ঠিত। তিনি ১৯২৩ সালে প্রজাতান্ত্রিক তুরস্কের প্রথম প্রেসিডেন্ট হন। তিনি ১৯২৪ সালে তুরস্কে খেলাফত ব্যবস্থার অবসান ঘটান। তার মতবাদ 'কামালবাদ' নামে পরিচিত।

বেনিতো মুসোলিনি
(১৮৮৩-১৯৪৫)

ইতালির সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ইতালির ফ্যাসিস্ট দলের প্রতিষ্ঠাতা এবং একনায়কতান্ত্রিক শাসক। তিনি হিটলারের সাথে 'রোম-বার্লিন অক্ষ চুক্তি' স্বাক্ষর করেন। ১৯৪৫ সালের ২৮ এপ্রিল বিক্ষুব্ধ জনতা মিলানের রাস্তায় সস্ত্রীক মুসোলিনিকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

অ্যাডলফ হিটলার
(১৮৮৯-১৯৪৫)

অস্ট্রিয়া বংশোদ্ভূত জার্মান চ্যান্সেলর। হিটলার প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সৈনিক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৩৩ সালে জার্মানির চ্যান্সেলর হন। 'গেস্টাপো' নামে তাঁর একটি গোপন পুলিশ বাহিনী ছিল। তিনি জার্মানিতে ফ্যাসিবাদী একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং এমন একটি বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করেন যাতে সকল 'লেবেন্সাউম' বা 'জীবন্ত অঞ্চল' দখল করে নেওয়ার কথা বলা হয়। তিনি ৬০ লক্ষ ইহুদিকে পরিকল্পনা মাফিক হত্যা করেন যা ইতিহাসে 'হলোকাস্ট' নামে পরিচিত। তার রচিত বইয়ের নাম 'Mein Kampf'। সঙ্গিনীর নাম ইভা ব্রাউন।

হো চি মিন
(১৮৯০-১৯৬৯)

ভিয়েতনামের জাতির জনক হিসেবে পরিচিত। ১৯৪৫ সাল হতে তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তৎকালীন উত্তর ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি 'আঙ্কেল হো' নামে পরিচিত। তাঁর নেতৃত্বাধীন মুক্তি পাগল, স্বাধীনচেতা ভিয়েতনামের সাহসী সৈন্যদল ভিয়েতনাম যুদ্ধ/২য় ইন্দোচীন যুদ্ধে আমেরিকার ন্যায় শক্তিশালী দেশের সৈন্যদলকে পরাজিত করে।

মাও সে তুং
(১৮৯৩-১৯৭৬)

চীনের মহান নেতা। ১৯৩৪-১৯৩৫ সালে ছয় হাজার মাইল দীর্ঘ লং মার্চের সময় তিনি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ১৯৪৯ সালের ১ অক্টোবর তিয়েন আনমেন স্কয়ারে দাঁড়িয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করেন। ১৯৬২ সালে তিনি বিতর্কিত 'গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ড' কর্মসূচি হাতে নেন যা চীনে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ডেকে নিয়ে আসে। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নেতৃত্ব দেন।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

ইন্দিরা গান্ধী (১৯১৭-১৯৮৪)	ভারতের বিখ্যাত নারী রাজনীতিবিদ এবং ভারতের প্রথম ও একমাত্র নারী প্রধানমন্ত্রী। উপমহাদেশের লৌহমানবী নামে খ্যাত। তিনি দুইবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন। তার পিতা ভারত সৃষ্টির অন্যতম নায়ক এবং ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু। ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর ইন্দিরা গান্ধী দেহরক্ষীর গুলিতে নিহত হন।
জন এফ কেনেডি (১৯১৭-১৯৬৩)	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩৫তম প্রেসিডেন্ট। ইতিহাসে তিনি JFK নামেও পরিচিত। ১৯৬৩ সালে নিহত হওয়ার আগে পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে Motor Torpedo Boat PT-109 এর কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন স্নায়ুযুদ্ধের অন্যতম নায়ক। ১৯৬৩ সালের ২২ নভেম্বর লীহার্ভে অসওয়াল্ড নামে এক আততায়ীর হাতে টেক্সাসের ডালাসে নির্মমভাবে নিহত হন।
নেলসন ম্যান্ডেলা (১৯১৮-২০১৩)	দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ জাতীয়তাবাদী বিশ্বের অবিসংবাদিত নেতা। ১৯৬৪ সাল থেকে রোবেন দ্বীপে দীর্ঘ ২৭ বছর কারাভোগের পর ১৯৯০ সালে কারামুক্ত হন। ১৯৯৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট ডি. ক্লার্কের সাথে যুগ্মভাবে নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৯৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট। 'Long Walk to Freedom' ও 'Conversation with Myself' তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ।
ফিদেল ক্যাস্ট্রো (১৯২৭-২০১৬)	ফিদেল ক্যাস্ট্রো কিউবান রাজনৈতিক নেতা ও সমাজতন্ত্রী বিপ্লবী। কিউবার বিপ্লবের প্রধান নেতা। কিউবায় সংঘটিত দীর্ঘ ছয় বছর গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণের পর ১৯৫৯ সালে কিউবার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৫৯ সালে কিউবাকে সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে ঘোষণা করেন। ১৯৬০ সালে কিউবার প্রেসিডেন্ট হন এবং ২০০৮ পর্যন্ত দেশটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন।
চে-গুয়েভারা (১৯২৮-১৯৬৭)	আর্জেন্টিনায় জন্মগ্রহণকারী বলিভিয়ান নেতা। একাধারে ছিলেন মার্ক্সবাদী, বিপ্লবী, চিকিৎসক ও গেরিলা নেতা। তিনি কিউবায় ফিদেল ক্যাস্ট্রো সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন এবং কিউবার বিপ্লবের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব। ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের বিপ্লবের অগ্রপথিক। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'গেরিলা ওয়ারফেয়ার'। বলিভিয়ার বিপ্লব পরিচালনার সময় ১৯৬৭ সালের অক্টোবরে সরকারি সৈন্যদের গুলিতে নিহত হন।
মার্টিন লুথার কিং (১৯২৯-১৯৬৮)	আমেরিকার নিগ্রোদের নাগরিক অধিকার আন্দোলনের নেতা। ১৯৬৪ সালে মাত্র ৩৫ বছর বয়সে তিনি শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৬৩ সালে 'I Have a Dream' শীর্ষক বিখ্যাত ভাষণটি প্রদান করেন। ১৯৬৮ সালের ৫ এপ্রিল গুপ্তঘাতক কর্তৃক নিহত হন।
মিখাইল গর্বাচেভ (১৯৩১-২০২২)	সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বশেষ সমাজতান্ত্রিক প্রেসিডেন্ট এবং অখণ্ড ইউরোপ নীতির প্রবক্তা। ১৯৮৫ সালে গ্লাসনস্ত এবং পেরেস্ত্রইকা নীতি গ্রহণ করেন। ১৯৯০ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন। তার রাজনৈতিক দলের নাম ছিল কমিউনিস্ট পার্টি অব সোভিয়েত ইউনিয়ন। ১৯৯১ সালে তিনি প্রেসিডেন্ট পদ হতে পদত্যাগ করেন। তার সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন খণ্ডিত হয়।

ইতিহাসবিদ, দার্শনিক এবং লেখক

- **পিথাগোরাস (খ্রিষ্টপূর্ব ৫৭০-৪৯৫)** গ্রিসের অন্যতম দার্শনিক এবং গণিতশাস্ত্রবিদ। বিভিন্ন জ্যামিতিক সূত্র তিনি উদ্ভাবন করেন।
- **কনফুসিয়াস (খ্রিষ্টপূর্ব ৫৫১-৪৭৯)**
চৈনিক দার্শনিক। ৫৫১ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে চীনের ছুফু শহরে জন্মগ্রহণ করেন। কনফুসিয়াসিজম-এর প্রবক্তা। তিনি চীনে 'খোং গুরু' নামে সুপরিচিত। তাঁর শিক্ষার মূল ভিত্তি হচ্ছে নীতিজ্ঞান।
- **সক্রেটিস (খ্রিষ্টপূর্ব ৪৭০-৩৯৯)**
'জ্ঞানের পিতা' নামে খ্যাত বিখ্যাত গ্রিক দার্শনিক ও শিক্ষক। তাঁকে নাস্তিকতার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে হেমলক পাতার রস পান করিয়ে হত্যা করা হয়। তিনি প্লেটোর শিক্ষাগুরু ছিলেন।
- **প্লেটো (খ্রিষ্টপূর্ব ৪২৭-৩৪৭)**
বিখ্যাত গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিসের ছাত্র এবং অ্যারিস্টটলের শিক্ষক ছিলেন। প্লেটোই প্রথম পশ্চিমা বিশ্বে উচ্চ শিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠান 'একাডেমি' গড়ে তোলেন। তাঁর গ্রন্থাবলির মধ্যে 'দ্য রিপাবলিক' 'দ্য স্টেটম্যান' ও 'দ্য লজ' উল্লেখযোগ্য।
- **অ্যারিস্টটল (খ্রিষ্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২)**
গ্রিক দার্শনিক, বিজ্ঞানী, চিন্তাবিদ ও কবি। তিনি বিখ্যাত গ্রন্থ 'পলিটিক্স' এর প্রণেতা। তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞান, প্রাণিবিদ্যা ও যুক্তিবিদ্যার জনক। 'লাইসিয়াম' নামক প্রতিষ্ঠান তৈরি করে তিনি তাঁর ছাত্রদের দর্শন শিক্ষা প্রদান করতেন।
- **আল বেরুনী (৯৭৩-১০৪৮)**
বিশ্ববিখ্যাত আরব শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানী। ৯৭৩ সালে পারস্য বর্তমান ইরানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গজনির সুলতান মাহমুদের সাথে ভারতে আসেন এবং ভারতের তৎকালীন অবস্থা সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেন। 'কিতাবুল হিন্দ' তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ।
- **ইবনে বতুতা (১৩০৪-১৩৬৯)** মরক্কোর বিখ্যাত পণ্ডিত এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম পর্যটক। পৃথিবীর অনেক জায়গায় তিনি 'শামস-উদ-দীন' নামেও পরিচিত। তিনি মূলত তাঁর পৃথিবী ভ্রমণের জন্যই বিখ্যাত হয়ে আছেন। মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে ১৩৩১ সালে তিনি ভারত ভ্রমণে আসেন এবং এদেশ সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করেন। 'কিতাবুল রেহালা' তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ।
- **উইলিয়াম শেকসপিয়র (১৫৬৪-১৬১৬)** যুক্তরাজ্যের স্ট্রাটফোর্ড অ্যাভনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে 'বার্ডস অব অ্যাভন' বলা হয়। তিনি ইংল্যান্ডের শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার। তিনি 'ইন্টারন্যাশনাল সুপারস্টার' নামেও পরিচিত। তাঁর রচনাবলির মধ্যে 'জুলিয়াস সিজার', 'ম্যাকবেথ', 'মার্চেন্ট অব ভেনিস', 'আন্টনিও অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা', 'কিং লিয়ার', 'ওথেলো', 'দ্য টেমপেস্ট', 'মেজার ফর মেজার', 'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট', 'মিড সামারনাইটস ড্রিম', 'টুয়েলফথ নাইটস', 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট', 'কমেডি অব এররস', 'লাভস লেবারস লস্ট', 'অলস ওয়েল দ্যাট ইন্ডস ওয়েল' ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।
- **কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩)** জার্মান দার্শনিক, সমাজতত্ত্ববিদ এবং মার্কসবাদের প্রবক্তা। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ডাস ক্যাপিটাল' ও 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'। সাম্যবাদ তাঁর মতবাদেই প্রতিষ্ঠিত। তিনি 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের' জনক। ১৪ মার্চ ১৮৮৩ তিনি লন্ডনে মৃত্যুবরণ করেন।

সমাজ সংস্কারক

- **রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)**
ভারতের বিখ্যাত সমাজ সংস্কারক। তিনি সতীদাহ প্রথা বিলোপ, বাল্যবিবাহ রদ ইত্যাদি কুসংস্কার দূরীকরণে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বিধবা বিবাহ ও স্ত্রী শিক্ষার সমর্থক ছিলেন। তিনি ১৮২৮ সালে ব্রাহ্মসভা প্রতিষ্ঠা করেন। তাকে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম আধুনিক পুরুষ বলা হয়।
- **স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২)** তাঁর প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। হিন্দু ধর্মীয় মহাপুরুষ এবং দার্শনিক। আধুনিক ভারতে হিন্দু পুনর্জাগরণের প্রধান চালিকাশক্তি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। ১৮৯৩ সালে শিকাগোতে অনুষ্ঠিত 'বিশ্বধর্ম মহাসভায়' প্রদত্ত 'আমেরিকান ভ্রাতা ও ভগিনী' বক্তৃতাটি পাশ্চাত্য সমাজে সনাতন ধর্মের পরিচিতি প্রদানে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা এবং বেদান্ত আন্দোলনের অগ্রদূত। ১৯০২ সালে বেলুড় মঠে দেহ ত্যাগ করেন।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

◈ **মাদার তেরেসা (১৯১০-১৯৯৭)** উত্তর মেসিডোনিয়ার স্কোপিজের আলবেনিয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রকৃত নাম অ্যাগনেস গোনাক্সা বেজাক্সিস হিউ। তিনি বিশ্বব্যাপী সমাজসেবিকা হিসেবে পরিচিত। তিনি ১৯২৮ সালে কলকাতায় আগমন করেন এবং ১৯৪৮ সালে ভারতের নাগরিকত্ব লাভ করেন। ১৯৫০ সালে কলকাতায় 'মিশনারি অব চ্যারিটিজ' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৯৭৯ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন। তিনি ১৯৯৭ সালের ৫ সেপ্টেম্বর কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

যোদ্ধা ও সমরনায়ক

◈ **আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট (৩৫৬-৩২৩ খ্রিষ্টপূর্ব)**
আলেকজান্ডার ছিলেন মেসিডোনিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের পুত্র। গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের ছাত্র ছিলেন। তিনি তৃতীয় আলেকজান্ডার বা মেসিডোনিয়ার রাজা হিসেবে পরিচিত। খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩০ অব্দে তিনি পারস্য জয় করেন এবং খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে ভারত আক্রমণ করেন।

◈ **জোয়ান অব আর্ক (১৪১২-১৪৩১)** ফ্রান্সের একজন সাধারণ গৃহস্থ কন্যা। অলৌকিক শক্তি দ্বারা আদিষ্ট হয়ে ফরাসি রাজার দেওয়া সৈন্য পরিচালনা করে অরলিন্স নগর ব্রিটিশদের অবরোধ মুক্ত করেন এবং ঘাঁটি থেকে ব্রিটিশ সৈন্য বিতাড়িত করতে সক্ষম হন।

◈ **নেপোলিয়ন বোনাপার্ট (১৭৬৯-১৮২১)** ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ নেতা ও সেনাপতি। তাঁকে ফরাসি বিপ্লবের শিশু বলা হয়। তিনি ব্রিটেন, রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করেন কিন্তু ওয়াটার লু যুদ্ধে ১৮১৫ সালে ব্রিটেনের নিকট পরাজিত হলে তাকে দক্ষিণ আটলান্টিকের সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসন দেওয়া হয় এবং সেখানেই ১৮২১ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

বিজ্ঞানী, চিত্রশিল্পী ও অন্যান্য

◈ **আর্কিমিডিস (খ্রিষ্টপূর্বাব্দ ২৮৭-২১২)**
গ্রিক গণিতশাস্ত্রবিদ, পদার্থবিদ ও আবিষ্কারক। পদার্থবিদ্যায় 'আর্কিমিডিসের নীতি' তাঁর এক অসাধারণ অবদান।

◈ **ক্রিস্টোফার কলম্বাস (১৪৫১-১৫০৬)** ইতালির নাবিক ও ঔপনিবেশিক। তাঁর আমেরিকা অভিযাত্রা ঐ অঞ্চলে ইউরোপিয়দের উপনিবেশ স্থাপনের সূচনা করেছিল। তিনি ১৪৯২ সালে স্পেনের রানি ইসাবেলার অনুরোধে আমেরিকা আবিষ্কার করেন।

◈ **নিকোলাস কোপার্নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩)** পোলিশ জ্যোতির্বিদ। সূর্যের চার দিকে পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহের ঘূর্ণনের মতবাদ তিনিই প্রথম প্রদান করেন। এর ফলে তাঁর ৪০০ বছর পূর্বের জ্যোতির্বিদ টলেমির ধারণা 'পৃথিবী স্থির; সূর্য ও নক্ষত্রসমূহ তার চারদিকে ঘুরে' ভুল প্রমাণিত হয়।

◈ **গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২)** ইতালির বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ছিলেন। ১৬০৯ সালে তিনি প্রথম টেলিস্কোপ আবিষ্কার করেন। তিনি ইতিহাসে 'Father of modern observational astronomy' নামে পরিচিত।

◈ **আইজ্যাক নিউটন (১৬৪২-১৭২৭)** যুক্তরাজ্যে জন্মগ্রহণকারী বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। পদার্থবিদ ও গণিত শাস্ত্রবিদ হিসেবে খ্যাত। তাঁর আলো, গতি ও মহাকর্ষের সূত্র বিজ্ঞানের এক অসাধারণ অবদান।

◈ **লুইস ব্রেইল (১৮০৯-১৯৫২)** ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করেন। তিন বছর বয়সে অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর বিশ বছর বয়সে তিনি অন্যান্য অন্ধ ব্যক্তিদের শিক্ষা দিতে অগ্রসর হন। এরপর এক বছরের মধ্যে অন্ধ ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়তা ও কল্যাণার্থে ব্রেইল পদ্ধতি আবিষ্কারের মাধ্যমে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করেন।

◈ **গ্রেগর জোহান মেন্ডেল (১৮২২-১৮৮৪)** জার্মানিতে জন্মগ্রহণকৃত অস্ট্রিয়ার নাগরিক। তিনি তার গির্জার বাগানে মটরশুঁটি উদ্ভিদ নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা করে 'বংশগতির' দুইটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র আবিষ্কার করেন। তাই তাকে 'বংশগতি বিদ্যা'র জনক হিসেবে বিবেচিত করা হয়।

◈ **লুই পাস্তুর (১৮২২-১৮৯৫)** ফরাসি রসায়নবিদ এবং জীববিজ্ঞানী। তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন যে, অণুজীব অ্যালকোহল জাতীয় পানীয়'র পচনের জন্য দায়ী। তিনি ব্যাক্টেরিয়ালজির প্রতিষ্ঠাতা এবং হাইড্রোফোবিয়া রোগের টিকাদান পদ্ধতির আবিষ্কারক। এছাড়া তিনি গবাদিপশুর অ্যানথ্রাক্স রোগের টিকাও আবিষ্কার করেন।

◈ **টমাস আলভা এডিসন (১৮৪৭-১৯৩১)** তিনি আমেরিকার একজন বিখ্যাত আবিষ্কারক। প্রথমে সংবাদপত্র বিক্রেতা এবং পরে টেলিগ্রাফ অপারেটর হিসেবে কাজ শুরু করেন। তিনি ফটোগ্রাফ, বৈদ্যুতিক বাতি ও সিনেমা প্রজেক্টর প্রভৃতি আবিষ্কার করেন।

◈ **রোনাল্ড রস (১৮৫৭-১৯৩২)** ইংরেজ চিকিৎসাবিদ এবং ব্যাকটেরিয়া তত্ত্ববিদ। অ্যানোফিলিস নামক মশার কামড়ে যে ম্যালেরিয়া জীবাণু দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে, এটা তিনি আবিষ্কার করেন। তিনি ১৯০২ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

◈ **মাদাম কুরি (১৮৬৭-১৯৩৪)** পোল্যান্ডের বিখ্যাত পদার্থ ও রসায়নবিদ। রেডিয়াম আবিষ্কারক। ১৯১১ সালে রসায়নে এবং ১৯৩০ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

◈ **আলবার্ট আইনস্টাইন (১৮৭৯-১৯৫৫)** 'থিওরি অব রিলেটিভিটি' বা আপেক্ষিকতাবাদের ($E = mc^2$) প্রণেতা এবং বিশ্ববিখ্যাত জার্মান তত্ত্বীয় পদার্থবিদ। তিনি ১৯২১ সালে 'আলোর তড়িৎ ক্রিয়া' সম্পর্কিত গবেষণার জন্য পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর অন্যান্য অবদানের মধ্যে রয়েছে 'আপেক্ষিকতাভিত্তিক বিশ্বতত্ত্ব', 'কৈশিক ক্রিয়া', 'ক্রান্তিক উপলবৎ', 'বর্ণময়তা', 'কোয়ান্টাম তত্ত্ব ইত্যাদি। জাতিসংঘ ২০০৫ সালকে 'আইনস্টাইন বর্ষ' ঘোষণা করে।

◈ **পাবলো পিকাসো (১৮৮১-১৯৭৩)** স্পেনে জন্মগ্রহণ করেন। বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রকর। তাঁর বিখ্যাত চিত্রকর্ম 'গোয়ের্নিকা'। তিনি বিমূর্ত চিত্রকলার জনক হিসেবে পরিচিত।

কৃষ্টি, সংস্কৃতি, চিত্রকর্ম ও চলচিত্র

- **চলচিত্রের মূল সূত্রের জনক** - আরবীয় মুসলিম বিজ্ঞানী আবু আলী আল হাসান। তিনি দৃষ্টির স্থায়িত্ব তত্ত্ব আবিষ্কার করেন (বিজ্ঞানের জগতে তিনি 'আল হাজেন' নামে পরিচিত)।
- **বিশ্বের প্রথম চলচ্চিত্র তৈরির ফিল্ম তৈরি করেন** - ইস্টম্যান (১৮৮৯ সালে)।
- **বিশ্বের প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন** - ফ্রান্সের লুমিয়ার ব্রাদারস (১৮৯৫ সালে)।
- **বিশ্বের প্রথম ফিল্ম স্টুডিওর নাম** - ব্ল্যাক মারিয়া স্টুডিও। ১৮৯৩ সালে এডিসন প্রতিষ্ঠা করেন।
- **বিশ্বের প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়** - ১৯৩২ সালে ইতালির ভেনিসে।
- **বিশ্বের প্রথম চলচ্চিত্র উপযোগী ক্যামেরা আবিষ্কার করেন** - ফ্রান্সের লুই ও অগাস্ট ভ্রাতৃদ্বয়।
- **কান চলচ্চিত্র উৎসবে যে বাংলাদেশি ছবি 'ইন্টারন্যাশনাল ক্রিটিকস্ প্রাইজ' পায়** - মাটির ময়না।
- **জ্যাকব এপস্টাইন** - ব্রিটেনের একজন বিখ্যাত ভাস্কর।
- **সালভেদর ডালি** - স্পেনের বিখ্যাত চিত্রকর। তাঁর বিখ্যাত চিত্রকর্ম 'The Persistence of Memory'।
- **ম্যাডোনা-৪৩ চিত্রটি** - শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের দুর্ভিক্ষের ওপর আঁকা।
- **ফিদা মকবুল** - ভারতের একজন বিখ্যাত চিত্রকর।
- **পৃথিবীর সবচেয়ে দামি ছবির নাম** - লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির 'মোনালিসা'। 'মোনালিসা' চিত্রকর্মটি আঁকা হয়েছে মাদোনা লিসা জেবার দিনিকে কল্পনা করে।
- **'মোনালিসা' চিত্রকর্মটি বর্তমানে সংরক্ষিত আছে** - ফ্রান্সের ল্যুভর জাদুঘরে।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

বিশ্বের কয়েকটি বিখ্যাত চিত্রকর্ম ও ভাস্কর্য

মোনা লিসা

লেডি উইথ এন আরমাইন

পিয়েটা

সানফ্লাওয়ার

- **লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি (ইতালি) :** মোনালিসা, দি লাস্ট সাপার, লা গিউকোন্ডা, ভার্জিন অব দ্য রকস, ভিট্রুভিয়ান ম্যান, লেডি উইথ এন আরমাইন।
- **মাইকেল অ্যাঞ্জেলো (ইতালি) :** দ্য ম্যাডোনা অ্যান্ড চাইল্ড, দি হোলি ফ্যামিলি, সিসটাইন চ্যাপেলের ছাদের নকশা, ডেভিড, দ্য লাস্ট জাজমেন্ট, ক্রিয়েশন অব আদম, পিয়েটা, ডোনি টন্ডো, দ্য করভারশন অব সাউল।
- **ভিনসেন্ট ভ্যানগগ (নেদারল্যান্ডস) :** সানফ্লাওয়ার, স্টারি নাইট ও পটেটো ইটারস।
- **ক্লদ মোনে (ফ্রান্স) :** সানরাইজ।

বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থা

- **সামাজিক নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি** - শিক্ষা।
- **বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়** - নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় (বিহার, ভারত)।
- **ব্রিটেনের সবচেয়ে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়** - অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়। ইংরেজি ভাষাভাষী বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়। ১০৯৬ খ্রি. এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।
- **কারুইন বিশ্ববিদ্যালয়টি অবস্থিত** - মরক্কোয়।
- **যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়** - ১৬৩৬ সালে।
- **ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়** - ১৮০০ সালে।
- **জাতিসংঘ শান্তি বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত** - কোস্টারিকায়।
- **জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত** - টোকিও, জাপান (১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত)।
- **পাকিস্তানের প্রথম শিক্ষা কমিশনের নাম** - মওলানা আকরাম খাঁ শিক্ষা কমিশন (১৯৪৯)।
- **আইভি লীগ (Ivy League)** - উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় যুক্তরাষ্ট্রের ৮টি বেসরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে তৈরি একটি অ্যাথলেটিক সম্মেলন।

বিশ্বের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

- **বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ভাস্কর্য** - গুজরাটে অবস্থিত 'স্ট্যাচু অব ইউনিটি' (১৮২ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট মূর্তিটি সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেলের)।
- **বিশ্বের অন্যতম উচ্চতর মূর্তি** - মাদারল্যান্ড মূর্তি। মূর্তিটির অপরনাম *The Motherland Calls/ Homeland-Mother/Homeland-Mother Is Calling*। রাশিয়ার মূর্তিটি ভলগোগ্রাদে অবস্থিত। মূর্তিটি স্ট্যালিনগ্রাদ যুদ্ধের ২০০ দিনের স্মৃতি রক্ষার্থে নির্মিত হয়।
- **এলিসি প্রাসাদের অবস্থান** - ফ্রান্সের প্যারিসে। ১৮০৭ সালে নির্মিত ও ১৮০৯ সাল হতে প্রেসিডেন্টের বাসভবন হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।
- **আগ্রার তাজমহলের স্থপতি** - মাস্টার ঈশা। তাজমহলের রূপদান করেন বাঙালি তরুণ শিল্পী বলদেব দাস।
- **আলেকজান্দ্রিয়ার বাতিঘর তৈরি করেন** - মিশরের গ্রিক রাজা সম্রাট ২য় টলেমি।
- **পৃথিবীর প্রথম মানব নির্মিত ঘর (স্থাপত্য)** - কাবা শরিফ।
- **'স্ট্যাচু অব ডেমোক্রেসি' অবস্থিত** - বেইজিং, চীন।
- **ডেমোক্রেসি স্কয়ার' অবস্থিত** - নমপেন (কম্বোডিয়া)।
- **'স্ট্যাচু অব পিচ' অবস্থিত** - দক্ষিণ কোরিয়ার সিউলে।
- **'পিচ মেমোরিয়াল' অবস্থিত** - জাপানের হিরোশিমায়।
- **সোফিয়া মসজিদের অবস্থান** - তুরস্কের ইস্তাম্বুল।
- **স্ট্যাচু অব লিবার্টি অবস্থিত** - নিউইয়র্কে। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে ফ্রান্স ১৮৮৬ সালে উপহার দেয়।
- **'মিনি বাংলাদেশ' অবস্থিত** - সিঙ্গাপুরের সেরাঙ্গুনে।
- **দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন নিধন যজ্ঞের স্মারক জাদুঘর অবস্থিত** - ওয়াশিংটন ডিসি।
- **অলিম্পিয়ার জুপিটারের মূর্তি অবস্থিত** - গ্রিস।
- **হ্যালিকারনেসের সমাধি মন্দির অবস্থিত** - তুরস্ক।
- **ডায়নার মন্দির অবস্থিত** - তুরস্কে।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. কোন দেশ উইকিলিকসের প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জকে নাগরিকত্ব প্রদান করেছে?
Ⓐ চীন Ⓑ রাশিয়া Ⓒ ইকুয়েডর Ⓓ অস্ট্রেলিয়া **Ans C**

02. জ্যাক মা উন একজন-
Ⓐ মানবাধিকার কর্মী Ⓑ উদ্যোক্তা Ⓒ নারীবাদী লেখক Ⓓ প্রাণী অধিকার কর্মী **Ans B**

03. 'থিওরি অব এভরিথিং' একটি-
Ⓐ চলচ্চিত্র Ⓑ কবিতা Ⓒ উপন্যাস Ⓓ নাটক **Ans A**

04. 'স্ট্যাচু অব পিস' কোথায় অবস্থিত?
Ⓐ নাগাসাকি Ⓑ নিউইয়র্ক Ⓒ লন্ডন Ⓓ পিসা **Ans A**

05. ইমরুল কায়েস একজন-
Ⓐ চিত্রশিল্পী Ⓑ বিজ্ঞানী Ⓒ কবি Ⓓ প্রেসিডেন্ট **Ans C**

06. গোয়ের্নিকা কী?
Ⓐ ভাস্কর্য Ⓑ বই Ⓒ চিত্রকলা Ⓓ স্থান **Ans C**

07. চে গুয়েভারা'র জন্ম কোন দেশে?
Ⓐ কলম্বিয়া Ⓑ বলিভিয়া Ⓒ আর্জেন্টিনা Ⓓ ব্রাজিল **Ans C**

08. কনফুসিয়াস ছিলেন-
Ⓐ দার্শনিক Ⓑ নেতা Ⓒ সম্রাট Ⓓ বিজ্ঞানী **Ans A**

09. যে শব্দযুগল পরস্পর-সম্পর্কিত নয়-
Ⓐ সক্রেটিস ও দর্শন Ⓑ টলেমি ও ভূগোল Ⓒ হোমার ও উপন্যাস Ⓓ ইউক্লিড ও জ্যামিতি **Ans C**

10. সালভাদর ডালি ছিলেন একজন -
Ⓐ বিজ্ঞানী Ⓑ কবি Ⓒ চিত্রশিল্পী Ⓓ অভিযাত্রী **Ans C**

11. 'ডেভিড ফ্রস্ট' ছিলেন-
Ⓐ একজন মুক্তিযোদ্ধা Ⓑ একজন চিকিৎসক Ⓒ একজন রাজনীতিবিদ Ⓓ একজন সাংবাদিক **Ans D**

12. বিখ্যাত চিত্রশিল্পী পাবলো পিকাসো জন্মগ্রহণ করেন যে দেশে-
Ⓐ যুক্তরাষ্ট্র Ⓑ ইতালি Ⓒ গ্রিস Ⓓ স্পেন **Ans D**

13. 'লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প' হিসেবে পরিচিত কে?
Ⓐ সরোজিনী নাইডু Ⓑ হেলেন কিলার Ⓒ ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল Ⓓ মাদার তেরেসা **Ans C**

14. আইএসবিএন যে উপকরণ চিহ্নিত করার কাজে ব্যবহৃত হয়? [DU-B : 15-16, 13-14]
Ⓐ বই Ⓑ সাময়িকী Ⓒ সফটওয়ার Ⓓ হার্ডওয়ার **Ans A**

15. সিগমান্ড ফ্রয়েড যে ক্ষেত্রে অবদানের জন্য জগৎ বিখ্যাত-
Ⓐ মনোসমীক্ষণ Ⓑ জীববিজ্ঞান Ⓒ সাহিত্য Ⓓ দর্শন **Ans A**

16. কোনটি দার্শনিক আন্দোলন?
Ⓐ অস্তিত্ববাদ Ⓑ বুদ্ধিবাদ Ⓒ নির্বিচারবাদ Ⓓ সামাজিক আন্দোলন **Ans A**

17. তেনজির গিয়াৎসু কোন নামে অধিক পরিচিত?
Ⓐ শেরপা তেনজিং Ⓑ অশো Ⓒ পঞ্চেন লামা Ⓓ দালাই লামা **Ans D**

18. রোবৃসপীয়র-
Ⓐ আমেরিকান লেখক Ⓑ স্পেনের গেরিলা যোদ্ধা Ⓒ চলচ্চিত্র অভিনেতা Ⓓ ফরাসি বিপ্লবের নেতা **Ans D**

19. গুপ্তচর মাতা হারি কোন দেশের লোক ছিলেন?
Ⓐ জাপান Ⓑ ইন্দোনেশিয়া Ⓒ হল্যান্ড Ⓓ থাইল্যান্ড **Ans C**

20. ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরটি কী জন্য বিখ্যাত?
Ⓐ আইস হকি Ⓑ বই মেলা Ⓒ ঔষধ পণ্য Ⓓ কৃষি পণ্য **Ans B**

CamScanner

অধ্যায় ২৩তম

বিশ্বের বৃহত্তম, ক্ষুদ্রতম, উচ্চতম, দীর্ঘতম, দ্রুততম ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

☆ বিশ্বের বৃহত্তম

শিরোনাম	বৃহত্তম	শিরোনাম	বৃহত্তম
মহাদেশ	এশিয়া	জনসংখ্যায় মুসলিম দেশ	ইন্দোনেশিয়া
মহাসাগর	প্রশান্ত মহাসাগর	আয়তনে মুসলিম দেশ	কাজাখস্তান
দেশ (আয়তনে)	রাশিয়া	মরুভূমি	সাহারা
সাগর	দক্ষিণ চীন সাগর	আয়তনে বৃহত্তম শহর	নিউইয়র্ক
হ্রদ	কাস্পিয়ান সাগর		
জলপ্রপাত (আয়তনে)	নায়াগ্রা	ঘড়ি	মক্কা (সৌদি আরব)
লাইব্রেরি	ইউনাইটেড স্টেটস লাইব্রেরি অব কংগ্রেস (ওয়াশিংটন)	গ্রহ	বৃহস্পতি
রাত	২২ ডিসেম্বর (উত্তর গোলার্ধে)	ঘণ্টা	মস্কোর ঘণ্টা

☆ বিশ্বের ক্ষুদ্রতম

শিরোনাম	ক্ষুদ্রতম	শিরোনাম	ক্ষুদ্রতম
মহাদেশ	ওশেনিয়া	মহাসাগর	আর্কটিক মহাসাগর
দেশ	ভ্যাটিকান সিটি	গির্জা	চ্যাপেল অব সান্তা-ইসাবেল (ভ্যাটিকান সিটি)
মুসলিম দেশ	মালদ্বীপ	নদী	ডি রিভার (যুক্তরাষ্ট্র)
দিন	২২ ডিসেম্বর (উত্তর গোলার্ধে)	পাখি	হামিং বার্ড
রাত	২১ জুন (উত্তর গোলার্ধে)	ফুল	পিলিয়া মাইক্রোফোলিয়া

☆ বিশ্বের দীর্ঘতম

বিষয়	দীর্ঘতম	বিষয়	দীর্ঘতম
নদী	নীল নদ	রেলপথ	ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলপথ
উড়াল সড়কসেতু	বাং না এক্সপ্রেসওয়ে (থাইল্যান্ড)	সাঁতারের পথ	ইংলিশ চ্যানেল
নদী অববাহিকা	আমাজন অববাহিকা	দীর্ঘজীবী প্রাণি	কচ্ছপ
খাল	গ্র্যান্ড খাল	পর্বতমালা	আন্দিজ পর্বতমালা
প্রাচীর	চীনের মহাপ্রাচীর	সমুদ্র সৈকত	কক্সবাজার (বাংলাদেশ)

☆ বিশ্বের উচ্চতম

বিষয়	উচ্চতম	বিষয়	উচ্চতম
দেশ	তিব্বত	মালভূমি	পামীর (মধ্য এশিয়ায়)
রাজধানী/ স্থান	লাপাজ (বলিভিয়া)	পর্বতমালা	হিমালয়
পর্বতশৃঙ্গ	এভারেস্ট (তিব্বত ও নেপাল)	জলপ্রপাত	অ্যাঞ্জেল (ভেনিজুয়েলা)
ভবন	বুর্জ খলিফা (সংযুক্ত আরব আমিরাত)	হ্রদ	টিটিকাকা (বলিভিয়া)

☆ বিশ্বের দ্রুততম

বিষয়	দ্রুততম	বিষয়	দ্রুততম
প্রাণি	চিতা বাঘ	মাছ	টুনা মাছ
পাখি	সুইফট পাখি	যাত্রীবাহী বিমান	কনকর্ড (বর্তমানে বিলুপ্ত)

আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ

তারিখ	দিবসের নাম	তারিখ	দিবসের নাম
২ জানুয়ারি	বিশ্ব জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ দিবস	২৩ জুন	বিশ্ব অলিম্পিক দিবস
২৬ জানুয়ারি	আন্তর্জাতিক শুল্ক দিবস	১১ জুলাই	বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস
২ ফেব্রুয়ারি	বিশ্ব জলাভূমি দিবস	২৮ জুলাই	বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস
৪ ফেব্রুয়ারি	বিশ্ব ক্যানসার দিবস	২৯ জুলাই	বিশ্ব বাঘ দিবস
১৩ ফেব্রুয়ারি	বিশ্ব বেতার দিবস	৬ আগস্ট	হিরোশিমা দিবস (জাপান)
২১ ফেব্রুয়ারি	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস	৯ আগস্ট	নাগাসাকি দিবস (জাপান)
২২ ফেব্রুয়ারি	বিশ্ব স্কাউট দিবস	৯ আগস্ট	বিশ্ব আদিবাসী দিবস
৮ মার্চ	আন্তর্জাতিক নারী দিবস	১২ আগস্ট	আন্তর্জাতিক যুব দিবস
১৫ মার্চ	আন্তর্জাতিক নদীরক্ষা দিবস	৮ সেপ্টেম্বর	বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস
২১ মার্চ	বর্ণবৈষম্য দিবস/বিশ্ব বন দিবস	১৫ সেপ্টেম্বর	আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র দিবস
২২ মার্চ	বিশ্ব পানি দিবস	১৬ সেপ্টেম্বর	ওজোনস্তর রক্ষা দিবস
২৪ মার্চ	বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস	২৪ সেপ্টেম্বর	মীনা দিবস
২৭ মার্চ	বিশ্ব নাট্য দিবস	২৭ সেপ্টেম্বর	বিশ্ব পর্যটন দিবস
২ এপ্রিল	বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস	২৯ সেপ্টেম্বর	বিশ্ব শিশু অধিকার দিবস
৭ এপ্রিল	বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস	১ অক্টোবর	বিশ্ব প্রবীণ দিবস
২২ এপ্রিল	বিশ্ব ধরিত্রী দিবস	২ অক্টোবর	আন্তর্জাতিক অহিংস দিবস
২৬ এপ্রিল	বিশ্ব মেধা সম্পদ দিবস	৪ অক্টোবর	বিশ্ব প্রাণী দিবস
১ মে	মে দিবস (আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস)	৫ অক্টোবর	বিশ্ব শিক্ষক দিবস
৩ মে	বিশ্ব সংবাদপত্র স্বাধীনতা দিবস	৯ অক্টোবর	বিশ্ব ডাক দিবস
৮ মে	বিশ্ব রেডক্রস দিবস	১১ অক্টোবর	আন্তর্জাতিক কন্যা শিশু দিবস

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. আয়তনে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মুসলিম দেশ কোনটি?
Ⓐ ইন্দোনেশিয়া Ⓑ কাজাখস্তান Ⓒ সৌদি আরব Ⓓ ইরান **Ans B**

02. 'বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস' পালিত হয়–
Ⓐ ৮ সেপ্টেম্বর Ⓑ ১১ সেপ্টেম্বর Ⓒ ১৭ মার্চ Ⓓ ২১ মার্চ **Ans A**

03. আয়তনে সবচেয়ে বড় দেশ-
Ⓐ অস্ট্রেলিয়া Ⓑ কানাডা
Ⓒ চীন Ⓓ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র **Ans B**

04. আন্তর্জাতিক শিক্ষক দিবস পালিত হয়-
Ⓐ ৫ সেপ্টেম্বর Ⓑ ১৫ সেপ্টেম্বর
Ⓒ ৫ অক্টোবর Ⓓ ১৫ অক্টোবর **Ans C**

05. আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস উদ্‌যাপিত হয়–
Ⓐ ৩ জুন Ⓑ ১১ জুলাই
Ⓒ ২১ সেপ্টেম্বর Ⓓ ১৬ ডিসেম্বর **Ans C**

06. পৃথিবীর দীর্ঘতম রেলপথের নাম কী?
Ⓐ ওরিয়েন্টাল এক্সপ্রেস Ⓑ ট্রান্স-কানাডিয়ান রেলওয়ে
Ⓒ ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলওয়ে Ⓓ ইউরো এক্সপ্রেস **Ans C**

07. বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উৎযাপিত হয়–
Ⓐ ০১ জুন Ⓑ ১১ জুলাই Ⓒ ০৭ জুলাই Ⓓ ১১ জুন **Ans B**

08. বিশ্ব আদিবাসী দিবস পালিত হয়ে থাকে-
Ⓐ ২ আগস্টে Ⓑ ৫ আগস্টে
Ⓒ ৭ আগস্টে Ⓓ ৯ আগস্টে **Ans D**

09. আন্তর্জাতিক অহিংস দিবস–
Ⓐ ৩০ জানুয়ারি Ⓑ ২ অক্টোবর
Ⓒ ৩ অক্টোবর Ⓓ ১০ অক্টোবর **Ans B**

10. আয়তনের দিক দিয়ে পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম দেশ –
Ⓐ চীন Ⓑ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র Ⓒ অস্ট্রেলিয়া Ⓓ ব্রাজিল **Ans B**

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

আন্তর্জাতিক
২৪তম অধ্যায়

বিশ্ব ইতিহাস ও প্রাচীন সভ্যতাসমূহ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

বিশ্ব ইতিহাস

- বিশ্ব সভ্যতার যাত্রা শুরু হয় - ৫০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে।
- ইতিহাসের জনক বলা হয় - হেরোডোটাসকে (গ্রিস)।
- বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের জনক - থুকিডাইডিস (গ্রিস)।
- 'History' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে - গ্রিক শব্দ 'Historia' থেকে। 'Historia' শব্দের অর্থ অনুসন্ধান বা গবেষণা।
- হেলেনিস্টিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল - আলেকজান্দ্রিয়ায়, মিশর।
- গ্রিসের পূর্বনাম ছিল - হেল্লাস।
- সংসদীয় গণতন্ত্র সত্ত্বেও নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বহাল রেখেছে - গ্রেট ব্রিটেন, জাপান, থাইল্যান্ড, ডেনমার্কসহ আরও অনেক দেশে।
- সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন - রাশিয়ার ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন (১৯১৭ সালে)।
- বিখ্যাত রাজনৈতিক গ্রন্থ 'Leviathan' এর রচয়িতা - থমাস হবস।
- যে যন্ত্রের সাহায্যে ফরাসি বিপ্লবীদের মাথা কেটে নেওয়া হয় - গিলোটিন (Guillotine)।
- ঐতিহাসিক 'ফেজ' শহরটি অবস্থিত - মরক্কো।
- পৌরাণিক কাহিনির জন্য বিখ্যাত 'ট্রয়' নগরটি অবস্থিত - তুরস্কে।
- রাশিয়ার যে শাসক দাড়ির ওপর কর বসিয়েছিলেন - পিটার দ্য গ্রেট।
- প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিষ্টান মতবাদের প্রবর্তক - জার্মানির মার্টিন লুথার।
- সর্বপ্রথম কয়লা ব্যবহারের প্রচলন করে - চীন।
- জেরুজালেম উদ্ধারের জন্য খ্রিষ্টানরা যে যুদ্ধ পরিচালনা করে - ক্রুসেড।

বিশ্বের প্রাচীন সভ্যতাসমূহ

মেসোপটেমিয় সভ্যতা

মেসোপটেমিয় সভ্যতার বিভিন্ন পর্যায়

↓ সুমেরীয় সভ্যতা ↓ ব্যবিলনীয় সভ্যতা ↓ অ্যাসেরীয় সভ্যতা ↓ ক্যালডীয় সভ্যতা

- পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীনতম সভ্যতা/ সভ্যতার উৎপত্তিস্থল বলে খ্যাত - মেসোপটেমিয় সভ্যতা।
- মেসোপটেমিয় বলতে বর্তমানে বোঝায় - ইরাক। এই সভ্যতা বর্তমান ইরাক ও সিরিয়ার অন্তর্গত ছিল।
- মেসোপটেমিয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল - আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০০ অব্দে দজলা ও ফোরাত (বর্তমান টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস) নদীর তীরে।

১ সুমেরীয় সভ্যতা

- মেসোপটেমিয়র অন্তর্ভুক্ত প্রধানতম ও প্রাচীনতম সভ্যতা - সুমেরীয় সভ্যতা। সুমেরীয়দের আদিবাস ছিল ইরাকের দক্ষিণে এলামের পাহাড়ি অঞ্চলে। ৪৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে এই সভ্যতার উত্থান ঘটে। কৃষিভিত্তিক এই সভ্যতাটি প্রচলিত সামাজিক বিধি-ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে সুমেরীয় আইন তৈরি করে।
- ইতিহাসের প্রথম মহাকাব্য 'গিলগামেশ' রচনা করেন - সুমেরীয়রা (খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দে)। কিউনিফর্ম লিপিতে লিখিত।
- সভ্যতায় সুমেরীয়দের অবদান ছিল - কিউনিফর্ম নামের লিখন পদ্ধতি, পাটিগণিতের গুণ পদ্ধতি, চাকা, জলঘড়ি ও চন্দ্রপঞ্জিকার আবিষ্কারে।

২ ব্যাবিলনীয় সভ্যতা

- হাম্বুরাবি ছিলেন - ব্যাবিলনীয় সভ্যতার স্থপতি।
- ব্যাবিলনীয় সভ্যতার স্বর্ণযুগ বলা হয় - হাম্বুরাবির শাসনামলকে।
- সভ্যতায় ব্যাবিলনীয়দের অবদান ছিল - আইন প্রণয়নে। বিশ্বে এটি হাম্বুরাবির আইন নামে পরিচিত ছিল।
- পৃথিবীর প্রথম লিখিত আইন - হাম্বুরাবি কোড। পাথরে খোদিত এই আইনের ধারা সংখ্যা ছিল ২৮২টি।
- সর্বপ্রথম পঞ্জিকার প্রচলন হয় যে সভ্যতার সময় - ব্যাবিলনীয় সভ্যতা।

৩ অ্যাসেরীয় সভ্যতা

- অ্যাসেরীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল - টাইগ্রিস নদীর তীরে।
- সভ্যতায় অ্যাসেরীয়দের অবদান ছিল - বৃত্তকে ৩৬০° তে ভাগ করা, পৃথিবীকে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশে ভাগ করা এবং গোলন্দাজ বাহিনী প্রতিষ্ঠা করা।
- যুদ্ধে সর্বপ্রথম লোহার অস্ত্র ব্যবহার করে - অ্যাসেরীয়রা। ইতিহাসে অ্যাসেরীয়রা পরিচিত সামরিক রাষ্ট্র হিসেবে।
- অ্যাসেরীয় সভ্যতার রাজধানী ছিল - নিনেভ।
- পৃথিবীর ইতিহাসে গোলন্দাজ বাহিনী গঠন করে - অ্যাসেরীয়রা।

৪. ক্যালডীয় সভ্যতা

- ক্যালডীয় সভ্যতার অপর নাম - নব্য ব্যাবিলনীয় সভ্যতা।
- ক্যালডীয় সভ্যতা গড়ে তোলেন - রাজা নেবুচাঁদ নেজার (খ্রিষ্টপূর্ব ৬০৩ অব্দে)।
- সভ্যতায় ক্যালডীয়দের অবদান ছিল - ব্যাবিলনের শূন্য/ঝুলন্ত উদ্যান (*The Hanging Garden of Babylon*) তৈরি। এটি নির্মাণ করেন রাজা নেবুচাঁদ নেজার (খ্রিষ্টপূর্ব ৬০৩ অব্দে) তাঁর রানির মনোরঞ্জনের জন্য।
- সর্বপ্রথম দিনকে ২৪ ঘণ্টা এবং সপ্তাহকে ৭ দিনে ভাগ করে - ক্যালডীয়রা।
- ক্যালডীয়দের প্রধান দেবতার নাম ছিল - জুপিটার।
- ক্যালডীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নক্ষত্রের সন্ধান পান - ১২টি। এই নক্ষত্র থেকেই পরবর্তিতে ১২টি রাশিচক্র (Zodiac Circles) এর সৃষ্টি হয়।

মিশরীয় সভ্যতা

- মিশরীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল - নীল নদের তীরে। নদী কেন্দ্রিক সভ্যতার জন্যই গ্রিক ইতিহাসবিদ হেরোডোটাস মিশরকে 'নীল নদের দান' বলেছেন। একে নীল সভ্যতা নামেও ডাকা হয়।
- পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম এক ঈশ্বরের ধারণা দেন - ফারাও ইখনাটন।
- হায়ারোগ্লিফিক্স - চিত্রভিত্তিক এক প্রকার মিশরীয় লিপি/ লিখনপদ্ধতি।
- প্রাচীন মিশরীয় রাজাদেরকে বলা হতো - ফারাও।
- ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নির্মাতা বলা হয় - মিশরীয়দের।
- মিশরীয় সভ্যতার বিখ্যাত অবদান - পিরামিড, লিখন পদ্ধতি, জ্যোতির্বিদ্যার।
- ফারাও রাজাদের মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্য মিশরীয়রা আবিষ্কার করে - মমি পদ্ধতি।
- ১২ মাসে ১ বৎসর, ৩০ দিনে ১ মাস, ৩৬৫ দিনে ১ বছর এই গণনারীতির প্রবর্তক - মিশরীয়রা।

গ্রিক সভ্যতা

- নদী তীরে গড়ে ওঠেনি - গ্রিক সভ্যতা।
- গ্রিক সভ্যতা গড়ে ওঠে - ১৫৮টি নগররাষ্ট্রের সমন্বয়ে।
- প্রথম নগররাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে - গ্রিসের এথেন্স ও স্পার্টায়।
- ইতিহাসে পেলোপনেসীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয় - এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে।
- পৃথিবীর মানচিত্র প্রথম অঙ্কন করেন - গ্রিক বিজ্ঞানীরা।
- গ্রিক সভ্যতায় বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের বলা হতো - সোফিস্ট।
- গ্রিক সভ্যতার অবদান ছিল - সভ্যতা বিনির্মাণে, গণিত (জ্যামিতি), চিকিৎসা ক্ষেত্রে ও দর্শন চর্চায়।
- গ্রিসের খ্যাতিমান দার্শনিক - সক্রেটিস, প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল।
- গ্রিক সভ্যতার বিশেষ অবদান ছিল - গণতন্ত্র উদ্ভাবন। গণতন্ত্রের সূতিকাগার বলা হয় গ্রিককে।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

পারস্য সভ্যতা

- প্রাচীনকালে পারস্য নামে পরিচিত ছিল - ইরান।
- পারস্য সভ্যতার অপর নাম - আকামেনিদ সভ্যতা।
- পারস্য সভ্যতার সবচেয়ে বড় অবদান ছিল - ধর্ম সংস্কার।
- গ্রিক বীর আলেকজান্ডার পারস্য সাম্রাজ্য অধিকার করে - ৩৩০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে।
- পারসিক দিনপঞ্জি তৈরি করেন - দারিয়ুস।
- পারস্য ইতিহাসে সবচেয়ে সফল শাসক - দারিয়ুস ও কাইরাস।

রোমান সভ্যতা

- রোমান সভ্যতা গড়ে ওঠে - ইতালির পশ্চিমাংশে অবস্থিত ছোট শহর রোমকে কেন্দ্র করে। ল্যাটিন রাজা রোমিউলাসের নামানুসারে নগরীর নাম হয় রোম। এটিও নদীভিত্তিক সভ্যতা নয়।
- রোমের অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি ছিল - দাসশ্রম। উল্লেখ্য, স্পার্টাকাস নামক এক দাসের নেতৃত্বে সংঘটিত হয় দাস বিদ্রোহ। পরবর্তীতে সম্রাট অগাস্টাসের সময়ে রোমে দাস প্রথার বিলুপ্তি ঘটে।
- রোমের সবচেয়ে খ্যাতিমান শাসক ছিলেন - জুলিয়াস সিজার। তিনি খ্রিষ্টপূর্ব ৪৪ অব্দে রোমে নিহত হন। তাঁর বিখ্যাত উক্তি 'এলাম, দেখলাম, জয় করলাম' (ভিনি, ভিডি, ভিসি)।

সিন্ধু সভ্যতা

- প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতা গড়ে উঠেছিল - পাঞ্জাবের সিন্ধু নদের তীরে।
- সিন্ধু সভ্যতায় আবিষ্কৃত দুটি নগরের নাম - হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো।
- সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কৃত হয় - ১৯২২ সালে।
- হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো অবস্থিত - যথাক্রমে পাঞ্জাবের মন্টেগোমারি ও লারকানা জেলায়।
- সিন্ধু সভ্যতার বিশেষ অবদান - বাটখারার/পরিমাপ পদ্ধতি প্রচলন।
- সিন্ধু সভ্যতায় নিদর্শন পাওয়া যায় - পরিকল্পিত নগর ব্যবস্থার।
- সিন্ধু সভ্যতার সাথে মিল আছে - সুমেরীয় সভ্যতার।

ইনকা সভ্যতা

- ইনকা সভ্যতাকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করেন - সম্রাট পাকা নিউটেক।
- ইনকা সভ্যতা গড়ে উঠেছিল - দক্ষিণ আমেরিকার পেরুতে।
- ইনকা সভ্যতার স্থপতি - মানকো কাপেন।
- ইনকা সাম্রাজ্যের সরকারি নাম - ক্যুয়চুয়া।
- ইনকা সভ্যতার শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার ছিল - পানির সাহায্যে সেচ পদ্ধতি।
- মাচুপিচ্চু - ইনকা সভ্যতার নিদর্শন।
- সংখ্যা গণনা ও নথিভুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতির নাম - ইনকারা।
- ইনকা সভ্যতার পতন ঘটে - স্পেনিশ নাবিক ফ্রান্সিসকো পিজারোর হাতে (১৫৩২)।

চৈনিক সভ্যতা

- চৈনিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল - হোয়াংহো (পীত) এবং ইয়াংসিকিয়াং নদীর অববাহিকায়।
- চৈনিক সভ্যতা গড়ে ওঠে - প্রায় চার হাজার বছর আগে।
- চৈনিক সভ্যতার বিশেষ অবদান - আধুনিক আমলাতন্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা।
- চীনের জনগোষ্ঠী মূলত - মঙ্গোলীয়।
- শাং রাজারা সভ্যতা গড়ে তুলেছিল - হোয়াংহো নদীর তীরে। এই যুগে ব্রোঞ্জ/তামার জিনিস ব্যবহৃত হতো।
- কনফুসিয়াস ছিলেন - চীনের প্রভাবশালী দার্শনিক। তবে চীনের প্রাচীনতম দার্শনিক ছিলেন লাওৎসে।

আদি মানব/মানব সভ্যতা

- হোমো ইরেক্টাস - হোমো ইরেক্টাস বলতে সাধারণ অর্থে 'উন্নত মানব'কে বোঝানো হয়।
- হোমো ইরেক্টাসের জীবাশ্ম প্রথম আবিষ্কৃত হয় - ১৮৯১ সালে ইন্দোনেশিয়ার জাভা দ্বীপে সোলো নদীর তীরে ত্রিনিল নামক স্থানে। ফরাসি বংশোদ্ভূত ওলন্দাজ সামরিক শল্যচিকিৎসক ওজেন দুবোয়া এটি আবিষ্কার করেন। জাভা দ্বীপে পাওয়া যায় বলে এটিকে জাভা মানব বলা হয়।
- হাইডেলবার্গ মানব - ১৯০৭ সালে জার্মানির হাইডেলবার্গে পাওয়া সবচেয়ে প্রাচীন হোমিনিন জীবাশ্ম। এটি হাইডেলবার্গে পাওয়া যায় বলে এটির নাম হয় হাইডেলবার্গ মানব।
- পিকিং মানব - ১৯২৭ সালে ড. ডেভিডসন ব্ল্যাক পিকিংয়ের চোকোদিয়ান নামক গুহা থেকে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের মাথার খুলি আবিষ্কার করেন। তিনি এর নাম দেন পিকিং মানব।
- অস্ট্রালোপিথিকাস লুসি - ১৯৭৪ সালে ইথিওপিয়ায় ৩.২ মিলিয়ন বছরের পুরাতন কঙ্কাল পাওয়া যায়। এর নামকরণ করা হয় লুসি।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. রোমান সভ্যতার স্থাপত্য নিদর্শন 'কলোসিয়াম' হলো -
Ⓐ খেলার মাঠ Ⓑ নাট্যশালা
Ⓒ বিশ্ববিদ্যালয় Ⓓ উপাসনালয় **Ans B**

02. ল্যাটিন শব্দ 'সিভিস' -এর অর্থ-
Ⓐ নগর Ⓑ নগররাষ্ট্র
Ⓒ নাগরিক Ⓓ রাষ্ট্র **Ans C**

03. হায়ারোগ্লিফিক যে সভ্যতার প্রাচীন লিখন-পদ্ধতি-
Ⓐ মিশরীয় Ⓑ সুমেরীয়
Ⓒ পারস্য Ⓓ ব্যাবিলনীয় **Ans A**

04. ইতিহাসের উৎস নয়-
Ⓐ পাঠ্য বই Ⓑ মুদ্রা
Ⓒ শিলালিপি Ⓓ দলিল **Ans A**

05. 'Polis' শব্দটির অর্থ-
Ⓐ রাষ্ট্র Ⓑ সমাজ
Ⓒ নগররাষ্ট্র Ⓓ জাতিরাষ্ট্র **Ans C**

06. ইনকা সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে-
Ⓐ ব্রাজিলে Ⓑ ভেনেজুয়েলায়
Ⓒ পেরুতে Ⓓ বলিভিয়ায় **Ans C**

07. মেক্সিকোকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা একটি প্রাচীন সভ্যতার নাম
Ⓐ আকসুম Ⓑ আজটেক
Ⓒ ভাইকিং Ⓓ মেসোপোটেমীয় **Ans B**

08. হেরোডোটাস-এর জন্মভূমি-
Ⓐ ইতালি Ⓑ গ্রিস
Ⓒ স্পেন Ⓓ মিসর **Ans B**

09. সভ্যতার পরিমাপ করা যায়-
Ⓐ মানসিক উৎকর্ষের ভিত্তিতে Ⓑ উত্তরাধিকার সূত্রে
Ⓒ কলাকৌশলের প্রয়োগ দেখে Ⓓ দক্ষতার ভিত্তিতে **Ans C**

10. ইতিহাসের প্রধান উপজীব্য-
Ⓐ মানব সমাজের অগ্রযাত্রার ধারা
Ⓑ মানব সমাজের অতীত বর্ণনা
Ⓒ মানুষের অতীত স্মৃতি রোমন্থন
Ⓓ মানুষের স্মৃতিচারণ **Ans A**

CamScanner

আন্তর্জাতিক
২৫তম অধ্যায়

আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

জাতিপুঞ্জ

- জাতিসংঘের পূর্বসূরি সংগঠন - League of Nations বা জাতিপুঞ্জ।
- জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল - প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।
- জাতিপুঞ্জ সনদ স্বাক্ষরিত হয় - ২৮ জুন ১৯১৯ (ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে)।
- জাতিপুঞ্জ সনদ কার্যকর হয় - ১০ জানুয়ারি ১৯২০।
- জাতিপুঞ্জ গঠনের প্রস্তাবক ছিলেন - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ২৮তম প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন।
- জাতিপুঞ্জের সদর দপ্তর অবস্থিত ছিল - জেনেভা (সুইজারল্যান্ড)।
- জাতিপুঞ্জ গঠনের উদ্দেশ্যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় - ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে।
- জাতিপুঞ্জ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল - ১৪ দফা।
- জাতিপুঞ্জের উদ্যোক্তা হয়েও সদস্য ছিল না - যুক্তরাষ্ট্র।
- জাতিপুঞ্জ অকার্যকর হয় - ১৯৩৯ সালে (২য় বিশ্বযুদ্ধের শুরুর ফলে)।
- জাতিপুঞ্জের সর্বশেষ মহাসচিব ছিলেন - আয়ারল্যান্ডের সিয়েন লিস্টার (১৯৪০-১৯৪৬ সাল পর্যন্ত)

জাতিসংঘ

- বিশ্বের স্বাধীন দেশগুলোর সর্ববৃহৎ আন্তর্জাতিক সংগঠনের নাম - জাতিসংঘ।
- জাতিসংঘ গঠনের প্রস্তাবকারী দেশ - ৪টি। যথা- সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া), চীন, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য।
- জাতিসংঘ গঠনে প্রধান ভূমিকায় একমাত্র এশিয় দেশ - চীন।
- জাতিসংঘের নামকরণ করা হয় - ১ জানুয়ারি ১৯৪২ (ওয়াশিংটন সম্মেলনে)।
- জাতিসংঘের নামকরণ করেন - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩২তম প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট।
- জাতিসংঘের বর্তমান সদস্য সংখ্যা - ১৯৩টি।
- জাতিসংঘের ১৯৩তম/সর্বশেষ সদস্য - দক্ষিণ সুদান (১৪ জুলাই ২০১১)।
- জাতিসংঘ গঠনের প্রধান উদ্যোক্তা - মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট ও যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল।
- জাতিসংঘ সদর দপ্তরের জমিদাতা - জন ডি. রকফেলার।
- জাতিসংঘের সদর দপ্তরের স্থপতি - ওয়ালেস কে হ্যারিসন।
- জাতিসংঘের সদর দপ্তর অবস্থিত - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে (ইস্ট নদীর তীরে)।
- জাতিসংঘের ইউরোপিয় সদর দপ্তর অবস্থিত - সুইজারল্যান্ডের জেনেভায়।
- জাতিসংঘের আফ্রিকান সদর দপ্তর অবস্থিত - কেনিয়ার নাইরোবিতে।
- অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় জাতিসংঘের অফিস স্থাপিত হয় - ১৯৮০ সালে।
- নিউইয়র্কে অবস্থিত জাতিসংঘের সভাস্থলের নাম - ফ্লাসিং মিডোস।
- জাতিসংঘ সনদ স্বাক্ষরিত হয় - ২৬ জুন ১৯৪৫ সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনে। সনদ কার্যকর করা হয় ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫। তাই প্রতি বছর জাতিসংঘ দিবস পালন করা হয় ২৪ অক্টোবর।
- সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনে উপস্থিত সদস্য দেশের সংখ্যা - ৫০টি।
- জাতিসংঘের মূল সনদে স্বাক্ষরকারী দেশ/জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য দেশ - ৫১টি। উল্লেখ্য, পোল্যান্ড উক্ত সনদে স্বাক্ষর করে ১৫ অক্টোবর ১৯৪৫। সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনে অনুপস্থিত থেকেও সনদটি কার্যকর হওয়ার পূর্বে স্বাক্ষর করে পোল্যান্ড প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্যদের একটি বলে বিবেচিত হয়।
- জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয় - ১ বছরের জন্য।
- জাতিসংঘের Veto Power সম্পন্ন দেশ - ৫টি।
- ইউরোপের যে যে স্বাধীন দেশ জাতিসংঘের সদস্য নয় - ভ্যাটিকান সিটি ও কসোভো।
- জনসংখ্যায় জাতিসংঘের ক্ষুদ্রতম দেশ - নাউরু।
- আয়তনে জাতিসংঘের ক্ষুদ্রতম দেশ - মোনাকো।
- জাতিসংঘের স্থায়ী পর্যবেক্ষক - ভ্যাটিকান সিটি।
- জাতিসংঘের অরাষ্ট্রীয় পর্যবেক্ষক দেশ - ফিলিস্তিন।
- জাতিসংঘের আয়ের প্রধান উৎস - সদস্য দেশসমূহের চাঁদা।
- কোনো দেশ সর্বোচ্চ যে পরিমাণ চাঁদা জাতিসংঘকে দিতে পারবে - মোট বাজেটের ২৫%।

জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)

- SDGs-এর পূর্ণরূপ-Sustainable Development Goals (টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা)।
- SDGs-এর শিরোনাম - Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development.
- SDGs'র মূল ক্ষেত্র - ৫ টি। যথা: People, Planet, Peace, Prosperity, Partnership.
- SDGs'র ইন্ডিকেটর - ২৩২টি।
- SDGs-চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয় - ২৫-২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫।
- SDGs-গৃহীত হয় - Millennium Development Goals (MDG)-এর মেয়াদান্তে ২০১৫ সালে।
- SDGs-এর সময়কাল - ২০১৬ থেকে ২০৩০ সাল।
- SDGs-এর লক্ষ - ১৭টি। এছাড়া ৪৭টি সূচক এবং ১৬৯টি সুনির্দিষ্ট টার্গেট রয়েছে।

জাতিসংঘ ঘোষিত গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন

- **স্টকহোম সম্মেলন (বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলন) :** ১৯৭২ সালে সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনের মাধ্যমেই জাতিসংঘ পরিবেশবিষয়ক সংস্থা (UNEP) গঠন এবং ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৯৭৪ সালে প্রথম বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়।
- **১ম ধরিত্রী সম্মেলন :** ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের প্রাক্তন রাজধানী রিও ডি জেনেরিওতে পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক জাতিসংঘের এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৭২টি দেশের ২৪০০ প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। এ সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে জাতিসংঘের রূপরেখা United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) স্বাক্ষরিত হয়। Conference of the Parties (COP) UNFCCC-এর সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ যার মোট পক্ষ ১৯৭টি যাতে ১৬৮টি দেশ স্বাক্ষর করেছে। এছাড়া 'এজেন্ডা-২১' নামে একটি কার্যক্রম গৃহীত হয়। রিও ঘোষণায় ২৭টি নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত আছে।
- **৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন :** ১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চীনের বেইজিংয়ে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। নারীদের দারিদ্র্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নির্যাতন, অর্থনীতি, ক্ষমতায়ন প্রভৃতি বিষয় ছিল এ সম্মেলনের বিষয়বস্তু। উল্লেখ্য, নারী বিষয়ক প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৫ সালে মেক্সিকো সিটিতে।
- **হেগ সম্মেলন :** ২০০০ সালে নেদারল্যান্ডস-এর হেগে পরিবেশ বিষয়ক এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
- **বর্ণবাদ ও বর্ণবৈষম্য বিরোধী সম্মেলন :** ২০০১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
- **আবহাওয়াবিষয়ক সম্মেলন :** ২০০৫ সালে কানাডার মন্ট্রিলে অনুষ্ঠিত হয়।
- **COP-29 সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়-** বাকু, আজারবাইজান ২০২৪।
- **COP-30 সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে-** বেলেম, ব্রাজিল, নভেম্বর ২০২৫।

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী মিশন

- জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী গঠিত হয় - ১৯৪৮ সালে। ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনে UN Truce Supervision Organization (UNTSO) মিশনে জাতিসংঘ প্রথম শান্তিরক্ষী বাহিনী পাঠায়।
- জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনীর শিরস্ত্রাণ/হেলমেটের রং - নীল।
- আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী দিবস - ২৯ মে।
- জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনী শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করে - ১৯৮৮ সালে।
- জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে প্রথম নারী শান্তিরক্ষী নিযুক্ত হয় - ২০০৭ সালে লাইবেরিয়ায়।
- জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে নিহতদের জন্য জাতিসংঘ মহাসচিবের দেওয়া পদকের নাম - 'দ্যাগ হ্যামারশোল্ড মেডেল'।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

- জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে নিহত সৈন্যদের স্মরণে 'পিস মনুমেন্ট' রয়েছে - ঢাকার শেরে বাংলা নগরে।
- জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে সর্বাধিক ব্যয় বহনকারী দেশ - যুক্তরাষ্ট্র।
- জানুয়ারি ২০২৪ সালের তথ্যানুসারে জাতিংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে সৈন্য প্রেরণে শীর্ষে রয়েছে - নেপাল (তৃতীয়- বাংলাদেশ)।
- বর্তমানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী কার্যক্রম চলছে - ১১টি মিশনে।
- মোট মিশন - ৭২টি।
- ১৯৮৮-৯১ সালে জাতিসংঘ পরিচালিত ইরাক-ইরান যুদ্ধে শান্তিরক্ষা মিশনের নাম - UN Iran-Iraq Military Obvservation Group (UNIIMOG)

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

1. টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা কয়টি?
Ⓐ ১১ Ⓑ ১৭
Ⓒ ১৫ Ⓓ ১৯ Ans Ⓑ

2. জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত দাপ্তরিক ভাষার সংখ্যা
Ⓐ ৪ Ⓑ ৫
Ⓒ ৬ Ⓓ ৭ Ans Ⓒ

3. জাতিসংঘের নারী উন্নয়ন বিষয়ক তহবিলের নাম–
Ⓐ ইউএনউইমেন Ⓑ ইউনিফেম
Ⓒ সমতা তহবিল Ⓓ জেন্ডার সমতা তহবিল Ans Ⓑ

4. 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য'- এর যে লক্ষ্যটি মানসম্মত শিক্ষা নিয়ে নিবিড়ভাবে আলোচনা করে–
Ⓐ এসডিজি-৪ Ⓑ এসডিজি-৩
Ⓒ এসডিজি-৯ Ⓓ এসডিজি-৮ Ans Ⓐ

6. নিচের যে দেশটি জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য নয়-
Ⓐ ফ্রান্স Ⓑ চীন
Ⓒ রাশিয়া Ⓓ জার্মানি Ans Ⓓ

7. কোন ঘটনার কারণে ধরিত্রী দিবসের সূচনা হয়?
Ⓐ ব্যাপক তেল নিঃসরণ Ⓑ জলবায়ু পরিবর্তন
Ⓒ ব্যাপক বায়ু দূষণ Ⓓ পারমাণবিক বিস্ফোরণ Ans Ⓐ

8. জাতিসংঘের কোন অঙ্গ সংস্থার কার্যক্রম অকার্যকর করা হয়েছে?
Ⓐ সাধারণ পরিষদ Ⓑ আন্তর্জাতিক বিচারালয়
Ⓒ নিরাপত্তা পরিষদ Ⓓ অছি পরিষদ Ans Ⓓ

9. SDG-এর পূর্ণরূপ হলো–
Ⓐ Successive Developmental Goals
Ⓑ Successful Development Goals
Ⓒ Substantial Developmental Goals
Ⓓ Sustainable Development Goals Ans Ⓓ

10. প্যারিস চুক্তি হল ——।
Ⓐ শান্তি সমঝোতা
Ⓑ জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সমঝোতা
Ⓒ অস্ত্রনিয়ন্ত্রণ সমঝোতা
Ⓓ পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ সমঝোতা Ans Ⓑ

11. কোন সনদের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?
Ⓐ ১৯৯৮ সালের রোম সনদ
Ⓑ ২০০৩ সালের আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত সনদ
Ⓒ ২০০৪ সালের ভিয়েনা সনদ
Ⓓ ২০০০ সালের প্যারিস সনদ Ans Ⓐ

12. জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেসের নাগরিকত্ব কোনটি?
Ⓐ পর্তুগিজ Ⓑ চেক
Ⓒ ফরাসি Ⓓ ব্রাজিলিয়ান Ans Ⓐ

আন্তর্জাতিক
২৬তম অধ্যায়

পুরস্কার ও সম্মাননা

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- নোবেল পুরস্কারের প্রবর্তক– আলফ্রেড বার্নার্ড নোবেল।
- আলফ্রেড নোবেল জন্মগ্রহণ করেন– ২১ অক্টোবর ১৮৩৩; সুইডেনের স্টকহোমে।
- প্রতিবছর নোবেল পুরস্কার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদান করা হয়– ১০ ডিসেম্বর (আলফ্রেড নোবেলের মৃত্যু দিবসে)।
- বর্তমানে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়– ৬টি বিষয়ে ।
- অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার প্রথম দেয়া হয়– ১৯৬৯ সালে।
- নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটি নোবেল পুরস্কার প্রদান করে – শান্তিতে।
- রয়েল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্সেস নোবেল পুরস্কার প্রদান করে – পদার্থ, রসায়ন ও অর্থনীতিতে।
- সুইডিশ একাডেমি নোবেল পুরস্কার প্রদান করে – সাহিত্যে।
- ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউট নোবেল পুরস্কার প্রদান করে – চিকিৎসাবিজ্ঞানে।
- প্রথম মুসলমান নোবেল পুরস্কার পান– আনোয়ার সাদাত (মিশর)।
- নোবেল বিজয়ী প্রথম মুসলিম নারী– শিরিন এবাদি, ইরান।
- এশিয়ার প্রথম নোবেল বিজয়ীর নাম– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- এশিয়ায় শান্তিতে প্রথম নোবেল পুরস্কার পান– লি ডাক থো (ভিয়েতনাম)। কিন্তু তিনি এ পুরস্কার প্রত্যাখান করেন।
- নোবেল বিজয়ী বাঙালি– ৪ জন (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমর্ত্য সেন, ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও অভিজিৎ বন্দোপাধ্যায়)।
- নোবেল বিজয়ী প্রথম বাংলাদেশি– ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
- যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম নোবেল বিজয়ী প্রেসিডেন্ট– থিওডোর রুজভেল্ট (১৯০৬, শান্তি)।
- সবচেয়ে কম বয়সে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন– মালালা ইউসুফজাই (পাকিস্তান); ১৭ বছর বয়সে।
- নোবেলজয়ী প্রথম নারী– মেরি কুরি।
- ব্রিটেনের সাহিত্যে সর্বোচ্চ পুরস্কারের নাম– দ্য ম্যান বুকার প্রাইজ ফর ফিকশন।
- বুকার পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়– ১৯৬৯ সালে (প্রবর্তক- যুক্তরাজ্যের বুকার ম্যাক কোনেল কোম্পানি)।
- বিশ্বে সাহিত্যের অন্যতম সম্মানজনক পুরস্কারের নাম– ম্যান বুকার আন্তর্জাতিক পুরস্কার।
- ম্যান বুকার গ্রুপ এ পুরস্কার প্রবর্তন করে– ২০০৫ সালে।
- চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ পুরস্কারের প্রবর্তক– জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP)।
- ম্যাগসেসে পুরস্কার প্রদান করা হয় যে দেশ থেকে– ফিলিপাইন (প্রবর্তন ১৯৫৭ সাল থেকে)।
- ফিলিপাইনের যে সাবেক প্রেসিডেন্টের নামে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়– র‍্যামন ম্যাগসেসের নামানুসারে।
- এশিয়ার নোবেল পুরস্কার নামে পরিচিত– ম্যাগসেসে পুরস্কার।
- সিডনি শান্তি পুরস্কারের প্রবর্তক– অস্ট্রেলিয়ার সিডনি পিস প্রাইজ ফাউন্ডেশন।
- গণিতের সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কারের নাম– অ্যাবেল পুরস্কার।
- জাতিসংঘ মানবাধিকার পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়– ১৯৬৬ সালে।
- সার্ক সাহিত্য পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়– ২০০১ সালে।
- বিশ্বের চলচ্চিত্র জগতের সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কারের নাম– অস্কার।
- প্রথম অস্কার বিজয়ী ভারতীয়– বানু আথাইয়া (১৯৮২ সালে; চলচ্চিত্র 'গান্ধী')।
- কান চলচ্চিত্র উৎসব প্রবর্তন করা হয়– ১৯৪৬ সালে।
- কান যে দেশের শহরের নাম– ফ্রান্স।
- কান চলচ্চিত্রের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়– ১৯৪৬ সালে।
- পুলিৎজার পুরস্কার প্রদান করে যে দেশ– যুক্তরাষ্ট্র।
- পুলিৎজার পুরস্কার যার নামে নামকরণ করা হয়– যুক্তরাষ্ট্রের সাংবাদিক জোসেফ পুলিৎজারের নামানুসারে।
- মিস ওয়ার্ল্ড-এর প্রবর্তক– এরিক মরলি (১৯৫১ সালে)।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

- ঐশ্বরিয়া রাই মিস ওয়ার্ল্ড নির্বাচিত হন– ১৯৯৪ সালে।
- যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বেসামরিক পদকের নাম– প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম অ্যাওয়ার্ড।
- 'গেকো' যে দেশের সাহিত্য পুরস্কার– ফ্রান্সের।
- ফ্রান্সের সর্বোচ্চ বেসামরিক পদক– দ্য কমান্ডার অব দ্য লিজিয়ন অব অনার।
- 'দ্য ক্রস অব দ্য মেরিট' যে দেশের সর্বোচ্চ সম্মাননা পদক– জার্মানির।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. আলফ্রেড নোবেল কী আবিষ্কার করেছিলেন?
Ⓐ Electricity Ⓑ Radio
Ⓒ Television Ⓓ Dynamite
Ans Ⓓ

02. নোবেল পুরস্কার কোন দেশ থেকে দেয়া হয়?
Ⓐ যুক্তরাষ্ট্র Ⓑ যুক্তরাজ্য
Ⓒ সুইডেন Ⓓ বেলজিয়াম
Ans Ⓒ

03. নোবেল (NOBEL) পুরস্কার কবে থেকে চালু হয়?
Ⓐ 1896 Ⓑ 1901
Ⓒ 1876 Ⓓ 1900
Ans Ⓑ

04. মোট কয়টি বিষয়ে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়?
Ⓐ 6 Ⓑ 5
Ⓒ 7 Ⓓ 8
Ans Ⓐ

05. পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী আব্দুস সালাম ছিলেন কোন দেশের বিজ্ঞানী?
Ⓐ বাংলাদেশ Ⓑ ভারত
Ⓒ পাকিস্তান Ⓓ মিশর
Ans Ⓒ

06. অমর্ত্য সেন কোন বিষয়ে গবেষণা করে নোবেল পুরস্কার পান?
Ⓐ মাইক্রোক্রেডিট Ⓑ দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য
Ⓒ উন্নয়নের গতিধারা Ⓓ বৈদেশিক সাহায্য
Ans Ⓑ

07. কোন মুসলিম নারী সর্বপ্রথম নোবেল শান্তি পুরস্কার পান?
Ⓐ Benazir Bhutto Ⓑ Monika Ali
Ⓒ Shirin Ebadi Ⓓ Mother Teresa
Ans Ⓒ

08. কোন মুসলিম মনীষী সর্বপ্রথম নোবেল পুরস্কার পান?
Ⓐ ইয়াসির আরাফাত Ⓑ নাগিব মাহফুজ
Ⓒ আনোয়ার সাদাত Ⓓ প্রফেসর আব্দুস সালাম
Ans Ⓒ

09. নিচের কোন বিজ্ঞানী পদার্থ ও রসায়ন শাস্ত্রে মোট দুবার নোবেল পুরস্কার লাভ করেন?
Ⓐ জন বার্ডেন Ⓑ লিনাস পাউলিং
Ⓒ ফ্রেডরিক স্যাঙ্গার Ⓓ মাদাম কুরি
Ans Ⓓ

10. জ্যাঁ পল সার্ত্রে কোন দার্শনিক মতবাদের প্রবক্তা?
Ⓐ উপযোগবাদ Ⓑ অস্তিত্ববাদ
Ⓒ ভোগবাদ Ⓓ বস্তুবাদ
Ans Ⓑ

11. শান্তিতে নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যানকারী একমাত্র ব্যক্তি কে?
Ⓐ লি ডাক থো Ⓑ মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র
Ⓒ স্যার স্যামুয়েলসন Ⓓ হরগোবিন্দ খোরানা
Ans Ⓐ

12. বুকার পুরস্কার হচ্ছে-
ⒶPeace award (শান্তি পুরস্কার)
ⒷLiterary award (সাহিত্য পুরস্কার)
ⒸAward for outstanding struggle for democracy and human rights (গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের জন্য অসামান্য অবদানের জন্য পুরস্কার)
ⒹPopulation award (জনসংখ্যা বিষয়ক পুরস্কার)
Ans Ⓑ

13. 'Booker Prize' দেয়া হয়-
Ⓐ বিজ্ঞানের জন্য Ⓑ সাহিত্যের জন্য
Ⓒ দর্শনের জন্য Ⓓ চিত্রকলার জন্য
Ans Ⓑ

আন্তর্জাতিক ২৭তম অধ্যায় — খেলাধুলা

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি হয়– ২৩ জুন ১৮৯৪ সালে (প্যারিস, ফ্রান্স)।
- IOC- এর সদর দপ্তর অবস্থিত– লুজান, সুইজারল্যান্ড।
- অলিম্পিক জাদুঘর অবস্থিত– লুজান, সুইজারল্যান্ড।
- বিশ্ব ফুটবলের প্রধান সংস্থার নাম– ফিফা (FIFA)।
- FIFA- এর পূর্ণরূপ– Federation of International Football Association.
- FIFA জন্মলাভ করে– ২১ মে ১৯০৪, ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে।
- ফিফার সদর দপ্তর অবস্থিত– জুরিখ, সুইজারল্যান্ড।
- ফিফার সভাপতির মেয়াদকাল– ৪ বছর।
- ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থার নাম– আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (ICC)।
- ICC প্রতিষ্ঠিত হয়– ১৫ জুন ১৯০৯।
- বর্তমানে ICC- এর মোট সদস্য– ১০৮টি।
- ICC-এর বর্তমান সদর দপ্তর– দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত (পূর্বে ছিল লন্ডনে)।
- অলিম্পিক গেমসের সূচনা হয় কোথায়– খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীতে, গ্রিসে।
- প্রাচীন অলিম্পিক প্রতিযোগিতা প্রথম অনুষ্ঠিত হয়– খ্রিষ্টপূর্ব ৭৭৬ সালে।
- আধুনিক অলিম্পিকের জন্ম– ১৮৯৬ সালে।
- প্রথম আধুনিক অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়েছিল– এথেন্স, গ্রিস।
- আধুনিক অলিম্পিকের প্রবর্তক– ব্যারন পিয়ারে দ্য কুবার্তো (ফ্রান্স)।
- আধুনিক অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়– ৪ বছর পরপর।
- অলিম্পিকে প্রথম নারী অংশগ্রহণ করে– ১৯০০ সালে।
- এশিয়ার সর্বপ্রথম অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয় কোথায়– ১৯৬৪ সালে, জাপানের টোকিওতে।
- শীতকালীন অলিম্পিক শুরু হয়– ১৯২৪ সাল (ফ্রান্সের চ্যামোনিক্সে)।
- ফুটবল খেলার জন্ম যে দেশে– চীনে।
- ব্যালন ডি'অর অ্যাওয়ার্ড চালু হয়– ১৯৫৬ সালে।
- বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা শুরু হয়– ১৯৩০ সালে।
- বিশ্বকাপ ফুটবলের বর্তমান ট্রফির নাম– ফিফা ট্রফি। সরকারি নাম 'ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ'।
- বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হয় – ৪ বছর পরপর।
- জুলে রিমে কাপ তৈরি করা হয়– ১৯৩০ সালে।
- ফিফা কনফেডারেশন কাপে অংশগ্রহণকারী দল– ৮টি।
- ক্রিকেট খেলার জন্ম– ইংল্যান্ডে।
- ক্রিকেট খেলায় প্রতি দলে খেলোয়াড় থাকে– ১১ জন।
- টেস্ট ক্রিকেটে সর্বাধিক সেঞ্চুরিয়ান– শচীন টেন্ডুলকার (ভারত)।
- টেস্ট ইতিহাসের প্রথম ম্যাচে যে দেশ জয়ী হয়– অস্ট্রেলিয়া।
- ওয়ানডে ও টেস্টে সর্বাধিক রান সংগ্রাহক– শচীন টেন্ডুলকার (ভারত)।
- একদিনের ক্রিকেটে এক ম্যাচে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক– রোহিত শর্মা, ভারত (২৬৪ রান)।
- আইসিসি অ্যাওয়ার্ড প্রদান শুরু হয় – ২০০৪ সালে।
- প্রথম সাফ গেমস অনুষ্ঠিত হয়– কাঠমান্ডু (নেপাল); ১৯৮৪ সালে।
- বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন খেলা – হকি (উৎপত্তি গ্রিসে)।
- টেনিস খেলার জন্ম – ইংল্যান্ডে।
- ব্যাডমিন্টন খেলার জন্ম – ১৮৬০ সালে।
- দাবা খেলার উৎপত্তি – ভারতে।
- ভলিবল খেলার উৎপত্তি হয় – যুক্তরাষ্ট্রে।
- ভলিবল খেলায় প্রতি দলে খেলোয়াড় থাকে – ৬ জন।
- কাবাডি খেলা সর্বপ্রথম শুরু হয় – ভারতে।
- কাবাডি খেলায় প্রতিদলে খেলোয়াড় – ১২ জন (খেলতে পারে ৭ জন)।
- বাংলাদেশের জাতীয় খেলার নাম – কাবাডি।
- বক্সিংয়ের উদ্ভাবক – থিসিয়াস।
- বক্সিংয়ে 'দ্য গ্রেটেস্ট' বলা হয়– মোহাম্মদ আলীকে।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

খেলা সম্পর্কিত কাপ	খেলার নাম
এশিয়া কাপ	ফুটবল, ক্রিকেট
ডার্বি	ঘোড়দৌড় (ইংল্যান্ড)
ডুরান্ড কাপ	ফুটবল (ভারত)
থমাস কাপ	বিশ্ব ব্যাডমিন্টন (পুরুষ)
উইম্বলডন ট্রফি	বিশ্ব লন টেনিস
চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি	আন্তর্জাতিক হকি
প্রেসিডেন্ট কাপ	ফুটবল (বাংলাদেশ)
সাহারা কাপ	ক্রিকেট (কানাডা)
ডিস কাপ	এস্কার রেস (ইল্যান্ড)
জুলেরিমে ট্রফি	বিশ্বকাপ ফুটবল
অ্যাশেজ	ক্রিকেট (অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড)
ফেডারেশন কাপ	ভলিবল (বিশ্বকাপ)।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. ফিফার কার্যালয় কোথায় অবস্থিত?
Ⓐ সুইজারল্যান্ড Ⓑ ইংল্যান্ড Ⓒ যুক্তরাষ্ট্র Ⓓ ব্রাজিল Ans Ⓐ

02. ক্রিকেট খেলার নিয়মাবলি প্রথম বিধিবদ্ধ হয়–
Ⓐ ১৭৭৪ সালে Ⓑ ১৮৭৫ সালে
Ⓒ ১৭৫০ সালে Ⓓ ১৯০০ সালে Ans Ⓐ

03. ক্রিকেট ব্যাট তৈরি করা হয় কোন গাছের কাঠ থেকে?
Ⓐ পাইন গাছ Ⓑ উইলো গাছ
Ⓒ সেগুন গাছ Ⓓ ইউক্যালিপটাস গাছ Ans Ⓑ

04. ক্রিকেট খেলায় একটি নো-বলে নিচের কোন আউটটি হয়?
Ⓐ বোল্ড আউট Ⓑ ক্যাচ আউট
Ⓒ রান আউট Ⓓ স্ট্যাম্প আউট Ans Ⓒ

05. কতটি দেশ টেস্ট খেলার সদস্য?
Ⓐ ৮ Ⓑ ৯ Ⓒ ১২ Ⓓ ১৩ Ans Ⓒ

06. টেস্ট ক্রিকেট শুরু হয় কত সালে?
Ⓐ ১৮৭২ সালে Ⓑ ১৮৯৩ সালে
Ⓒ ১৮৮৭ সালে Ⓓ ১৮৭৭ সালে Ans Ⓓ

07. টেস্টে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রানের অধিকারী কে?
Ⓐ হানিফ মোহাম্মদ Ⓑ ম্যাথু হেইডেন
Ⓒ ব্রায়ান লারা Ⓓ গ্যারি সোবার্স Ans Ⓒ

08. ২০২২ সালে এশিয়া কাপে রানার্স-আপ হয় কোন দেশ?
Ⓐ ভারত Ⓑ পাকিস্তান Ⓒ বাংলাদেশ Ⓓ শ্রীলঙ্কা Ans Ⓑ

09. ২০২২ সালে এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন হয় কোন দেশ–
Ⓐ পাকিস্তান Ⓑ শ্রীলঙ্কা Ⓒ বাংলাদেশ Ⓓ ভারত Ans Ⓑ

10. 'রিচার্ড হ্যাডলি' বিখ্যাত–
Ⓐ ফুটবলার হিসেবে Ⓑ টেনিস খেলোয়াড় হিসেবে
Ⓒ দৌড়বিদ হিসেবে Ⓓ ক্রিকেটার হিসেবে Ans Ⓓ

11. ফিফার কার্যালয় কোথায় অবস্থিত?
Ⓐ সুইজারল্যান্ডে Ⓑ ইংল্যান্ডে Ⓒ যুক্তরাষ্ট্রে Ⓓ ব্রাজিলে Ans Ⓐ

12. ফুটবল খেলায় কয়ভাবে ট্যাকলিং করা যেতে পারে?
Ⓐ দুই ভাবে Ⓑ চার ভাবে Ⓒ তিন ভাবে Ⓓ পাঁচ ভাবে Ans Ⓒ

13. ফিফা প্রতিষ্ঠিত হয় কবে?
Ⓐ ১৯০৪ Ⓑ ১৯২৪ Ⓒ ১৯১৪ Ⓓ ১৯০৫ Ans Ⓐ

14. বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা প্রথম শুরু হয়–
Ⓐ ১৯৩০ সালে Ⓑ ১৯৩১ সালে
Ⓒ ১৯৩২ সালে Ⓓ ১৯৩৪ সালে Ans Ⓐ

15. বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হয়
Ⓐ ৪ বৎসর পরপর Ⓑ ৫ বৎসর পরপর
Ⓒ প্রতি বৎসর Ⓓ ৩ বৎসর পরপর Ans Ⓐ

16. প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল?
Ⓐ ইতালিতে Ⓑ উরুগুয়েতে
Ⓒ ব্রাজিলে Ⓓ মেক্সিকোতে Ans Ⓑ

17. ১৯৩০ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন দেশ–
Ⓐ ব্রাজিল Ⓑ উরুগুয়ে Ⓒ ফ্রান্স Ⓓ ইংল্যান্ড Ans Ⓑ

18. বিশ্বকাপ ফুটবলে ৫ বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে–
Ⓐ জার্মানি Ⓑ ইতালি Ⓒ আর্জেন্টিনা Ⓓ ব্রাজিল Ans Ⓓ

19. উইম্বলডন কোন খেলার জন্য পরিচিত?
Ⓐ Golf Championships
Ⓑ Lawn Tennis Championships
Ⓒ Horse Racings
Ⓓ Table Tennis Championships Ans Ⓑ

20. ব্যাডমিন্টন যে দেশের জাতীয় খেলা–
Ⓐ চীন Ⓑ ইন্দোনেশিয়া Ⓒ নেপাল Ⓓ স্কটল্যান্ড Ans Ⓑ

21. 'ওভাল' কোন খেলার জন্য বিখ্যাত?
Ⓐ ফুটবল Ⓑ হকি Ⓒ টেনিস Ⓓ ক্রিকেট Ans Ⓓ

22. ডিয়াগো ম্যারাডোনা কে?
Ⓐ একজন চিত্রনায়ক Ⓑ একজন ব্যবসায়ী
Ⓒ একজন ফুটবল খেলোয়াড় Ⓓ একজন সাহিত্যিক Ans Ⓒ

23. ভক্তরা কোন ফুটবল খেলোয়াড়কে 'উইজার্ড অব দ্য ড্রিবল' নামে ডাকতেন?
Ⓐ রোনাল্ডো Ⓑ স্যার স্ট্যানলি ম্যাথুজ
Ⓒ পেলে Ⓓ ডিয়াগো ম্যারাডোনা Ans Ⓑ

24. 'ফ্রেইঞ্জ বেকেনবাওয়ার' বিখ্যাত–
Ⓐ ক্রিকেটার হিসেবে Ⓑ সাঁতারু হিসেবে
Ⓒ ফুটবলার হিসেবে Ⓓ দৌড়বিদ হিসেবে Ans Ⓒ

25. হকি খেলায় কয়জন রেফারি থাকেন?
Ⓐ ১ জন Ⓑ ২ জন Ⓒ ৩ জন Ⓓ ৪ জন Ans Ⓑ

26. বাস্কেটবল খেলা কোন সালে প্রথম অলিম্পিকে প্রদর্শিত হয়–
Ⓐ ১৯০৪ সালে Ⓑ ১৯৩২ সালে
Ⓒ ১৯৩৬ সালে Ⓓ ১৯২০ সালে Ans Ⓒ

27. কত সালে ওয়াটার পলো অলিম্পিকে অন্তর্ভুক্ত হয়?
Ⓐ ১৮৯৬ সালে Ⓑ ১৯০০ সালে
Ⓒ ১৯০৮ সালে Ⓓ ১৯১২ সালে Ans Ⓑ

28. অলিম্পিকে পুরুষদের সাঁতার প্রতিযোগিতা শুরু হয়–
Ⓐ ১৮৩৭ সালে Ⓑ ১৮৯৬ সালে
Ⓒ ১৯৩৬ সালে Ⓓ ১৯২০ সালে Ans Ⓑ

29. ১৯০০ সালে যে অলিম্পিকে মেয়েরা সর্বপ্রথম অংশগ্রহণ করেন, কোথায় সে অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়?
Ⓐ প্যারিসে Ⓑ লন্ডনে
Ⓒ রোমে Ⓓ গ্রিসের এলিশ শহরে Ans Ⓐ

30. আধুনিক অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয় কত বছর পর পর?
Ⓐ প্রতি ২ বছর পর Ⓑ প্রতি ৩ বছর পর
Ⓒ প্রতি ৪ বছর পর Ⓓ প্রতি ৫ বছর পর Ans Ⓒ

31. কমনওয়েলথ গেমস অনুষ্ঠিত হয় কত বছর পর পর?
Ⓐ ২ বছর Ⓑ ৩ বছর Ⓒ ৪ বছর Ⓓ ৫ বছর Ans Ⓒ

32. প্রথম এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠিত হয়েছিল–
Ⓐ সিউলে Ⓑ নয়াদিল্লিতে
Ⓒ ম্যানিলায় Ⓓ কুয়ালালামপুরে Ans Ⓑ

33. প্রথম সাফ গেমস কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
Ⓐ ঢাকা Ⓑ নয়াদিল্লি
Ⓒ কলম্বো Ⓓ কাঠমান্ডু Ans Ⓓ

34. সাফ গেমস অনুষ্ঠিত হয় কত বছর পর পর?
Ⓐ Four years Ⓑ Two years
Ⓒ Year Ⓓ 5 year Ans Ⓑ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner